ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস

প্রণীতম্।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কলিকাতা [illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী [illegible]

শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের সূচী।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ॥

নারদ উবাচ।

শ্রুতং প্রথমতো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মখণ্ডং মনোহরং।
ব্রহ্মণো বদনাম্ভোজাৎ পরমাদ্ভুত মেবচ। ১॥
তত স্তদ্বচনা ত্তূর্ণং সমাগত্য তবান্তিকং।
শ্রুতং প্রকৃতিখণ্ডঞ্চ সুধাখণ্ডাৎ পরং বরং। ২॥
ততো গণপতেঃ খণ্ড মখণ্ড জন্ম খণ্ডনং।
ন মে তৃপ্তং মনোলোলং বিশিষ্টং শ্রোতুমিচ্ছতি। ৩॥
শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডঞ্চ জন্মাদি খণ্ডনং নৃণাং।
প্রদীপং সর্ব্ব তত্ত্বানাং কর্ম্মঘ্নং হরি ভক্তিদং। ৪॥

নারায়ণ নর নরোত্তম এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া তদনন্তর জয় উচ্চারণ করিবে।

নারদ কহিলেন, প্রভো! প্রথমতঃ আমি পিতা ব্রহ্মার মুখকমল বিগলিত মনোহর ব্রহ্মখণ্ড শ্রবণ করিয়াছিলাম তৎপরে তদীয় আদেশানুসারে সত্বর আপনার নিকট উপনীত হইয়া সুধাখণ্ড হইতেও উৎকৃষ্ট পরম প্রকৃতিখণ্ড ও সংসার জন্মখণ্ডন অখণ্ড গণপতিখণ্ড আপনার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়নাই। যে পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড শ্রবণে মানবগণের জন্ম মরণাদির খণ্ডন হয়, এক্ষণে বিশিষ্টরূপে তাহা শ্রবণার্থ আমার মন নিতান্ত সমুৎসুক ও চঞ্চল হইয়াছে। ১। ২। ৩।

সদ্যো বৈরাগ্য জনকং ভব রাগ নিকৃন্তনং।
কারণং মুক্তি বীজানাং ভবাব্ধি তারণং পরং। ৫॥
কর্ম্মোপভোগ রোগাণাং খণ্ডনে চ রসায়ণং।
শ্রীকৃষ্ণ চরণাম্ভোজ প্রাপ্তি সোপান কারণং। ৬॥
জীবনং বৈষ্ণবানাঞ্চ জগতাং পাবনং পরং।
বদ বিস্তরশো ভক্তং শিষ্যং মাং শরণাগতং। ৭॥
কেন বা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণ আজগাম মহীতলং।
সর্ব্বাংশৈরেক এবেশঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ং। ৮॥
যুগেকুত্র কুতো হেতোঃ কুত্রবাবির্ব্বভূবহ।
বসুদেবোঽস্য জনকঃ কোবা কাবা চ দৈবকী। ৯॥
বদ কস্য কুলে জন্ম মায়য়াসু বিড়ম্বনং।
কিঞ্চকার সমাগত্য কেন রূপেণ বা হরিঃ। ১০॥

গুরো! শুনিয়াছি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড সমস্ত তত্ত্বের প্রদীপ স্বরূপ। ইহা শ্রবণ করিলে জীবের কর্ম্মবন্ধনের ছেদন ও সুদুর্লভা হরি ভক্তির আবির্ভাব হয় তাহাতে জীব সদ্য বৈরাগ্য লাভ পূর্ব্বক সংসারানুরাগে বিসর্জ্জন দিয়া মুক্তিপথের পথিক হইয়া থাকে। এই জন্মখণ্ড মুক্তি বীজেরকারণ, দুস্তর ভবজলধি উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র অবলম্বন, সমস্ত কর্ম্মোপভোগ ও রোগ সমুদায়ের খণ্ডনের রসায়ন স্বরূপ, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল প্রাপ্তির সোপান কারণ, বৈষ্ণবগণের জীবন ও জগৎ পাবন পরম পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আমি ইহা পরিজ্ঞাত হইতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমি আপনার ভক্তশিষ্য, অতএব আপনি কৃপা করিয়া ইহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৪। ৫। ৬। ৭॥

ভগবন্! সেই পরিপূর্ণতম অদ্বিতীয় পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পুরুষ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বয়ং পূর্ণরূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইলেন? কোন্ যুগে কি কারণে তাঁহার আবির্ভাব হইল? তাঁহার জনক বসুদেব

জগাম গোকুলং কংশ ভয়েন সূতিকা গৃহাৎ।
কথং কংসাৎ কীট তুল্যাৎ ভয়েশস্ত ভয়ং মুনে। ১১ ॥
হরির্ব্বা গোপ বেশেন গোকুলে কিঞ্চকারহ।
কুত্র গোপাঙ্গনা সার্দ্ধং বিজহার জগৎপতিঃ। ১২ ॥
কা বা গোপাঙ্গনাঃ কে বা গোপালা বালরূপিণঃ।
কা বা যশোদা কো নন্দঃ কিং বা পুণ্যঞ্চকারহ। ১৩ ॥
কথং রাধা পুণ্যবতী দেবী গোলোক বাসিনী।
ব্রজে বা ব্রজ কন্যা সা বভূব প্রেয়সী হরেঃ। ১৪ ॥
কথং গোপ্যো দুরারাধ্যং সংপ্রাপুরীশ্বরং পরং।
কথং তাশ্চ পরিত্যজ্য জগাম মথুরাং পুনঃ। ১৫ ॥
ভারাবতারণং কৃত্বা কিং বিধায় জগাম সঃ।
কথয়স্ব মহাভাগ পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তনং। ১৬ ॥

কে? ও তাঁহার জননী দেবকীই বা কে? কাহার কুলে মায়াক্রমে তাঁহার জন্ম হইল? আর সেই হরি কোন্ রূপে অবতীর্ণ হইয়াই বা কাহার প্রতি কিরূপ বিড়ম্বনা করিলেন? কংস ভয়ে সূতিকাগৃহ হইতে তাঁহার গোকুল গমনের তাৎপর্য্য কি? তিনি স্বয়ং সর্ব্বভয় হারক হইয়া কীটস্বরূপ কংস হইতে ভীত হইলেন কেন? তিনি গোকুলে গোপবেশে কি কি কার্য্য করিলেন? গোপাঙ্গনাদিগের সহিত সেই জগৎপতির বিহারের হেতু কি? গোপাঙ্গনাগণ ও চারু বেশধর গোপালগণ কে কে ছিল, নন্দ যশোদা কে? এবং পূর্ব্বে তাঁহারা কি পুণ্য করিয়াছিলেন? গোলক বাসিনী আদ্যা প্রকৃতি পুণ্যবতী শ্রীমতী রাধিকা দেবী কি জন্য ব্রজে ব্রজকন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া হরির প্রেয়সী হইলেন? গোপিকাগণ সেই দুরারাধ্য পরাৎপর পরম পুরুষকে কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন? এবং সেই হরিই বা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় আগমন করিলেন কেন? আর তিনি কি রূপ কার্য্যানুষ্ঠানে পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়া লীলা সংবরণ করিলেন, এই সমস্ত শ্রবণ কীর্ত্তনে জীবের পবিত্রতা সমুৎ-

সুদুর্লভাং হরিকথাং তরণিং ভবতারণে।
নিষেব্য ভোগ নিগড় ক্লেশ ছেদন কর্ত্তনীং। ১৭ ॥
পাপেন্ধনানাং দহনে জ্বলদগ্নি শিখা মিব।
পুং সাং শ্রুতবতাং কোটি জন্ম কিল্বিষ নাশিনীং। ১৮ ॥
মুক্তি কর্ণসুধারম্যাং শোক সাগর নাশিনীং।
মহ্যং ভক্তায় শিষ্যায় জ্ঞানং দেহি কৃপানিধে। ১৯ ॥
তপোজপ মহাদান পৃথিবী তীর্থ দর্শনাৎ।
শ্রুতিপাঠাদনশনাদ্ব্রত দেবার্চ্চনাদপি। ২০ ॥
দীক্ষায়াঃ সর্ব্ব যজ্ঞেষু যৎ ফলং লভতে নরঃ।
ষোড়শীং জ্ঞান দানস্য কলাং নার্হন্তি তৎ ফলং। ২১ ॥
পিত্রাহং প্রেষিতো জ্ঞানাদানায় তব সন্নিধিং।

পান্ন হয়, অতএব আপনি কৃপা করিয়া এই সমুদায় আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া কৃতার্থ করুন। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬॥

হে প্রভো! এক্ষণে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করাতে আমি সুদুর্লভা হরি কথা লাভের উপায় প্রাপ্ত হইয়াছি। এই হরি কথা শ্রবণে কর্ম্মফল ভোগরূপ বন্ধন জনিত ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভে সক্ষম হওয়া যায়। সুদুর্লভা হরি কথা পাপরূপ কাষ্ঠ সমুদায়ের দহনে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার তুল্য, যাহারা এই হরি কথা শ্রবণ করে, তাহাদিগের কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ সমুদায় ধ্বংস হইয়া যায় আর তাহারা দুস্তর শোক সাগর হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং তাহাদিগের শ্রুতিবিবরে ঐ হরি কথা সুধারাশি বর্ষণ করিয়াথাকে। আমি আপনার ভক্ত শিষ্য অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমাকে জ্ঞান প্রদান করুন। ১৭। ১৮। ১৯॥

ভগবন্! জপস্যারূপ জপ, পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ দর্শন, বেদপাঠ, অনশন ব্রত, দেবার্চ্চনা ও সমস্ত যজ্ঞদীক্ষায় মনুষ্যের যেরূপ ফল লাভ হয়; তাহা জ্ঞানদান ফলের ষোড়শাংশেরও যোগ্য হইতে পারে না। ২০। ২১॥

সুধা সমুদ্রং সংপ্রাপ্য ন কোবা পাতু মিচ্ছসি। ২২ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ময়া জ্ঞাতোসি ধন্য ত্বং পুণ্যরাশিঃ সুমূর্ত্তিমান্।
করোষি ভ্রমণং লোকান্ পবিত্রং কুল পাবন। ২৩ ॥
জনানাং হৃদয়ং সদ্যঃ সুব্যক্তং বচনেনবৈ।
শিষ্যে কলত্রে কন্যায়াং দৌহিত্রে বান্ধবে পিচ। ২৪ ॥
পুত্রে পৌত্রেচ বচসি প্রতাপে যশসি শ্রিয়াং।
বুদ্ধোবারিণি বিদ্যায়াং জ্ঞায়তে হৃদয়ং নৃণাং। ২৫ ॥
জীবন্মুক্তোসি পূত ত্বং শুদ্ধভক্তো গদাভৃতঃ।
পুনাসি পাদ রজসা সর্ব্বাধারাং বসুন্ধরাং। ২৬ ॥
পুনাসি লোকান্ সর্ব্বাংশ্চ স্বয়ং বিগ্রহ দর্শনাৎ।
সুমঙ্গলা হরি কথা তেন তাং শ্রোতুমিচ্ছসি। ২৭ ॥

প্রভো! আমার পিতা ব্রহ্মা মদীয় জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব কোন্ ব্যক্তি সুধা সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়া তাহা পান করিতে ইচ্ছা না করে? । ২২ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে কুলপাবন তপোধন! তুমি ধন্য ও মূর্ত্তিমান পুণ্যরাশি স্বরূপ, তোমার অন্তর আমার অজ্ঞাত নহে, তুমি সদ্য সমস্ত লোকের হৃদয় মধুর বচনে পবিত্র করণার্থ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাক। দেবর্ষে! শিষ্য, কলত্র, কন্যা, দৌহিত্র বান্ধব, পুত্র, পৌত্র, বাক্য, প্রতাপ, যশ, শ্রী, বুদ্ধি, জল ও বিদ্যাতেই জনগণের অন্তরের কুটি-লতা বা সরলতা জ্ঞাত হওয়া যায়। ফলতঃ যাহাদিগের ঐ সমস্ত উত্তম তাহারাই সরল ও সাধু বলিয়া অনুমেয় হইয়া থাকেন।২৩।২৪।২৫।

তপোধন! তুমি জীবন্মুক্ত শুদ্ধচেতাঃ পবিত্র ও সনাতন হরির পরম ভক্ত, তোমার চরণ রজঃ স্পর্শে সর্ব্বাধারা বসুন্ধরাও পবিত্র হইতেছেন। ২৬।

দেবর্ষে! তুমি স্বয়ং পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া সমস্ত লোককে

যত্র কৃষ্ণ কথাঃ সন্তি তত্রৈব সর্ব্ব দেবতাঃ।
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব তীর্থানি নিখিলানি চ। ২৮ ॥
কথাঃ শ্রুত্বা তথান্তে তে যান্তি সন্তো নিরাপদং।
ভবন্তিতানি তীর্থানি যেষু কৃষ্ণ কথাঃ শুভাঃ। ২৯ ॥
সদ্যঃ কৃষ্ণ কথা বক্তা স্বস্থ পুং সাং শতং শতং।
সমুদ্ধৃত্য শ্রুতবতাং পুনাতি নিখিলং কুলং। ৩০ ॥
প্রষ্টাতু প্রশ্ন মাত্রেণ পুনাতি কুলমাত্মনঃ।
শ্রোতা শ্রবণ মাত্রেণ স্বকুলং স্ব স্ব বান্ধবান্। ৩১ ॥
শতজন্ম তপঃ পূতো জন্মেদং ভারতে লভেৎ।
করোতি সফলং জন্ম শ্রুত্বা হরি কথামৃতং। ৩২ ॥
অর্চ্চনং বন্দনং মন্ত্র জপং সেবন মেবচ।

পবিত্র করিতেছ। এই জন্য সুমঙ্গলা হরি কথা শ্রবণে তোমার এতদূর ঔৎসুক্য হইতেছে। ২৭ ॥

যে স্থানে হরি কথা প্রসঙ্গ হয় সেই স্থানে সমস্ত দেব মুনি ঋষি ও তীর্থ সমুদায়ের আবির্ভাব হয়। ২৮ ॥

সাধুগণ হরি কথা শ্রবণ করিয়া হরি কথা অবসানে সমস্ত আপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করেন, আর যে যে স্থানে পবিত্র হরি কথা হয় সেই সেই স্থান তীর্থ স্বরূপ হইয়া থাকে। ২৯ ॥

হরি কথা বক্তা সদ্য শত শত পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করেন এবং যাহারা ঐ হরি কথা শ্রবণ করেন তাহাদিগেরও নিখিল কুল পবিত্র হইয়া থাকে সন্দেহ মাত্র নাই। ৩০ ॥

হরি কথার প্রশ্ন কর্ত্তা প্রশ্ন মাত্রে স্বীয় কুল পবিত্র করেন এবং শ্রবণ মাত্রে শ্রোতার কুল ও তাহার বন্ধুবর্গ পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। ৩১ ॥

মনুষ্য শত জন্ম তপস্যায় পবিত্র হইয়া মনুষ্য কর্ম্মক্ষেত্র ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে সেই নর, হরি কথামৃত পানে সেই দুর্লভ জন্ম সফল করিয়া থাকেন। ৩২ ॥

স্মরণং কীর্ত্তনং শশ্বদ্ গুণ শ্রবণ মীপ্সিতং। ৩৩॥
নিবেদনং তস্য দাস্যং নবধা ভক্তি লক্ষণং।
করোতি জন্ম সফলং শ্রুত্বৈতানি চ ভারতে। ৩৪॥
নচ বিঘ্নো ভবেত্তস্য পরমায়ুর্ন নশ্যতি।
ন যাতি তং পুরঃকালো বৈনতেয় মিবো রগঃ। ৩৫॥
ন জহাতি সমীপঞ্চ ক্ষণং তস্য হরিঃ স্বয়ং।
উপতিষ্ঠন্তি তূর্ণং তু মণিমাদিক সিদ্ধয়ঃ। ৩৬॥
সুদর্শনং ভ্রমত্যেব তস্য পার্শ্বে দিবানিশং।
কৃষ্ণাজ্ঞয়া চ রক্ষার্থং কোবা কিং কর্ত্তু মীশ্বরঃ। ৩৭॥
ন যান্তি তং সমীপঞ্চ স্বপ্নেপি যম কিঙ্করাঃ।
জ্বলদগ্নিং যথা দৃষ্টা শলভা ন ব্রজন্তি তং। ৩৮॥

হরির অর্চ্চনা, হরির বন্দন, হরিমন্ত্রজপ, হরিসেবা, হরিস্মরণ, হরিগুণ কীর্ত্তন, নিরন্তর অভীষ্ট হরিগুণ শ্রবণ, হরিতে আত্ম নিবেদন ও হরির দাস্য এই নবধা ভক্তি লক্ষণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, জীব ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ঐ নবধা ভক্তি প্রসঙ্গ শ্রবণে স্বীয় জন্ম সফল করে। ৩৩।৩৪।

হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির কখন কোন বিঘ্ন ও আয়ুঃক্ষয় হয় না। গরুড় দর্শনে সর্প যেমন ভয়ে পলায়ন করে তদ্রূপ তদ্দর্শনে কাল তাহার নিকট হইতে ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে। ৩৫।

ভক্তবৎসল হরি স্বয়ং সর্ব্বদাই সেই ভক্ত নিকটে অবস্থান করেন, এবং শীঘ্রই অণিমাদি সিদ্ধি সমুদায় তাহার করতলস্থ হয়। ৩৬।

সুদর্শন চক্র পরাৎপর হরির আজ্ঞাক্রমে দিবানিশি সেই ভক্তের রক্ষার্থ তৎসন্নিধানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন সুতরাং কেহই তাহার অণুমাত্র অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হইতে পারে না। ৩৭।

যেমন শলভগণ জ্বলদগ্নি দর্শনে সেই অনল নিকট হইতে পলায়ন করে, তদ্রূপ যমকিঙ্করগণ স্বপ্নেও সেই হরিপরায়ণ সাধু ব্যক্তির নিকটস্থ

ব্যাধয়ো বিপদঃ শোকা বিঘ্নাণি ন প্রযান্তি তং।
ন যান্তি তৎ সমীপঞ্চ মৃত্যুর্ম্মৃত্যু ভয়ান্ মুনে। ৩৯ ॥
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ সন্তুষ্টাঃ সর্ব্ব দেবতাঃ।
স চ সর্ব্বত্র নিঃশঙ্কঃ সুখী কৃষ্ণ প্রসাদতঃ। ৪০ ॥
তব কৃষ্ণ কথায়াঞ্চ রতি রাত্যন্তিকী সদা।
জনকস্য স্ব ভাবোহি জন্যে তিষ্ঠতি নিশ্চিতং। ৪১ ॥
বিপ্রেন্দ্র কা প্রশংসেয়ং জন্ম তে ব্রহ্ম মানসে।
যস্য যত্র কুলে জন্ম তন্মতী স্তাদৃশী ভবেৎ। ৪২ ॥
পিতা বিধাতা জগতাং কৃষ্ণ পাদাব্জ সেবয়া।
নিত্যং করোতি যঃ শশ্বন্নবধা ভক্তি লক্ষণং। ৪৩ ॥
রতিঃ কৃষ্ণ কথায়াঞ্চ যস্যাশ্রু পুলকোদ্গমঃ।

হইতে সমর্থ হয় না, হরিভক্তজনের রোগ, শোক, বিঘ্ন, বিপদ, সমস্তই বিদুরিত হয়, এমন কি মৃত্যু ও মৃত্যুভয়ে তাহার নিকটে আগমন করিতে পারে না। ৩৮। ৩৯।

হরিপরায়ণ সাধুজনের প্রতি মুনি, ঋষি, সিদ্ধ ও দেবগণ সতত প্রসন্ন থাকেন সুতরাং সেই ব্যক্তি পরাৎপর হরির প্রসাদে সর্ব্বত্র নিঃশঙ্কে পরম সুখে কাল হরণ করেন। ৪০।

দেবর্ষে! হরিকথায় সর্ব্বদা তোমার আত্যন্তিকী রতি দৃষ্ট হইতেছে; তোমার পক্ষে এরূপ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে, জনকের স্বভাব নিশ্চয়ই জন্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৪১।

হে বিপ্রেন্দ্র! সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার মানসে তোমার জন্ম সুতরাং তোমার হরিভক্তি বিষয়ে কি প্রশংসা করিব, কারণ যাহার যেমন বংশে জন্ম তাহার সেইরূপ মতির আবির্ভাব হয়। ৪২।

যে জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা নিরন্তর নবধাভক্তি লক্ষণ ক্রমে হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তদীয় চরণ সেবা করিতেছেন তিনি তোমার পিতা অতএব তোমার বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। ৪৩।

মনো নিমগ্নং তত্রৈব সভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ। ৪৪ ॥
পুত্র দারাদিকং সর্ব্বং জানাতি যো হরে রপি।
আত্মান মনসা বাচা সভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ। ৪৫ ॥
দয়াস্তি সর্ব্বজীবেষু সর্ব্বং কৃষ্ণময়ং জগৎ।
যো জানাতি মহাজ্ঞানী সভক্তো বৈষ্ণবোত্তমঃ। ৪৬ ॥
নির্জ্জনে তীর্থ সম্পর্কে নিঃসঙ্গা যে মুদান্বিতাঃ।
ধ্যায়ন্তে চরণাম্ভোজং শ্রীহরিস্তেচ বৈষ্ণবাঃ। ৪৭ ॥
শশ্বদ্যে নাম গায়ন্তি গুণং মন্ত্রং জপন্তি চ।
কুর্ব্বন্তি শ্রবণং গাথা বদন্তি তেঽতি বৈষ্ণবাঃ। ৪৮ ॥
লব্ধা মিষ্টানি বস্তুনি প্রদাতুং হরয়ে মুদা।
তূর্ণং যস্য মনোহৃষ্টং সভক্তো জ্ঞানিনাংবরঃ। ৪৯ ॥

---

*যে ব্যক্তি হরি কথায় আত্যন্তিকী রতি প্রযুক্ত পুলকাঞ্চিত কলেবর হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাহাতে নিবিষ্ট চেতা হন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই ভক্তরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৪৪।

যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে পুত্র কলত্রাদি হরিতে অর্পণ করিয়া তৎ সমুদয়কে হরির পরিবার বলিয়া অবধারণ করেন তিনিই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ভক্তরূপে কথিত হন। ৪৫।

যে ব্যক্তি সর্ব্বজীবে দয়াবান্ হইয়া নিখিল জগৎ কৃষ্ণময় দর্শন করেন সেই ব্যক্তিই মহাজ্ঞানী ভক্ত বৈষ্ণবোত্তম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন তাহার সংশয় মাত্র নাই। ৪৬।

যাঁহারা নির্জ্জনে তীর্থসম্পর্কে নিঃসঙ্গ হইয়া পরমানন্দে হরির চরণ কমল ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকেই বৈষ্ণব বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ৪৭।

যাহারা নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন, হরিগুণ গান, হরিমন্ত্রজপ, হরি কথা শ্রবণ ও হরির গুণগাথা বর্ণন করেন তাহারা বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ৪৮।

সুস্বাদু মিষ্ট বস্তু লাভ করিবামাত্র তাহা পরাৎপর হরিকে নিবেদন

যন্মনো হরি পাদাব্জে স্বপ্নে জ্ঞানং দিবানিশং।
পূর্ব্ব কর্ম্মোপভোগঞ্চ বহি ভুঙ্‌ক্তে স বৈষ্ণবঃ। ৫০ ॥
গুরু বক্ত্রাদ্বিষ্ণু মন্ত্রো যস্য কর্ণে বিশত্যয়ং।
তং বৈষ্ণবং মহাপূতং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। ৫১ ॥
পূর্ব্বান্ সপ্ত পরান্ সপ্ত সপ্ত মাতামহাদিকান্।
সোদরা মুদ্ধরেদ্ভক্তঃ স্ব প্রসূঞ্চ প্রসূ প্রসূং। ৫২ ॥
কলত্রং কন্যকাং বন্ধুং শিষ্যং দৌহিত্র মাত্মনঃ।
কিঙ্করং কিঙ্করীং পুত্র মুদ্ধরেদ্বৈষ্ণবঃ সদা। ৫৩ ॥
সদা বাঞ্ছন্তি তীর্থানি বৈষ্ণব স্পর্শ দর্শনে।
পাপি দত্তানি পাপানি তেষাং নশ্যন্তি সঙ্গতঃ। ৫৪ ॥
গোদোহন ক্ষণং যাবদ্ যত্র তিষ্ঠতি বৈষ্ণবঃ।
তত্র সর্ব্বানি তীর্থানি সন্তি তাবন্মহীতলে। ৫৫ ॥

জন্য যাঁহার অন্তঃকরণ পুলকিত হয় তিনিই জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য ভক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ৪৯।

যে ব্যক্তি বাহ্যিক পূর্ব্ব কর্ম্মার্জ্জিত ফল ভোগ করেন; কিন্তু স্বপ্ন কি জাগ্রদবস্থা দিবারাত্রি মনকে হরির চরণ কমলে নিবিষ্ট রাখেন তিনিই বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন। ৫০।

গুরুমুখ হইতে যাঁহার শ্রবণ বিবরে কৃষ্ণ মন্ত্র প্রবিষ্ট হয়, মনীষিগণ তাঁহাকে মহাপূত বৈষ্ণব নামে কীর্ত্তন করেন। ৫১।

হরিপরায়ণ ভক্ত ব্যক্তি ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পিতৃ পুরুষ, মাতামহাদি সপ্ত পুরুষ, সহোদরা ভগিনী, জননী, মাতামহী, পুত্র, কলত্র, কন্যা, বন্ধু, শিষ্য দৌহিত্র ও কিঙ্কর কিঙ্করী পর্য্যন্ত সমুদায়কে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ৫২। ৫৩।

সমস্ত তীর্থ বৈষ্ণব স্পর্শ ও বৈষ্ণব দর্শনের বাঞ্ছা করে, কারণ বৈষ্ণব সংসর্গে পাপিদত্ত পাপ হইতে সকল তীর্থের নিষ্কৃতি লাভ হয়। ৫৪।

হরিপরায়ণ সাধু ব্যক্তি গোদোহন পরিমিত কাল মাত্র যে স্থানে

ধ্রুবস্তত্র মৃতঃ পাপী মুক্তো যাতি হরেঃ পদং।
যথৈব জ্ঞান গঙ্গায়ামন্তে কৃষ্ণ স্মৃতৌ যথা। ৫৬॥
তুলসী কাননে গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে পদে।
বৃন্দারণ্যে হরিদ্বারে তীর্থেষ্বন্যেষু বা যথা। ৫৭॥
পাপানি পাপিনাং যান্তি তীর্থস্নানাবগাহণাৎ।
তেষাং পাপানি নশ্যন্তি বৈষ্ণবস্পর্শবায়ুনা। ৫৮॥
নহিস্থাতুং শক্নুবন্তি পাপান্যেব কৃতানি চ।
জ্বলদগ্নৌ যথা দত্ত শুষ্কানি চ তৃণানি চ। ৫৯॥
ভক্তং বর্ত্মনি গচ্ছন্তং যে যে পশ্যন্তি মানবাঃ।
সপ্তজন্ম কৃতাঘানি তেষাং নশ্যন্তি নিশ্চিতং। ৬০॥
যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তদ্ভক্তং পুণ্য রূপিণং।
শত জন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্যন্তি নিশ্চিতং। ৬১॥
তে পচ্যন্তে মহাঘোরে কুম্ভীপাকে ভয়ানকে।

অবস্থান করেন তথায় পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থের আবির্ভাব হয়। জ্ঞান পূর্ব্বক গঙ্গামরণে ও হরিস্মরণ পূর্ব্বক মৃত্যুতে যেমন জীব মুক্তিলাভ করে তদ্রূপ ঐ স্থানে পাপী ব্যক্তি নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিয়া হরির পরম পদ লাভ করিয়া থাকে। ৫৫। ৫৬।

যেমন তুলসী কাননে, গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে বৃন্দারণ্যে হরিদ্বারে বা অন্যান্য তীর্থ সমুদায়ে স্নানাবগাহনে পাপিগণ পাপমুক্ত হয় তদ্রূপ বৈষ্ণবের স্পর্শ বায়ু যোগে পাপাত্মাদিগের সমস্ত পাপের ধ্বংস হইয়া থাকে তাহার সংশয় মাত্র নাই। ৫৭। ৫৮॥

যেমন জ্বলদগ্নিতে প্রদত্ত শুষ্কতৃণ ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণব সংস্পর্শে জীবের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। ৫৯।

যাহারা হরিপরায়ণ ব্যক্তিকে পথে গমন করিতে দর্শন করেন, তাহাদিগের নিশ্চয় সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপের ক্ষয় হয়। ৬০।

যে নরাধমগণ পরমাত্মা হরিকে ও হরি ভক্তি পরায়ণ সাধু ব্যক্তিকে

ভক্ষিতাঃ কীট সংঘেন যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ। ৬২॥
তস্য দর্শন মাত্রেণ পুণ্যং নশ্যন্তি নিশ্চিতং।
গঙ্গাং স্নাত্বা রবিং দৃষ্ট্বা তদা বিদ্বান্ বিশুদ্ধ্যতী। ৬৩॥
বৈষ্ণব স্পর্শ মাত্রেণ মুক্তো ভবতি পাতকী।
তস্য পাপা নিহন্ত্যেব স্বান্তঃ স্থো মধুসূদনঃ। ৬৪॥
ইত্যেবং কথিতো বিপ্র বিষ্ণু বৈষ্ণবয়ো গুর্ণঃ।
অধুনা শ্রীহরে র্জন্ম নিবোধ কথয়ামি তে। ৬৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বিষ্ণু বৈষ্ণবয়োর্গুণ প্রশংসা নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নিন্দা করে, তাহাদিগের শত জন্মার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় হইয়া যায় এবং তাহারা দেহান্তে ভয়ানক মহাঘোর কুম্ভীপাক নরকে পতিত হইয়া তথায় চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত কীটগণের দংশনে অশেষ যন্ত্রনা ভোগ করিয়া থাকে। সেই পাপাত্মার দর্শনে জীবের নিশ্চয় পুণ্যক্ষয় হয়, জ্ঞানবান ব্যক্তি দৈবক্রমে ঐ রূপ পাপাত্মাকে দর্শন করিলে গঙ্গাস্নান ও সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধিলাভ করেন। ৬১। ৬২। ৬৩।

পাতকীজন বৈষ্ণব সংস্পর্শমাত্র পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, বৈষ্ণব সংস্পর্শ মাত্র তদীয় হৃদয়াধিষ্ঠাতা মধুসূদন সেই পাপিজনের সমস্ত পাপের ধ্বংস করেন। ৬৪।

হে হরি পরায়ণ নারদ! এই আমি তোমার নিকট সনাতন হরির ও হরি পরায়ণ সাধুদিগের গুন কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে হরির মাধুর্য্য জন্মলীলা কহিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ৬৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে বিষ্ণু বৈষ্ণব গুণ প্রশংসা নাম প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

যেন বা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণ অজিগাম মহীতলং।
যং যং বিধায় ভূমৌ স জগাম স্বালয়ং বিভুঃ। ১॥
ভারাবতরণোপায়ং দুষ্টানাঞ্চ বধোদ্যমং।
সর্ব্বং তে কথয়িষ্যামি সুবিচার্য্য বিধানতঃ। ২॥
অধুনা গোপ বেশঞ্চ গোকুলাগমনং হরেঃ।
রাধা গোপালিকা যেন নিবোধ কথয়ামিতে। ৩।
শঙ্খচূড় বধে পূর্ব্বং সংক্ষেপাৎ কথিতং শ্রুতং।
অধুনা তৎ সুবিস্তার্য্য নিবোধ কথয়া মিতে। ৪॥
শ্রীদাম্নঃ কলহশ্চৈব বভূব রাধয়া সহ।
শ্রীদামা শঙ্খচূড়শ্চ শাপাত্তস্যা বভূব হ। ৫॥
রাধাং শশাপ শ্রীদামা যাহিযোনীঞ্চ মানবীং।

হে নারদ! পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণ যাঁহার প্রার্থনায় মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া যে যে কার্য্য দ্বারা দুষ্টগণের বধ সাধন করিয়া ভূভার হরণ পূর্ব্বক পুনরায় স্বীয় গোলোক ধামে গমন করিয়াছেন তৎসমুদায় যথাবিধানে বিচার পূর্ব্বক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। এক্ষণে তিনি যে কারণে গোপালবেশে গোকুলে আবির্ভূত ও শ্রীমতি রাধিকা যে কারণে গোকুলে অবতীর্ণা হন তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। ১। ২। ৩।

পূর্ব্বে শঙ্খচূড় বধোপাখ্যান বর্ণন প্রসঙ্গে এই বিষয় তোমার শ্রুতি গোচর হইয়াছে, অধুনা বিস্তার পূর্ব্বক তুমি ইহা শ্রবণ কর। ৪।

পূর্ব্বে গোলোক ধামে শ্রীমতী রাধিকার সহিত শ্রীদামের কলহ উপস্থিত হয় তাহাতে রাধিকার অভিশাপে শ্রীদাম শঙ্খচূড়রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ৫।

ব্রজে ব্রজাঙ্গনা ভূত্বা বিচরস্ব চ ভূতলে। ৬॥
ভীতা শ্রীদাম শাপাৎ সা শ্রীকৃষ্ণং সমুবাচ হ।
গোপী রূপ ভবিষ্যামি শ্রীদামা মাং শশাপহ।
কিমুপায়ং করিষ্যামি বদ মাং ভয় ভঞ্জন। ৭॥
ত্বয়া বিনা কথমহং ধরিষ্যামি স্বজীবনং।
ক্ষণেন মে যুগ শতং কালং নাথ ত্বয়া বিনা। ৮॥
চক্ষু র্নিমেষ বিরহাত্তবেদ্দগ্ধং মনো মম। ৯॥
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাভ সুধাপূর্ণাননং তব।
নাথ চক্ষুশ্চকোরাভ্যাং পিবাম্যহ মহর্নিশং। ১০॥
ত্বমাত্মা মে মনঃ প্রাণা দেহমাত্রং বদাম্যহং।
দৃষ্টি শক্তিশ্চ চক্ষু স্ত্বং জীবনং পরমং ধনং। ১১॥
স্বপ্নে জ্ঞানে ত্বয়ি মনঃ স্মরামি ত্বং পদাম্বুজং।
তবদাস্যং বিনা নাথ ন জীবামি ক্ষণং বিভো। ১২॥

ঐ সময়ে শ্রীদামও রাধিকাকে এইরূপ শাপ প্রদান করেন তুমি মানবী যোনিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রজধামে ব্রজাঙ্গনারূপে অবস্থান কর। ৬।

তখন শ্রীমতী রাধিকা শ্রীদামের অভিশাপে ভীতা হইয়া সনাতন হরিকে কহিয়াছিলেন হে ভয়ভঞ্জন! শ্রীদাম এই শাপ প্রদান করিয়াছে আমাকে ব্রজধামে গোপিকারূপে অবস্থান করিতে হইবে, অতএব এখন আমি কি উপায় করি বলুন। ৭।

নাথ! আমি তোমার বিরহে কোনরূপেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না, তোমার অদর্শনেও ক্ষণকাল আমার শতযুগ বলিয়া জ্ঞান হয়। ৮।

নাথ! চক্ষুর্নিমেষ মাত্র কাল তোমার শারদীয় পর্ব্ব কালীন চন্দ্রের ন্যায় সুধাময় মুখমণ্ডল না দেখিলে মন বিরহানল সন্তাপে দগ্ধ হইতে থাকে সর্ব্বদাই আমার এই কামনা যে, মদীয় যুগল নয়নচকোর তোমার বদন সুধাকরের সুধা পান করে, অধিক কি বলিব, তুমিই আত্মা, মন, প্রাণ, দেহ, দৃষ্টিশক্তি চক্ষু ও জীবন সর্ব্বস্ব পরম ধন। কি স্বপ্নে কি জ্ঞানে

কৃষ্ণ স্তদ্বচনং শ্রুত্বা বোধয়ামাস সুন্দরীং।
বক্ষসি প্রেয়সীং কৃত্বা চকার নির্ভয়াঞ্চ তাং। ১৩॥
মহীতলং গমিষ্যামি বারাহে চ বরাননে।
ময়াসার্দ্ধং ভূগমনং জন্ম তেপি নিরূপিতং। ১৪॥
ব্রজং গত্বা ব্রজে দেবি বিহরিষ্যামি কাননে।
মম প্রাণাধিকা ত্বঞ্চ ভয়ং কিন্তে ময়ি স্থিতে। ১৫॥
তা মিত্যুক্ত্বা হরি স্তত্র বিররাম জগৎপতিঃ।
অতো হেতোর্জ্জগন্নাথো জগাম নন্দ গোকুলং। ১৬॥
কিংবা তস্য ভয়ং কস্মাদ্ভয়ান্তকার কস্য চ।
মায়া ভয়জ্ঞানেনৈব জগাম রাধিকান্তিকং। ১৭॥
বিজহার তয়া সার্দ্ধং গোপবেশং বিধায় সঃ।
সংগোপাঙ্গনাভিশ্চ প্রতিজ্ঞা পালনায় চ। ১৮॥

সকল সময়েই আমার চিত্ত তোমাতে নিবিষ্ট রহিয়াছে। আমি সকল সময়েই তোমার চরণ কমল চিন্তা করিয়া থাকি, বলিতে কি নাথ, আমি তোমার দাস্য ভিন্ন ক্ষণকালও জীবন ধারণে সক্ষম হইব না।৯।১০।১১।১২।

পরমাত্মা কৃষ্ণ শ্রীমতীর এই বাক্য শ্রবণে সেই পরম সুন্দরী প্রেয়সী রাধিকাকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা ও অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, বরাননে! বারাহকল্পে আমি মর্ত্তালোকে অবতীর্ণ হইব, তৎকালে তোমারও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ নিশ্চয় নিরূপিত হইল। ১৩। ১৪।

দেবি! তৎকালে আমি ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়া রম্যকাননে তোমার সহিত বিহার করিব। তুমি আমার প্রাণাধিকা, আমি বিদ্যমানে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। ১৫।

জগৎপতি হরি শ্রীমতী রাধিকাকে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তৎপরে নিরূপিত সময়ে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা হরি নন্দ গোকুলে অবতীর্ণ হন, তিনি সর্ব্বজনের ভয়ভঞ্জন সুতরাং কাহারও হইতে তাঁহার কোন প্রকার ভয়ের বিষয় বিদ্যমান নাই। তিনি কেবল প্রতিজ্ঞাপালনার্থ

ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণঃ সমাগত্য মহীতলং।
ভারাবতারণং কৃত্বা জগাম স্বালয়ং বিভুঃ। ১৯ ॥

নারদ উবাচ।

শ্রীদাম্নঃ কলহশ্চৈব কথং বা রাধয়া সহ।
সংক্ষেপাৎ কথিতং পূর্ব্বং সংব্যস্য কথয়াধুনা। ২০ ॥

নারায়ণ উবাচ।

একদা রাধয়া সার্দ্ধং গোলোকে শ্রীহরিঃ স্বয়ং।
বিজহার মহারণ্যে বিজনে রাসমণ্ডলে।
রাধিকা সুখ সম্ভোগাৎ বুবুধে ন স্বকং পরং। ২১ ॥
কৃত্বা বিহারং শ্রীকৃষ্ণ স্তামতৃপ্তাং বিহায় চ।
গোপিকাং বিরজা মন্যাং শৃঙ্গারার্থং জগামহ। ২২ ॥

মায়াচ্ছলে ভয়ক্রমে তথায় গোপবেশে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীমতী রাধিকা ও গোপাঙ্গনাদিগের সহিত সুখে বিহার করেন। ১৬। ১৭। ১৮ ॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সনাতন হরি এইরূপে মহীমণ্ডলে অবতরণ পূর্ব্বক ভূভার হরণ করিয়া স্বীয় নিত্যানন্দ গোলোক ধামে পুনরাগমন করিয়াছিলেন। ১৯।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি শ্রীমতী রাধিকার সহিত শ্রীদামের কলহের বিষয় সংক্ষেপে কহিয়াছিলেন এক্ষণে কৃপা করিয়া বিস্তার পূর্ব্বক তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। ২০ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, তপোধন! পূর্ব্বে একদা শ্রীহরি গোলোক ধামের বিজন মহারণ্য মধ্যগত রাসমণ্ডলে শ্রীমতী রাধিকার সহিত সুখে বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীমতী হরির বদন সুধাপানে এরূপ বিহ্বলা হইয়াছিলেন যে সেই সময়ে তাঁহার আত্ম পর কিছুই জ্ঞান ছিলনা। ২১।

হরি এইরূপে বিহার করিয়া সেই অতৃপ্তা রাধিকাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শৃঙ্গারার্থ বিরজা নামক গোপিকার কুঞ্জে গমন করিলেন। তৎকালে

বৃন্দারণ্যে চ বিরজা সুভগা রাধিকা সমা।
তস্যা বয়স্যাঃ সুন্দর্য্যো গোপীনাং শত কোটয়ঃ। ২৩॥
কৃষ্ণ প্রাণাধিকা গোপী ধন্যা মান্যা চ যোষিতাং।
রত্ন সিংহাসনস্থা সা দদর্শ হরি মন্তিকে। ২৪॥
দদর্শ শ্রীহরিস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্র নিভাননাং।
মনোহরাং সাস্মিতাঞ্চ পশ্যন্তীং বক্র চক্ষুষা। ২৫॥
সদা ষোড়শ বর্ষীয়াং প্রোদ্ভিন্ন নব যৌবনাং।
রত্নালঙ্কার শোভাঢ্যাং ভূষিতাং সুক্ষ্মবাসসা। ২৬॥
পুলকান্বিত সর্ব্বাঙ্গীং কামবাণ প্রপীড়িতাং।
দৃষ্ট্বা তাং শ্রীহরি স্তূর্ণং বিজহার তয়া সহ। ২৭॥
পুষ্প তল্পে মহারণ্যে নির্জ্জনে রত্ন মণ্ডলে।
মূর্চ্ছা মবাপ বিরজা কৃষ্ণ শৃঙ্গার কৌতুকাৎ। ২৮॥

রাধিকাসমা সুভগা বিরজা দেবী বৃন্দারণ্যে অবস্থিতা ছিলেন এবং তাঁহার শত কোটি সুন্দরী বয়স্যা গোপী তাঁহার নিকটে অবস্থিতা ছিলেন। ২২। ২৩।

হরি তাঁহার কুঞ্জে প্রবেশ মাত্র সেই যোষিদ্বরা ধন্যা মান্যা কৃষ্ণ প্রেয়সী বিরজার নয়ন পথে নিপতিত হইলেন। তৎকালে শ্রীহরি সেই শরচ্চন্দ্র নিভাননা মনোহারিণী বিরজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সেই বিরজাও সহাস্য বদনে তাঁহার প্রতি বক্রনেত্রে কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ২৪। ২৫।

তখন হরি দেখিলেন, সেই ষোড়শবর্ষীয়া বিরজার নবযৌবনের অপূর্ব্ব মাধুরী প্রকাশ পাইতেছে এবং তিনি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিতা হইয়া রহিয়াছেন, এইকালে হরিকে দর্শন মাত্র কামবাণে নিপীড়িতা হওয়াতে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ২৬। ২৭।

শ্রীহরি এইরূপ বিরজাকে দর্শন পূর্ব্বক সেই বিজন মহারণ্য মধ্যগত রত্নমণ্ডপস্থ কুসুমাকীর্ণ শয্যায় সমাসীন হইয়া তাঁহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৮।

কৃত্বা বক্ষসি প্রাণেশং কোটি কন্দর্প সন্নিভং।
তয়াসক্তং শ্রীহরিঞ্চ রত্ন মণ্ডপ সংস্থিতং। ২৯ ॥
দৃষ্টা চ রাধিকান্যাশ্চ চক্রুস্তাঞ্চ নিবেদনং।
তা সাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা সুষ্বাপঁচ চুকোপচ। ৩০ ॥
ভৃশংরুরোদ সা দেবী রক্তপঙ্কজ লোচনা।
তা উবাচ মহাদেবী মা তং দর্শয়িতুং ক্ষমাঃ। ৩১ ॥
যদি সত্যং ব্রূত যূয়ং ময়াসার্দ্ধং প্রগচ্ছত।
করিষ্যামি ফলং গোপ্যাঃ কৃষ্ণস্যচ যথোদিতং। ৩২ ॥
কো রক্ষিতাদ্য তস্যাশ্চ ময়িশাস্তিং প্রকুর্ব্বতি।
শীঘ্রমানয়তান্যাশ্চ তয়াসার্দ্ধং হরিং প্রিয়াঃ। ৩৩ ॥

পরে বিরজা শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার কৌতুকে আসক্ত চিত্তা হইয়া সেই কোটিকন্দর্প সন্নিভ প্রাণেশ্বর হরিকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক মূর্চ্ছান্বিতা হইলেন। ঐ সময়ে শ্রীমতী রাধিকার সখীগণ সেই রত্নমণ্ডপ মধ্যে হরিকে বিরজার সহিত সুখে বিহার করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিলেন। ২৯। ৩০ ॥

তখন রাধিকা দেবী সখীগণ মুখে এই ব্যাপার শ্রবণে রক্তপঙ্কজবৎ লোহিত নয়নে সক্রোধে শয্যায় শয়ন করিয়া বহুক্ষণ সকাতরে রোদন করিলেন পরে সেই মহাদেবী কহিলেন, হে সখিগণ! বোধ করি, তোমরা আমাকে এই ব্যাপার দেখাইতে পারিবে না, যদি তোমরা সত্য বলিয়া থাক, তাহাহইলে আইস আমরা সেইস্থানে গমন করি, যদি সত্যই এইরূপ ঘটিয়া থাকে তাহাহইলে আজি আমি সেই বিরজাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। আর সেই ধূর্ত্ত কৃষ্ণকেও ইহার উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ৩১। ৩২।

এই বলিয়া শ্রীমতী পুনর্ব্বার কহিলেন এক্ষণে এস্থানে যে সমস্ত সখীগণ অবস্থান করিতেছ আমি সকলকেই বলিতেছি, তোমরা সত্বর বিরজার সহিত হরিকে আমার নিকট আনয়ন কর। আমি শাসন

অন্তর্ব্বক্রং সস্মিতঞ্চ বিষকুম্ভং সুধামুখং। ৩৪ ॥
মদাশ্রয়ং সমাগন্তুং যূয়ং দাসো ন দাস্যথ।
তমেব মণ্ডপং রম্যং যাত সংরক্ষতেশ্বরং। ৩৫ ॥
রাধিকা বচনং শ্রুত্বা কাশ্চিৎ গোপ্যোভয়ান্বিতাঃ।
তাঃ সর্ব্বাঃ সংপুটাঞ্জল্যো ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরাঃ। ৩৬ ॥
তামূচুঃ পুরতঃ স্থিত্বা সর্ব্বাএব প্রিয়াং সতীং।
বয়ং তং দর্শয়িষ্যামো বিরজা সহিতং প্রভুং। ৩৭ ॥
তাসাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা রথ মারুহ্য সুন্দরীং।
জগাম সার্দ্ধং গোপীভি স্ত্রিষষ্টি শত কোটিভিঃ। ৩৮ ॥
রত্নেন্দ্রসার রচিতং কোটি সূর্য্য সমপ্রভং।
মণীন্দ্রসার রচিতং কলসানাং ত্রিকোটিভিঃ।

করিলে কেহই সেই বিরজাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ৩৩।

এইরূপ কহিয়া তিনি দাসীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন পরিচারিকাগণ! এখন আমি জানিলাম পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় সেই লম্পটের অন্তর বিষময় বক্র কেবল তাহার মুখে মধুরহাস্য বিকাশিত আছে। সেই ধূর্ত্ত যাহাতে আর আমার কুঞ্জে প্রবেশ করিতে না পারে তোমরা সেই রূপ করিবে। অতএব তোমারা সত্বর মদীয় কুঞ্জে অবস্থিত হইয়া আমার কুঞ্জ রক্ষা কর। ৩৪। ৩৫।

শ্রীমতী এইরূপ কহিলে কতিপয় গোপিকা ভক্তি বিনম্র কন্ধরে সভয়ে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন দেবি! প্রভু বিরজার সহিত যে ভাবে অবস্থান করিতেছেন, আমরা আপনাকে তাহা দর্শন করাইতে পারিব। ৩৬। ৩৭।

রাধিকা সুন্দরী তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণে ত্রিষষ্টিশতকোটি গোপিকার সহিত রথারোহণে বিরজার কুঞ্জাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৩৮।

রাধিকা যে রথে আরূঢ়া হইয়াছিলেন, তাহা রত্নেন্দ্রসারে বিনির্ম্মিত

রাজিতৈশ্চিত্র রাজীভিঃ বৈজয়ন্তী বিরাজিতং। ৩৯ ॥
লক্ষ চক্র সমাযুক্তং মনোযায়ি মনোহরং।
মণিসার বিকারৈশ্চ কোটিস্তম্ভৈঃ সুশোভিতং। ৪০ ॥
নানা চিত্র বিচিত্রেণ সহিতৈঃ সুমনোহরৈঃ।
সিন্দূরাকার মণিভির্মধ্যদেশ বিভূষিতৈঃ। ৪১ ॥
রত্ন কৃত্রিম সংঘৈশ্চ রথচক্রোর্দ্ধ সংস্থিতৈঃ। ৪২ ॥
চতুর্লক্ষ পরিমৃষ্টৈঃ চিত্রঘণ্টা সমন্বিতৈঃ।
চিত্র নূপুর শোভাঢ্যৈ র্বিচিত্রৈশ্চ বিরাজিতৈঃ। ৪৩ ॥
মণি মন্দির লক্ষৈশ্চ রত্নসার বিনির্ম্মিতৈঃ।
মণিসার কবাটৈশ্চ শোভিতৈ শ্চিত্র রাজিভিঃ। ৪৪ ॥
মণীন্দ্রসার কলসৈঃ শেখরোজ্জ্বলিতৈর্যুতং।
ভোগ দ্রব্য সমাযুক্তং বেশ দ্রব্য সমন্বিতৈঃ। ৪৫ ॥
শোভিতং রত্ন শয্যাভী রত্নপাত্র পুটান্বিতং।
হিরন্ময়ীনাং বেদীনাং সমূহেন সমন্বিতং। ৪৬ ॥

ও কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভা এরূপ মণীন্দ্রসার রচিত ত্রিকোটি রত্ন কলস তাহাতে সজ্জিত রহিয়াছে, এবং তাহাবিচিত্র চিত্ররাজী ও ধ্বজ পতাকায় তাহা শোভমান হইতেছে। ৩৯।

ঐরথের লক্ষ চক্র, মনের ন্যায় উহা বেগগামী। মণিসার বিমণ্ডিত কোটি স্তম্ভে উহা সুশোভিত রহিয়াছে। ৪০।

তাহার মধ্যভাগে বিচিত্র চিত্র সমন্বিত সুমনোহর সিন্দূরাকার মণিমণ্ডল শোভমান, এবং তাহার চক্র সমুদায়ের মুখ উর্দ্ধভাগে চিত্র ঘন্টা সমন্বিত চিত্র নূপুরধর চিত্র বিচিত্রীকৃত চতুর্লক্ষ রত্নখচিত কৃত্রিম মূর্ত্তি বিরাজমান আছে। ৪১। ৪২। ৪৩।

সেই রথের মধ্যভাগে চিত্র বিচিত্র মণিসার কবাটযুক্ত রত্নসার খচিত লক্ষ মণিমন্দির বিদ্যমান আছে, এবং তন্মধ্যে অসংখ্য মণীন্দ্রসার

কুঙ্কুমাভ মণীনাঞ্চ সোপান কোটিভির্যুতং।
শ্যমন্তকৈঃ কৌস্তুভৈশ্চ রুচকৈঃ প্রবরৈস্তথা। ৪৭ ॥
পদ্ম কৃত্রিম কোটীনাং শতকৈশ্চ সুশোভিতং।
চিত্র কানন বাপীভির্ব্বিশিষ্টাভির্ব্বিরাজিতং। ৪৮ ॥
রত্নেন্দ্রসার রচিতং কলসোজ্জ্বল শেখরং।
শত যোজন মূর্দ্ধঞ্চ দশ যোজন বিস্তৃতং। ৪৯ ॥
পারিজাত প্রসূনানাং মালা কোটি বিরাজিতং।
কুন্দানাং করবীরানাং যূথিকানান্তথৈবচ। ৫০ ॥
সুচারু চম্পকানাঞ্চ নাগেশানাং মনোহরৈঃ।
মল্লিকানাং মালতীনাং মাধবীনাং সুগন্ধিনাং। ৫১ ॥
কদম্বানাঞ্চ মালানাং কদম্বৈশ্চ বিরাজিতং।
সহস্রদল পদ্মানাং মালাপদ্মৈর্ব্বিভূষিতং। ৫২ ॥
চিত্রপুষ্পোদ্যান সরঃ কাননৈশ্চ বিভূষিতং।
সর্ব্বেষাং স্যন্দনানাঞ্চ শ্রেষ্ঠং বায়ুবহং পরং। ৫৩ ॥

রচিত সমুজ্জ্বল কলস, বিবিধ ভোগদ্রব্য, নানাপ্রকার পরিচ্ছদ, বহু রত্ন শয্যা ও পুটান্বিত রত্নপাত্র এবং হিরণ্ময় বেদি সমূহ নানাবর্ণে শোভা পাইতেছে। ৪৪। ৪৫। ৪৬।

উহার কোটি সোপান কুঙ্কুমাভ মণিসমূহে দীপ্যমান। ঐ রথের স্থানে স্থানে শ্যমন্তকমণি, কৌস্তুভমণি ও রুচকমণি নিবেশিত আছে এবং স্থানে স্থানে কোটি কোটি কৃত্রিম পদ্ম, বিচিত্র কানন ও বিশিষ্ট বাপী সমূহ শোভিত হইতেছে। ৪৭। ৪৮।

উহার শেখর দেশে রত্নেন্দ্রসার রচিত উজ্জ্বল কলস সকল শোভমান। উহার ঊর্দ্ধভাগের পরিমাণ শত যোজন ও বিস্তার দশ যোজন। ৪৯।

উহা কোটি পারিজাত কুসুমের মালা এবং সৌরভময় কুন্দ করবীর যূথিকা সুচারু চম্পক নাগকেশর মল্লিকা মালতী সুগন্ধ যুক্ত মাধবী কদম্ব কদম্ব মালা ও সহস্রদলপদ্মের মালায় পরিশোভিত আছে। ৫০। ৫১। ৫২।

সৎ সূক্ষ্মবস্ত্র সারাণাং বরৈরাচ্ছাদিতং বরং।
রত্ন দর্পণ লক্ষাণাং শতকৈশ্চ সমন্বিতং। ৫৪ ॥
শ্বেত চামর কোটিভির্ব্বজ্রমুষ্টিভিরন্বিতং।
চন্দনাগুরুকস্তূরী কুঙ্কুম দ্রব চর্চ্চিতৈঃ। ৫৫ ॥
পারিজাত প্রসূতানাং কোটিতল্পা বিরাজিতং।
কোটি ঘণ্টা সমাযুক্তং পতাকা কোটিভির্যুতং। ৫৬ ॥
রত্ন শয্যা কোটিভিশ্চ চিত্র বস্ত্র পরিচ্ছদৈঃ।
চন্দনাক্তৈশ্চম্পকানাং কুঙ্কুমৈশ্চ বিচর্চ্চিতৈঃ। ৫৭ ॥
পুষ্পোপধান সংযুক্ত শৃঙ্গারার্হাভিরন্বিতং।
অদৃশ্যৈরশ্রুতৈর্দ্রব্যৈঃ সুন্দরৈশ্চ বিভূষিতং। ৫৮ ॥
এরত্নুতা দ্রথাত্তূর্ণ মমরুহ্য হরিপ্রিয়া।
জগাম সহসা দেবী তং রত্ন মণ্ডপং মুনে। ৫৯ ॥
দ্বারে নিযুক্তং দদর্শ দ্বারপালং মনোহরং।

ঐ রথ বায়ুর ন্যায় বেগগামী, উহা সমস্ত রথের প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। উহার স্থানে স্থানে বিচিত্র পুষ্পোদ্যান সরোবর ও ক্রীড়া কানন বিদ্যমান রহিয়াছে। ৫৩।

উহা সূক্ষ্ম অনুত্তম বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও শত কোটি রত্ন দর্পণে পরিশোভিত রহিয়াছে। ৫৪।

ঐ রথে বজ্রমুষ্টি সমন্বিত অগুরু, চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুম দ্রব্যে চর্চ্চিত কোটি শ্বেত চামর বিরাজমান রহিয়াছে। ৫৫।

উহার কোটি শয্যায় পারিজাত কুসুম বিকীর্ণ আছে, এবং উহাতে কোটি ঘণ্টা নিনাদিত ও কোটি পতাকা প্রোড্ডীয়মান হইতেছে। ৫৬।

আর উহা কোটি রত্নশয্যা, চিত্রবস্ত্র, পরিচ্ছদ, চন্দনাক্ত কুঙ্কুম চর্চ্চিত চম্পক, শৃঙ্গারার্হ বিবিধ কুসুম পুষ্পের উপাধান এবং অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব মনোহর বস্তু সমূহে বিভূষিত আছে। ৫৭। ৫৮।

হরিপ্রিয়া রাধিকা এইরূপ রথ হইতে সত্বর অবরোহণ পূর্ব্বক সহসা

লক্ষ গোপ পরিবৃতং স্মেরানন সরোরুহং। ৬০ ॥
গোপং শ্রীদাম নামানং শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়ঙ্করং।
তমুবাচ রুষা দেবী রক্ত পঙ্কজলোচনা। ৬১ ॥
দূরং গচ্ছ গচ্ছ দূরং রতিলম্পট কিঙ্কর।
কীদৃশীং মৎ পরাং কান্তাং দ্রক্ষামি ত্বৎ প্রভোরহং।৬২॥
রাধিকা বচনং শ্রুত্বা নিঃশঙ্কঃ পুরতঃ স্থিতঃ।
তামেব নদদৌ গন্তুং বেত্রপানির্মহাবলঃ। ৬৩ ॥
তূর্ণঞ্চ রাধিকান্যাশ্চ শ্রীদামানাং সুকিঙ্করং।
বলেন প্রেরয়ামাসুঃ কোপেন স্ফুরিতাধরা। ৬৪ ॥
শ্রুত্বা কোলাহলং শব্দং গোলোকানাং হরিঃ স্বয়ং।
জ্ঞাত্বাচ কোপিতাং রাধা মন্তর্দ্ধানং চকার হ। ৬৫ ॥
বিরজা রাধিকাশব্দা দন্তর্দ্ধানং হরে রপি।

রত্নমণ্ডপে উপনীতা হইয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শ্রীদাম লক্ষ গোপে পরিবৃত হইয়া দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত আছেন, তৎকালে তাঁহার মুখকমলে মধুর হাস্য বিকাশিত হইতেছে। ৫৯। ৬০।

এই ব্যাপার দর্শনে শ্রীমতী রক্তপঙ্কজের ন্যায় ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া শ্রীদামকে কহিলেন; রে রতি কিঙ্করের লম্পট! এক্ষণে তুই দূরে প্রস্থান কর্ প্রস্থান কর্ তোর্ প্রভু আমা অপেক্ষা কেমন কমনীয়া কান্তা প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিব। ৬১। ৬২।

মহাবল পরাক্রান্ত বেত্রহস্ত শ্রীদাম রাধিকার এই বাক্য শ্রবণে নিঃশঙ্ক-চিত্তে তাঁহার পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তদীয় গমনের প্রতিরোধ করিলেন। ৬৩।

তখন রাধিকার সখীগণ ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধরা হইয়া বল পূর্ব্বক শ্রীদামের এক কিঙ্করকে পুর প্রবেশ করাইলেন। ৬৪।

ঐ সময়ে হরি স্বয়ং গোপিকাগণের কোলাহল শ্রবণে রাধিকাকে কোপান্বিতা জানিতে পারিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৬৫।

দৃষ্টা রাধা ভয়ার্ত্তা সা জহৌ প্রাণাংশ্চ যোগতঃ। ৬৬ ॥
সদ্য স্তত্র সরিদ্রূপং তচ্ছরীরং বভূবহ।
ব্যাপ্তঞ্চ বর্ত্তুলাকারং তয়া গোলোক মেবচ। ৬৭ ॥
কোটি যোজন বিস্তীর্ণং প্রস্থেতি নিম্ন মেবচ।
দৈর্ঘ্যো দশগুণং চারু নানা রত্নাকরং পরং। ৬৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বিরজানন্দ প্রস্তাবোনাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বিরজা দেবীও রাধিকার আগমন শব্দ শ্রবণ ও হরির অন্তর্দ্ধান দর্শন পূর্ব্বক ভয়ার্ত্তা হইয়া যোগবলে তথায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ৬৬।

তখন সেই বিরজার কলেবর নদীরূপ হইয়া বর্ত্তুলাকারে গোলোক ধাম বেষ্টন করিল। ৬৭।

ঐ নদী প্রস্থে কোটিযোজন বিস্তীর্ণ ও অতি গভীর এবং উহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণও তাহার দশগুণ অধিক হইল আর উহা বিবিধ সুচারু রত্নের আকর হইয়া শোভাপাইতে লাগিল। ৬৮।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে বিরজানন্দ প্রস্তাব নাম দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

রাধা রতিগৃহং গত্বা ন দদর্শ হরিং মুনে।
বিরজাঞ্চ সরিদ্রূপাং দৃষ্ট্বা গেহং জগাম সা। ১ ॥
শ্রীকৃষ্ণো বিরজাং দৃষ্ট্বা সরিদ্রূপাং প্রিয়াং সতীং
উচ্চৈরুরোদ বিরজাতীরে নীর মনোহরে। ২ ॥
মমান্তিকং সমাগচ্ছ প্রেয়সীনাং পরে বরে।
ত্বয়া বিনাহং সুভগে কথং জীবামি সুন্দরি। ৩ ॥
নদ্যধিষ্ঠাতৃ দেবী ত্বং ভব মূর্ত্তিমতী সতি।
মমাশিষা রূপবতী সুন্দরী যোষিতাম্বরা।
পূর্ব্বরূপাচ্চ সৌভাগ্যাদিদানীমধিকাভব। ৪ ॥
পুরাতনং শরীরন্তে সরিদ্রূপ মভূৎ সতি।
জলাদুত্থায় চাগচ্ছ বিধায় নূতনাং তনুং। ৫ ॥

হে নারদ! অতঃপর রাধিকারতি গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক হরিকে অন্তর্হিত ও বিরজাকে নদীরূপিণী দেখিয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ১ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা সতী বিরজাকে সরিদ্রূপা দেখিয়া সেই মনোরম বিরজাতীরে অবস্থান পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত কহিতে লাগিলেন, সুভগে! তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা, সুন্দরি! এক্ষণে আমার নিকট আগমন কর, তোমার বিরহে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব। ২। ৩ ॥

সতি! তুমি নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে অবস্থান করিতেছ, এক্ষণে আমার বাক্যে তুমি পরম রূপবতী যোষিদ্বরা হইয়া প্রকাশমানা হও। পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার সৌভাগ্য ও রূপলাবণ্য বর্দ্ধিত হউক। ৪।

প্রিয়ে! তোমার পুরাতন শরীর সরিৎরূপে অবস্থান করুক, কিন্তু তুমি নূতনকলেবর প্রাপ্ত হইয়া জল হইতে গাত্রোত্থান কর। ৫।

আজগাম হরে রগ্রে সাক্ষাদ্রাধেব সুন্দরী।
পীতবস্ত্র পরীধানা স্মেরানন সরোরুহা। ৬॥
পশ্যন্তং প্রাণনাথঞ্চ পশ্যন্তী বক্র চক্ষুষা।
নিতম্ব শ্রোণি ভারার্ত্তা পীনোন্নত পয়োধরা। ৭॥
মানিনী মানিনীনাঞ্চ গজেন্দ্র মন্দগামিনী।
সুন্দরী সুন্দরীনাঞ্চ ধন্যা মান্যাচ যোষিতাং। ৮॥
চারু চম্পকবর্ণাভা পক্ক বিম্বাধরা বরা।
পক্ক দাড়িম বীজাভা দন্তপঙ্‌ক্তি মনোহরা। ৯॥
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাস্যা ফুল্লেন্দীবর লোচনা।
কস্তুরী বিন্দুনা সার্দ্ধং সিন্দূর বিন্দু ভূষিতা। ১০॥
চারু পত্রক শোভাঢ্যা সুচারু কবরী যুতা।
রত্ন কুণ্ডল গণ্ডস্থা ভূষিতা রত্ন মালয়া। ১১॥

হরি এইরূপ কহিলে বিরজা দেবী মূর্ত্তিমতী রাধিকার ন্যায় পরম সুন্দরী ও পীতবস্ত্রপরীধানা হইয়া তৎসন্নিধানে আগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখকমলে সুমধুর হাস্য প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তিনি প্রাণনাথের প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই রমণী নিতম্ব ও শ্রোণিভারে আক্রান্তা, তাঁহার পয়োধর যুগল পীন ও উন্নত, সেই গজেন্দ্রগামিনী মানিনীগণের মধ্যে মানিনী, সুন্দরীগণের মধ্যে সুন্দরী ও যোষিদ্গণের মধ্যে ধন্যা ও মান্যা হইলেন। ৬। ৭। ৮॥

তাঁহার বর্ণ চারুচম্পকের ন্যায়, অধর পক্কবিম্বের ন্যায় মনোহর, দশনপংক্তি পক্কদাড়িম্ববীজের ন্যায়, মুখমণ্ডল শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের ন্যায় ও নয়নযুগল প্রফুল্ল ইন্দীবরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে দৃষ্ট হইল তাঁহার ললাটে কস্তুরী বিন্দুর সহিত সিন্দূর বিন্দু, ভালে সুচারু পত্রক, মস্তকে মনোহর কবরীভার ও গলদেশে রত্নমালা বিন্যস্ত রহিয়াছে এবং রত্নকুণ্ডলে তাঁহার গণ্ডস্থল পরম শোভমান হইতেছে। ৯। ১০। ১১॥

গজ মৌক্তিক নাসাগ্রা মুক্তাহার বিরাজিতা। ১২ ॥
রত্ন কঙ্কণ কেয়ূর চারু শঙ্খ করোজ্জ্বলা।
কিঙ্কিণীজাল শব্দাঢ্যা রত্ন মঞ্জীর রঞ্জিতা। ১৩ ॥
তাঞ্চ রূপবতীং দৃষ্টা প্রেমোদ্রেকাং জগৎপতিঃ।
চকারালিঙ্গনং তূর্ণং চুচুম্বন মুহু র্মুহুঃ। ১৪ ॥
নানা প্রকার শৃঙ্গারং বিপরীতাদিকং বিভুঃ।
রহসি প্রেয়সীং প্রাপ্য চকার চ পুনঃ পুনঃ। ১৫ ॥
বিরজা সা রজো যুক্তা ধৃত্বা বীর্য্যমমোঘকং।
সদ্যো বভূব তত্রৈব ধন্যা গর্ভবতীসতী। ১৬ ॥
দধার গর্ভমীশস্য দিব্যং বর্ষ শতঞ্চ সা।
ততঃ সুষাব তত্রৈব পুত্রান সপ্ত মনোহরান্। ১৭ ॥
মাতা সা সপ্ত পুত্রাণাং শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াসতী।
তস্থৌ তত্র সুখাসীনা সার্দ্ধং পুত্রৈশ্চ সপ্তভিঃ। ১৮ ॥

তাঁহার নাসাগ্রে গজমৌক্তিক দোদুল্যমান, গলদেশে মুক্তামালা লম্বমান ও করযুগলে রত্ন কঙ্কণ, রত্ন কেয়ূর ও সুচারু শঙ্খ শোভমান হইতেছে। আর তিনি কিঙ্কিণীজাল শব্দায়মান রত্নমঞ্জীরে রঞ্জিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছেন। ১২। ১৩ ॥

জগৎপতি হরি ঐ রূপ পরম রূপবতী বিরজাকে প্রেম পূর্ণা দেখিয়া সত্বর তাঁহাকে আলিঙ্গন ও বারংবার তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন। ১৪ ॥

অতঃপর তিনি সেই প্রেয়সী বিরজাকে বিজনে প্রাপ্ত হইয়া বারংবার তাঁহার সহিত নানাপ্রকার বিপরীতাদি শৃঙ্গার করিতে লাগিলেন। ১৫ ॥

বিহারকালে সৌভাগ্যবতী বিরজা রজোযুক্তা থাকাতে হরির অমোঘ বীর্য্য ধারণ করিয়া সদ্যঃ গর্ভ ধারণ করিলেন। ১৬ ॥

তৎপরে তিনি দেবমানে শতবর্ষ গর্ভ ধারণ করিয়া সেই স্থানে সপ্ত মনোহর পুত্র প্রসব করিলেন। ১৭ ॥

ঐইরূপে কৃষ্ণপ্রিয়া বিরজা পুত্রবতী হইয়া সেই স্থানেই সেই সপ্ত

একদা হরিণা সার্দ্ধং বৃন্দারণ্যে সুনির্জ্জনে।
বিজহার পুনঃ সাধ্বী শৃঙ্গারাসক্ত মানসা। ১৯ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র মাতুঃ ক্রোড়ং জগামহ।
কনিষ্ঠ পুত্র স্তস্যাশ্চ ভ্রাতৃভিঃ পীড়িতো ভিয়া। ২০ ॥
ভীতং স্ব তনয়ং দৃষ্ট্বা তত্যাজ তাং কৃপানিধিঃ।
ক্রোড়ে চকার বালং সা কৃষ্ণো রাধা গৃহং যযৌ। ২১ ॥
প্রবোধ্য বালং সা সাধ্বী ন দদর্শান্তিকে প্রিয়ং।
বিললাপ ভৃশং তত্র শৃঙ্গারা তৃপ্ত মানসা। ২২ ॥
শশাপ স্ব সুতং কোপাল্লবণোদো ভবিষ্যসি।
কদাপি তে জলং কেচিৎ নখাদিষ্যন্তি জীবিনঃ। ২৩ ॥
শশাপ সর্ব্বান্ বালাংশ্চ যাস্ত মূঢ়া মহীতলং।
গচ্ছধ্বঞ্চ মহীং মূঢ়া জম্বুদ্বীপং মনোহরং। ২৪ ॥
স্থিতি র্নৈকত্র যুষ্মাকং ভবিষ্যতি পৃথক্ পৃথক্।
দ্বীপে দ্বীপে স্থিতিং কৃত্বা তিষ্ঠন্তু সুখিনঃ সুতাঃ। ২৫ ॥

পুত্রের সহিত পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮ ॥

একদা সেই সাধ্বী বিরজা শৃঙ্গারে আসক্ত চিত্তা হইয়া বিজন বৃন্দারণ্যে হরির সহিত বিহার করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভয়ে ক্রোড়ে আগমন করিল। ১৯। ২০ ॥

তখন কৃপাময় হরি স্বীয় পুত্রকে ভীত দর্শনে প্রিয়তমা বিরজাকে পরিত্যাগ করিলে তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ প্রাণাধিকা রাধিকার গৃহে গমন করিলেন। ২১ ॥

তৎকালে সাধ্বী বিরজা শৃঙ্গারে পরিতৃপ্তা হন নাই সুতরাং বালককে সান্ত্বনা পূর্ব্বক নিকটে প্রিয়তম কৃষ্ণকে না দেখিয়া বিস্তর বিলাপ করিলেন। পরে তিনি ক্রোধে সেই পুত্রকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন তুমি লবণ সমুদ্র হইবে, কোন জীবগণ কদাপি তোমার জল পান করিতে সমর্থ হইবে না। ২২। ২৩ ॥

দ্বীপস্থাভির্নদীভিশ্চ সহ ক্রীড়স্তু নির্জ্জনে।
কনিষ্ঠো মাতৃ শাপাচ্চ লবণোদো বভূবহ। ২৬ ॥
কনিষ্ঠ কথয়ামাস মাতৃ শাপাঞ্চবালকান্।
আজগ্মু দুঃখিতাঃ সর্ব্বে মাতৃস্থানঞ্চ বালকাঃ। ২৭ ॥
শ্রুত্বা বিবরণং সর্ব্বে প্রজগ্মু র্ধরণীতলং।
প্রণম্য চরণং মাতুর্ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরাঃ। ২৮ ॥
সপ্তদ্বীপে সমুদ্রাশ্চ সপ্ত তস্থুর্ব্বিভাগশঃ।
কনিষ্ঠাদ্বৃদ্ধ পর্য্যন্তং দ্বিগুণং দ্বিগুণং মুনে। ২৯ ॥
নবণেক্ষু সুরা সর্পি র্দ্দধি দুগ্ধ জলার্নবাঃ।
এতেষাঞ্চ জলং পৃথ্ব্যাং শস্যার্থঞ্চ ভবিষ্যতি। ৩০ ॥

তিনি কনিষ্ঠ সন্তানকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া অন্যান্য পুত্র-কেও এইরূপ শাপ দিলেন আমার মূঢ় সন্তানগণ সকলেই মহীমণ্ডলে গমন করিয়া সমুদ্ররূপী হউক এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার কনিষ্ঠ পুত্রকে কহিলেন, তুমি সমুদ্ররূপী হইয়া মনোহর জম্বুদ্বীপ বেষ্টন পূর্ব্বক অব-স্থান কর, তোমাদিগের পরস্পরের একত্র অবস্থিতি হইবে না, সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থান আশ্রয় করিতে হইবে। অতএব আমার বাক্যে তোমরা দ্বীপে দ্বীপে অবস্থান পূর্ব্বক তত্তদ্দ্বীপস্থ নদী সমুদায়ের সহিত নির্জ্জনে বিহার করত সুখে কালহরণ কর। বিরজা পুত্রগণকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র লবণ সমুদ্র হইলেন। তৎপরে তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণ কনিষ্ঠ ভ্রাতার মুখে মাতৃশাপ বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে জননীর নিকট আগমন ও সমস্ত বিবরণ শ্রবণ পূর্ব্বক ভক্তি বিনম্র কন্ধরে তাঁহার চরণে প্রণাম করত সমুদ্ররূপে ধরণীতলে অবতীর্ণ হইলেন। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

এইরূপে বিরজার সপ্ত পুত্র সপ্তদ্বীপে সপ্ত সমুদ্ররূপে আবির্ভূত হইলেন। কনিষ্ঠ হইতে জ্যেষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের আয়তন পর্য্যায় ক্রমে দ্বিগুণ দ্বিগুণরূপে পরিণত হইল। ২৯।

এই সপ্ত সমুদ্র লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত

ব্যাপ্তাঃ সমুদ্রাঃ সপ্তৈব সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাং।
রুরুদুর্ব্বালকাঃ সর্ব্বে মাতৃ ভ্রাতৃশুচান্বিতাঃ। ৩১ ॥
রুরোদ চ ভৃশং সাধ্বী পুত্র বিচ্ছেদ কাতরা।
মূর্চ্ছা মবাপ শোকেন পুত্রানাং ভর্ত্তুরেবচ। ৩২ ॥
তাং শোক সাগরে মগ্নাং বিজ্ঞায় রাধিকাপতিঃ।
আজগাম পুনস্তস্যাঃ স্মেরানন সরোরুহঃ। ৩৩ ॥
দৃষ্টা হরিং সা তত্যাজ শোকং রোদন মেবচ।
আনন্দ সাগরে মগ্না দৃষ্টা কান্তং বভূবহ। ৩৪ ॥
চকার শ্রীহরিং ক্রোড়ে বিজহার স্মরাতুরা।
তাঞ্চ পুত্র পরিত্যক্তাং হরি স্তুষ্টো বভূবহ। ৩৫।
বরং তস্মৈ দদৌ প্রীত্যা প্রসন্ন বদনে ক্ষণঃ।
কান্তে নিত্যং তব স্থান মাগমিষ্যামি নিশ্চিতং। ৩৬ ॥

নামে বিখ্যাত হইলেন। ঐ নদী সমুদায়ের জল পৃথিবীর শস্যোৎপাদনের কারণীভুত হইল। ৩০ ॥

বিরজার সপ্ত পুত্র এই ভাবে সপ্ত দ্বীপা বসুন্ধরাকে যথাক্রমে পরিবেষ্টন করিয়া জননীর অদর্শনে ও ভ্রাতৃগণের পরস্পরের বিচ্ছেদে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৩১ ॥

এদিকে সাধ্বী বিরজাও প্রিয়তম কৃষ্ণের বিচ্ছেদে ও পুত্রগণের অদর্শনে নিতান্ত শোক সন্তপ্তা হইয়া রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছাপন্না হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। ৩২ ॥

তখন রাধাকান্ত হরি বিরজাকে শোকসাগরে নিমগ্না পরিজ্ঞাত হইয়া সহাস্য বদনে তৎসমীপে আগমন করিলেন। ৩৩।

হরির দর্শনে বিরজার শোকসন্তাপ বিদূরীত হইল। তখন তিনি কামাতুরা হইয়া কান্তকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিহারে প্রবৃত্তা হইলেন। বিরজা হরির প্রীতিকামনায় পুত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া সহাস্যমুখে ও প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে তাঁহাকে

যথা রাধা তৎসমা ত্বং ভবিষ্যসি প্রিয়া মম।
পুত্রাননুরক্ষসি নিত্যং ত্বং মদ্বরস্য প্রভাবতঃ। ৩৭॥
ইত্যুক্তবন্তং শ্রীকৃষ্ণং বসন্তং বিরজান্তিকে।
দৃষ্ট্বা রাধা বয়স্যাশ্চ কথয়ামাসুরীশ্বরীং।
শ্রুত্বা রুরোদ সা দেবী সুষ্বাপ ক্রোধমন্দিরে। ৩৮॥
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো জগাম রাধিকান্তিকং।
স তস্থৌ রাধিকা দ্বারে শ্রীদাম্না সহ নারদ। ৩৯॥
রাসেশ্বরী হরিং দৃষ্ট্বা রুষ্টা বাচা প্রিয়ং পরং। ৪০॥
মত্তো বহুতরাঃ কান্তা গোলোকে সন্তি তে হরে।
যাহি তাসাং সন্নিধানং ময়া তে কিং প্রয়োজনং। ৪১॥
বিরজা প্রেয়সী কান্তা সরিদ্রূপা বভূব হ।
দেহং ত্যক্ত্বা মম ভয়াত্তথাপি যাসি তাং প্রতি। ৪২॥

এইরূপ বর প্রদান করিলেন, কান্তে! আমি নিশ্চয় নিত্য তোমার নিকট আগমন করিব, শ্রীমতি যেমন আমার প্রিয়া, তুমিও তদ্রূপ আমার প্রিয়ামহিষী হইবে এক্ষণে আমার বর প্রভাবে তুমি নিত্য পুত্রগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ বিরজাকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেছেন, ইত্যবসরে রাধিকার সখীগণ হরিকে তথায় অবস্থিত দেখিয়া শ্রীমতীর নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন, রাধিকা দেবী তাহা শুনিয়া রোদন করিতে করিতে ক্রোধাগারে গমন পূর্ব্বক শয়ন করিলেন। ৩৮॥

ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের সহিত তথায় সমাগত হইয়া শ্রীমতী রাধিকার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। ৩৯॥

রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধা পুরোভাগে হরিকে অবস্থিত দেখিয়া সক্রোধে কহিলেন, ধূর্ত্ত! এই গোলোকধামে তোমার আমার অপেক্ষা বহু প্রিয়া মহিষী বিদ্যমান আছে। তুমি তাহাদিগের নিকট গমন কর, আমাতে তোমার প্রয়োজন কি?। ৪০। ৪১॥

তত্তীরে মন্দিরং কৃত্বা তিষ্ঠ তিষ্ঠ চ যাহি তাং ।
নদী বভূব সা ত্বঞ্চ নদো ভবিতু মর্হসি । ৪৩ ॥
নদস্থ নদ্যা সার্দ্ধঞ্চ সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ ।
স্বজাতৌ পরমা প্রীতি শয়নে ভোজনে সুখাৎ । ৪৪ ॥
দেব চূড়া মনেঃ ক্রীড়া নদ্যা সার্দ্ধং ময়েরিতং ।
মহাজনঃ স্মর মুখঃ শ্রুত্বা সদ্যো ভবিষ্যতি । ৪৫ ॥
যে ত্বং বদন্তি সর্ব্বেশং তে কিং জানন্তি তম্মনঃ ।
ভগবান্ সর্ব্ব ভূতাত্মা নদীং সংভক্তু মিচ্ছতি । ৪৬ ॥
ইত্যুক্তা রাধিকা দেবী বিররাম রুষান্বিতা ।
নোত্তস্থৌ ভূমি শয়নাদ্গোপী লক্ষ সমন্বিতা । ৪৭ ॥

তোমার প্রেয়সী কান্তা বিরজা আমার ভয়ে দেহত্যাগ করিয়া নদী-রূপিণী হইয়াছে, তথাপি তুমি তাহার নিকট গমন করিতেছ । ৪২ ॥

এক্ষণে তুমি সেই বিরজারতীরে মন্দির প্রস্তুত করিয়া বাস কর, এস্থানে দণ্ডায়মান থাকিবার প্রয়োজন নাই, তাহার নিকটে যাও, সে নদীরূপিণী হইয়াছে সুতরাং তোমারও নদরূপী হওয়া আবশ্যক । ৪৩ ॥

নদীর সহিত নদের সঙ্গমই শ্রেয়স্কর । কি শয়ন কি ভোজন সকল বিষয়েই স্বজাতিতে পরমা প্রীতি সমুৎপন্ন হয় । ৪৪ ॥

দেবচূড়ামণি কৃষ্ণ নদীর সহিত বিহার করিতেছেন ইহা আমি সর্ব্বত্র প্রচারিত করিলে মহাজনগণ ইহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কখনই হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না । ৪৫ ॥

যাহারা তোমাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া বর্ণন করেন, তাহারা তোমার মন পরিজ্ঞাত হইতে পারে নাই, সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ পরম পুরুষ কি নদীকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন ? । ৪৬ ॥

লক্ষ গোপিকায় পরিবেষ্টিতা রাধিকা দেবী সরোষে হরিকে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন কিন্তু ভূমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন না । ৪৭ ॥

কাশ্চিচ্চামর হস্তাচ কাশ্চিৎ সুক্ষ্মাংশুকাকরাঃ।
কাশ্চিৎ তাম্বূল হস্তা চ কশ্চিন্মালা বরা করাঃ। ৪৮ ॥
বাসিতোদ করাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ পদ্মবরাকরাঃ।
কাশ্চিৎ সিন্দূর হস্তাশ্চ মাল্য হস্তাশ্চ কাশ্চন। ৪৯ ॥
রত্নালঙ্কার হস্তাশ্চ কাশ্চিৎ কজ্জল বাহিকাঃ।
বেণু বীনা করাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ কঙ্কতিকা করাঃ। ৫০ ॥
কাশ্চিদাবীর হস্তাশ্চ যন্ত্র হস্তাশ্চ কাশ্চন।
সুগন্ধি তৈল হস্তাশ্চ কাশ্চন প্রমদোত্তমাঃ।
করতাল করাঃ কাশ্চিৎ গেণ্ড হস্তাশ্চ কাশ্চন। ৫১ ॥
কাশ্চিন্মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী তাল কারিকাঃ।
সঙ্গীত নিপুনাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিন্নর্ত্তন তৎপরাঃ। ৫২ ॥
ক্রীড়া বস্তু করাঃ কাশ্চিন্মধু হস্তাশ্চ কাশ্চন।
সুধাপাত্র করাঃ কাশ্চিদঙ্ঘ্রি পীঠ করাঃ পরাঃ। ৫৩ ॥
বেশ বস্তু করাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিচ্চরণ সেবিকাঃ।
পুটাঞ্জলি করাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ স্তুতি পরাবরাঃ। ৫৪ ॥

তৎকালে গোপিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় করে চামর, কেহ কেহ সুক্ষ্ম বস্ত্র, কেহ কেহ তাম্বূল ও কেহ কেহ উৎকৃষ্ট মালা, কেহ কেহ সুবাসিত জল, কেহ কেহ পদ্ম, কেহ কেহ সিন্দূর, কেহ কেহ মালা, কেহ কেহ রত্নালঙ্কার, কেহ কেহ কজ্জল, কেহ কেহ বেণু বিণা, কেহ কেহ কঙ্কতিকা, কেহ কেহ আবীর, কেহ কেহ যন্ত্র, কেহ কেহ সুগন্ধি তৈল, কেহ কেহ করতাল ও কেহ কেহ গেণ্ড নামক বাদ্য যন্ত্র গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১।

কেহ কেহ মৃদঙ্গমুরজমুরলীর তাল প্রদান, কেহ কেহ সুমধুর সঙ্গীত ও কেহ কেহ বা নৃত্য করিতেছেন। ৫২ ॥

কেহ কেহ নিজ নিজ করে ক্রীড়া বস্তু, কেহ কেহ মধু, কেহ কেহ সুধাপাত্র ও কেহ কেহ বা চরণ পীঠ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ৫৩।

এবং কতি বিধাঃ সন্তি রাধিকা পুরতো মুনে।
বহির্দ্দেশস্থিতাঃ কাশ্চিৎ কোটিশঃ কোটিশঃ সদা। ৫৫ ॥
কাশ্চিৎ দ্বার নিযুক্তাশ্চ বয়স্যা বেত্র ধারিকাঃ।
কৃষ্ণ মভ্যন্তরং গন্তুং নদদুঃ দ্বার সংস্থিতং। ৫৬ ॥
পুরঃ স্থিতন্তং প্রাণেশং রাধা পুনরুবাচ সা।
নানু রূপমত্যকথ্য মযোগ্য মতি কর্কশং। ৫৭ ॥

রাধিকোবাচ।

হে কৃষ্ণ বিরজা কান্ত গচ্ছ মৎ পুরতো হরে।
কথং দুনোষি মাং লোল রতি চৌরাতি লম্পট। ৫৮ ॥
শীঘ্রং পদ্মাবতীং গচ্ছ রত্নমালাং মনোরমাং।
অথবা বনমালাম্বা রূপেণাপ্রতিমাং ব্রজ। ৫৯ ॥
হে নদী কান্ত দেবেশ দেবানাঞ্চ গুরোর্গুরো।

কোন কোন গোপিকার করে বেশ বস্ত্র বিদ্যমান আছে, কেহ কেহ শ্রীমতীর চরণ সেবা ও কেহ কেহ স্তব করিতেছেন এবং কেহ কেহ বা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। ৫৪ ॥

কোটি কোটি গোপিকার মধ্যে কিয়ৎ সংখ্যক শ্রীমতীর পুরভাগে ও কিয়ৎ সংখ্যক বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন, এবং কিয়ৎ সংখ্যক গোপিকা দ্বারদেশে বেত্রহস্তে অবস্থান পূর্ব্বক দ্বারস্থ কৃষ্ণকে গৃহ প্রবেশে নিবারণ করিতেছেন। ৫৫। ৫৬।

তখন শ্রীমতী রাধিকা, দ্বারস্থ প্রাণকান্ত কৃষ্ণকে অতি অকথ্য নিতান্ত কর্কশ অযোগ্য বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বিরজা কান্ত কৃষ্ণ! আমার পুর হইতে তুমি প্রতিগমন কর। হে লোল রতিচৌর অতি লম্পট! আর তুমি এস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কেন আমার হৃদয় ব্যথিত করিতেছ? । ৫৭। ৫৮।

ধূর্ত্ত! এক্ষণে তুমি পদ্মাবতী মনোরমা রত্নমালা বা রূপবতী বনমালার নিকট গমন কর। এস্থানে তোমার অবস্থিতির প্রয়োজন নাই। ৫৯।

ময়া জ্ঞাতোসি ভদ্রন্তে গচ্ছ গচ্ছ মমাশ্রমাৎ। ৬০ ॥
শশ্বত্তে মানুষাণাঞ্চ ব্যবহারশ্চ লম্পট।
লভতাং মানুষীং যোনিং গোলোকাদ্ব্রজ ভারতং। ৬১ ॥
হে সুশীলে শশিকলে হে পদ্মাবতি মাধবি।
নিবার্য্য তাঞ্চ ধূর্ত্তোয় মস্থাত্র কিং প্রয়োজনং। ৬২ ॥
রাধিকা বচনং শ্রুত্বা তমূচু র্গোপিকা হরিং।
হিতং তথ্যঞ্চ বিনয়ং সারং যৎ সময়োচিতং। ৬৩ ॥
কাশ্চিদূচুরিতি হরে গচ্ছ স্থানান্তরং ক্ষণং।
রাধা কোপাপনয়নে গময়িষ্যামি হে বয়ং। ৬৪ ॥
কাশ্চিদূচুরতি প্রীত্যা ক্ষণং গচ্ছ গৃহান্তরং।
তয়ৈব বর্দ্ধিতা রাধা ত্বাং বিনা কশ্চ রক্ষতি। ৬৫ ॥

হে নদীকান্ত! তুমি না দেবেশ্বর, দেবগণের গুরুর গুরু, আমি তোমাকে জানিতে পারিয়াছি, এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার আশ্রম হইতে গমন কর গমন কর। ৬০।

লম্পট! নিরন্তর মানুষসংসর্গ করিতে তোমার ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব তুমি নিত্যানন্দ গোলোকধাম হইতে ভারতে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর। ৬১।

হে সুশীলে হে শশিকলে হে পদ্মাবতি হে মাধবি! তোমরা উহাকে এস্থানে থাকিতে নিবারণ কর। ঐ ধূর্ত্তের এস্থানে কোন প্রয়োজন নাই। ৬২।

রাধিকা এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিলে গোপিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ সবিনয়ে তৎকালোচিত হিতজনক সারবাক্যে হরিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কিয়ৎক্ষণ স্থানান্তরে গমন করিয়া অবস্থিতি কর। শ্রীমতীর কোপশান্তি হইলে আমরা তোমাকে এস্থানে প্রবেশ করাইব। ৬৩। ৬৪।

কতিপয় গোপিকা কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কিয়ৎক্ষণ প্রীতমনে

কাশ্চিদূচুরিতি প্রেম্না রাধিকায়া হরিং মুনে।
ক্ষণং বৃন্দাবনং গচ্ছ মানাপমানয়াবধি। ৬৬ ॥
কাশ্চিদিত্যূচুরীশঞ্চ পরিহাস পরংবচঃ।
মানাপনয়নং ভক্ত্যা কামিন্যাঃ কুরু কামুকঃ। ৬৭ ॥
কাশ্চিন্নোচুরিতী শন্তং যা হি জায়ান্তরং তব।
লোলুপস্থ ফলং নাথ করিষ্যামো যথোচিতং। ৬৮ ॥
কাশ্চিনোচুরিতি হরিং সস্মিতং পুরতঃ স্থিতং।
গত্বা সমীপ মুত্থায় মানাপনয়নং কুরু। ৬৯ ॥
কাশ্চিনোচুরিতি প্রাণনাথং গোপ্য দুরা ক্ষরং।
কঃ ক্ষমঃ সাংপ্রতং দ্রষ্টুং রাধিকা মুখ পঙ্কজং। ৭০ ॥

গৃহান্তরে অবস্থান কর, তোমার দ্বারাই শ্রীমতী রাধিকা গৌরবান্বিতা হইয়াছেন, সুতরাং তুমি ভিন্ন আর রক্ষক কে আছে ?। ৬৫।

কোন কোন গোপিকা রাধিকার প্রতি প্রেমবশে কহিলেন, হে রাধাকান্ত! যে কিয়ৎক্ষণ রাধিকার মান বিদূরিত না হয় তাবৎ তুমি বৃন্দাবনে গমন করিয়া অবস্থান কর। ৬৬।

কতিপয় গোপিকা পরিহাস বাক্যে হরিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন কামুক! এক্ষণে তুমি ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীমতীর মানাপনোদন কর। ৬৭।

কোন কোন গোপিকা কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কামিনী লোলুপ: এক্ষণে তুমি অন্য নারী নিকটে গমন কর, আমরা তোমাকে যথোচিত প্রতিফল প্রদান করিব। ৬৮।

কতিপয় গোপিকা পুরোবর্ত্তী সহাস্য বদন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাধাবল্লভ! এক্ষণে তুমি শ্রীমতীর নিকট গমন করিয়া যেরূপে হয় তাঁহার মানভঞ্জন কর। ৬৯।

কোন কোন গোপিকা প্রাণনাথ কৃষ্ণকে কর্কশ বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! এক্ষণে তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, কেহই রাধিকার মুখকমল দর্শন করিতে সক্ষম হইবে না। ৭০।

কাশ্চনোচুরিতি বিভুং ব্রজ স্থানান্তরং হরে।
কোপাপনয়নে কালে পুনরাগমনং তব। ৭১ ॥
কাশ্চনোচুরিতীদং তং প্রগল্‌ভাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
বয়ং ত্বাং বাচয়িষ্যামো নচেদ্‌যাহি গৃহান্তরং। ৭২ ॥
কাশ্চিন্নিবারয়া মাসুর্ম্মাধবং প্রমদোত্তমাঃ।
স্মিত বক্তুং কৃষ্ণ সর্ব্বেশং স্বচ্ছ মক্রোধমীশ্বরং। ৭৩ ॥
গোপীভির্ব্বার্য্যমাণে চ জগৎ কারণ কারণে।
সদ্যশ্চ কোপ শ্রীদামা হরৌ গৃহান্তরে গতে। ৭৪ ॥
কোপাদুবাচ শ্রীদামা রাধিকাং পরমেশ্বরীং।
রক্তপদ্মে ক্ষণাং রুষ্টাং রক্তপঙ্কজ লোচনঃ। ৭৫ ॥

শ্রীদামোবাচ।

কথংবদসি মাত স্তং কটুবাক্যং মদীশ্বরং।
বিচারণাং বিনাদেবি করোষি ভৎর্সনং বৃথা। ৭৬ ॥

কেহ কেহ কহিলেন, হরে! এক্ষণে তুমি স্থানান্তরে গমন কর। রাধিকার মানভঞ্জন হইলে এস্থানে পুনরাগমন করিও। ৭১।

কতিপয় প্রগলভা প্রমদোত্তমা গোপিকা কহিলেন, কৃষ্ণ! এক্ষণে তুমি গৃহান্তরে গমন কর, নতুবা আমাদিগের নিকটে যথোচিত অবমানিত হইবে। ৭২।

কোন কোন বরাঙ্গনা গোপিকা সেই দ্বারস্থিত ক্রোধশূন্য সহাস্য বদন সর্ব্বেশ্বর মাধবকে গৃহ প্রবেশে নিবারণ করিলেন। ৭৩।

অতঃপর সেই জগৎ কারণ পরমাত্মা হরি এইরূপে গোপীগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া গৃহান্তরে গমন করিলে শ্রীদাম ক্রোধে রক্ত পঙ্কজের ন্যায় লোহিত নয়ন হইয়া রক্তপঙ্কজ লোচনা পরমেশ্বরী রাধিকাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! তুমি আমার প্রভুকে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে, বিচার না করিয়া এরূপ ভৎর্সনা করা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। ৭৪। ৭৫। ৭৬।

ব্রহ্মানন্তেশ ধর্ম্মেশং জগৎ কারণ কারণং।
বাণী পদ্মালয়া মায়া প্রকৃতী শঞ্চ নিগুর্ণং। ৭৭ ॥
আত্মারামং পূর্ণকামং করোষি ত্বং বিড়ম্বনং।
দেবীনাং প্রবরা ত্বঞ্চ নিবোধ যস্য সেবয়া। ৭৮ ॥
যস্য পাদার্চ্চনে নৈব সর্ব্বেষামীশ্বরী পরা।
তং ন জানাসি কল্যাণি কি মহং বক্তু মীশ্বরঃ। ৭৯ ॥
ভ্রূভঙ্গ লীলয়া কৃষ্ণঃ প্রস্তুং শক্তশ্চ ত্বদ্বিধা।
কোটিশঃ কোটি দেব্য স্ত্বং ন জানাসি চ নিগুর্ণং। ৮০ ॥
বৈকুণ্ঠে শ্রীহরেরস্য চরণাম্বুজ মার্জ্জনং।
করোতি কেশৈঃ শশ্বৎ শ্রীঃ সেবনং ভক্তি পূর্ব্বকং। ৮১ ॥
সরস্বতী চ স্তবনৈঃ কর্ণ পীযূষ সুন্দরৈঃ।
সন্ততং স্তৌতি যং ভক্ত্যা ন জানাসি তমীশ্বরং। ৮২ ॥

দেবি! যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সৃষ্টি কর্ত্তা ধর্ম্মনিয়ন্তা জগৎ কারণের কারণ, সরস্বতী লক্ষ্মীমায়া ও প্রকৃতির ঈশ্বর, নিগুর্ণ আত্মারাম ও পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরম পুরুষ, তুমি তাঁহার প্রতি বিড়ম্বনা করিতেছ? যাঁহার সেবায় তুমি দেবীগণের প্রধানা হইয়াছ, তাহা কি চিন্তা করা উচিত নহে?। ৭৭। ৭৮।

হে কল্যাণি! আমি অধিক কি বলিব, যাঁহার চরণ সেবায় তুমি সকলের ঈশ্বরী হইয়াছ, তাঁহার প্রভাব কি তুমি পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই?। ৭৯।

যে পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণ ভ্রূভঙ্গলীলাক্রমে তোমার মত কোটি কোটি দেবীর সৃষ্টি করিতে সক্ষম, সেই নিগুর্ণ পরমাত্মার প্রভাব কি তোমার অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে?। ৮০।

বৈকুণ্ঠধামে যে লক্ষ্মীদেবী স্বীয় কেশজালে এই শ্রীহরির চরণাম্বুজ মার্জ্জন পূর্ব্বক নিরন্তর ইঁহার সেবা করিতেছেন, এবং যে বাগ্দেবী নিরন্তর ভক্তিযোগে শ্রুতি সুধাবর্ষী স্তুতিবাদে ইঁহার স্তব করিতেছেন,

ভীতাচ প্রকৃতির্ম্মায়া সর্ব্বেষাং জীবরূপিণী।
সন্ততং স্তৌতি যং ভক্ত্যা তং ন জানাসি মানিনি। ৮৩॥
স্তুবন্তী সততং বেদা মহিম্নঃ ষোড়শীং কলাং।
কদাপি তং ন জানন্তি তং ন জানাসি ভামিনি। ৮৪॥
বক্ত্রৈশ্চতুর্ভি র্যং ব্রহ্মা বেদানাং জনকো বিভুঃ।
স্তৌতি সেবাঞ্চ কুরুতে চরণাম্ভোজ মীশ্বরি। ৮৫॥
শঙ্করঃ পঞ্চভির্ব্বক্ত্রৈঃ স্তৌতি যং যোগিনাং গুরুঃ।
সাশ্রু পূর্ণঃ স পুলকঃ সেবতে চরণাম্বুজং। ৮৬॥
শেষঃ সহস্র বদনৈঃ পরমাত্মানমীশ্বরং।
সততং স্তৌতি ভক্ত্যা চ সেবতে চরণাম্বুজং। ৮৭॥
ধর্ম্মঃ পাতাচ সর্ব্বেষাং সাক্ষী চ জগতাং পতিঃ।
ভক্ত্যা চ চরণাম্ভোজং সেবতে সততং মুদা। ৮৮॥

সেই পরাৎপর পরম পুরুষের প্রভাব কি তুমি পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই? । ৮১ । ৮২ ।

মানিনি? সকলের জীবরূপিণী জগন্মায়া প্রকৃতি দেবী সতত ভক্তি পূরিত হৃদয়ে যাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রভাব তোমার অবিদিত রহিয়াছে? । ৮৩ ।

ভামিনি! ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয় স্তব করিয়া যাঁহার মাহাত্ম্যের, ষোড়ষী কলা বর্ণন করিতে পারে না, এবং যাঁহার প্রভাব তাহাদিগের সতত অপরিজ্ঞাত, তুমি তাঁহার মহিমা জানিতে পার নাই? । ৮৪ ।

দেবি! নিখিল বেদ প্রকাশক সর্ব্বলোক পিতামহ জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা সর্ব্বদা চারিমুখে স্তব করিয়া যাঁহার চরণ কমল সেবা করেন, যোগিগণের গুরু ভগবান্ শঙ্কর প্রেমাশ্রু পূর্ণ হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে সতত স্তুতি-বাদ পূর্ব্বক যাঁহার চরণাম্বুজের উপাসনা করিতেছেন, অনন্তদেব ভক্তি যোগে সহস্র বদনে স্তব পূর্ব্বক নিরন্তর যে পরমাত্মা হরির পাদপদ্ম

শ্বেত দ্বীপ নিবাসী যঃ পাতা বিষ্ণুঃ স্বয়ং বিভুঃ।
অস্যাংশশ্চ তথাচায়ং ধ্যায়তেঽণুক্ষণং পরং। ৮৯॥
সুরাসুর মুনীন্দ্রাশ্চ মনবো মানবা বুধাঃ।
সেবন্তে নহি পশ্যন্তি স্বপ্নেঽপি চরণাম্বুজং।
ক্ষিপ্রং রোষং পরিত্যজ্য ভজ পাদাম্বুজং হরেঃ। ৯০॥
ভ্রূভঙ্গলীলা মাত্রেণ সৃষ্টি সংহর্ত্তু রেবচ। ৯১॥
নিমেষ মাত্রাদস্যৈব ব্রহ্মণঃ পতনং হরেঃ।
যস্যৈব দিবসে প্যষ্টাবিংশতীন্দ্রাঃ পতন্ত্যপি। ৯২॥
এবমষ্টোত্তরশতমায়ু র্যস্য জগদ্বিধেঃ।
ত্বং বা কান্যাশ্চ বা রাধে মদীশ্বর বশে খিলং। ৯৩॥
শ্রীদাম্নোবচনং শ্রুত্বা কেবলং কটু মুল্বনং।
সদ্যশ্চুকোপ সা ব্রহ্মন্নুত্থায় তমুবাচ হ। ৯৪॥

সেবা করেন, সকলের পালনকর্ত্তা সর্ব্বসাক্ষী জগৎপতি ধর্ম্ম ভক্তি পূর্ব্বক সতত পরমানন্দে যাঁহার চরণ পদ্মের সেবায় আসক্ত রহিয়াছেন, স্বয়ং শ্বেতদ্বীপ নিবাসী পালন কর্ত্তা বিষ্ণু যাঁহার অংশজাত আর এই অধম অনুক্ষণ যে পরম পুরুষের ধ্যান ভিন্ন আর কিছু জানে না, সুরাসুর মুনীন্দ্র, মনু, মানব ও পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা যাঁহার সেবা করিয়া স্বপ্নে ও যাঁহার চরণ পদ্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তুমি শীঘ্র ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক সেই পরাৎপর হরির চরণ কমল ভজনা কর। ৮৫।৮৬।৮৭ ৮৮।৮৯ ৯০।

হে রাধে! জগদ্বিধাতা ব্রহ্মার এক দিবসে অষ্টাবিংশতি ইন্দ্রের পতন হয়, ঐ রূপ দিনের পরিমাণানুসারে অষ্টোত্তর শতবর্ষ তাঁহার আয়ুষ্কাল নিরূপিত আছে। যে সৃষ্টি সংহার কর্ত্তা হরির নিমেষ মাত্রে ভ্রূভঙ্গলীলাক্রমে সেই ব্রহ্মা পতিত হন, তাঁহার নিকটে তোমার বা অন্যান্য নারীগণের বিষয়ে বক্তব্য কি? অধিক কি বলিব, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আমার সেই প্রভুর বশীভূত রহিয়াছে। ৯১। ৯২। ৯৩।

রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা শ্রীদামের এইরূপ মর্ম্মভেদী কটুবাক্য শ্রবণ

রাসেশ্বরী বহির্গত্বা তমুবাচ হ নিষ্ঠুরং।
স্ফুরদোষ্ঠী মুক্তকেশী রক্তাম্ভোরুহ লোচনা। ৯৫ ॥

রাধিকা উবাচ।

রে রে জাল্ম মহা মূঢ় শৃণু লম্পট কিঙ্কর।
ত্বঞ্চ জানাসি সর্ব্বার্থং ন জানামি ত্বদীশ্বরং। ৯৬ ॥
ত্বদীশ্বরোহি শ্রীকৃষ্ণো নহ্যস্মাকং ব্রজাধম।
জানামি জনকং স্তৌষি সদা নিন্দসি মাতরং। ৯৭ ॥
যথাঽসুরাশ্চ ত্রিদশান্নিত্যং নিন্দন্তি সন্ততং।
তথা নিন্দসি মাং মূঢ় তস্মাত্ত্বমসুরো ভব। ৯৮ ॥
গোপ ব্রজাসুরীং যোনীং গোলোকাচ্চ বহির্ভব।
ময়াদ্য শপ্তো মূঢ় ত্বং কস্ত্বাং রক্ষিতুমীশ্বরঃ। ৯৯ ॥
রাসেশ্বরী তমিত্যুক্ত্বা সুষ্বাপ বিররাম চ।
বয়স্যাঃ সেবয়ামাসু শ্চামরৈ রত্ন মুষ্টিভিঃ। ১০০ ॥

মাত্র ক্রোধাবিষ্টা হইয়া মুক্তকেশে গাত্রোত্থান করিলেন। তৎকালে তাঁহার ওষ্ঠস্ফুরিত ও কমল নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে তিনি বহির্ভাগে আসিয়া নিষ্ঠুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রে রে জাল্ম মহামূঢ়! রে লম্পট কিঙ্কর! শোন্, তুই সমস্ত তত্ত্ব জানিয়াছিস্, আমি তোর প্রভুকে জানিতে পারিনাই!। ৯৪।৯৫। ৯৬।

রে ব্রজাধম! শ্রীকৃষ্ণ তোরই প্রভু, আমাদিগের কেহ নহে। বুঝিলাম তুই সর্ব্বদা জনকের স্তব ও মাতার নিন্দা করিয়া থাকিস, যেমন অসুরগণ নিরন্তর দেবগণের নিন্দা করিয়া থাকে তদ্রূপ তুই আমার নিন্দা করিতেছিস্, অতএব রে মূঢ়! গোলোকধাম তোর বাস যোগ্য নহে। এক্ষণে তুই গোলোকধাম হইতে বহির্গত হইয়া আসুরী যোনিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অসুররূপে অবস্থান কর্। আজি আমি তোকে এই শাপ প্রদান করিলাম, কেহই তোকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। ৯৭। ৯৮। ৯৯।

রাসেশ্বরী রাধিকা শ্রীদামকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন

শ্রুত্বা চ বচনং তস্যাঃ কোপেন স্ফুরিতাধরঃ।
শশাপ তাঞ্চ শ্রীদামা ব্রজ যোনিঞ্চ মানুষীং। ১০১ ॥
মানুষ্যইব কোপাস্তি তস্মা ত্বং মানুষী ভব।
ভবিষ্যসি ন সন্দেহো ময়া শপ্তা ত্বমম্বিকে। ১০২ ॥
ছায়য়া কলয়া চাপি পরস্বস্তা কলঙ্কিনী।
মূঢ়া রায়ণ পত্নী ত্বাং বক্ষ্যন্তি জগতী তলে। ১০৩ ॥
রায়াণঃ শ্রীহরে রংশো বৈশ্যো বৃন্দাবনে বনে।
ভবিষ্যতি মহাযোগী রাধা শাপেন গর্ভজঃ। ১০৪ ॥
গোকুলে প্রাপ্য তং কৃষ্ণং বিহৃত্যবস কাননে।
ভবিতা তে বর্ষ শতং বিচ্ছেদো হরিণা সহ।
পুনঃ প্রাপ্য তমীশঞ্চ গোলোক মাগমিষ্যসি। ১০৫ ॥
তা মিত্যুক্ত্বা চ নত্বা চ স জগাম হরেঃ পুনঃ। ১০৬ ॥

পূর্ব্বক শয়ন করিলে তাঁহার বয়স্যাগণ রত্নমুষ্টি যুক্ত চামর ব্যজন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ১০০।

তখন শ্রীদাম রাধিকার এইরূপ অভিশাপ শ্রবণে ক্রোধে স্ফুরিতাধর হইয়া তাঁহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন, মাতঃ তুমি মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর। মনুষ্যবৎ তোমার ক্রোধ বিদ্যমান আছে, অতএব তুমি আমার অভিশাপে মর্ত্যলোকে মানুষী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ১০১। ১০২ ॥

ছায়াক্রমে হউক, বা অংশক্রমে হউক, তুমি মর্ত্তমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়া কলঙ্কিনী নামে পরিকীর্ত্তিতা হইবে। মূঢ়জনগণ তোমাকে রায়াণ পত্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। ১০৩।

শ্রীহরির অংশজাত এক মহাযোগী বৈশ্য তোমার শাপে বৈশ্যগৃহহ রায়াণরূপে বৃন্দাবনে জন্ম গ্রহণ করিবে। তুমি সেই গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণকে লাভ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিবে। পরে তথায় হরির সহিত তোমার শতবর্ষ বিচ্ছেদ হইবে পরিশেষে তুমি সেই

গত্বা প্রণম্য শ্রীকৃষ্ণং শাপাখ্যান মুবাচহ।
আনুপূর্ব্বস্তু তৎ সর্ব্বং রুরোদ চ ভৃশং ব্রজঃ। ১০৭ ॥
উবাচ তং রুদন্তঞ্চ গচ্ছ ত্বং ধরণীতলং।
নজেতা তে ত্রিভুবনে হ্যসুরেন্দ্রো ভবিষ্যসি। ১০৮ ॥
কালে শঙ্কর শূলেন দেহং ত্যক্ত্বা মমান্তিকং।
আগমিষ্যসি পঞ্চাশদযুগেহতীতে মদাশিষা। ১০৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা তমুবাচ শুচান্বিতঃ।
ত্বদ্ভক্তি রহিতং মাঞ্চ কদাচিন্ন করিষ্যসি। ১১০ ॥
ইত্যুক্ত্বা স হরিং নত্বা জগাম স্বাশ্রু মাদ্বহি।
পশ্চাজ্জগাম সা দেবী রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ। ১১১ ॥
ক্ক যাসি বৎসেত্যুচ্চার্য্য বিললাপ ভৃশং সতী।
সএব শঙ্খচূড়শ্চ বভূব তুলসীপতিঃ। ১১২ ॥

হরিকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার গোলোকধামে আগমন করিবে।১০৪।১০৫ ॥

শ্রীদাম রাধিকাকে এইরূপ কহিয়া নমস্কার পূর্ব্বক হরির নিকটে সমাগত ও তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন এবং তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক শাপ বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ১০৬।১০৭।

তখন হরি শ্রীদামকে রোরুদ্যমান দেখিয়া কহিলেন, সখে! রাধিকার শাপ অন্যথা হইবে না। তুমি ধরণীতলে অসুরেন্দ্র শঙ্খচূড়রূপে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিলোক বিজয়ী হইয়া অবস্থান করিবে, পরে পঞ্চাশত যুগ অতীত হইলে আমার আশীর্ব্বাদে দেবদেব শঙ্করের শূলে সমাহত হইয়া সে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার আলয়ে আগমন করিবে। ১০৮। ১০৯।

শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কহিলেন, নাথ! আমি যাহাতে কখন আপনার প্রতি ভক্তি বিরহিত না হই সেই রূপ করিবেন। এই বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণাম পূর্ব্বক তথা হইতে বহির্গত হইলেন। ১১০।

শ্রীদাম শোকার্ত্ত হইয়া বিনির্গত হইলে শ্রীমতী রাধিকা অনুতাপিতা

গতে শ্রীদাম্নি সা দেবী জগামেশ্বর সন্নিধিং।
সর্ব্বং নিবেদয়ামাস হরিঃ প্রত্যুত্তরং দদৌ। ১১৩॥
শোকাতুরাঞ্চ তাং কৃষ্ণো বোধয়ামাস প্রেয়সীং।
শঙ্খচূড়শ্চ কালেন সংপ্রাপ পুনরীশ্বরং। ১১৪॥
রাধা জগাম ধরণীং বারাহে হরিণা সহ।
বৃকভানু গৃহে জন্ম ললাভ গোকুলে মুনে। ১১৫॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণাখ্যান মুত্তমং।
সর্ব্বেষাং বাঞ্ছিতং সারং কিন্তুয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি। ১১৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে সপ্ত সমুদ্র জন্ম রাধা শ্রীদাম্নোঃ শাপোদ্ভবো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

হইয়া। হা বৎস! তুমি কোথায় গমন করিতেছ, এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিস্তর বিলাপ করিলেন। পরে শ্রীদামকে মর্ত্যলোকে শঙ্খচূড়রূপে সমুৎপন্ন হইয়া তুলসীর পতি হইতে হইল। ১১১। ১১২।

শ্রীদামের গমনের পর রাধিকা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে হরির নিকট আগমন করিলে তিনি সেই শোকার্ত্তা প্রেয়সীকে বহুবিধ মধুর বচনে সান্ত্বনা করিলেন। তৎকালে নিয়মিত কালে সেই শঙ্খচূড় রূপী শ্রীদাম শাপমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং বারাহ কল্পে হরি ভূভারহরণার্থ গোকুলে অবতীর্ণ হইলে রাধিকাও সেই মর্ত্যমণ্ডলস্থ গোকুলে বৃকভানু গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। ১১৩। ১১৪। ১১৫।

এই আমি সর্ব্ববাঞ্ছিত অনুত্তম কৃষ্ণ চরিত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে ব্যক্ত কর। ১১৬।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্ত সমুদ্র জন্ম রাধা শ্রীদাম্নো শাপোদ্ভব নাম তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কেন বা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণো মহীঞ্চ কেন হেতুনা।
আজগাম জগন্নাথো বদ বেদ বিদাম্বরঃ। ১ ॥

নারায়ণ উবাচ।

পুরা বারাহ কল্পে সা ভারাক্রান্তা বসুন্ধরা।
ভৃশং বভূব শোকার্ত্তা ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ। ২ ॥
সুরৈশ্চাসুর সন্তপ্তৈ ভৃ শমুদ্বিগ্ন মানসৈঃ।
সার্দ্ধং তৈস্তাং দুর্গমাঞ্চ জগাম বেধসঃ সভাং। ৩ ॥
দদর্শ তস্যাং দেবেশং জ্বলন্তং ব্রহ্ম তেজসা।
ঋষীন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ সিদ্ধেন্দ্রৈঃ সেবিতং মুদা। ৪ ॥
অপ্সরোগণ নৃত্যঞ্চ পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা।
গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ সঙ্গীতং শ্রুতবন্তং মনোহরং। ৫ ॥

নারদ কহিলেন, প্রভো! আপনি বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য। অতএব পূর্ব্বে জগৎপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পুরুষ কর্ত্তৃক কি কারণে প্রার্থিত হইয়া মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন। ১।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! পূর্ব্বে বারাহ কল্পে বসুন্ধরা ভারাক্রান্তা হইয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ২।

প্রথমে তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্নচেতা অসুর নিপীড়িত দেবগণের সহিত ব্রহ্মার দুর্গম সভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান দেবেশ্বর সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ঋষীন্দ্র, মুনীন্দ্র ও সিদ্ধেন্দ্রগণ পরিসেবিত হইয়া পরমানন্দে সহাস্যমুখে অপ্সরোগণের নৃত্য দর্শন ও

জপন্তং পরমং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যক্ষরদ্বয়ং।
ভক্ত্যানন্দাশ্রু পূর্ণং তং পুলকাঙ্কিত বিগ্রহং। ৬ ॥
ভক্ত্যা সা ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং প্রণম্য চতুরাননং।
সর্ব্বং নিবেদনঞ্চক্রে দৈত্যভারাদিকং মুনে।
সাশ্রু পূর্ণা স পুলকা তুষ্টাবচ রুরোদ চ। ৭ ॥
তামুবাচ জগদ্ধাতা কথং স্তৌষিচ রোদিষি। ৮ ॥
কথমাগমনং ভদ্রে বদ ভদ্রং ভবিষ্যতি।
সুস্থিরা ভব কল্যাণি ভয়ং কিন্তে ময়িস্থিতে। ৯ ॥
আশ্বাস্য পৃথিবীং ব্রহ্মা দেবান্ পপ্রচ্ছ সাদরং।
কথমাগমনং দেবা যুষ্মাকং মম সন্নিধিং। ১০ ॥
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা দেবাঊচুঃ প্রজাপতিং।
ভারাক্রান্তাচ বসুধা দৈত্যগ্রস্তা বয়ং প্রভো। ১১ ॥

গন্ধর্ব্বগণের শ্রুতিসুখকর মনোহর সঙ্গীত শ্রবণে রত হইয়াছেন। এবং ভক্তি পূর্ণহৃদয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পুলকাঞ্চিত কলেবর হইয়া পরম কৃষ্ণ নামাক্ষর দ্বয় জপ করতঃ অবস্থান করিতেছেন। ৩। ৪। ৫। ৬।

তদ্দর্শনে ধরা দেবী দেবগণের সহিত ঐ রূপে অবস্থিত চতুরাননের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার নিকট দৈত্যগণের ভারপীড়নের বিষয় নিবেদন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও পুলকাঞ্চিত দেহে রোদন করতঃ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৭।

তখন জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি জন্য রোরুদ্যমানা হইয়া আমার স্তব করিতেছ। তোমার আগমনের কারণ কি বল, তোমার মঙ্গল হইবে। কল্যাণি! তুমি সুস্থিরা হও, আমি বিদ্যমানে তোমার ভয়ের বিষয় কিছুই নাই। ৮। ৯।

ভগবান্ ব্রহ্মা পৃথিবীকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া সাদরে দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! কি জন্য তোমারা আমার নিকট উপনীত হইয়াছ ব্যক্ত কর। ১০।

ত্বমেব জগতাং স্রষ্টা শীঘ্রং নোনিষ্কৃতিং কুরু।
গতিস্ত্বমস্যা ভো ব্রহ্মন্ নির্বৃতিং কর্ত্তু মর্হসি। ১২ ॥
পীড়িতা যেন ভারেণ পৃথিবীয়ং পিতামহ।
বয়ং তে নৈব দুঃখার্ত্তা স্তদ্ভার হরণং কুরু। ১৩ ॥
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা পপ্রচ্ছ তাং জগদ্বিধিঃ।
দুরীকৃত্য ভয়ং বৎসে সুখং তিষ্ঠ মমান্তিকে। ১৪ ॥
কেষাং ভার মশক্তা ত্বং সোঢ়ুং পদ্ম বিলোচনে।
অপনেধ্যামিতং ভদ্রে ভদ্রং তে ভবিতা ধ্রুবং। ১৫ ॥
তস্য সা বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ স্বপীড়নং।
পীড়িতা যেন যেনৈবং প্রসন্ন বদনেক্ষণা। ১৬ ॥

দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো! বসুন্ধরা ভারাক্রান্তা হইয়াছেন আর আমরাও দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছি। ১১ ॥

ভগবন্! আপনি সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা অতএব শীঘ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন। আর আপনি যখন এই ধরাদেবীর একমাত্র গতি তখন ইহাকে পরিত্রাণ করা আপনার কর্ত্তব্য হইয়াছে। ১২ ॥

পিতামহ! এই পৃথিবী যে ভারে পীড়িতা হইয়াছেন তাহাতেই আমরা নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছি। অতএব আপনি কৃপা করিয়া সেই ভার হরণ করুন। ১৩ ॥

জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা দেবগণের এই বাক্য শ্রবণে পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি ভয় পরিত্যাগ করিয়া সুখে আমার নিকটে অবস্থান কর। ১৪ ॥

কমললোচনে! তুমি কাহাদিগের ভার বহনে অশক্তা হইয়াছ বল। ভদ্রে! আমি তোমার সেই ভার অপনোদন করিব। নিশ্চয় তোমার মঙ্গল হইবে। ১৫ ॥

ধরাদেবী ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে ও প্রীতি প্রফুল্ল

ক্ষিতিরুবাচ।

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি স্বকীয়াং মানসীং ব্যথাং।
বিনা বন্ধুং স বিশ্বাসং নাহং কথিতু মর্হতি। ১৭ ॥
স্ত্রী জাতিরবলা শশ্বদ্রক্ষণীয়া স্ব বন্ধুভিঃ।
জনক স্বামি পুত্রৈশ্চ গর্হিতান্যৈশ্চ নিশ্চিতং। ১৮ ॥
ত্বয়া সৃষ্টা জগত্তাত ন লজ্জা কথিতুং মম।
যেষাং ভারৈঃ পীড়িতা হং শ্রূয়তাং কথয়া মিতে। ১৯ ॥
কৃষ্ণভক্তি বিহীনা যে যেচ তদ্ভক্ত নিন্দকাঃ।
তেষাং মহাপাতকীনা মশক্তা ভার বাহনে। ২০ ॥
স্বধর্ম্মাচার হীনা যে নিত্য কৃত্য বিবর্জ্জিতাঃ।
শ্রদ্ধা হীনাশ্চ বেদেষু তেষাং ভারেণ পীড়িতা। ২১ ॥

নয়নে তাঁহার নিকট, যে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক তিনি নিপীড়িতা হইতেছেন তৎসমুদায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! আমি স্বীয় মানসিক ব্যথা আপনার নিকট ব্যক্ত করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি। বিশ্বাস যোগ্য বন্ধু ভিন্ন অন্যের নিকট মনোবেদনা ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। ১৬। ১৭।

হে প্রভো! স্ত্রীজাতি অবলা, এইজন্য পিতা, পতি, ও পুত্রগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা রক্ষণীয়া। অন্যজন কর্ত্তৃক নারীজাতি নিশ্চয় বিগর্হিতা হয়। ১৮।

হে তাত! আপনি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং আপনার নিকট হৃদয়ব্যথা প্রকাশ করা লজ্জাজনক নহে, যাহাদিগের ভারে আমি নিপীড়িতা হইয়াছি এক্ষণে তাহাই আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি আপনি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। ১৯ ॥

ভগবন্! যাহারা কৃষ্ণভক্তিবিহীন ও কৃষ্ণভক্ত সাধুগণের নিন্দাকারী সেই মহাপাতকীদিগের ভার বহনে আমি নিতান্ত অশক্তা হইয়াছি। ২০।

যাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মাচার পরিভ্রষ্ট, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য ধর্ম্মবর্জ্জিত ও বৈদিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা বিহীন হইয়াছে, আমি সেই নরাধমগণের ভারে প্রপীড়িতা হইয়াছি। ২১ ॥

পিতৃ মাতৃ গুরু স্ত্রীণাং পোষণং পুত্রপোষ্যয়োঃ।
যেন কুর্ব্বন্তি তেষাঞ্চ ন শক্তা ভার বাহনে। ২২॥
যে মিথ্যা বাদিন স্তাত দয়া সত্য বিহীনকাঃ।
নিন্দকা গুরু দেবানাং তেষাং ভারেণ পীড়িতা। ২৩॥
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ মিথ্যাসাক্ষী প্রদায়কঃ।
বিশ্বাসঘ্নঃ স্থাপ্যহারী তেষাং ভারেণ পীড়িতা। ২৪।
কল্যাণ যুক্ত নামানি হরের্নামৈক মঙ্গলং।
কুর্ব্বন্তি বিক্রয়ং যেবৈ তেষাং ভারেণ পীড়িতা। ২৫॥
জীবঘাতী গুরুদ্রোহী গ্রামযাজীচ লুব্ধকঃ।
শবদাহী শূদ্রভোজী তেষাং ভারেণ পীড়িতা। ২৬॥
পূজা যজ্ঞোপবাসানি ব্রতানি নিয়মানি চ।
যে যে মূঢ়া নিহতার স্তেষাং ভারেণ পীড়িতা। ২৭॥

যাহারা পিতা, মাতা, গুরু, স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য পোষ্যবর্গের পোষণ না করে, তাহাদিগের ভার বহন করা আমার অসহ্য হইয়াছে। ২২।

যাহারা মিথ্যাবাদী, দয়া শূন্য, সত্য পরাঙ্মুখ এবং দেব ও গুরুজনের নিন্দাকারী, তাহাদিগের ভার বহন করিতে আমি নিতান্ত নিপীড়িতা হইয়াছি। ২৩।

যে সমস্ত মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা, বিশ্বাসঘাতক ও স্থাপ্যধনহারী পামর আমাতে অবস্থিতি করিতেছে, আমি তাহাদিগের ভার বহনে অশক্তা হইয়াছি। ২৪।

যে মূঢ়জনগণ একমাত্র মঙ্গল জনক হরিনাম ও অন্যান্য কল্যাণ প্রদ নাম সমুদায় বিক্রয় করে, আমি তাহাদিগের ভারে পীড়িতা হইয়াছি। ২৫।

জীব হিংসাকারী, গুরুদ্রোহী, গ্রামযাজক, লুব্ধক, শবদাহ ব্যবসায়ী ও শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন ভোজী ব্যক্তিদিগের ভারে আমি নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছি। ২৬।

যে যে মূঢ় ব্যক্তিগণ পূজা, যজ্ঞ, উপবাস, ব্রত ও নিয়ম সমুদায়ের

সদা দ্বিষন্তি যে পাপা গো বিপ্র সুর বৈষ্ণবান্।
হরিং হরি কথা ভক্তিং তেষাং ভারেণ পীড়িতা। ২৮ ॥
শঙ্খাদিনাঞ্চ ভারেণ পীড়িতাহং যথা বিধেঃ।
ততোঽধিকেন দৈত্যানাং তেষাং ভারেণ পীড়িতা। ২৯ ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্ব মনাথা যা নিবেদনং।
ত্বয়া যদি সনাথাহং প্রতিকারং কুরু প্রভো। ৩০ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা বসুধা রুরোদচ মুহু র্ম্মুহুঃ।
ব্রহ্মা তদ্রোদনং দৃষ্ট্বা তামুবাচ কৃপানিধিঃ।
ভারং তবাপনেষ্যামি দস্যূনামপ্যুপায়তঃ। ৩১ ॥
উপায়তোপি কার্য্যাণি সিধ্যন্ত্যেব বসুন্ধরে।
কালেন ভার হরণং করিষ্যতি মদীশ্বরঃ। ৩২ ॥

ব্যাঘাত করে, আমি তাহাদিগের ভারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। ২৭।

যে পাপপরায়ণ পামরগণ গো বিপ্র দেবতা ও বৈষ্ণবগণের দ্বেষ করে এবং সনাতন হরির ও হরিভক্তির নিন্দা করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগের ভারে প্রপীড়িতা হইয়াছি। ২৮।

আমি শঙ্খাসুর প্রভৃতির ভারে যেমন ব্যথিত হইয়াছি। সেই রূপ ধর্ম্মমার্গ পরিভ্রষ্ট দুরাচারগণের ভারে আমার ততোধিক পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। ২৯ ॥

হে প্রভো! এক্ষণে আমি অনাথা, আমার মানসিক দুঃখ সমুদয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার প্রতিকার করিয়া আমাকে সনাথা করুন। ৩০ ॥

এই বলিয়া ধরাদেবী বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ ব্রহ্মা করুণার্দ্র হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বসুন্ধরে! আমি যথোচিত উপায় বিধানে তোমাকে সেই দস্যুগণের ভার হইতে বিমুক্ত করিব। ৩১ ॥

হে দেবি! উপায় প্রভাবে সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হয়, আমার প্রভু যথা কালে তোমার সমস্ত বিষয়ের ভারহরণ করিবেন ॥ ৩২ ॥

যন্ত্রং মঙ্গল কুম্ভঞ্চ শিব লিঙ্গঞ্চ কুঙ্কুমং।
মধু কাষ্ঠং চন্দনঞ্চ কস্তুরীং তীর্থ মৃত্তিকাং। ৩৩॥
খড়্গাং গণ্ডক খড়্গাঞ্চ স্ফটিকং পদ্মরাগকং।
ইন্দ্রনীলং সূর্য্যমণীং রুদ্রাক্ষ কুশ মূলকং। ৩৪॥
শালগ্রাম শিলা শঙ্খং তুলসীং প্রতিমাং জলং।
শঙ্খং প্রদীপ মালাঞ্চ শিলার্চ্চাং ঘন্টিকাং তথা। ৩৫॥
নির্ম্মাল্যঞ্চৈব নৈবেদ্যং হরিদ্বর্ণ মণিস্তথা। ৩৬॥
গ্রন্থি যুক্তং যজ্ঞসূত্রং দর্পণং শ্বেত চামরং।
গোরোচনাঞ্চ মুক্তাঞ্চ সূক্তিং মাণিক্য মেবচ।
পুরাণ সংহিতাং বহ্নিং কর্পূরং পরশং তথা। ৩৭॥
রজতং কাঞ্চনঞ্চৈব প্রবালং রত্ন মেবচ।
কুশদ্বিজং তীর্থতোয়ং গব্যং গোমূত্র গোময়ং। ৩৮॥
ত্বয়ি যে স্থাপয়িষ্যন্তি মূঢ়াশ্চৈতানি সুন্দরি।
পচ্যতে কালসূত্রেবৈ বর্ষাণা ময়ুতং ধ্রুবং। ৩৯॥
ব্রহ্মা পৃথ্বীং সমাশ্বাস্য দেবতাভি স্ত্বয়া সহ।

যে মূঢ় ব্যক্তিগণ, তোমার উপরিভাগে যন্ত্র, মঙ্গলকুম্ভ, শিবলিঙ্গ, কুঙ্কুম, মধু, কাষ্ঠ, চন্দন, কস্তূরী, তীর্থমৃত্তিকা, খড়্গ, গণ্ডকখড়্গা, স্ফটিক, পদ্মরাগ, ইন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত ও সূর্য্যকান্তমণি, রুদ্রাক্ষ, কুশমূল, শালগ্রাম-শিলা, শঙ্খ, তুলসী, দেব মূর্ত্তির পূজার প্রদত্ত জল, পূজোপকরণ শঙ্খ, দীপমালা, অর্চ্চনীয়া শিলা, কাংস্য নির্ম্মিত ঘন্টা, নির্ম্মাল্য, নৈবেদ্য, হরিদ্বর্ণমণি, গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞসূত্র, দর্পণ, শ্বেতচামর, গোরোচনা, মুক্তা, সুক্তি, মাণিক্য, পুরাণসংহিতা, বহ্নি, কর্পূর, পরশমণি, রজত, কাঞ্চন, প্রবালরত্ন, কুশময়ব্রাহ্মণ, তীর্থজল, এবং দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, ও গোমূত্র স্থাপন করাইবে দেহান্তে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অযুত বর্ষ কালসূত্র-নামক নরকে বাস করিতে হইবে॥ ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯॥

জগাম জগতাং ধাতা কৈলাসং শঙ্করালয়ং। ৪০ ॥
গত্বা তমাশ্রমং রম্যং দদর্শ শঙ্করং বিধিঃ।
বসন্তমক্ষয়বট মূলেচ সরিত স্তটে। ৪১ ॥
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরীধানং দক্ষকন্যাস্থি ভূষণং।
ত্রিশূল পট্টিশধরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনং। ৪২ ॥
নানা সিদ্ধৈঃ পরিবৃতং যোগীন্দ্রগণ সেবিতং।
পরিতোঽপ্সরসাং নৃত্যং পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা। ৪৩ ॥
গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ সঙ্গীতং শ্রুতবন্তং কুতূহলাৎ।
পশ্যন্তীং পার্ব্বতীং প্রীত্যা পশ্যন্তং বক্র চক্ষুষা। ৪৪ ।
জপন্তং পঞ্চবক্ত্রেণ হরে র্নামৈক মঙ্গলং।
মন্দাকিনী পদ্মবীজ মালয়া পুলকাঙ্কিতং। ৪৫ ॥

জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া সেই দেবগণ সমন্বিত ধরাদেবীর সহিত শঙ্করালয় কৈলাসধামে গমন করিলেন ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মা এইরূপে ভগবান্ শঙ্করের সুরম্য কৈলাসধামে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, মন্দাকিনী তটে অক্ষয় বটমূলে দেবাদিদেব মহাদেব উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহার কটিতটে ব্যাঘ্র চর্ম্ম, গলদেশে দক্ষকন্যার অস্থিভূষণ, বিশেষতঃ করে ত্রিশূল ও পট্টিশ শোভা পাইতেছে এবং সেই পঞ্চাননের প্রতি বক্ত্রে তিন তিন নয়ন সমুজ্জ্বল রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

তৎকালে তিনি তথায় নানাসিদ্ধ ও যোগীন্দ্রগণে পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে সহাস্য বদনে মণ্ডলাকারে অবস্থিত অপ্সরোগণের নৃত্য দর্শন করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

সেই ভগবান্ শঙ্কর কুতূহলে গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীত শ্রবণ ও বক্র নয়নে পার্ব্বতীকে দর্শন করিতেছেন এবং পার্ব্বতী দেবীও তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

আর সেই পরম যোগী বৈষ্ণব চূড়ামণি শূলপাণি, মন্দাকিনীর পদ্ম-বীজের মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে একান্ত ভক্তি সং-

এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা তস্থাবগ্রে সধূর্জ্জটেঃ।
পৃথিব্যা সুরসংঘৈশ্চ সার্দ্ধং প্রণত কন্ধরৈঃ। ৪৬ ॥
উত্তস্থৌ শঙ্করঃ শীঘ্রং ভক্ত্যা দৃষ্টাজগদ্গুরুং।
ননাম মূর্দ্ধ্না সংপ্রীত্যা লব্ধবানাশিষং ততঃ। ৪৭ ॥
প্রণেমুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ শঙ্করং চন্দ্রশেখরং।
প্রণনাম ধরা ভক্ত্যাচাশিষং যুযুযে হরঃ। ৪৮ ॥
বৃত্তান্তং কথয়ামাস পার্ব্বতীশং প্রজাপতিঃ।
শ্রুত্বা নতমুখ স্তূর্ণং শঙ্করো ভক্ত বৎসলঃ। ৪৯ ॥
ভক্তাপায়ং সমাকর্ণ্য পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ।
বভূবতুস্তৌ দুঃখার্ত্তৌ বোধয়ামাস তৌ বিধিঃ। ৫০ ॥
ততো ব্রহ্মা মহেশশ্চ সুরসংহান্ বসুন্ধরাং।
গৃহং প্রস্থাপয়ামাস সমাশ্বাস্য প্রযত্নতঃ। ৫১ ॥

যোগে পঞ্চমুখে একমাত্র মঙ্গল কারণ মধুর হরিনাম জপ করিতেছেন ॥৪৫॥

এই সময়ে জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা, পৃথিবী ও দেবগণের সহিত ভগবান্ ধূর্জ্জটির নিকট উপনীত হইয়া নতকন্ধরে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার নিকট অবস্থিত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

তখন ভগবান্ শঙ্কর ভক্তি যোগে সেই জগদ্গুরু ব্রহ্মার চরণে প্রণত হইলে তিনি প্রীতি সহকারে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

অতঃপর দেবগণ ও ধরাদেবী সকলে ভক্তি যোগে চন্দ্রচূড় চরণে প্রণাম করিলে দেবাদিদেব তাঁহাদিগের প্রতি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করিলেন না ॥ ৪৮ ॥

তৎকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা পার্ব্বতীপতি দেব দেব মহাদেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, ভক্তবৎসল ভগবান্ শঙ্কর সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ নতশিরা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

এইরূপে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর উভয়ে ভক্তগণের ক্লেশের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া দুঃখ সন্তপ্ত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। ৫০।

ততো দেবেশ্বরৌ তূর্ণ মাগত্য ধর্ম্ম মন্দিরং।
সহ তেন সমালোচ্য প্রজগ্মু র্ভবনং হরেঃ। ৫২ ॥
বৈকুণ্ঠং পরমং ধাম জরামৃত্যু হরং পরং।
বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাদূর্দ্ধ মুত্তমং। ৫৩ ॥
কোটি যোজন মূর্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকাৎ সনাতনং।
ন বর্ণনীয়ং কবিভি র্বিচিত্রং রত্ন নির্ম্মিতং।
পদ্মরাগৈরিন্দ্র নীলৈ রাজমার্গ বিভূষিতং। ৫৪ ॥
তে মনোযায়িনঃ সর্ব্বে সংপ্রাপু স্তং মনোহরং।
হরেরন্তঃ পুরং গত্বা দদৃশুঃ শ্রীহরিং সুরাঃ। ৫৫ ॥
রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ রত্নালঙ্কার ভূষিতং।
রত্নকেয়ুর বলয় রত্ন নূপুর শোভিতং। ৫৬ ॥
রত্ন কুণ্ডল যুগ্মেন গণ্ডস্থল বিরাজিতং।
পীতবস্ত্র পরীধানং বনমালা বিভূষিতং। ৫৭ ॥

তৎপরে ব্রহ্মা ও দেবাদিদেব, বসুন্ধরা ও দেবগণকে সমাশ্বাসিত করিয়া প্রযত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ করিলেন ॥ ৫১ ॥

অতঃপর তাঁহারা উভয়ে সত্বর ধর্ম্মের মন্দিরে উপনীত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে উপস্থিত বিপদের উপায় সমালোচন করিলেন। পরে তাঁহারা তথায় সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত বায়ু কর্ত্তৃক ধার্য্যমান জরামৃত্যু বিনাশন হরির পরমধাম বৈকুণ্ঠে-গমন করিলেন ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

ঐ বৈকুণ্ঠধাম নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্মলোকের কোটি যোজন উর্দ্ধে উহা অবস্থিত, উহার রাজমার্গ ইন্দ্রনীল ও পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিরত্নে বিমণ্ডিত রহিয়াছে, আর ঐ লোক নানারত্নে বিনির্ম্মিত হইয়া নিরত এরূপ বিচিত্র শোভা বিস্তার করিতেছে যে কবিগণ উহার বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন ॥ ৫৪ ॥

দেবগণ মনের ন্যায় বেগে সেই মনোরম বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইয়া

শান্তং সরস্বতীকান্তং লক্ষ্মী ধৃত পদাম্বুজং।
কোটি কন্দর্প লীলাভং স্মিতবক্ত্রং চতুর্ভুজং। ৫৮ ॥
সুনন্দ নন্দ কুমুদৈঃ পার্ষদৈরুপ সেবিতং।
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং সরত্ন মুকুটোজ্জ্বলং। ৫৯ ॥
পরমানন্দ রূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহ কাতরং।
তং প্রেণেমুঃ সুরেন্দ্রাশ্চ ভক্ত্যা ব্রহ্মাদয়ো মুনে। ৬০ ॥
তুষ্টুবুঃ পরয়া ভক্ত্যা ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরাঃ।
পরমানন্দ ভারার্ত্তাঃ পুলকাঙ্কিত বিগ্রহাঃ। ৬১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নমামি কমলাকান্তং শান্তং সর্ব্বেশমচ্যুতং।

সনাতন হরির অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, সেই ভগবান্ পীতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক রত্ন কেয়ূর রত্নবলয় ও রত্ননূপুর প্রভৃতি বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া রত্নসিংহাসনে অধিরূঢ় রহিয়াছেন। তাঁহার গলদেশে বনমালা দোদুল্যমান হইতেছে এবং শ্রুতিযুগলে রত্নকুণ্ডলদ্বয় লম্বিত থাকাতে তদীয় গণ্ডস্থলের অপূর্ব্ব দীপ্তি সর্ব্বোতোভাবে লক্ষিত হইতেছে ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

তৎকালে প্রশান্ত মূর্ত্তি ভগবান্ হরি কোটিকন্দর্পলীলাভ চতুর্ভুজরূপে সহাস্য বদনে অবস্থান করিতেছেন, বাগ্‌দেবী তাঁহার নিকট বিরাজমানা রহিয়াছেন এবং কমলা তাঁহার চরণ কমল সেবা করিতেছেন। ৫৮।

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দন চর্চ্চিত ও মস্তক রত্নমুকুটে শোভমান। এইরূপে তিনি সুনন্দনন্দ ও কুমুদ প্রভৃতি পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ ঈদৃশ পরমানন্দময় ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে ব্যগ্রচিত্ত সনাতন হরির সাক্ষাৎকার লাভে পরমানন্দিত ও পুলকাঞ্চিত কলেবর হইয়া ভক্তিবিনম্র কন্ধরে তাঁহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥

বয়ং যস্য কলাভেদাঃ কলাংশ কলয়া সুরাঃ। ৬২ ॥
মনবশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ মানুষাশ্চ চরাচরাঃ।
কলা কলাংশ কলয়া ভূতাস্ত্বত্তো নিরঞ্জন। ৬৩ ॥

শঙ্কর উবাচ।

ত্বামক্ষয় মক্ষরমাত্মারাম মব্যক্ত মীশ্বরং।
অনাদিমাদিমানন্দ রূপিণং সর্ব্বরূপিণং। ৬৪ ॥
অনিমাদিক সিদ্ধীনাং কারণং সর্ব্বকারণং।
সিদ্ধিজ্ঞং সিদ্ধিদং সিদ্ধিরূপং কস্তোতুমীশ্বরঃ। ৬৫ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

বেদে নিরূপিতং বস্তু বর্ণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ।
বেদে নির্ব্বচনীয়ং যত্ত ন্নির্ব্বক্তুঞ্চ কঃক্ষমঃ। ৬৬ ॥
যস্য সং ভাবনীয়ং যদ্গুণ রূপং নিরঞ্জনং।
তদতিরিক্তঞ্চ স্তবনং কি মহং স্তৌমি নির্গুণং। ৬৭ ॥

তখন ভগবান্ কমলযোনি এইরূপ স্তব করিলেন, প্রভো! তুমি কমলাকান্ত সর্ব্বেশ্বর অচ্যুত ও শান্তমূর্ত্তি ও নিরঞ্জন। আমরা তোমার অংশজাত, এই দেবগণও তোমার কলাংশ কলায় সঞ্জাত হইয়াছে এবং মনু মুনীন্দ্র ও স্থাবর জঙ্গম সম্বলিত সমস্ত প্রাণিগণও তোমার অংশাংশের অংশে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৬২।৬৩।

দেবাদিদেব কহিলেন, ভগবন্! তুমি নিত্য, অক্ষর, আত্মাভিরাম, অব্যক্ত, ঈশ্বর, অনাদিনিধন, সর্ব্বাদি আনন্দময়, সর্ব্বস্বরূপ, অনিমাদির সিদ্ধির কারণ, সর্ব্বকারণ, সিদ্ধিজ্ঞ, সিদ্ধিদাতা ও সিদ্ধিস্বরূপ। তোমার স্তব করিতে কেহই সমর্থ নহে। ৬৪। ৬৫।

ধর্ম্ম কহিলেন, হে প্রভো! যে বস্তু বেদে নিরূপিত আছে, পণ্ডিতেরা তাহাই বর্ণন করিতে পারেন, কিন্তু বেদ যাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই, কে তাহার বর্ণন করিতে সক্ষম হইবে? তুমি নিত্য নিরঞ্জন তোমার গুণ অভাবনীয় সুতরাং তোমার স্তুতিবাদ তদতিরিক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

ব্রহ্মাদীনামিদং স্তোত্রং ষট্শ্লোকোক্তং মহামুনে।
পঠিত্বা মুচ্যতে দুর্গাদ্বাঞ্ছিতঞ্চ লভেন্নরঃ। ৬৮ ॥
দেবানাং স্তবনং শ্রুত্বা তানুবাচ হরিঃ স্বয়ং।
গোলোকং যাতযূয়ঞ্চ যামি পশ্চাৎ শ্রিয়া সহ। ৬৯ ॥
নরো নারায়ণৌ তৌদ্বৌ শ্বেতদ্বীপ নিবাসিনৌ।
এতে যাস্যন্তি গোলোকং তথা দেবী সরস্বতী। ৭০ ॥
অনন্তো মম মায়াচ কার্ত্তিকেয়োগণাধিপঃ।
সা সাবিত্রী বেদ মাতা পশ্চাদ্যাস্যতি নিশ্চিতং। ৭১ ॥
তত্রাহং দ্বিভুজঃ কৃষ্ণো গোপীভী রাধয়া সহ।
তত্রাহং কমলা যুক্তঃ সুনন্দাদিভিরাবৃতঃ। ৭২ ॥
নারায়ণশ্চ কৃষ্ণোঽহং শ্বেতদ্বীপ নিবাস কৃৎ।
মমৈবান্যে কলাঃ সর্ব্বে দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ স্মৃতাঃ। ৭৩ ॥
কলা কলাংশ কলয়া সুরাসুর নরাদয়ঃ।

আছে অতএব আমি কিরূপে তোমার স্তব করিব ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥

দেবর্ষে! মনুষ্য ব্রহ্মাদির এই ষট শ্লোকোক্ত স্তোত্র পাঠ করিলে সমস্ত দুর্গম শঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইয়া বাঞ্ছিত ফললাভ করিতে পারে। ৬৮।

সর্ব্বভূতাত্মা সনাতন হরি স্বয়ং দেবগণের এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুরগণ! তোমরা গোলোকধামে গমন কর। পশ্চাৎ আমি কমলার সহিত তথায় গমন করিতেছি। ৬৯।

সেই গোলোকধামে শ্বেতদ্বীপ নিবাসী নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়, সরস্বতী দেবী, অনন্ত, মদীয় মায়ারূপিণী দেবী, গণপতি, কার্ত্তিকেয় ও বেদ মাতা সাবিত্রী নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবেন। ৭০। ৭১।

হে দেবগণ! আমিই সেই গোলোকধামে শ্রীমতী রাধিকা ও গোপিকা-গণে পরিবৃত দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণরূপে প্রকাশমান। সেই স্থানেই আমি সুনন্দাদি সিদ্ধগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কমলার সহিত অবস্থান করি। ৭২।

শ্বেতদ্বীপনিবাসী নারায়ণ ও কৃষ্ণ আমা হইতে পৃথক্ ভূত নহেন।

গোলোকং যাত যূয়ঞ্চ কার্য্যং সিদ্ধির্ভবিষ্যতি। ৭৪ ॥
বয়ং পশ্চাদ্গমিষ্যামঃ সর্ব্বেষামিষ্ট সিদ্ধয়ে।
ইত্যুক্ত্বৈবং সভা মধ্যে বিররাম হরিঃ স্বয়ং। ৭৫ ॥
প্রণম্য দেবতাঃ সর্ব্বাজগ্মু র্গোলোক মদ্ভুতং।
বিচিত্রং পরমং ধাম জরামৃত্যু হরং পরং। ৭৬ ॥
ঊর্দ্ধং বৈকুণ্ঠতোঽগম্যং পঞ্চাশৎ কোটি যোজনং।
বায়ুনা ধার্য্যমানঞ্চ নির্ম্মিতং স্বেচ্ছয়া বিভোঃ। ৭৭ ॥
তমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ দেবা স্তে গমনোন্মুখাঃ।
তে মনোযায়িনঃ সর্ব্বে সংপ্রাপু র্ব্বিরজাতটং। ৭৮ ॥
দৃষ্ট্বা দেবাঃ সরিত্তীরং বিস্ময়ং পরমং যযুঃ।
শুদ্ধস্ফটিক সংকাশং সুবিস্তীর্ণং মনোহরং। ৭৯ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ আমার অংশজাত এবং অন্যান্য সুরাসুর মনুষ্যাদি সকলেই আমার অংশাংশের অনুসারে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তোমরা গোলোকধামে গমন কর, তোমাদিগের কার্য্য সিদ্ধি হইবে। পশ্চাৎ আমরা সকলের অভীষ্ট পূরণার্থ তথায় গমন করিব। ভগবান্ পরাৎপর পরমাত্মা হরি সভামধ্যে স্বয়ং দেবগণকে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ৭৩। ৭৪। ৭৫ ॥

তখন দেবগণ সনাতন হরিকে প্রণাম করিয়া জরামৃত্যু বিবর্জ্জিত অত্যদ্ভুত পরম গোলোকধামে যাত্রা করিলেন ॥ ৭৬ ॥

ঐ অগম্য গোলোকধাম বৈকুণ্ঠের পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ভগবান্ হরির স্বেচ্ছানুসারে উহা বিনির্ম্মিত হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক ধার্য্যমান হইয়াছে ॥ ৭৭ ॥

দেবগণ সকলে সেই অনির্ব্বচনীয় গোলোকধামে গমনোন্মুখ হইয়া মনের ন্যায় বেগে বিরজা নদীরতীরে উপনীত হইলেন ॥ ৭৮ ॥

তৎপরে সেই শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশ সুবিস্তীর্ণ মনোহর সরিত্তীর দর্শনে তাঁহাদিগের নিরতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল ॥ ৭৯ ॥

মুক্তা মাণিক্য পরশমণি রত্নাকরান্বিতং।
কৃষ্ণ শুভ্র হরিদ্রক্ত মণিরাজি বিরাজিতং। ৮০ ॥
প্রবালাঙ্কুর মুদ্ভূতং কুত্র চিৎ সুমনোহরং।
পরমামূল্য সদ্রত্নাকররাজী বিভূষিতং। ৮১ ॥
বিধেরদৃশ্য মাশ্চর্য্যং নিধিশ্রেষ্ঠাকরান্বিতং।
পদ্মরাগেন্দ্র নীলানামাকরং কুত্রচিন্মুনে। ৮২ ॥
কুত্রচিচ্চ মরকতাকরশ্রেণী সমন্বিতং।
শ্যমন্তকাকরং কুত্র কুত্রচিদ্রুচ কারকং। ৮৩ ॥
অমূল্য পীতবর্ণৈক মণিশ্রেণ্যাকরান্বিতং।
রত্নাকরং কুত্রচিচ্চ কুত্রচিৎ কৌস্তুভাকরং। ৮৪ ॥
কুত্রানির্ব্বচনীয়ানাং মণীনামাকরং পরং।
কুত্রচিৎ কুত্রচিদ্রম্য বিহারস্থল মুত্তমং। ৮৫ ॥

তখন তাঁহারা দেখিলেন উহার কোন স্থানে মুক্তা মাণিক্য স্পর্শ মণি ও রত্নের আকর বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কোন স্থান কৃষ্ণ, শ্বেত, হরিত ও রক্ত বর্ণ রত্নরাজিতে অলঙ্কৃত হইয়াছে ॥ ৮০ ॥

সেই বিরজা নদীর কোন স্থানে অতি মনোহর প্রবালাঙ্কুর উদ্ভূত হইতেছে এবং কোন স্থল অমূল্য অত্যুৎকৃষ্ট রত্নসমূহে বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৮১ ॥

কোন স্থানে বিধাতার অদৃশ্য আশ্চর্য্য অনুত্তম নিধি সমুদায়ের অঙ্কুর ও কোথায় বা পদ্মরাগ ও ইন্দ্রনীল মনি সমুদায়ের আকর বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৮২ ॥

কোন স্থানে মরকত মণির আকর, কোন স্থানে শ্যমন্তক মণির আকর ও কোন স্থানে রুচক মণির আকর শোভা পাইতেছে ॥ ৮৩ ॥

কোথায় অমূল্য পীতবর্ণ মণিশ্রেণীর আকর, কোথায় নানারত্নের আকর ও কোথায় বা কৌস্তুভমণির আকর বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৮৪ ॥

আর কোন স্থানে অনির্ব্বচনীয় মণি সমুদায়ের আকর ও কোন স্থানে

দৃষ্ট্বা তু পরমাশ্চর্য্যং জগ্মুস্তৎপারমীশ্বরাঃ।
দদৃশুঃ পর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং শত শৃঙ্গং মনোহরং। ৮৬ ॥
পারিজাত তরূণাঞ্চ বনরাজী বিরাজিতং।
কল্পবৃক্ষৈঃ পরিবৃতং বেষ্টিতং কামধেনুভিঃ। ৮৭ ॥
কোটি যোজন মূর্দ্ধঞ্চ দৈর্ঘ্যং দশগুণোত্তরং।
শৈল প্রস্থং পরিমিতংপঞ্চাশৎ কোটি যোজনং। ৮৮ ॥
প্রাকারাকার মস্যৈব শিখরে রাস মণ্ডলং।
দশ যোজন বিস্তীর্ণং বর্ত্তুলাকার মুত্তমং। ৮৯ ॥
পুষ্পোদ্যান সহস্রেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
সংকুলেন মধুভ্রাণাং সমূহেন সমন্বিতং। ৯০ ॥
সুরত্ন দ্রব্য সংযুক্তৈ রাজিতং রতি মন্দিরৈঃ।
রত্ন মণ্ডপ কোটীনাং সহস্রেণ সমন্বিতং। ৯১ ॥

অত্যুৎকৃষ্ট মনোহর বিহার স্থল বিরাজমান আছে॥ ৮৫ ॥

দে· ·বিরজা নদীর এইরূপ শোভা দর্শন পূর্ব্বক পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া মনোহর শতশৃঙ্গ গিরিবর অবলোকন ক·িলেন ॥ ৮৬ ॥

ঐ গিরিবর পারিজাত তরু সমুদায়ের বন শ্রেণীতে ও কল্পবৃক্ষ সমূহে বেষ্টিত রহিয়াছে এবং কামধেনুগণ স্বচ্ছন্দে তথায় ইচ্ছামত বিচরণ করিতেছেন। ৮৭।

ঐ পর্ব্বতবর ঊর্দ্ধে কোটি যোজন পরিমিত। উহার দৈর্ঘ্য দশ কোটি যোজন ও প্রস্থ পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বলিয়া বিখ্যাত আছে॥ ৮৮ ॥

উহার শিখরদেশে দশ যোজন বিস্তীর্ণ বর্ত্তুল প্রাকারবৎ রমণীয় রাস-মণ্ডল বিরাজমান। সেই রাসমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে কুসুমিত সৌরভময় সহস্র পুষ্পোদ্যান শোভা পাইতেছে এবং তথায় মধুকরগণ মধুপানে মত্ত হইয়া গুন গুন স্বরে গান করিতেছে ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥

সেই রাসমণ্ডল মধ্যে সহস্র কোটি রত্নমণ্ডপ ও অনুত্তম নানাবিধ রত্নপূর্ণ অসংখ্য রতিমন্দির বিদ্যমান আছে॥ ৯১ ॥

রত্ন সোপান যুক্তেন সদ্রত্ন কলসে নচ।
হরিম্মণীনাং স্তম্ভেন শোভিতে নচ শোভিতং। ৯২ ॥
সিন্দূর বর্ণ মণিভিঃ পরিতঃ খচিতে নচ।
ইন্দ্রনীলৈর্ম্মধ্য ভাগ মণ্ডিতেন মনোহরৈঃ। ৯৩ ॥
রত্ন প্রাকার সংযুক্তং মণিভেদৈ র্ব্বিরাজিতং।
দ্বারৈঃ কবাট সংযুক্তৈশ্চতুর্ভিশ্চ বিরাজিতং। ৯৪ ॥
বজ্র গ্রন্থি সমাযুক্তৈ রসাল পল্লবান্বিতৈঃ।
পরিতঃ কদলী স্তম্ভ সমূহৈশ্চ সমন্বিতং। ৯৫ ॥
শুক্লধান্য পর্ণরাজ ফল দূর্ব্বাকরান্বিতং।
চন্দনাগুরু কস্তূরী কুঙ্কুম দ্রব চর্চ্চিতং। ৯৬ ॥
বেষ্টিতং গোপ কন্যানাং সমূহৈঃ কোটিশো মুনে।
রত্নালঙ্কার সংযুক্তৈ রত্নমালা বিরাজিতৈঃ। ৯৭ ॥
রত্ন কঙ্কণ কেয়ূর রত্ন নূপুর ভূষিতৈঃ।
রত্ন কুণ্ডল যুগ্মেন গণ্ডস্থল বিরাজিতৈঃ। ৯৮ ॥

ঐ রত্নমণ্ডপ ও রতি মন্দির গুলি রত্ন সোপান যুক্ত রত্ন কলসে সজ্জিত ও হরিদ্বর্ণ মণিময় স্তম্ভে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৯২ ॥

সেই গৃহ সমুদায়ের চতুর্দ্দিক্ সিন্দূর বর্ণমণি সমূহে খচিত ও মধ্যভাগে মনোহর ইন্দ্রনীল মণিমণ্ডলে সুশোভিত হইতেছে ॥ ৯৩ ॥

উহার প্রাকার রত্নময় আবার তাহা মণি বিশেষে বিমণ্ডিত। এবং উহার চারি দ্বার মণিময় কবাট চতুষ্টয়ে শোভা পাইতেছে। ৯৪ ॥

তাহার প্রতি দ্বারে কদলীস্তম্ভ সংস্থাপিত ও তাহাতে বজ্রগ্রন্থি যুক্ত রসাল পল্লব সমূহ বিন্যস্ত আছে, এবং শুক্ল ধান্য, পর্ণরাজ, ফল, দুর্ব্বা, অগুরু চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রব এই সমুদায় মাঙ্গল্য দ্রব্যে তাহা রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥

আর সেই স্থানে কোটি গোপ কন্যা বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিমণ্ডিতা হইয়া কণ্ঠে রত্নমালা ধারণ পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে অবস্থান করিতেছে ॥ ৯৭ ॥

রত্নাঙ্গুরীয় ললিতৈ হস্তাঙ্গুলি বিভূষিতৈঃ।
রত্নপাশক বৃন্দৈশ্চ বিরাজিত পদাঙ্গুলি। ৯৯॥
ভূষিতৈ রত্ন ভূষাভিঃ সদ্রত্ন মুকুটোজ্জ্বলৈঃ।
গজেন্দ্র মুক্তালঙ্কারৈর্নাসিকা মধ্য রাজিতৈঃ। ১০০॥
সিন্দূর বিন্দুনা সার্দ্ধ মলঙ্কারঃ স্থলোজ্জ্বলৈঃ।
চারু চম্পক বর্ণাভৈশ্চন্দনদ্রব চর্চ্চিতৈঃ। ১০১॥
পীতবস্ত্র পরীধানৈঃ বিম্বাধর মনোহরৈঃ।
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাণাং প্রভা যুষ্ট মুখোজ্জ্বলৈঃ। ১০২॥
শরৎ প্রফুল্ল পদ্মানাং শোভা মোচন লোচনৈঃ।
কস্তূরী পত্রিকাযুক্তা রেখাক্ত কজ্জলোজ্জ্বলৈঃ। ১০৩॥
প্রফুল্ল মালতী মালাজালৈঃ কবর শোভিতৈঃ।

তাহারা রত্ন কঙ্কণ রত্নকেয়ূর ও রত্ন নূপুরে অলঙ্কৃতা, শ্রুতিযুগলে রত্ন কুণ্ডল দোদুল্যমান থাকাতে তাহাদিগের গণ্ডস্থলের অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে॥ ৯৮॥

তাহাদিগের হস্তাঙ্গুলি সমুদায় মনোহর রত্নাঙ্গুরীয়ে সুশোভিত এবং পদাঙ্গুলি রত্নপাশকে বিভূষিত আছে॥ ৯৯॥

তাহাদিগের মস্তকে বিবিধ রত্নভূষণে সমুজ্জ্বল রত্নমুকুট শোভমান ও নাসিকার নিম্নভাগে গজেন্দ্র মুক্তালঙ্কার লম্বমান রহিয়াছে॥ ১০০।

আর তাহাদিগের ললাটদেশ সিন্দূর বিন্দুর সহিত সুচারু চম্পক বর্ণাভ চন্দনদ্রবে চর্চ্চিত থাকাতে অলঙ্করণ স্থল সমুজ্জ্বল হইয়াছে॥ ১০১॥

তাহারা পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছে আর তাহাদিগের অধর বিম্বফলের ন্যায় ও মুখমণ্ডল শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছে॥ ১০২॥

তাহাদিগের নয়ন সমুদায় শারদীয় প্রফুল্ল কমল বিনিন্দিত। তাহাতে আবার কস্তূরী পত্ররেখা ও কজ্জলরেখা বিন্যস্ত থাকাতে অধিকতর শোভা বিস্তার করিতেছে॥ ১০৩॥

মধুলুব্ধ মধুব্রাণাং সমূহৈশ্চাপি সংকুলৈঃ। ১০৪ ॥
চারুণা গমনেনৈব গজ খঞ্জন গঞ্জনৈঃ।
বক্র ভ্রূভঙ্গ সংযোগ স্বল্পস্মিত সমন্বিতৈঃ। ১০৫ ॥
পক্ক দাড়িম্ব বীজাভ দন্ত পংক্তি বিরাজিতৈঃ।
খগেন্দ্র চঞ্চু শোভাঢ্যা ন্নাসিকোন্নত ভূষিতৈঃ। ১০৬ ॥
গজেন্দ্র গণ্ড যুগ্মাভ স্তনভার নতৈরিব।
নিতম্ব কঠিন শ্রোণি পীনভার ভরানতৈঃ। ১০৭ ॥
কন্দর্প শর চেষ্টাভির্জ্জজরীভূত মানসৈঃ।
দর্পণৈঃ পূর্ণচন্দ্রাস্য সৌন্দর্য্য দর্শনোৎসুকৈঃ। ১০৮ ॥
রাধিকা চরণাম্ভোজ সেবা শক্ত মনোরথৈঃ।
সুন্দরীণাং সমূহৈশ্চ রক্ষিতং রাধিকাজ্ঞয়া। ১০৯ ॥

তাহাদিগের মস্তকে কবরী ভার সংবদ্ধ ও তাহাতে প্রফুল্ল মালতী মালা বেষ্টিত আছে এবং সেই মালতীমালায় মধুলুব্ধ মধুকরগণ গুণ গুণ রবে বিচরণ করিতেছে। ১০৪।

মাতঙ্গ ও খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় তাহাদিগের গতি মনোহর। আর তাহারা ভ্রূভঙ্গি বিস্তার পূর্ব্বক মৃদু হাস্য করাতে অতি রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছে ॥ ১০৫ ॥

তাহাদিগের পক্ক দাড়িম্ব বীজের ন্যায় দশন শ্রেণী ও খগেন্দ্রচঞ্চুর ন্যায় সুঠাম নাসিকা বিরাজিত থাকাতে তাহারা পরম আশ্চর্য্য শোভান্বিতা হইয়াছে ॥ ১০৬ ॥

সেই গোপিকাগণ গজেন্দ্রগণ্ডযুগ্মসদৃশ কুচযুগলের ভারে অবনতা পৃথুনিতম্বিনী এবং কঠিন ও পীন শ্রোণিভারে আক্রান্তা রহিয়াছে। ১০৭।

তাহাদিগের মন মদন শরপীড়নে জর্জ্জরীভূত হইতেছে এবং তাহারা ব্যগ্রচিত্তে দর্পণে পূর্ণচন্দ্রতুল্য স্বীয় স্বীয় মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছে ॥ ১০৮ ॥

এইরূপে শ্রীমতীর সেবাকাঙ্ক্ষিণী পরম রূপবতী গোপিকাগণ রাধি-

ক্রীড়া সরোবরাণাঞ্চ লক্ষৈশ্চ পরিবেষ্টিতং।
শ্বেত রক্ত লোহিতৈশ্চ বেষ্টিতৈঃ পদ্মরাজিতৈঃ।
সুকুজদ্ভি র্মধুব্রতানাং সমূহ সংকুলৈঃ সদা। ১১০ ॥
পুষ্পোদ্যান সহস্রেণ পুষ্পিতেন সমন্বিতং।
কোটিকুঞ্জকুটীরৈশ্চ পুষ্প শয্যা সমন্বিতৈঃ। ১১১ ॥
ভোগ দ্রব্য সকর্পূর তাম্বূল বস্ত্র সংযুতৈঃ।
রত্নঃ প্রদীপৈঃ পরিতঃ শ্বেত চামর দর্পণৈঃ। ১১২ ॥
বিচিত্র পুষ্প মালাভিঃ শোভিতৈঃ শোভিতং মুনে।
তং রাস মণ্ডলং দৃষ্টা জগ্মুস্তে পর্ব্বতাদ্বহিঃ। ১১৩ ॥
ততো বিলক্ষণং রম্যং দদৃশুঃ সুন্দরং বনং।
বনং বৃন্দাবনং নাম রাধামাধবয়োঃ প্রিয়ং। ১১৪ ॥
ক্রীড়াস্থানং তয়োরেব কল্পবৃক্ষ চয়ান্বিতং।

কার আজ্ঞানুসারে সেই রাসমণ্ডল সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে॥ ১০৯॥

সেই রাসমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ ক্রীড়া সরোবর, তৎসমুদায়ে শ্বেত রক্ত লোহিত বর্ণ কমল সকল বিকসিত রহিয়াছে এবং তাহাতে মধুব্রতগণ মধুপানে মত্ত হইয়া গুণ গুণ স্বরে গান করিতেছে॥ ১১০॥

সেই রাসমণ্ডল সহস্র কুসুমিত পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত। তন্মধ্যে পুষ্প শয্যা সমন্বিত কোটি কুঞ্জকুটীর বিদ্যমান আছে॥ ১১১॥

তথায় বস্ত্রালঙ্কার ও সকর্পূর তাম্বূল প্রভৃতি বিবিধ ভোগ দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে এবং চারিদিকে শ্বেত চামর দর্পণ শোভিত ও রত্ন প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতেছে॥ ১১২॥

আর সেই রাসমণ্ডল শোভাময় পুষ্পমালায় সুশোভিত আছে। দেবগণ ঈদৃশ রমণীয় রাসমণ্ডল দর্শন করিয়া সেই শতশৃঙ্গ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইলেন॥ ১১৩॥

তৎপরে রাধামাধবের প্রিয় বৃন্দাবন নামক সুরম্য সুন্দর বন তাঁহাদিগের নয়নপথে নিপতিত হইল॥ ১১৪॥

বিরজা তীর নীরাক্তৈঃ কম্পিতং মন্দ বায়ুভিঃ। ১১৫ ॥
কস্তূরীযুক্তপত্রাক্তৈঃ সর্ব্বত্র সুরভী কৃতং।
নব পল্লব সংযুক্তং পর পুষ্ট কৃতশ্রুতং। ১১৬ ॥
কুত্র কেলিকদম্বানাং কদম্বৈঃ কমনীয়কং।
মন্দরাণাং চন্দনানাং চম্পকানাং তথৈবচ।১১৭ ॥
সুগন্ধি কুসুমানাঞ্চ গন্ধেন সুরভী কৃতং। ১১৮ ॥
আম্রানাং নাগ রঙ্গানাং পনসানাং তথৈবচ।
তালানাং নারিকেলানাং বৃন্দে বৃন্দাবনং বনং। ১১৯ ॥
জম্বূনাং বদরীনাঞ্চ খর্জ্জুরাণাং বিশেষতঃ।
গুবাকাম্রাতকানাঞ্চ জম্বীরাণাঞ্চ নারদ। ১২০ ॥
কদলীনাং শ্রীফলানাং দাড়িম্বানাং মনোহরৈঃ।
সুপক্বফল সংযুক্তৈঃ সমূহৈশ্চ বিরাজিতং। ১২১ ॥
পিয়ালানাঞ্চ সালানাং অশ্বত্থানাং তথৈবচ।
নিম্বানাং শাল্মলীনাঞ্চ তিন্তিড়ীনাঞ্চ শোভনৈঃ। ১২২ ॥

সেই সুরম্য মধুর বৃন্দাবন রাধামাধবের ক্রীড়া স্থান। তথায় কল্পবৃক্ষ সমুদায় বিরাজিত আছে এবং বিরজা নদীর তীর নীরাক্ত কস্তূরীযুক্ত পত্রাক্ত সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হওয়াতে চতুর্দ্দিক সৌরভময় হইয়াছে। আর তথায় কোকিলগণের সুমধুর কুহূরব নিরন্তর শ্রুতিগোচর হইতেছে ॥ ১১৫। ১১৬ ॥

সেই বৃন্দাবন কেলিকদম্ব সমূহে কমনীয় এবং চন্দন ও মন্দার চম্পক প্রভৃতি সুগন্ধি কুসুমদামে সুরভীকৃত হইয়াছে ॥ ১১৭। ১১৮ ॥

স্থানে স্থানে আম্র, নাগরঙ্গ, পনস, তাল, নারিকেল, জম্বু, বদরী, খর্জ্জুর, গুবাক, আম্রাতক, জম্বীর, কদলী, শ্রীফল ও দাড়িম্ব প্রভৃতি তরুরাজী সুপক্ব ফল সমূহে অবনত রহিয়াছে ॥ ১১৯। ১২০। ১২১ ॥

কোন কোন স্থান পিয়াল, সাল, অশ্বত্থ, নিম্ব, শাল্মলী ও তিন্তিড়ী প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে ঘনীভূত হইয়াছে ॥ ১২২ ॥

অন্যেষাং তরুভেদানাং সংকুলৈঃ সঙ্কুলৈঃ সদা।
পরিতঃ কল্পবৃক্ষাণাং বৃন্দৈ বৃন্দৈর্ব্বিরাজিতং। ১২৩॥
মল্লিকা মালতী কুন্দং কেতকী মাধবীলতা।
এতাসাঞ্চ সমূহৈশ্চ যূথিকাভিঃ সমন্বিতং। ১২৪॥
চারু কুঞ্জ কুটীরৈ স্তৈঃ পঞ্চাশৎ কোটিভির্ম্মুনে।
রত্ন প্রদীপ দীপৈশ্চ ধূপেন সুরভীকৃতৈঃ। ১২৫॥
শৃঙ্গার দ্রব্য যুক্তৈশ্চ বাসিতৈ গন্ধ বায়ুভিঃ।
চন্দনাক্তৈঃ পুষ্পতল্পৈর্ম্মালাজাল সমন্বিতৈঃ। ১২৬॥
মধুলুব্ধ মধুব্রাণাং কল শব্দৈশ্চ শব্দিতং।
রত্নালঙ্কার শোভাঢ্যৈ র্গোপীবৃন্দৈশ্চ বেষ্টিতং। ১২৭॥
পঞ্চাশৎ কোটি গোপীভী রক্ষিতং রাধিকাজ্ঞয়া।
দ্বাত্রিংশৎ কাননং তত্র রম্যং রম্যং মনোহরং। ১২৮॥
বৃন্দাবনাভ্যন্তরিতং নির্জ্জন স্থান মুত্তমং।

সেই বৃন্দাবনের চতুর্দ্দিক কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহে বিরাজিত। মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, কেতকী ও যূথিকা এই সমুদায় কুসুমিত বৃক্ষ ও মাধবীলতা তন্মধ্যে শোভমান হইতেছে। ১২৩। ১২৪॥

তথায় পঞ্চাশৎ কোটি চারু কুঞ্জ কুটীর ধূপামোদিত হইতেছে এবং তন্মধ্যে স্থানে স্থানে রত্ন প্রদীপ জ্বলিতেছে। ১২৫।

সেই কুঞ্জ কুটীর সকল চন্দনাক্ত পুষ্প শয্যায় সুশোভিত পুষ্প মালা-জালে বিমণ্ডিত সুগন্ধি বায়ুতে সুবাসিত ও শৃঙ্গারোপযোগী দ্রব্য সমূহে সজ্জিত রহিয়াছে। ১২৬।

সেই স্থান মধুলুব্ধ মধুব্রতগণের কলধ্বনিতে পরিপূর্ণ। নানালঙ্কার বিভুষিতা গোপিকাগণ মণ্ডলাকারে তথায় অবস্থান করিতেছে। ১২৭।

পঞ্চাশৎ কোটি গোপিকা আদ্যাপ্রকৃতি শ্রীমতী রাধিকার আজ্ঞাক্রমে সেই কুঞ্জ কুটীর সকল রক্ষা করিতেছে। তথায় অতি রমণীয় দ্বাত্রিংশৎ মনোহর কানন বিদ্যমান আছে॥ ১২৮।

সুপক্ক মধুর স্বাদু ফলৈ র্বৃন্দাবনং মুনে। ১২৯ ॥
গোষ্ঠানাঞ্চ গবানাঞ্চ সমুহৈশ্চ সমন্বিতং।
পুষ্পোদ্যান সহস্রেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা। ১৩০ ॥
মধুলুব্ধ মধুভ্রাণাং সমুহেন সমন্বিতং।
পঞ্চাশৎ কোটি গোপানাং বিলাসৈশ্চ বিরাজিতং।
শ্রীকৃষ্ণ তুল্য রূপাণাং সদ্রত্ন গঠিতৈর্ব্বরৈঃ। ১৩১ ॥
দৃষ্ট্বা বৃন্দাবনং রম্যং যযু র্গোলোক মীশ্বরাঃ।
পরিতো বর্ত্তুলাকারং কোটি যোজন বিস্তৃতং। ১৩২ ॥
রত্ন প্রাকার সংযুক্তং চতুর্দ্বারান্বিতং মুনে।
গোপালাঞ্চ সমূহৈশ্চ দ্বারপালৈঃ সমন্বিতং। ১৩৩ ॥
আশ্রমৈ রত্ন খচিতৈ নানা ভোগ সমন্বিতৈঃ।
গোপানাং কৃষ্ণ ভৃত্যানাং পঞ্চাশৎ কোটিভির্যুতং। ১৩৪ ॥

বৃন্দাবন মধ্যে অতি রমণীয় এক নির্জ্জন স্থান লক্ষিত হয়। সেই মধুর বৃন্দাবনধাম সুপক্ক মধুর স্বাদুফলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ১২৯।

উহার স্থানে স্থানে অসংখ্য ধেনু বিচরণ করিতেছে, স্থানে স্থানে ভূরি গোষ্ঠ সংস্থাপিত রহিয়াছে ও স্থানে স্থানে সহস্র পুষ্পোদ্যানে বিবিধ কুসুম বিকসিত হইয়া চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে। তদ্ভিন্ন মধুলুব্ধ ভ্রমরগণের গুন্ গুন্ রবে গান শ্রুত ও পঞ্চাশৎ কোটি গোপের বিলাস দ্রব্য দৃষ্ট হইতেছে। ঐ বিলাস বস্তুগুলি উৎকৃষ্ট রত্নে গঠিত হইয়া, পরাৎপর পরমাত্মা দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের ভোগযোগ্য রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ১৩০। ১৩১।

দেবগণ এইরূপ রমণীয় বৃন্দাবন দর্শন করিয়া কোটি যোজন বিস্তীর্ণ চতুর্দ্দিকে বর্ত্তুলাকার গোলোকধামে উত্তীর্ণ হইলেন। ১৩২।

সেই গোলোকধাম রত্ন প্রাকারে পরিবেষ্টিত। উহার চারিদিকে চারিদ্বার বিদ্যমান আছে। অসংখ্য গোপগণ সনাতন শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা-ক্রমে সেই দ্বার চতুষ্টয় রক্ষা করিতেছে। ১৩৩।

ভক্তানাং গোপবৃন্দানাং আশ্রমৈঃ শত কোটিভিঃ।
ততোঽধিক সুনির্ম্মাণৈঃ সদ্রত্ন গঠিতৈর্যুতং। ১৩৫।
আশ্রমৈঃ পার্ষদানাঞ্চ ততোঽধিক বিলক্ষণৈঃ।
সুমূল্যে রত্ন রচিতৈঃ সংযুক্তং দশ কোটিভিঃ। ১৩৬॥
পার্ষদং প্রবরাণাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণরূপধারিণাং।
আশ্রমৈঃ কোটিভির্যুক্তং সদ্রত্নেন বিনির্ম্মিতৈঃ। ১৩৭॥
রাধিকা শুদ্ধ ভক্তানাং গোপীনামাশ্রমৈর্ব্বরৈঃ।
সদ্রত্ন রচিতৈ দ্র্ব্যৈ দ্বাত্রিংশৎ কোটিভির্যুতং। ১৩৮॥
তাসাঞ্চ কিঙ্করীণাঞ্চ ভবনৈঃ সুমনোহরৈঃ।
মণি রত্নাদি রচিতৈঃ শোভিতং দশ কোটিভিঃ। ১৩৯॥

তথায় নানা ভোগ সমন্বিত রত্নরচিত অসংখ্য আশ্রম বিদ্যমান আছে। সেই সকল আশ্রমে কৃষ্ণের ভক্তভৃত্য গোপালগণ পুলকিত অন্তঃকরণে অবস্থান করিতেছেন॥ ১৩৪॥

কৃষ্ণভক্ত গোপবৃন্দের শতকোটি আশ্রম তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রত্ন সমূহে গঠিত হইয়া অতি শোভমান হইতেছে। ১৩৫।

তথায় কৃষ্ণপার্ষদগণের দশকোটি আশ্রম বিদ্যমান আছে। ঐ আশ্রম গুলি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঐ সমুদায় আশ্রম বহুমূল্য রত্নে খচিত হইয়া শোভা পাইতেছে। ১৩৬।

সেই গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণের রূপধারী পার্ষদ প্রবরগণের কোটি আশ্রম বিরাজিত আছে। ঐ আশ্রম গুলিও উৎকৃষ্টরত্নে রচিত হইয়া তদপেক্ষা অধিক শোভা ধারণ করিয়াছে। ১৩৭।

তথায় কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকার প্রতি শুদ্ধ ভক্তি যুক্তা গোপিকাগণের দ্বাত্রিংশৎ কোটি আশ্রম বিদ্যমান আছে। ঐ আশ্রম সমুদায় অনুত্তম রত্নরাজিতে রচিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। ১৩৮।

সেই সুরম্য গোলোকধামে সেই রাধিকা ভক্তা গোপিকাগণের ও তৎকিঙ্করীগণের দশকোটি মনোহর গৃহ নানামণি রত্নাদি দ্বারা বিমণ্ডিত হইয়া পরম মনোহর শোভা পাইতেছে। ১৩৯।

শতজন্ম তপঃ পূতা ভক্তা যে ভারতে ভুবি।
হরিভক্তি দৃঢ়া যুক্তাঃ কর্ম্ম নির্ব্বাণ কারকাঃ। ১৪০ ॥
স্বপ্নে জ্ঞানে হরে ধ্যানে নিবিষ্ট মানসা মুনে।
রাধা কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রজপন্তং দিবানিশং। ১৪১ ॥
তেষাং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তানাং নিবাসঃ সুমনোহরৈঃ।
সদত্ন মণি নির্ম্মাণৈ র্নানা ভোগ সমন্বিতৈঃ। ১৪২ ॥
পুষ্প শয্যা পুষ্পমালা শ্বেত চামর শোভিতৈঃ।
রত্ন দর্পণ শোভাঢ্যৈ র্হরিন্মণি সমন্বিতৈঃ। ১৪৩ ॥
অমূল্য রত্ন কলস সমূহান্বিত শেখরৈঃ।
সূক্ষ্মবস্ত্রাভ্যন্তরিতৈঃ সংযুক্তং শত কোটিভিঃ। ১৪৪ ॥
দেবাস্তু মস্তুতং দৃষ্টা কিয়দ্দূরং যযুর্মুদা।
তত্রাক্ষয় বটং রম্যং দদৃশুর্জ্জগদীশ্বরাঃ। ১৪৫ ॥

জীবগণ শতজন্ম-তপঃসাধনে পবিত্র হইয়া ভারত ভূমিতে হরিভক্ত রূপে জন্ম গ্রহণ করে, পরে সেই হরিভক্তি সুদৃঢ় হইলে তাহাদিগের কর্ম্ম বন্ধন ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ১৪০।

ঈদৃশ হরিপরায়ণ যে সাধুগণ স্বপ্নে, জ্ঞানে হরিরধ্যানে নিবিষ্টচেতা হইয়া দিবানিশি রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ এই নাম জপ করেন, হরির পবিত্র গোলোকধামে তাঁহাদিগের বাস হয়। সেই ভক্তবৃন্দের শতকোটি নিবাস মন্দির সেই গোলোকধামে বিদ্যমান আছে। ঐ গৃহ সমুদায় উৎকৃষ্ট মণিরত্ন বিনির্ম্মিত নানাভোগ সমন্বিত। তন্মধ্যে পুষ্প শয্যা পুষ্পমালা শ্বেত চামর ও হরিদ্বর্ণ মণি সমন্বিত রত্নদর্পণ সমুদায় শোভা পাইতেছে, সেই গৃহ গুলির শিখর দেশে অমূল্য রত্ন কলস সকল সজ্জিত রহিয়াছে এবং তন্মধ্যভাগ সূক্ষ্মবস্ত্রে সমাচ্ছাদিত হইয়া কি অপরূপ পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। ১৪১। ১৪২। ১৪৩। ১৪৪।

জগৎ প্রভু দেবগণ সেই অদ্ভুত গোলোকধাম দর্শন করিয়া পরমানন্দে কিয়দ্দূরে গমন পূর্ব্বক রমণীয় অক্ষয় বট নিরীক্ষণ করিলেন।

পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ মূর্দ্ধে তদ্দ্বিগুণং মুনে। ১৪৬ ॥
সহস্র স্কন্ধ সংযুক্তং শাখাসংখ্য সমন্বিতং।
রত্ন পক্ক ফলাকীর্ণং শোভিতং রত্ন বেদিভিঃ। ১৪৭ ॥
কৃষ্ণ স্বরূপান্ তন্মূলে দদৃশু র্ব্বলবান্ শিশূন্।
পীতবস্ত্র পরীধানান্ ক্রীড়া শক্ত মনোহরান্।
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গান্ রত্ন ভূষণ ভূষিতান্। ১৪৮ ॥
দদৃশুস্তত্র দেবেশাঃ পার্ষদ প্রবরান্ হরেঃ।
ততো বিদূরে দদৃশু রাজমার্গং মনোহরং। ১৪৯ ॥
সিন্দূরাকার মনিভিঃ পরিতো রচিতং মুনে।
ইন্দ্রনীলৈঃ পদ্মরাগৈর্হীরকৈ রুচকৈ স্তথা। ১৫০ ॥
নির্ম্মিতৈ র্ব্বেদিভির্যুক্তং পরিতো রত্ন মণ্ডপং।
চন্দনাগুরু কস্তুরী কুঙ্কুমদ্রব চর্চ্চিতং। ১৫১ ॥

ঐ অক্ষয় বট পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ। উহার ঊর্দ্ধভাগের পরিমাণ তদপেক্ষা দ্বিগুণ। ১৪৫। ১৪৬।

ঐ অক্ষয় বটবৃক্ষ সহস্র স্কন্ধযুক্ত ও বহু শাখা সমন্বিত রত্নবেদিমণ্ডলে পরিশোভিত ও সুপক্ক রত্নময় ফলে সমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ১৪৭।

এইরূপ অক্ষয় বট দেবগণের নয়ন পথে নিপতিত হইলে তাহারা দেখিতে পাইলেন তন্মূলে কৃষ্ণস্বরূপ পীতবস্ত্র ধারী ক্রীড়াসক্ত মধুর-মূর্ত্তি গোপবালকগণ রত্নভূষণে বিভূষিত ও চন্দনদিগ্ধাঙ্গ হইয়া সুখে অবস্থান করিতেছে। ১৪৮।

এইরূপ গোপ বালকগণের দর্শনের পর পরমাত্মা কৃষ্ণের পার্ষদ প্রবরগণ তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। অতঃপর দেবগণ সে স্থানের অতি দূরে এক মনোহর রাজমার্গ দর্শন করিলেন। ঐ রাজপথের সর্ব্বদিক্ সিন্দূরাকার মণি ইন্দ্রনীল ও পদ্মরাগমণি এবং হীরক ও রুচক নামক মণি-মণ্ডলে সুশোভিত রহিয়াছে। ১৪৯। ১৫০।

ঐ রাজমার্গ অগুরু, চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুম দ্রবে সিক্ত। উহার পার্শ্বে

দধি পর্ণ লাজ ফল পুষ্প দূর্ব্বাঙ্কিতান্বিতৈঃ। ১৫২ ॥
সূক্ষ্ম সূত্র গ্রন্থিযুক্ত শ্রীখণ্ড পল্লবান্বিতৈঃ।
রম্ভা স্তম্ভ সমূহৈশ্চ কুঙ্কুমাক্তৈর্ব্বিরাজিতং। ১৫৩ ॥
সদ্রত্ন মঙ্গলঘটৈঃ ফলশাখা সমন্বিতৈঃ।
সিন্দূর কুঙ্কুমাক্তৈশ্চ গন্ধ চন্দন চর্চ্চিতৈঃ। ১৫৪ ॥
ভূষিতৈঃ পুষ্পমালাভিঃ পরিতো ভূষিতং পরং।
গোপীকানাং সমূহৈশ্চ ক্রীড়াশক্তৈশ্চ বেষ্টিতং। ১৫৫ ॥
বহুমূল্যেন রত্নেন রত্ন সোপান নির্ম্মিতান্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈ রম্যৈঃ শ্বেত চামর দর্পণৈঃ। ১৫৬ ॥
রত্ন তল্প বিচিত্রৈশ্চ পুষ্পমাল্যৈর্ব্বিরাজিতান্।
ষোড়শ দ্বার সংযুক্তান্ দ্বারপালৈশ্চ রক্ষিতান্। ১৫৭ ॥
পরিতঃ পরিখা যুক্তান্ রত্নং প্রাকার বেষ্টিতান্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী কুঙ্কুমদ্রব চর্চ্চিতান্।
এতান্মনোরমান্ দৃষ্ট্বা তে দেবা গমনোন্মুখাঃ। ১৫৮ ॥

ভাগে স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব বেদিকা ও সুরম্য রত্নমণ্ডপ সকল চারিদিকে শোভা পাইতেছে। ১৫১।

ঐ রাজপথের স্থানে স্থানে কুঙ্কুমাক্ত রম্ভাস্তম্ভ সংরোপিত এবং তাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্রন্থিযুক্ত শ্রীখণ্ড পল্লব বিন্যস্ত ও দধি, পর্ণ, লাজ, ফল, পুষ্প, দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল এই সমস্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ১৫২। ১৫৩॥

আর ঐ সমস্ত কদলী স্তম্ভের নিম্নে সিন্দূর, কুঙ্কুমাক্ত গন্ধ চন্দন চর্চ্চিত পুষ্প মালায় পরিশোভিত ফলশাখা সমন্বিত রত্নময় মঙ্গল ঘট সকল শোভমান হইতেছে এবং ক্রীড়াসক্ত গোপিকাগণ তথায় গমনাগমন করিতেছে। ১৫৪। ১৫৫॥

এইরূপ রাজপথ অতিক্রম করিয়া ষোড়শ দ্বারযুক্ত অপূর্ব্ব পুর সকল তাঁহাদিগের নয়ন গোচর হইল। দেখিলেন ঐ সমস্ত পুরের সোপান

জগ্মুঃ শীঘ্রং কিয়দ্দূরং দদৃশুঃ সুন্দরং ততঃ।
আশ্রমং রাধিকায়াশ্চ রাসেশ্বর্য্যাশ্চ নারদ। ১৫৯॥
দেবাধিদেব্যা গোপীনাং বরয়োশ্চারু নির্ম্মিতং।
প্রাণাধিকায়াঃ কৃষ্ণস্য রম্যং দ্রব্যং মনোহরং। ১৬০॥
সর্ব্বানির্ব্বচনীয়ঞ্চ পণ্ডিতৈ র্ন নিরূপিতং।
সুচারু র্ব্বর্ত্তুলাকারং ষড়্ গব্যূতি প্রমাণকং। ১৬১॥
শত মন্দির সংযুক্তং জ্বলিতং রত্ন তেজসা।
অমূল্য রত্ন সারাণাং বরৈ র্ব্বিরচিতং বরং। ১৬২॥
দুর্ল্লঙ্ঘ্যাভি র্গভীরাভিঃ পরিখাভিঃ সুশোভিতং।
কল্পবৃক্ষৈঃ পরিবৃতং পুষ্পোদ্যান শতান্তরং। ১৬৩॥

রত্ন বিনির্ম্মিত। বহ্নি শুদ্ধবসন, শ্বেতচামর ও দর্পণে উহা পরিশোভিত হইতেছে ও তন্মধ্যে বিবিধ রত্নশয্যা ও পুষ্পমালা শোভা পাইতেছে। ঐ পুর সমুদায় রত্নময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত পরিখীকৃত এবং অগুরু চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুম দ্রবে চর্চ্চিত। অসংখ্য দ্বার পালগণ ঐ সমস্ত দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। দেবগণ এই সমস্ত পুর দর্শন করিয়া তথা হইতে গমনোন্মুখ হইলেন। ১৫৬। ১৫৭। ১৫৮।

তৎপরে দেবগণ ত্বরান্বিত হইয়া কিয়দ্দূরে গমন পূর্ব্বক গোপি প্রবরা রাসেশ্বরী রাধিকার চারুনির্ম্মিত সুন্দর আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ১৫৯।

কৃষ্ণ প্রাণাধিকা রাধিকার সেই মনোহর আশ্রম ষট গব্যূতি পরিমিত অর্থাৎ দ্বাদশ ক্রোশপরিব্যাপ্ত তাহাতে সুরম্য দ্রব্যে সজ্জিত আছে। ঐ আশ্রম সুচারু বর্ত্তুলাকার। কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহা বর্ণনীয় হইতে পারে না এবং পণ্ডিতেরাও তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ। ১৬০। ১৬১।

ঐ আশ্রম অত্যুৎকৃষ্ট অমূল্য রত্নসারে বিরচিত ও রত্নতেজে জাজ্বল্যমান। তাহাতে আবার শত মন্দির শোভা পাইতেছে। ১৬২।

ঐ আশ্রমের চতুর্দ্দিক দুর্লঙ্ঘ্য গভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত। তন্মধ্যে বহু কল্প বৃক্ষ ও শত পুষ্পোদ্যান শোভা পাইতেছে। ১৬৩।

সুমূল্য রত্ন রচিতং প্রাকারৈঃ পরিবেষ্টিতং। ১৬৪ ॥
সদ্রত্ন বেদিকাযুক্তং যুক্তৈর্দ্বারৈশ্চ সপ্তভিঃ।
সংযুক্ত রত্ন চিত্রৈশ্চ বিচিত্রৈর্ব্বহুলৈর্ম্মুনে। ১৬৫ ॥
প্রধান দ্বার সপ্তভ্যঃ ক্রমশঃ ক্রমশো মুনে।
সর্ব্বতোপি তত স্তত্র ষোড়শ দ্বার সংযুতং। ১৬৬ ॥
দেবা দৃষ্টাচ প্রাকারং সহস্র ধনুরুচ্ছ্রিতং।
সদ্রত্ন ক্ষুদ্র কলস সমূহৈঃ সুমনোহরৈঃ।
সুদীপ্তং তেজসা রম্যং পরমং বিস্ময়ং যযুঃ। ১৬৭ ॥
ততঃ প্রদক্ষিণী কৃত্য কিয়দ্দূরং যযুর্ম্মুদা।
পুরতো গচ্ছতাং তেষাং পশ্চাদ্ভূতং তদাশ্রমং। ১৬৮ ॥
গোপালাং গোপিকানাঞ্চ দদৃশুরাশ্রমান্ পরান্।
সুমূল্য রত্ন বিচিতান্ শত কোটি মিতান্মুনে। ১৬৯ ॥
দর্শং দর্শঞ্চ পরিতো গোপালাং সর্ব্বমাশ্রমং।
গোপিকানাঞ্চাপরং বা রম্যং রম্যং নবং নবং। ১৭০ ॥

উহা বহুমূল্য রত্নরচিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। উৎকৃষ্ট রত্নবেদিকাযুক্ত ও সপ্ত দ্বার পরিশোভিত। ঈদৃশ আশ্রম আবার বহুল বিচিত্র চিত্রীকৃত রত্ন সমূহে বিমণ্ডিত রহিয়াছে। ১৬৪। ১৬৫ ॥

ঐ আশ্রমের প্রধান সপ্তদ্বার। ঐ সপ্তদ্বার হইতে যথাক্রমে উহার ষোড়শ দ্বার বিদ্যমান আছে। ১৬৬।

দেবগণ ঐ আশ্রমের সহস্র ধনু সমুন্নত অতি মনোহর ক্ষুদ্র রত্ন কলস সমূহে শোভিত তেজঃপুঞ্জ সুরম্য প্রাচীর দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ১৬৭।

তখন তাঁহারা ঐ আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া পরমানন্দে কিয়দ্দূরে গমন করিলেন। পরে ক্রমে সেই আশ্রম তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ভূত হইল। ১৬৮।

তৎপরে গোপগোপীগণের বহুমূল্য রত্নরচিত উৎকৃষ্ট শতকোটি আশ্রম তাঁহাদিগের নয়ন গোচর হইল। ১৬৯।

গোলোকং নিখিলং দৃষ্টা পুলকাঙ্গং যযুঃ সুরাঃ।
তদেব বর্ত্তুলাকারং রম্যং বৃন্দাবনং বনং। ১৭১ ॥
দদৃশুঃ শত শৃঙ্গঞ্চ তদ্বহি র্বিরজা নদীং।
বিরজান্তং যযু র্দ্দেবা দদৃশুঃ শূন্য মেবচ। ১৭২ ॥
বায়ুাধারঞ্চ গোলোকং সদ্রত্ন ময় মদ্ভুতং। ১৭৩ ॥
ঈশ্বরেচ্ছা বিনির্ম্মাণং রাধিকাজ্ঞান বন্ধনাৎ।
যুক্তং সহস্রৈঃ সরসাং কেবলং মঙ্গলালয়ং। ১৭৪ ॥
নৃত্যঞ্চ দদৃশু স্তত্র দেবাশ্চ সুমনোহরং।
সুতালং চারু সঙ্গীতং রাধাকৃষ্ণ গুণান্বিতং। ১৭৫ ॥
শ্রুত্বৈব গীত পীযুষং মূর্চ্ছামাপুঃ সুরা মুনে।
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য তে দেবাঃ কৃষ্ণ মানসাঃ।
দদৃশুঃ পরমাশ্চর্য্যং স্থানে স্থানে মনোহরং। ১৭৬।

তাঁহারা যথাক্রমে গমন করিতে করিতে গোপগণের আশ্রম দর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে গোপিকাগণের নূতন নূতন রম্য রম্য আশ্রম দেখিতে লাগিলেন। ১৭০।

দেবগণ এইরূপে বর্ত্তুলাকার নিখিল গোলোকধাম ও তন্মধ্যগত বৃন্দাবন নামক সুরম্য বন নয়ন গোচর করিয়া পুলকাঞ্চিত কলেবর হইলেন।১৭১।

প্রথমে শতশৃঙ্গ পর্ব্বত, তৎপরে বিরজানদী, তৎপরে শূন্য ও তৎপরে বায়ুাধার উৎকৃষ্ট রত্নময় অত্যদ্ভুত গোলোকধাম তাঁহাদিগের দৃষ্টি গোচর হইল। ঐ গোলোকধাম রাধিকার জ্ঞান বন্ধন জন্য পরব্রহ্ম হরির স্বেচ্ছা ক্রমে বিনির্ম্মিত হইয়াছে। উহার মধ্যে সহস্র সরোবর শোভমান। ঐ গোলোকধাম যে কেবল অশেষ মঙ্গলালয় তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ১৭২। ১৭৩। ১৭৪॥

দেবগণ সেই গোলোকধামে অতি মনোহর নৃত্য দর্শন ও রাধাকৃষ্ণ গুণান্বিত তাললয় বিশুদ্ধ সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন। ১৭৫।

তথায় অমৃতাভিষেকের ন্যায় মধুর সঙ্গীত শ্রবণে দেবগণ সংমূর্চ্ছিত

দদৃশুঃ গোপিকাঃ সর্ব্বা নানা বেশাবিধায়িকাঃ।
কাশ্চিন্ মৃদঙ্গ হস্তাশ্চ কাশ্চি দ্বীনাকরা বরাঃ। ১৭৭॥
কাশ্চিচ্চামরহস্তাশ্চ করতাল করাঃ পরাঃ।
কাশ্চিদ্যন্ত্রবাদ্যহস্তা রত্ন নূপুর শব্দিতাঃ। ১৭৮॥
সদ্রত্ন কিঙ্কিনীজাল শব্দেন শব্দিতাঃ পরাঃ।
কাশ্চিন্মস্তক কুম্ভাশ্চ নৃত্যভেদ মনোরথাঃ। ১৭৯॥
পুংবেশ নায়িকাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিত্তাসাঞ্চ নায়িকাঃ।
কৃষ্ণবেশ ধরাঃ কাশ্চিৎ রাধা বেশ ধরাঃ পরাঃ। ১৮০॥
কাশ্চিৎ সংযোগ বিরতাঃ কাশ্চিদালিঙ্গনে রতাঃ।
ক্রীড়া শক্তাশ্চ তা দৃষ্টা সস্মিতা জগদীশ্বরাঃ। ১৮১॥

হইলেন। পরে ক্ষণ বিলম্বে সেই কৃষ্ণভক্ত দেবগণের চৈতন্য হইল। তখন তাঁহারা স্থানে স্থানে পরমাশ্চর্য্য মনোহর বস্তু সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। ১৭৬।

অতঃপর নানাবেশ বিধায়িনী গোপিকাগণ তাঁহাদিগের নয়ন পথের গোচর হইল। তাঁহারা দেখিলেন, গোপিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় করে মৃদঙ্গ ও কেহ কেহ বা বীণা ধারণ করিয়া আনন্দিত মনে অবস্থান করিতেছে। ১৭৭।

কোন কোন গোপিকা স্ব স্ব করে চামর, কেহ কেহ করতাল ও কেহ কেহ উত্তম বাদ্যযন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে ও কেহ কেহ রত্ন নূপুরের সুমধুর শব্দ করিতেছে। ১৭৮।

কোন কোন গোপিকা উৎকৃষ্ট রত্নমণ্ডিত কিঙ্কিণী জালের শব্দ করিতেছে, এবং কেহ কেহ বা মস্তকে কুম্ভ স্থাপন করিয়া অভীষ্ট নৃত্য বিশেষে নিবিষ্ট চিত্তা রহিয়াছে। ১৭৯।

কোন কোন গোপিকা পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং কেহ কেহ বা নায়িকা বেশে তাহাদিগের নিকট উপবিষ্টা হইতেছে। আর কোন কোন গোপিকা কৃষ্ণ বেশ ধারণ করিয়াছে ও কেহ কেহ বা রাধিকাবেশে তাহাদিগের নিকটাভিসারিণী হইতেছে। ১৮০।

প্রগচ্ছন্তুঃ কিয়দ্দূরং দদৃশুরাশ্রমান্ বহূন্।
রাধাসখীনাং গেহাশ্চ প্রধানানাঞ্চ নারদ। ১৮২ ॥
রূপেণৈব গুণেনৈব বেশেন যৌবনে ন চ।
সৌভাগ্যে নৈব বয়সা সদৃশীনাঞ্চ তত্রবৈ। ১৮৩ ॥
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বয়স্থাশ্চ রাধিকায়াশ্চ গোপিকাঃ।
বেশানির্ব্বচনীয়াশ্চ তাসাং নামানিচ শৃণু। ১৮৪ ॥
সুশীলাচ শশিকলা যমুনা মাধবী রতী। ১৮৫ ॥
কদম্বমালা কুন্তীচ জাহ্নবীচ স্বয়ং প্রভা।
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী সাবিত্রী চ সুধামুখী। ১৮৬ ॥
শুভা পদ্মা পারিজাতা গৌরীচ সর্ব্বমঙ্গলা।
কালিকা কমলা দুর্গা ভারতী চ সরস্বতী। ১৮৭ ॥
গঙ্গাম্বিকা মধুমতী চম্পাপর্ণা চ সুন্দরী।
কৃষ্ণপ্রিয়া সতীচৈব নন্দনী নন্দনেতি চ। ১৮৮ ॥

কোন কোন গোপিকা সংযোগবিরতা, কেহ কেহ পরস্পর আলিঙ্গন তৎপরা ও কেহ কেহ বা ক্রীড়াসক্তা রহিয়াছে। জগৎপালক দেবগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সহাস্য বদন হইলেন। ১৮১।

তৎপরে তাহারা কিয়দ্দূর অতিক্রম পূর্ব্বক রাধিকার প্রধান সখীগণের বহু আশ্রম ও গৃহ সমুদায় অবলোকন করিলেন। ১৮২।

রাধিকার ঐ প্রধান সখীগণের রূপ, গুণ, বেশ, যৌবন, সৌভাগ্য ও বয়ঃক্রম একরূপ অভিন্নরূপে তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। ১৮৩।

হে দেবর্ষে! দেবগণ শ্রীমতীর প্রধানা ত্রয়স্ত্রিংশৎ বয়স্যা গোপিকাগণকে দর্শন করিলেন, তাহাদিগের বেশ অনির্ব্বচনীয়। ঐ গোপিকাগণের নাম তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১৮৪।

সুশীলা, শশিকলা, যমুনা, মাধবী, রতী, কদম্বমালা, কুন্তী জাহ্নবী, স্বয়ং প্রভা, চন্দ্রমুখী, পদ্মমুখী, সাবিত্রী, সুধামুখী, শুভা, পদ্মা, পারিজাতা, গৌরী, সর্ব্বমঙ্গলা, কালিকা, কমলা, দুর্গা, ভারতী সরস্বতী, গঙ্গা,

এতাসাং সমরূপাণাং রত্ন ধাতু বিচিত্রিতান্।
নানা প্রকার চিত্রেন চিত্রিতান্ সুমনোহরান্। ১৮৯ ॥
অমূল্য রত্ন কলস সমূহৈঃ শিখরোজ্জ্বলান্।
সদ্রত্ন রচিতান্ শুভ্রান্ মণিশ্রেষ্ঠেন সংযুতান্। ১৯০ ॥
ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহি রূর্দ্ধঞ্চ নাস্তিলোকং তদূর্দ্ধকং।
ঊর্দ্ধে শূন্যময়ং সর্ব্বং তদন্তা সৃষ্টি রেবচ। ১৯১ ॥
রসাতলেভ্যঃ সপ্তভ্যো নাস্ত্যধঃ সৃষ্টি রেবচ।
তদধশ্চ জলং ধ্বান্ত মগন্তব্য মদৃশ্যকং।
ব্রহ্মাণ্ডান্তং তদ্বহিশ্চ সর্ব্বং মত্তো নিশাময়। ১৯২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে গোলোক বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অম্বিকা, মধুমতী, চম্পা, অপর্ণা, সুন্দরী, কৃষ্ণপ্রিয়া, সতী, নন্দিনী ও নন্দনা এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ গোপিকা রাধিকার প্রধানা সখীরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহারা সমান রূপ গুণ সম্পন্না। ইহাদিগের আশ্রম সমুদায় শুভ্রবর্ণ নানা ধাতুতে বিচিত্রী কৃত বিবিধ চিত্রে চিত্রিত উৎকৃষ্ট রত্নরচিত মণি মাণিক্যাদি খচিত ও অতি মনোহর। ঐ আশ্রম সমুদায়ের শিখর দেশে অমূল্য রত্নকলস সকল প্রদীপ্ত হইতেছে। ১৮৫। ১৮৬। ১৮৭। ১৮৮। ১৮৯ ১৯০

এই গোলোক ধাম ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে তদ্ভিন্ন আর কোন লোক বিদ্যমান নাই। ঊর্দ্ধভাগ নিরবচ্ছিন্ন শূন্যময়। সেই শূন্যের পর কেবল বিধাতার সৃষ্টি বিলোকিত হয়, সপ্ত রসাতলের অধোভাগে আর সৃষ্টি নাই! সেই সপ্ত পাতাল নিম্নে কেবল জল ও অন্ধকার বিদ্যমান আছে। ঐ স্থান জীবমাত্রের অগম্য ও অদৃশ্য। হে নারদ! এই আমি ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত ও বহির্ভাগের বিষয় সমস্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ১৯১। ১৯২।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে গোলোক বর্ণন নাম চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

গোলোকং নিখিলং দৃষ্ট্বা দেবাস্তে হৃষ্ট মানসাঃ।
পুনরাজগ্মু রাধায়াঃ প্রধানদ্বার মেবচ। ১॥
সদ্রত্ন মণি নির্ম্মাণ বেদিকা দ্বয় সংযুতং।
হরিদ্রাকার মণিনা বজ্র সংমিশ্রিতে নচ।
অমূল্য রত্ন রচিত কপাটেন বিভূষিতং। ২॥
দ্বারে নিযুক্তং দদৃশুর্ব্বীরভানু মনুত্তমং। ৩॥
রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ রত্ন ভূষণ ভূষিতং।
পীতবস্ত্র পরীধানং সদ্রত্ন মুকুটোজ্জ্বলং। ৪॥
দ্বারং চিত্র বিচিত্রেণ চিত্রিতং পরমাদ্ভুতং।
সর্ব্বং নিবেদনঞ্চক্রু র্দ্দেবা দৌবারিকং মুদা। ৫॥
তামুবাচ দ্বারপালো নিঃশঙ্কঃ স্ত্রিদশেশ্বরান্।
নহি বিনাজ্ঞয়া গন্তুং দাতুং সাংপ্রত মীশ্বরাঃ। ৬॥

হে নারদ! দেবগণ এইরূপে নিখিল গোলোকধাম দর্শন করিয়া পুলকিতান্তঃকরণে পুনর্ব্বার রাধিকার প্রধান দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। ১।

ঐ দ্বার উৎকৃষ্টরত্ন ও মণি নির্ম্মিত উহার উভয় পার্শ্বে বেদিকাদ্বয় বিদ্যমান আছে। এবং ঐ দ্বারে হরিদ্রাকার মণিময় বজ্রযুক্ত অমূল্য রত্ন রচিত কবাট শোভা পাইতেছে। ২।

দেবগণ তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, বীর ভানু নামক গোপ পীতবস্ত্র ধারী রত্নভূষণে বিভূষিত ও সমুজ্জ্বল রত্নমুকুটে পরিশোভিত রত্নসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সেই চিত্র বিচিত্রীকৃত অদ্ভুত দ্বার রক্ষা করিতেছে। এইরূপ দ্বার পালকে দর্শন করিয়া সুরগণ সানন্দে আপনাদিগের আগমন বৃত্তান্ত সমুদায় তাহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। ৩। ৪। ৫।

কিঙ্করান্ প্রেষয়ামাস শ্রীকৃষ্ণ স্থান মেবচ।
হরে রনুজ্ঞাং সংপ্রাপ্য দদৌ গন্তুং সুরান্মুনে। ৭ ॥
তং সংভাষ্য যযুর্দ্দেবা দ্বিতীয় দ্বারমুত্তমং।
ততোঽধিকং বিচিত্রঞ্চ সুন্দরং সুমনোহরং। ৮ ॥
দ্বারে নিযুক্তং দদৃশুশ্চন্দ্রভানঞ্চ নারদ।
কিশোরং শ্যামলঞ্চারু স্বর্ণবেত্রধরং বরং। ৯ ॥
রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ রত্ন ভূষণ ভূষিতং।
গোপালাঞ্চ সমূহেন পঞ্চলক্ষেণ শোভিতং। ১০ ॥
তং সংভাষ্য যযুর্দ্দেবা স্তৃতীয়ং দ্বার মুত্তমং।
ততোতি সুন্দরং চিত্রং জ্বলিতং মণি তেজসা। ১১ ॥
দ্বারে নিযুক্তং দদৃশুঃ সূর্য্যভানঞ্চ নারদ।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং কিশোরং শ্যামসুন্দরং। ১২ ॥

তখন সেই দ্বারপাল নিঃশঙ্কচিত্তে দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! এক্ষণে আমি প্রভুর অনুমতি ভিন্ন তোমাদিগকে পুর প্রবেশ করাইতে পারিব না। ৬।

এই বলিয়া সেই দ্বারপাল পরমাত্মা কৃষ্ণের নিকট দেবগণের আগমন বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনার্থ কিঙ্করগণকে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে হরির অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই দেবগণকে পুরপ্রবেশে সম্মতি প্রদান করিলেন। ৭।

তখন দেবগণ সেই দ্বারপালকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক ততোধিক মনোরম বিচিত্র দ্বিতীয় দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, চন্দ্রভানু নামক এক শ্যাম কলেবর কিশোরবয়স্ক গোপ রত্নভূষণে বিভূষিত ও পঞ্চলক্ষ গোপে পরিবেষ্টিত হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সুচারু স্বর্ণবেত্র হস্তে ঐ দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। ৮। ৯। ১০।

তদ্দর্শনে দেবগণ তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া মণিতেজে জ্বলিত বিচিত্র ও ততোধিক সুন্দর তৃতীয় দ্বারে উত্তীর্ণ হইলেন। ১১।

এবং দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর কিশোর গোপ ঐ দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত।

মণি কুণ্ডল যুগ্মেন কপোলস্থ বিরাজিতং। ১৩।
রত্ন কুণ্ডলিনং শ্রেষ্ঠং প্রেষ্ঠং রাধেশয়োঃ পরং।
নবলক্ষেণ গোপেন বেষ্টিতঞ্চ নৃপেন্দ্র বৎ। ১৪।
তং সংভাষ্য যযুর্দ্দেবাশ্চতুর্থ দ্বার মেবচ।
তেভ্যো বিলক্ষণং রম্যং সুদীপ্তং মণি তেজসা। ১৫।
অত্যদ্ভুত বিচিত্রেণ ভূষিতং সুমনোহরং।
দ্বারে নিযুক্তং দদৃশুর্ব্বসুভানং ব্রজেশ্বরং। ১৬।
কিশোরং সুন্দর বরং মণিদণ্ডকরং পরং।
রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ রম্য ভূষণ ভূষিতং।
পক্ক বিম্বাধরৌষ্ঠঞ্চ সস্মিতং সুমনোহরং। ১৭॥
তং সংভাষ্য যযুর্দ্দেবাঃ পঞ্চম দ্বার মেবচ।
বজ্রভিত্তিস্থিতৈশ্চিত্র বিচিত্রৈর্জ্জ্বলিতং পরং। ১৮॥

তাহার নাম সূর্য্যভান। মণিময় কুণ্ডল যুগল তদীয় শ্রুতিযুগলে লম্বিত থাকাতে তাঁহার কপোল দেশের প্রতিভা প্রকাশিত হইতেছে, সেই রত্ন-কুণ্ডল ধারী পুরুষবর রাধাকৃষ্ণের অতি প্রিয়পাত্র। নৃপেন্দ্রবৎ সেই দ্বারী নবলক্ষ গোপে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। ১২। ১৩। ১৪॥

দেবগণ ঐ দ্বারপালকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক চতুর্থ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ দ্বার মণিতেজে প্রদীপ্ত অত্যদ্ভুত চিত্রে রঞ্জিত ও পশ্চাদ্গত দ্বার সমুদায় অপেক্ষা বিলক্ষণ রম্য ও মনোহর, পরমসুন্দর কিশোর বয়স্ক ব্রজেশ্বর বসুভান নামক গোপ রত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক মণি দণ্ড হস্তে ঐ দ্বার রক্ষা করিতেছেন। পক্কবিম্বের ন্যায় তাঁহার অধর ও ওষ্ঠের শোভা প্রকাশিত এবং তদীয় মুখকমলে সুমধুর হাস্য বিকাশিত হইতেছে। ১৫। ১৬। ১৭॥

তদ্দর্শনে দেবগণ ঐ বসুভানকে সম্ভাষণ করিয়া পরমোৎকৃষ্ট পঞ্চম দ্বারে উত্তীর্ণ হইলেন। ঐ দ্বারদেশে বজ্রভিত্তিস্থিত বিচিত্র চিত্রে জ্বলিত হইতেছে॥ ১৮॥

দ্বারপালঞ্চ দদৃশু র্দ্দেবভানাভিধায়কং ।
চারু সিংহাসনস্থঞ্চ রত্ন ভূষণ ভূষিতং । ১৯ ॥
ময়ূরপুচ্ছ চূড়ঞ্চ রত্নমালা বিভূষিতং । ২০ ॥
কদম্ব পুষ্প সংযুক্তং সদ্রত্ন-কুণ্ডলোজ্জ্বলং ।
চন্দনাগুরু কস্তূরী কুঙ্কুমদ্রব চর্চ্চিতং । ২১ ॥
নৃপেন্দ্রবর তুল্যঞ্চ দশলক্ষ প্রজান্বিতং ।
তং বেত্রপানিং সংভাষ্য যযুর্দ্দেবা মুদান্বিতাঃ । ২২ ॥
বিলক্ষণং দ্বার ষট্কং চিত্ররাজী বিরাজিতং ।
বজ্রভিত্তি যুগ্ম যুক্তং পুষ্পমাল্য বিভূষিতং ।
দ্বারে নিযুক্তং দদৃশুঃ সক্রভানং ব্রজেশ্বরং । ২৩ ॥
নানালঙ্কার শোভাঢ্যং দশলক্ষ প্রজান্বিতং ।
শ্রীখণ্ড পল্লবাসক্ত কপোল কুণ্ডলোজ্জ্বলং । ২৪ ॥

তথায় দেবভান নামক গোপ রত্নভূষণে বিমণ্ডিত হইয়া চারুসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দ্বারপালরূপে অবস্থান করিতেছেন । ১৯ ॥

সেই দ্বারী কদম্ব কুসুমে সুশোভিত উৎকৃষ্ট রত্ন কুণ্ডলে বিভূষিত এবং অগুরু চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রবে চর্চ্চিত হইয়া নৃপেন্দ্রবৎ বেত্রহস্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। দশলক্ষ প্রজা তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আর তাঁহার চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ ও গলদেশে রত্নমালা শোভা পাইতেছে। দেবগণ সন্তোষমনে ঐ দ্বারপালের সহিত কথোপকথন করিয়া সে স্থান হইতে যাত্রা করিলেন। ২০। ২১। ২২ ॥

তৎপরে চিত্ররাজি বিরাজিত সুচারু ষষ্ঠদ্বার তাঁহাদিগের নয়ন গোচর হইল। আর দেখিলেন, ঐ দ্বার বজ্রভিত্তিযুগ্মে যুক্ত ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত রহিয়াছে এবং তথায় শক্রভান নামক ব্রজেশ্বর দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত আছেন। ২৩।

ঐ দ্বারপাল দশলক্ষ প্রজামণ্ডলে পরিবেষ্টিত ও নানালঙ্কার দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়া ঐ রমণীয় দ্বারে অবস্থান করিতেছেন, আর তাঁহার

তূর্ণং সুরা স্তং সংভাষ্য যযু র্দ্বারঞ্চ সপ্তমং।
নানাপ্রকার চিত্রঞ্চ ষড়্‌ভ্যশ্চাতি বিলক্ষণং। ২৫ ॥
দ্বারে নিযুক্তং দদৃশুঃ রত্নভানং হরেঃ প্রিয়ং।
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং পুষ্পমালা বিভূষিতং। ২৬ ॥
ভূষিতং ভূষিতৈ রম্যৈর্ম্মণি রত্ন মনোহরৈঃ।
গোপৈ র্দ্বাদশলক্ষৈশ্চ রাজেন্দ্র মিব রাজিতং। ২৭ ॥
রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ স্মেরানন সরোরুহং।
তং বেত্রহস্তং সংভাষ্য জগ্মু র্দ্দেবেশ্বরা মুদা। ২৮ ॥
বিচিত্রং অষ্টমং দ্বারং সপ্তভ্যোপি বিলক্ষণং।
দৌবারিকং তে দদৃশুঃ সুপার্শ্বং সুমনোহরং। ২৯ ॥
সস্মিতং সুন্দরবরং শ্রীখণ্ড তিলকোজ্জ্বলং।
বন্ধুজীবাধরৌষ্ঠঞ্চ রত্ন কুণ্ডল মণ্ডিতং। ৩০ ॥
সর্ব্বালঙ্কার শোভাঢ্যং রত্ন দণ্ডধরং বরং।
গোপৈ র্দ্বাদশলক্ষৈশ্চ কিশোরৈশ্চ সমন্বিতং। ৩১ ॥

কর্ণে রত্ন কুণ্ডল ও কপোলদেশ শ্রীখণ্ডপল্লব দ্বারা শোভা পাইতেছে।২৪।

সুরগণ সত্বর তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া পশ্চাজ্জাত দ্বার সমুদায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নানাচিত্র বিচিত্রীকৃত সপ্তম দ্বারে উপনীত হইলেন।২৫।

তথায় দেখিলেন, হরির প্রিয়পাত্র রত্নভান নামক গোপ নৃপেন্দ্রবৎ দ্বাদশ লক্ষ গোপে পরিবেষ্টিত বিবিধমণি রত্নে বিমণ্ডিত হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক চন্দনাক্ত কলেবরে বেত্রহস্তে সেই দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য সুশোভিত ও মুখ কমলে সুমধুর হাস্য বিকাশিত হইতেছে। ২৬। ২৭। ২৮ ॥

দেবগণ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রীতমনে তথা হইতে ততোধিক উৎকৃষ্ট বিলক্ষণ বিচিত্রিত অষ্টম দ্বারে উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় তাঁহারা দেখিলেন, পরমসুন্দর সুমনোহর সুপার্শ্ব নামক গোপ সেই দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহার অধর ও ওষ্ঠদেশ বন্ধুজীব

ততঃ শীঘ্রং যযুর্দ্দেবা নবম দ্বার মীপ্সিতং। ৩২ ॥
বজ্র সদ্রত্ন রচিত চতুর্ব্বেদী সমন্বিতান্।
অপূর্ব্বং চিত্র বিচিত্রং মালাজালৈ র্বিরাজিতং। ৩৩ ॥
দ্বারপালঞ্চ দদৃশুঃ সুবলং ললিতাকৃতিং।
নানা ভূষণ ভূষাঢ্যং ভূষাণার্হং মনোহরং। ৩৪ ॥
ব্রজৈ দ্বাদশলক্ষৈশ্চ সংযুক্তং সুমনোহরং।
তং দণ্ডহস্তং সম্ভাষ্য সুরা দ্বারান্তরং যযুঃ। ৩৫ ॥
বিশিষ্টং দশম দ্বারং দৃষ্টা তে বিস্মিতাঃ সুরাঃ।
সর্ব্বানির্ব্বচনীয়ঞ্চাপ্য দৃষ্ট মশ্রুতং মুনে। ৩৬ ॥
দদৃশু দ্বারপালঞ্চ সুদামানঞ্চ সুন্দরং।
রূপানির্ব্বচনীয়ঞ্চ কৃষ্ণ তুল্যং মনোহরং।
গোপ বিংশতি লক্ষাণাং সমূহৈঃ পরিবারিতং। ৩৭ ॥

কুসুমের ন্যায় শোভমান। তাঁহার ভালদেশে শ্রীখণ্ডতিলক ও কর্ণে রত্নকুণ্ডল দীপ্যমান হইতেছে। আর তিনি সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত ও দ্বাদশ লক্ষ কিশোর গোপে পরিবৃত হইয়া রত্নদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক সুখে অবস্থান করিতেছেন। ২৯। ৩০। ৩১ ॥

ঐ দ্বারপালের সহিত সম্ভাষণের পর দেবগণ বজ্র ও উৎকৃষ্ট রত্নে বিরচিত চতুর্ব্বেদি সমন্বিত মালাজাল পরিমণ্ডিত চিত্র বিচিত্রীকৃত অপূর্ব্ব নবম দ্বারে গমন করিলেন। ৩২। ৩৩ ॥

তথায় তাঁহারা দেখিতে পাইলেন পরম সুন্দর মনোহর মধুর মূর্ত্তি সুবল নামক গোপ নানাভূষণে বিভূষিত ও দ্বাদশ লক্ষ গোপে পরিবেষ্টিত হইয়া দণ্ডহস্তে সহাস্যবদনে সেই দ্বার রক্ষা করিতেছেন। সুরগণ সেই দণ্ডধারী দ্বারপালকে সম্ভাষণ করিয়া সকলের অনির্ব্বচনীয় অদৃষ্ট ও অশ্রুত পূর্ব্ব, অতিশয় মনোহর দশম দ্বারে উপনীত হইলেন, ঐ দ্বারের শোভা দর্শনে তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। ৩৪। ৩৫। ৩৬ ॥

তৎপরে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন অনির্ব্বচনীয়রূপ সম্পন্ন কৃষ্ণতুল্য

তং দণ্ড হস্তং দৃষ্টৈব জগ্মুর্দ্বারান্তরং সুরাঃ।
দ্বারমেকাদশাখ্যঞ্চ সুচিত্র মতি মঞ্জুতং। ৩৮ ॥
দ্বারপালঞ্চ তত্রস্থং শ্রীদামানং ব্রজেশ্বরং।
রাধিকা পুত্রতুল্যঞ্চ পীত বস্ত্রেণ ভূষিতং। ৩৯ ॥
অমূল্য রত্ন রচিত রম্য সিংহাসন স্থিতং।
অমূল্য রত্ন ভূষাভি র্ভূষিতং সুমনোহরং। ৪০ ॥
চন্দনাগুরু কস্তূরী কুঙ্কুমেন বিরাজিতং।
গণ্ডস্থল কপোলার্হ সদ্রত্ন কুণ্ডলোজ্জ্বলং। ৪১ ॥
সদ্রত্ন শ্রেষ্ঠ রচিত বিচিত্র মুকুটোজ্জ্বলং। ৪২ ॥
প্রফুল্ল মালতী মালাজালৈঃ সর্ব্বাঙ্গ ভূষিতং।
কোটি গোপৈঃ পরিবৃতং রাজেন্দ্রাধিক মুজ্জ্বলং। ৪৩ ॥
তং সংভাষ্য যযু র্দ্বারং দ্বাদশাখ্যং সুরা মুদা।
অমূল্য রত্ন রচিত বেদিকাভিঃ সমন্বিতং। ৪৪ ॥

মনোহর সুদাম নামক গোপ বিংশতিলক্ষ গোপে পরিবৃত হইয়া দণ্ডহস্তে ঐ দ্বার রক্ষা করিতেছেন। ৩৭।

সুরগণ সেই দণ্ডধারী দ্বারপালকে দর্শন করিয়া তথা হইতে অতি সুচিত্র একাদশ দ্বারে গমন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

তথায় রাধিকার পুত্রতুল্য পীতবস্ত্রধারী মধুর মূর্ত্তি শ্রীদাম অমূল্য রত্ন ভূষণে বিভূষিত হইয়া অমূল্য রত্ন রচিত রমণীয় সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দ্বারপালরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

তিনি অগুরুচন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমে বিরাজিত রহিয়াছেন এবং উৎকৃষ্ট রত্ন কুণ্ডল ধারণ করাতে তাঁহার গণ্ডস্থল ও কপোলদেশ অতিশয় সমুজ্জ্বল হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

তাঁহার মস্তক উৎকৃষ্ট রত্নরচিত বিচিত্র মুকুটে প্রদীপ্ত ও প্রফুল্ল মালতী-মালা সমূহে সর্ব্বাঙ্গ শোভমান হইতেছে। এবং তিনি কোটি গোপে পরিবৃত হইয়া রাজেন্দ্র অপেক্ষাও অধিক শোভা ধারণ করিতেছেন ॥ ৪২-৪৩ ॥

সর্ব্বেষাং দুর্লভং চিত্র মদৃশ্য মশ্রুতং মুনে।
বজ্র ভিত্তিস্থিতং চিত্র সুন্দরং সুমনোহরং। ৪৫॥
দ্বারে নিযুক্তা দদৃশুর্দ্দেবা গোপাঙ্গনা বরাঃ।
রূপ যৌবন সম্পন্না রত্নাভরণ ভূষিতাঃ। ৪৬॥
পীতবস্ত্র পরীধানাঃ কবরীভার শোভিতাঃ।
সুগন্ধি মালতী মালাজালৈঃ সর্ব্বাঙ্গ ভূষিতাঃ। ৪৭॥
রত্ন কঙ্কণ কেয়ূর রত্ন নূপুর ভূষিতাঃ।
রত্ন কুণ্ডল যুগ্মেন গণ্ডস্থল বিরাজিতাঃ। ৪৮॥
চন্দনাগুরু কস্তূরী কুঙ্কুমদ্রব চর্চ্চিতাঃ।
পীন শ্রোণিভরা নম্রা নিতম্বভার পীড়িতাঃ। ৪৯॥
গোপীনাং শতকোটীনাং শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা হরে রপি।

দেবগণ এইরূপ হরির দ্বার রক্ষক শ্রীদামকে সম্ভাষণ করিয়া অমূল্যরত্ন রচিত বেদিবিমণ্ডিত মনোহর দ্বাদশ দ্বারে উপনীত হইলেন। ৪৪॥

ঐ মনোহর দ্বাদশ দ্বার বজ্রভিত্তি সমন্বিত চিত্র বিচিত্রীকৃত ও অতি মনোরম, উহা সকলের অগম্য অদৃশ্য ও অশ্রুতরূপে বর্ণিত আছে।৪৫॥

দেবগণ তথায় উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, রূপ যৌবন সম্পন্না রত্নাভরণ বিভূষিতা রূপবতী গোপাঙ্গনাগণ সেই সুমনোহর দ্বার রক্ষায় নিযুক্তা হইয়া রহিয়াছে॥ ৪৬॥

তাহারা পীত বস্ত্রধারিণী। তাহাদিগের মস্তকে কবরীভার বিন্যস্ত ও সর্ব্বাঙ্গে মালতীমালা অতিশয় সুশোভিত হইতেছে॥ ৪৭॥

তাহারা রত্নকঙ্কণ, রত্নকেয়ূর ও রত্ননূপুরে সমলঙ্কৃতা রহিয়াছে এবং রত্নকুণ্ডলযুগল ধারণ করাতে তাহাদিগের গণ্ডস্থল অতিশয় দীপ্যমান হইতেছে॥ ৪৮॥

তাহারা পীন শ্রোণিভরে নম্রা ও নিতম্ব ভারে পীড়িতা হইয়াছে, আর তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ অগুরুচন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রবে চর্চ্চিত হইয়া অতিশয় মনোহর শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে॥ ৪৯॥

গোপীনাং কোটিশো দৃষ্ট্বা সুরাস্তে বিস্ময়ং যযুঃ। ৫০ ॥
সংভাষ্য তামুদা যুক্তা যযু দ্বারান্তরং মুনে।
ততশ্চ ক্রমশো বিপ্র ত্রিষু দ্বারেষু তত্রবৈ। ৫১ ॥
গোপাঙ্গনানাং শ্রেষ্ঠাশ্চ দদৃশুঃ সুমনোহরাঃ।
বরাণাঞ্চ বরা রম্যা ধন্যা মান্যাশ্চ শোভনাঃ। ৫২ ॥
সর্ব্বাঃ সৌভাগ্য যুক্তাশ্চ রাধিকায়াঃ প্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
ভূষিতা ভূষণৈ রম্যৈঃ প্রোদ্ভিন্ন নব যৌবনাঃ। ৫৩ ॥
এবং দ্বারত্রয়ং দৃষ্ট্বা সুজ্ঞানাদদ্ভুতাশ্রয়ং।
অদৃশ্য মতি রম্যাঞ্চাপ্যনিরূপ্যং বিচক্ষণৈঃ। ৫৪ ॥
তাস্তাঃ সংভাষ্য দেবাস্তে বিস্মিতা যযুরীশ্বরাঃ।
রাধিকাভ্যন্তরং দ্বারং ষোড়শাখ্যং মনোহরং। ৫৫ ॥
সর্ব্বাসাঞ্চ বিধানানাং গোপ্যং গোপাঙ্গনাগণৈঃ।

ঐ গোপিকাগণ শত কোটি গোপীর প্রধানা ও হরিরও প্রধানা নায়িকা। দেবগণ এইরূপ শ্রেষ্ঠা কোটি গোপিকাকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ৫০ ॥

তৎপরে তাহাদিগকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক পরমানন্দে দ্বারান্তরে গমন করিলেন, অতঃপর যথাক্রমে দ্বারত্রয়ে গোপিকাগণের প্রধানা অতি মনোহারিণী গোপাঙ্গনাগণ তাঁহাদিগের নয়নপথে নিপতিতা হইলেন। তাঁহারা সকলে শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতরা রমণীয়া ধন্যা মান্যা সর্ব্বসৌভাগ্য সম্পন্না পরমরূপবতী। ঐ নব যৌবন সম্পন্না সর্ব্বাভরণ ভূষিতা রমণীগণ শ্রীমতী রাধিকার প্রিয় সখীরূপে নির্দ্দিষ্ট ॥ ৫১। ৫২। ৫৩ ॥

ঐ রমণীয় দ্বারত্রয় বিচক্ষণগণেরও নিরূপণীয় নহে। এমন কি, উহা সকলের অদৃশ্য ও স্বপ্ন জ্ঞানের অগোচর বলিয়া কথিত হইয়াথাকে ॥ ৫৪ ॥

দেবগণ যথাক্রমে এইরূপ দ্বারত্রয়ে অবস্থিতা গোপিকাগণকে সম্ভাষণ করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে শ্রীমতীর মনোহর ষোড়শ অভ্যন্তরদ্বারে উপনীত হইলেন ॥ ৫৫ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদ্বয়স্যানাং বয়স্যানিকরৈর্ম্মুনে। ৫৬॥
বেশানির্ব্বচনীয়ৈশ্চ নানা গুণ সমন্বিতৈঃ।
রূপ যৌবন সম্পন্নৈঃ রত্নালঙ্কার ভূষিতৈঃ। ৫৭॥
রত্ন কঙ্কণ কেয়ূর রত্ন নূপুর ভূষিতৈঃ।
সদ্রত্ন কিঙ্কিণী জালৈর্ম্মধ্যদেশ বিভূষিতৈঃ। ৫৮॥
রত্ন কুণ্ডল যুগ্মেন গণ্ডস্থল বিরাজিতৈঃ।
প্রফুল্ল মালতীজালৈ র্ব্বক্ষঃ শ্রেষ্ঠস্থলোজ্জ্বলৈঃ। ৫৯॥
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাণাং প্রভা মুষ্ট মুখেন্দুভিঃ।
পারিজাত প্রসূনানাং মালাজালেন বেষ্টিতৈঃ।
সুরম্য কবরীভারৈ র্ভূষণৈ র্ভূষিতৈর্ব্বরৈঃ। ৬০॥
পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠৈশ্চ স্মেরানন সরোরুহৈঃ।
পক্ক দাড়িম্ব বীজাভৈঃ শোভিতৈর্দন্ত পংক্তিভিঃ। ৬১॥

তথায় রাধিকার ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রিয়সখীর বয়স্যা গোপাঙ্গনাগণ অবস্থান পূর্ব্বক সেই মনোরম দ্বার রক্ষা করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

সেই রূপ যৌবন সম্পন্না সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিতা নানাগুণ সমন্বিতা গোপিকাগণ এরূপ বিচিত্র মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছেন, যে বাক্য বা বর্ণ দ্বারা তাহার বর্ণনা করা যায় না ॥ ৫৭ ॥

তাঁহারা রত্নকঙ্কণ, রত্নকেয়ূর ও রত্ননূপুরে বিভূষিতা রহিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যদেশ উৎকৃষ্ট রত্ন রচিত কিঙ্কিণীজালে বিমণ্ডিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ৫৮ ॥

রত্নকুণ্ডল যুগল প্রত্যেকের শ্রুতি যুগলে দোদুল্যমান হওয়াতে তাঁহাদিগের গণ্ডস্থল দীপ্যমান হইতেছে, এবং প্রফুল্ল মালতীমালায় তাঁহাদিগের বক্ষঃস্থল সমুজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিয়াছে ॥ ৫৯ ॥

তাঁহাদিগের বদনসুধাকর সন্দর্শনে শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের প্রভাকেও মলিন জ্ঞান হয়। আর তাঁহাদিগের মস্তকে মনোহর কবরীভার সংবদ্ধ এবং তাহাতে পারিজাত কুসুম মালিকা বেষ্টিত রহিয়াছে ॥ ৬০ ॥

চারু চম্পকবর্ণাভৈ র্ম্মধ্যস্থল কৃশৈর্ম্মুনে। ৬২ ॥
গজ মৌক্তিক যুক্তাভি র্নাসিকাভির্ব্বিরাজিতৈঃ।
খগেন্দ্র চারু চঞ্চুনাং শোভামুষ্টাভিরেবচ। ৬৩ ॥
গজেন্দ্র গণ্ড কঠিন স্তন ভার ভরানতৈঃ।
পীন শ্রোণি ভরার্ত্তৈশ্চ মুকুন্দ পদ মানসৈঃ। ৬৪ ॥
নিমেষ রহিতা দেবা দ্বারস্থা দদৃশুশ্চ তাঃ।
সদ্রত্ন মণিরত্নৈশ্চ বেদিকা যুগ্ম শোভিতং। ৬৫ ॥
হরিন্মণীনাং স্তম্ভানাং সমূহৈঃ সংযুতং সদা।
সিন্দূরাকার মণিভির্ম্মধ্য স্থল বিরাজিতৈঃ। ৬৬ ॥
পারিজাত প্রসূনানাং মালাজালৈ র্ব্বিভূষিতং।
তৎ সম্পর্কৈ র্গন্ধবাহৈঃ সর্ব্বত্র সুরভী কৃতং। ৬৭ ॥

তাঁহাদিগের অধর ও ওষ্ঠদেশ পক্কবিম্বের ন্যায় এবং দশনপংক্তি পক্ক দাড়িম্ববীজের ন্যায় পরম শোভমান। আবার তৎকালে তাঁহাদিগের মুখকমলে সুমধুর হাস্য বিকশিত হইতেছে ॥ ৬১ ॥

তাঁহারা সকলেই চারুচম্পক বর্ণাভা ও ক্ষীণমধ্যা। আবার তাঁহাদিগের খগেন্দ্র চঞ্চু শোভা বিনিন্দিত নাসিকায় গজ মুক্তা লম্বিত থাকাতে তাঁহারা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। ৬২। ৬৩ ॥

আর তাঁহারা পীনশ্রোণি ভারে ও গজেন্দ্র গণ্ডের ন্যায় কঠিন স্তন ভারে অবনতা হইয়া হরির চরণকমলে চিত্তার্পণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। ৬৪।

দেবগণ এইরূপ রূপ গুণ সম্পন্না দ্বারস্থিতা গোপিকাগণকে দর্শন করিয়া নির্নিমেষ নয়নে শ্রীমতীর অপূর্ব্ব মণিরত্নে ও বেদিকাযুগ্মে পরিশোভিত অভ্যন্তর দ্বার অবলোকন করিতে লাগিলেন। ৬৫ ॥

ঐ অভ্যন্তর দ্বার হরিদ্বর্ণ স্তম্ভ সমূহে সুশোভিত এবং উহার মধ্য ভাগ সর্ব্বদা সিন্দূরাকার মণি মণ্ডলে বিরাজিত রহিয়াছে। আর উহা পারিজাত কুসুমমালায় বিভূষিত থাকাতে তৎসহযোগে সুগন্ধ বায়ু

দৃষ্ট্বা তৎ পরমাশ্চর্য্যং রাধিকাভ্যন্তরং সুরাঃ।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ দর্শনোৎসুক মানসাঃ। ৬৮ ॥
তাঃ সংভাষ্য যযুঃ শীঘ্রং পুলকাঞ্চিত বিগ্রহাঃ।
ভক্ত্যুদ্রেকাদশ্রু পূর্ণাঃ কিঞ্চিন্নম্রাত্ম কন্ধরাঃ। ৬৯ ॥
আরাত্তে দদৃশু র্দ্দেবা রাধিকাভ্যন্তরং বরং।
মন্দিরাণাঞ্চ মধ্যস্থং চতুঃ শালং মনোহরং। ৭০ ॥
অমূল্য রত্ন সারাণাং সারেণ রচিতং পরং।
নানা রত্ন মণিস্তম্ভৈর্ব্বজ্রযুক্তৈশ্চ ভূষিতং। ৭১ ॥
পারিজাত প্রসূনানাং মালাজালৈ র্ব্বিরাজিতং।
মুক্তা সমূহৈ র্ম্মাণিক্যৈঃ শ্বেত চামর দর্পণৈঃ। ৭২ ॥
অমূল্য রত্ন সারাণাং কলসৈ ভূষিতং মুনে।
পট্টসূত্র গ্রন্থিযুক্ত শ্রীখণ্ড পল্লবান্বিতৈঃ। ৭৩ ॥

মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া তৎপ্রদেশ সুরভীকৃত করিতেছে। ৬৬। ৬৭॥

দেবগণ শ্রীমতীর এইরূপ অভ্যন্তর দ্বার অবলোকন করিয়া পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল দর্শনে সমুৎসুক হইলেন। ৬৮॥

তখন তাঁহাদিগের অন্তরে দৃঢ় ভক্তির সঞ্চার হওয়াতে তাঁহারা পুলকাঞ্চিত কলেবর নত কন্ধর হইয়া সেই দ্বার পালিকা গোপাঙ্গনা-গণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহাদিগের নয়ন যুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ৬৯॥

অতঃপর সম্মুখভাগে শ্রীমতী রাধিকার মন্দির সমুদায়ের মধ্যগত চতুঃশাল মনোহর সুরম্য অভ্যন্তরপুর তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল।৭০।

ঐ অভ্যন্তর পুর অমূল্য রত্নসারের সারাংশে রচিত ও বজ্রযুক্ত নানা রত্নময় মণিস্তম্ভে বিভূষিত রহিয়াছে॥ ৭১॥

স্থানে স্থানে পারিজাত কুসুমের মালাজাল লম্বিত এবং স্থানে স্থানে মুক্তাদাম মাণিক্য শ্বেতচামর ও দর্পণ সমুদায় সংস্থাপিত রহিয়াছে। ৭২॥

কোন কোন স্থানে পট্টসূত্র গ্রন্থিযুক্ত শ্রীখণ্ড পল্লবে পরিশোভিত

মণিস্তম্ভ সমূহৈশ্চ রম্য প্রাঙ্গন ভূষিতং।
চন্দনাগুরু কস্তুরী কুঙ্কুমদ্রব সংযুতং। ৭৪ ॥
শুক্লধান্য শুক্লপুষ্প প্রবাল ফলতণ্ডুলৈঃ।
পূর্ণ দূর্ব্বাঙ্কতৈর্লাজৈ র্নির্ম্মঞ্ছন বিভূষিতং। ৭৫ ॥
ফল রত্নৈ রত্নকুম্ভৈঃ সিন্দূর কুঙ্কুমান্বিতৈঃ।
পারিজাত প্রসূনানাং মালাযুক্তৈ র্ব্বিরাজিতং।
প্রসূনাক্তৈ র্গন্ধবহৈঃ সর্ব্বত্র সুরভী কৃতং। ৭৬ ॥
সর্ব্বানির্ব্বচনীয়ঞ্চ যদ্দ্রব্যমনিরূপিতং।
ব্রহ্মাণ্ড দুর্ল্লভং যদ্যদ্বস্তুভিস্তৈ র্ব্বিরাজিতং। ৭৭ ॥
রত্ন শয্যা সুললিতা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিচ্ছদা।
পারিজাত প্রসূনানাং মালাজালৈঃ সুশোভিতং। ৭৮ ॥
কোটিশো রত্ন কুম্ভাশ্চ রত্ন পাত্রাণি নারদ।
অমূল্যানি চ চারূণি তৈস্তৈরেব বিভূষিতং। ৭৯ ॥

অমূল্য রত্নসারময় মনোহর কলস সমুদায় সংস্থাপিত রহিয়াছে। ৭৩ ॥

ঐ পুরের রমণীয় প্রাঙ্গন মণিময় স্তম্ভ সমূহে শোভমান এবং উহা অগুরু, চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রবে সংসিক্ত আছে ॥ ৭৪ ॥

কোন কোন স্থানে শুক্লধান্য, শুক্লপুষ্প, প্রবাল, ফল, তণ্ডুল, পূর্ণ-দূর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল, লাজ ও নির্ম্মঞ্ছন এই সমুদায় মাঙ্গল্য দ্রব্য সমুদায়ে সজ্জিত রহিয়াছে ॥ ৭৫ ॥

স্থানে স্থানে পারিজাত কুসুমমালায় পরিশোভিত সিন্দূর কুঙ্কুমান্বিত ফলরত্নযুক্ত রত্নকলস সমুদায় শোভা পাইতেছে এবং কুঙ্কুমাক্ত সুগন্ধ বায়ু মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইয়া তৎপ্রদেশ সমুদায় সুরভীকৃত করিতেছে।৭৬।

কোন কোন স্থান ব্রহ্মাণ্ডদুর্ল্লভ, সকলের অনির্ব্বচনীয় অনিরূপিত দ্রব্য সমূহে পরিশোভিত রহিয়াছে ॥ ৭৭ ॥

কোন কোন স্থানে সূক্ষ্ম বসন পরিচ্ছদে সমলঙ্কৃতা পারিজাত মালা সমূহে শোভিতা সুকোমল শয্যা দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৭৮ ॥

নানা প্রকার বাদ্যানাং কলনাদ নিনাদিতং।
স্বরযন্ত্রৈশ্চ বীণাভি র্গোপী সঙ্গীত সুশ্রুতং। ৮০॥
মোহিতং বাদ্য শব্দৈশ্চ মৃদঙ্গানাঞ্চ নারদ। ৮১॥
গোপানাং কৃষ্ণ তুল্যানাং সমূহৈঃ পরিবারিতং।
রাধা সখীনাং গোপীনাং বৃন্দৈ বৃ ন্দৈ র্ব্বিরাজিতং। ৮২॥
রাধাকৃষ্ণ গুণোদ্রেকঃ পদ সঙ্গীত সুশ্রুতং।
এবমভ্যন্তরং দৃষ্ট্বা বভূবু র্ব্বিস্মিতাঃ সুরাঃ। ৮৩॥
সুশ্রুবু র্ম্মধুরং গীতং দদৃশু র্নিত্য মুত্তমং।
তত্র তস্থুঃ সুরাঃ সর্ব্বে ধ্যানৈকতান মানসাঃ। ৮৪॥
রত্ন সিংহাসনং রম্যং দদৃশু স্ত্রিদশেশ্বরাঃ।
ধনুঃ শত প্রমাণঞ্চ পরিতো মণ্ডলাকৃতিং। ৮৫॥

কোন কোন স্থান কোটি কোটি রত্ন, কুম্ভ ও অমূল্য সুচারু রত্নপাত্রে শোভমান হইতেছে॥ ৭৯॥

কোন কোন স্থান নানা প্রকার বাদ্যের কলধ্বনিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং কোথায় বা গোপাঙ্গনাগণ স্বরযন্ত্র বীণাসংযোগে সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে॥ ৮০॥

কোন স্থানে মৃদঙ্গাদি বাদ্যের ধ্বনিতে ব্যক্তিবর্গ মোহিত হইতেছে, কোন স্থানে কৃষ্ণতুল্য গোপগণ ও কোথায় বা রাধিকার সখী গোপিকাগণ অবস্থান পূর্ব্বক পরম শোভা বিস্তার করিতেছেন॥ ৮১। ৮২॥

আর তথায় রাধাকৃষ্ণের গুণরাশিপূর্ণ মধুর সঙ্গীত শ্রুত হইতেছে, দেবগণ শ্রীমতীর এইরূপ পুরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তৎশোভাদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন॥ ৮৩॥

তৎপরে তাঁহারা সকলে তদ্গতান্তঃকরণে তথায় অবস্থিত হইয়া সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ ও অনুত্তম নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৮৪॥

অতঃপর শতধনু পরিমিত চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার এক রমণীয় সিংহাসন তাঁহাদিগের নয়ন গোচর হইল॥ ৮৫॥

সদ্রত্ন ক্ষুদ্র কলস সমূহৈশ্চ সমন্বিতং।
চিত্র পুত্তলিকা পুষ্প চিত্র কানন ভূষিতং। ৮৬ ॥
তত্র তেজঃ সমূহঞ্চ সূর্য্য কোটি সমপ্রভং।
প্রভয়া জ্বলিতং ব্রহ্মন্নাশ্চর্য্যং মহদদ্ভুতং। ৮৭ ॥
সপ্ততাল প্রমাণন্তু দ্ব্যাপ্ত মূর্দ্ধং সমন্ততঃ।
তেজোমুষ্টঞ্চ সর্ব্বেষাং ব্যাপ্তাশ্রম বিরাজিতাং। ৮৮ ॥
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্ব বীজং চক্ষুরোধ করং পরং।
দৃষ্টা তেজঃ স্বরূপঞ্চ তে দেবা ধ্যান তৎপরাঃ। ৮৯ ॥
প্রণেমুঃ পরয়াভক্ত্যাভক্তি নত্রাত্মকন্ধরাঃ।
পরমানন্দ সংযোগাদশ্রু পূর্ণ বিলোচনাঃ।
পুলকাঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গা বাঞ্ছা পূর্ণ মনোরথাঃ। ৯০ ॥
নত্বা তেজঃ স্বরূপঞ্চ তমীশং ত্রিদশেশ্বরাঃ।
তত্রোত্থায় ধ্যানযুক্তা প্রতস্থুস্তেজসঃ পুরঃ। ৯১ ॥

ঐ সিংহাসন উৎকৃষ্ট রত্নরচিত ক্ষুদ্র কলস সমূহে পরিশোভিত এবং চিত্রপুত্তলিকা, পুষ্প ও চিত্র কাননে বিভূষিত রহিয়াছে ॥ ৮৬ ॥

উহার উপরিভাগে কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন তেজোময় মূর্ত্তি তাঁহাদিগের নয়ন গোচর হইল। তখন তাঁহারা দেখিলেন ঐ আশ্চর্য্য অত্যদ্ভুতরূপ যেন প্রভাপুঞ্জে জ্বলিত হইতেছে ॥ ৮৭ ॥

ঐ তেজোরাশি ঊর্দ্ধভাগ সপ্ততাল প্রমাণ সমুন্নত প্রভাপুঞ্জে চতুর্দ্দিক আলোকময় এবং সর্ব্বাশ্রম পরিব্যাপ্ত হওয়াতে সর্ব্বতেজ মলিনতা ধারণ করিয়াছে ॥ ৮৮ ॥

দেবগণ ঐ নেত্ররোধকর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ববীজ তেজঃস্বরূপ অদ্ভুতরূপ দর্শনে পরম ভক্তিযোগে নতকন্ধর ও ধ্যানতৎপর হইয়া প্রণত হইলেন। তৎকালে পরমানন্দ সংযোগে তাঁহাদিগের নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল এবং তাঁহারা পুলকাঞ্চিত কলেবরে আপনাদিগকে পূর্ণমনোরথ ও কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥

ধ্যাত্বৈবং জগতাং ধাতা বভূব সংপুটাঞ্জলিঃ।
দক্ষিণে শঙ্করং কৃত্বা বামে ধর্ম্মঞ্চ নারদ। ৯২ ॥
ভক্ত্যুদ্রেকাৎ প্রতুষ্টাব ধ্যানৈবাত্তান মানসঃ।
পরাৎপরং গুণাতীতং পরমাত্মান মীশ্বরং। ৯৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বরং বরেণ্যং বরদং বরদানাঞ্চ কারণং।
কারণং সর্ব্ব ভূতানাং তেজোরূপং নমাম্যহং। ৯৪ ॥
মঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ মঙ্গলং মঙ্গলপ্রদং।
সমস্ত মঙ্গলাধারং তেজোরূপং নমাম্যহং। ৯৫ ॥
স্থিতং সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত মাত্মরূপং পরাৎপরং।
নিরীহ মবিতর্ক্যঞ্চ তেজো রূপং নমাম্যহং। ৯৬ ॥
সগুণং নির্গুণং ব্রহ্ম জ্যোতিরূপং সনাতনং।

তৎপরে সুরগণ সেই তেজঃস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধ্যান নিমীলিত লোচনে তৎসন্নিধানে দণ্ডায়মান হইলেন। ৯১।

তৎকালে জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা এইরূপ ধ্যান তৎপর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিলেন এবং দেবাদিদেব মহাদেব আশুতোষ তাঁহার দক্ষিণভাগে ও ধর্ম্ম তাঁহার বামভাগে ঐ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯২।

অতঃপর ঐ ভাবে অবস্থিত ভগবান্ ব্রহ্মা দৃঢ়তর ভক্তিযোগে তদ্গতচিত্ত হইয়া সেই গুণাতীত পরাৎপর পরমাত্মার এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন, প্রভো! তুমি বরস্বরূপ, বরণীয় বস্তু, বরদাতা, বরদাতৃগণের কারণ, সর্ব্বভূতের কারণ ও তেজোময়। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৯৩। ৯৪।

ভগবন্! তুমি মঙ্গল্য, মঙ্গলার্হ, মঙ্গল, মঙ্গলদাতা, সমস্ত মঙ্গলের আধার ও তেজঃস্বরূপ। আমি তোমার চরণে প্রণিপাত করি। ৯৫।

প্রভো! তুমি সর্ব্বত্র নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত, আত্মরূপ, পরাৎপর, নিরীহ, তর্কের অতীত ও তেজঃস্বরূপ, আমি তোমাকে অভিবাদন করি। ৯৬।

সাকারঞ্চ নিরাকারং তেজোরূপং নমাম্যহং। ৯৭ ॥
ত্বমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ ব্যক্ত মব্যক্ত মেককং।
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং তেজোরূপং নমাম্যহং। ৯৮ ॥
গুণত্রয় বিভাগায় রূপত্রয় ধরং পরং।
কলয়া তে সুরাঃ সর্ব্বে কিং জানন্তি শ্রুতেঃ পরং। ৯৯ ॥
সর্ব্বাধারং সর্ব্বরূপং সর্ব্ববীজ মবীজকং।
সর্ব্বান্তঃ করণন্তঞ্চ তেজোরূপং নমাম্যহং। ১০০ ॥
লক্ষং যদ্গুণ রূপঞ্চ বর্ণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ।
কিং বর্ণয়ামি লক্ষন্তে তেজোরূপং নমাম্যহং। ১০১ ॥
অশরীরং বিগ্রহবদিন্দ্রিয় বদতীন্দ্রিয়ং।
যদসাক্ষি সর্ব্বসাক্ষি তেজোরূপং নমাম্যহং। ১০২ ॥

তুমি নির্গুণ অথচ কার্য্যানুরোধে সগুণ হও। তুমি সনাতন জ্যোতিঃস্বরূপ ও নিরাকার কেবল সাধকগণের হিতার্থ তুমি সাকার হইয়া থাক আর তুমি সর্ব্বত্র তেজঃস্বরূপে অবস্থান করিতেছ। অতএব আমি তোমার চরণে প্রণত হইলাম ॥ ৯৭ ॥

তুমি অদ্বিতীয়, অনির্ব্বচনীয়, ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বস্বরূপ ও তেজোময়। আমি তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৯৮ ॥

তুমি সত্ব রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের বিভাগার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিবিধরূপে প্রকাশমান হও, তুমি বেদাতীত, দেবগণ তোমার অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং কেহই তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহে। তুমি সর্ব্বাধার, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্ববীজ, বীজশূন্য, সকলের অন্তঃকরণ, স্বরূপ ও তেজোময়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। আমি তোমার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি ॥ ৯৯ ॥ ১০০ ॥

বিচক্ষণ মহাত্মারা যখন তোমার লক্ষ গুণ রূপের বর্ণন করিয়া থাকেন তখন আমি তোমার সেই লক্ষ গুণ রূপের কি বর্ণন করিব, তুমি তেজঃস্বরূপ। অতএব তোমার চরণে আমি প্রণাম করি ॥ ১০১ ॥

গমনার্হমপাদং যদচক্ষুঃ সর্ব্ব দর্শনং ।
হস্তাস্য হীনং যদ্ভোক্তৃ তেজোরূপং নমাম্যহং । ১০৩ ॥
বেদে নিরূপিতং বস্তু সন্তঃ শক্তাশ্চবর্ণিতুং ।
বেদেঽনিরূপিতং যত্তত্তেজোরূপং নমাম্যহং । ১০৪ ॥
সর্ব্বেশং যদনীশং যৎ সর্ব্বাদি যদনাদি যৎ ।
সর্ব্বাত্মক মনাত্মং যত্তেজোরূপং নমাম্যহং । ১০৫ ॥
অহং বিধাতা জগতাং বেদানাং জনকঃ স্বয়ং ।
পাতা ধর্ম্মোহরো হর্ত্তা স্তোতুং শক্তা নকোপি যং । ১০৬ ॥
সেবয়া তবধর্ম্মোঽয়ং রক্ষিতারঞ্চ রক্ষতি ।
তবাজ্ঞয়া যং সংহর্ত্তা ত্বয়া কালে নিরূপিতে । ১০৭ ॥

তুমি নিরাকার হইয়াও সাকারবৎ, ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও ইন্দ্রিয়যুক্তবৎ ও অসাক্ষী হইয়াও সর্ব্বসাক্ষিরূপে প্রকাশমান হইতেছ, কিন্তু স্বভাবতঃ তুমি তেজোময়। অতএব আমি তোমাকে অভিবাদন করি ॥ ১০২ ॥

তুমি চরণ বিহীন হইয়াও সর্ব্বত্র গমন, নেত্রহীন হইয়াও সর্ব্ববস্তু দর্শন এবং হস্ত মুখ বিহীন হইয়াও সর্ব্ববস্তু ভোগ করিতেছ; কিন্তু তুমি স্বভাবতঃ তেজোময়। অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করি ॥ ১০৩ ॥

যে বস্তু বেদে নিরূপিত আছে, সাধুগণ তাহারই বর্ণন করিতে পারেন, কিন্তু যাহা বেদাতীত, কখনই তাহার বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। তুমি সেই বেদাতীত তেজোময় পদার্থ, আমি তোমার চরণে প্রণাম করি ।১০৪।

তুমি সকলের প্রভু, তোমার প্রভু কেহই নাই, তুমি সকলের আদি, তোমার আদিতে কেহ নাই এবং তুমি সকলের আত্মা, তোমার আত্মা কেহ নহে, তুমি স্বভাবতঃ তেজঃস্বরূপ, অতএব আমি তোমার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি ॥ ১০৫ ॥

হে প্রভো! তুমি তেজঃস্বরূপ পালন কর্ত্তা ধর্ম্ম, সংহার কর্ত্তা মহেশ্বর এবং জগদ্বিধাতা ও বেদের আবিষ্কার কর্ত্তা স্বয়ং আমি, আমরা কেহই তোমার স্তুতিবাদে সক্ষম হইতে পারি না ॥ ১০৬ ॥

ধর্ম্ম তোমার সেবার গুণে রক্ষণীয় বস্তু রক্ষা এবং তোমার আজ্ঞাক্রমে

নিষেক লিপি কর্ত্তাহং ত্বৎ পাদাম্ভোজ সেবয়া।
কর্ম্মিণাং ফলদাতা চ ত্বদ্ভক্তানাঞ্চ ন প্রভুঃ। ১০৮ ॥
ব্রহ্মাণ্ডে বিম্ব সদৃশে ভূত্যা বিষয়িণো বয়ং।
এবং কতি বিধাঃসন্তি তেষ্বনন্তেষু সেবকাঃ। ১০৯ ॥
যথা ন সংখ্যারেণূনাং তথা তেষা মনীয়সাং।
সর্ব্বেষাং জনকশ্চেশোযস্তং স্তোতুঞ্চ কক্ষমাঃ। ১১০ ॥
একৈক লোম বিবরে ব্রহ্মাণ্ড মেক মেককং।
যস্যৈব মহতো বিষ্ণোঃ ষোড়শাংশ স্তবৈবসঃ। ১১১ ॥
ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ সর্ব্বে তবৈতদ্রূপ মীপ্সিতং।
ন ভক্তা দাস্য নিরতাঃ সেবন্তে চরণাম্বুজং। ১১২ ॥
কিশোরং সুন্দরতরং যদ্রূপং কমনীয়কং।

সংহার কর্ত্তা শিব তোমার যথার্থ নিরূপিত কালে বিনাশ্য বস্তু সংহার করিতেছেন ॥ ১০৭ ॥

তোমার চরণ কমল সেবার গুণে আমি জীবগণের অবশ্যম্ভাবী শুভাশুভ কর্ম্মের লিপিকর্ত্তা ও ফলদাতা হইয়াছি, কিন্তু তোমার ভক্তগণের উপর আমার বিন্দুমাত্র প্রভুত্ব নাই ॥ ১০৮ ॥

এই বিম্ব সদৃশ ব্রহ্মাণ্ডে আমরা তোমার আজ্ঞানুরূপ বৈষয়িক ব্যাপারে নিযুক্ত রহিয়াছি। এইরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমাদিগের ন্যায় তোমার অসংখ্য সেবক অবস্থান করিতেছে ॥ ১০৯ ॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু সমষ্টি। যখন তুমি সেই পরমাণু সমুদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা তখন কোন্ পুরুষ তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১১০ ॥

যে মহাবিষ্ণুর এক এক লোমকূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে সেই মহাবিষ্ণু তোমার ষোডশাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন ॥ ১১১ ॥

যোগিগণ সর্ব্বদা তোমার জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধ্যান করেন, কিন্তু তোমার দাস্য নিরত ভক্তবৃন্দ তোমার সেরূপ চিন্তা করেন না। তাঁহারা কেবল তোমার চরণ কমল সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১১২ ॥

মন্ত্র ধ্যানানুরূপঞ্চ দর্শয়াস্মাকমীশ্বর। ১১৩ ॥
নবীন জলদ শ্যামং পীতাম্বর ধরং পরং।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং সস্মিতং সুমনোহরং। ১১৪ ॥
ময়ূরপুচ্ছ চূড়ঞ্চ মালতীজাল মণ্ডিতং।
চন্দনাগুরু কস্তূরী কুঙ্কুমদ্রব চর্চ্চিতং। ১১৫ ॥
অমূল্য রত্ন সারাণাং স বিভূষণ ভূষিতং।
অমূল্য রত্ন রচিত কিরীট মুকুটোজ্জ্বলং। ১১৬ ॥
শরৎ প্রফুল্ল পদ্মানাং প্রভামুষ্টাস্য চন্দ্রকং।
পক্ক বিম্ব বিনিন্দৈকমোষ্ঠাধর বিনিন্দিতং।
পক্ক দাড়িম্ববীজাভ দন্ত পঙ্ক্তি মনোরমং। ১১৭ ॥
কেলিকদম্ব মূলস্থ স্থিতং রাস রসোৎসুকং।

হে প্রভো! তোমার মন্ত্র ও ধ্যানানুরূপ যে কিশোর কমনীয় সুন্দররূপ বর্ণিত আছে, তুমি কৃপা করিয়া সেই সুন্দররূপে আমার নিকট প্রকাশমান হও ॥ ১১৩ ॥

ভক্ত নিকটে তোমার যে মনোহররূপের অবির্ভাব হয় সেইরূপ দর্শনই আমার একমাত্র বাঞ্ছনীয়। তুমি ভক্ত নিকটে নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ পীতাম্বরধারী দ্বিভুজ মুরলীধর মনোহররূপে আবির্ভূত হইয়া সহাস্য বদনে অবস্থান করিয়া থাক ॥ ১১৪ ॥

তুমি অগুরুচন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুমদ্রবে চর্চ্চিত ও মালতীমালায় পরিমণ্ডিত হইয়া চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ ধারণ কর ॥ ১১৫ ॥

তুমি অমূল্য রত্নসার রচিত ভূষণে বিভূষিত হও এবং অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত কিরীটে সমুজ্জ্বল মুকুট তোমার মস্তকে দীপ্যমান হউক। ১১৬।

তোমার যে মুখচন্দ্রের জ্যোতিঃ তাহা শারদীয় প্রফুল্ল কমলের প্রভাকেও তিরস্কার করে এবং তোমার ওষ্ঠাধরের নিকট পক্কবিম্বও তিরস্কৃত হয় আর তোমার যে দশনপংক্তি তাহা পক্কদাড়িম্ব বীজের সুষমা ধারণ করে, তৎসমুদায় আমার দৃষ্টিগোচর হউক। ১১৭ ॥

গোপী বক্ত্রস্মিত তনুং রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতং। ১১৮ ॥
এবং বাঞ্ছিত রূপন্তে দ্রষ্টুং কেলি রসোৎসুকং।১১৯ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা বিশ্বসৃট্ প্রণনাম পুনঃ পুনঃ।
এতৎ স্তোত্রেণ তুষ্টাব ধর্ম্মোপি শঙ্করঃ স্বয়ং।
ন নাম ভূয়ো ভূয়শ্চ সাশ্রু পূর্ণ বিলোচনঃ। ১২০ ॥
তিষ্ঠন্তোপি পুনঃ স্তোত্রং প্রচক্রু স্ত্রিদশেশ্বরাঃ।
ব্যাপ্তাস্তত্রামরাঃ সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ তেজসা মুনে। ১২১ ॥
স্তবরাজ মিমং নিত্যং ধর্ম্মেশ ব্রহ্মভিঃ কৃতং।
পূজাকালে হরে রেব ভক্তি যুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ। ১২২ ॥
সুদুর্লভাং দৃঢ়াং ভক্তিং নিশ্চলাং লভতে হরেঃ। ১২৩ ॥
সুরাসুর মুনীন্দ্রাণাং দুর্লভং দাস্য মেবচ।
অনিমাদিক সিদ্ধিঞ্চ সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং। ১২৪ ॥

হে নাথ! তুমি রাসক্রীড়ায় সমুৎসুক হইয়া কদম্বমূলে অবস্থান পূর্ব্বক যেরূপে সহাস্য বদনে গোপিকাগণের মুখমণ্ডল দর্শন করিয়াছিলে ও শ্রীমতীর বক্ষঃস্থলে তোমার যে মধুর মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, আমি তোমার সেই কেলিরসোৎসুক মনোহর রূপ দর্শনে সমুৎসুক হইয়াছি। ১১৮। ১১৯।

বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা সেই পরমাত্মা হরির নিকট এইরূপে স্বীয়াভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বারংবার তাঁহার চরণে প্রণত হইলে ধর্ম্ম ও দেবদেব মহাদেবও ভক্তিযোগে ঐ রূপ স্তোত্রে তাঁহার স্তুতিবাদ করিয়া পুনঃ পুনঃ সাশ্রুলোচনে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ১২০।

তৎকালে অন্যান্য দেবগণও সকলে সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের তেজে পরিব্যাপ্ত হইয়া তৎসন্নিধানে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ রূপে তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২১।

যে ব্যক্তি হরির পূজাকালে ভক্তি পূর্ণহৃদয়ে নিত্য ধর্ম্ম মহেশ্বর ও ব্রহ্মার কৃত এই স্তোত্র পাঠ করেন তাঁহার সুদুর্লভা অচলা দৃঢ়া হরিভক্তি লাভ হয় এবং তিনি সেই ভক্তি প্রভাবে সুরাসুর মুনীন্দ্রগণের দুর্লভ

ইহৈব বিষ্ণু তুল্যশ্চ বিখ্যাতঃ পূজিতো ধ্রুবং।
বাক্ সিদ্ধির্ম্মন্ত্র সিদ্ধিশ্চ ভবেত্তস্য বিনিশ্চিতং। ১২৫ ॥
সর্ব্ব সৌভাগ্য মারোগ্যং যশসা পূজিতং জগৎ।
পুত্রশ্চ বিদ্যা কবিতা নিশ্চলা কমলান্বিতাঃ। ১২৬ ॥
পত্নী পতিব্রতা সাধ্বী সুশীলা সুস্থিরাঃ প্রজাঃ।
কীর্ত্তিশ্চ চিরকালীনাপ্যন্তে কৃষ্ণান্তিক স্থিতিঃ। ১২৭।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

হরির দাস্য অনিমাদি সিদ্ধি ও সালোক্য, সাযুজ্য, সামীপ্য ও নির্ব্বাণ এই মুক্তিচতুষ্টয় পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। ১২২। ১২৩। ১২৪।

সেই হরিপরায়ণ মহাত্মা ইহলোকে নিশ্চয়ই বিষ্ণুতুল্য সর্ব্বপূজিত হন এবং তাঁহার বাক্‌সিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ১২৫।

সেই সাধু পুরুষ সর্ব্ব সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করেন, তাঁহার যশে জগৎ পরিপূর্ণ হয়, আর তিনি পুত্র বিদ্যা ও কবিত্ব প্রাপ্ত হন ও কমলা তাঁহার গৃহে অচলা হইয়া থাকেন। ১২৬।

সেই হরিপরায়ণ মহাত্মার সুশীলা পতিব্রতা সাধ্বী ভার্য্যা লাভ হয় এবং তাঁহার অধিকারে প্রজাগণ পরমসুখে কালযাপন করে। এইরূপে তিনি ইহলোকে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিয়া অন্তে পরমাত্মা হরির চরণারবিন্দ নিকটে অবস্থান লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ১২৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

—o—

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ধ্যাত্বা স্তুত্বাচ তিষ্ঠন্তো দেবাস্তে তেজসঃ পুরাঃ।
দদৃশু স্তেজসোমধ্যে শরীরং কমনীয়কং। ১ ॥
সজলাম্ভোদ বর্ণাভং সস্মিতং সুমনোহরং।
পরমাহ্লাদকং রূপং ত্রৈলোক্য চিত্ত মোহনং। ২ ॥
গণ্ডস্থল কপোলাভ্যাং জ্বলন্মকর কুণ্ডলং।
সদ্রত্ন নূপুরাভ্যাঞ্চ চরণাম্ভোজ রাজিতং। ৩ ॥
বহ্নিশুদ্ধ হরিদ্রাভ বস্ত্রামূল্য বিরাজিতং।
মণিরত্নেন্দ্র সারাণাং স্বেচ্ছা কৌতুক নির্ম্মিতৈঃ। ৪ ॥
বিনোদ মুরলীযুক্ত বিম্বাধর মনোহরং।
প্রসন্নেক্ষণ পশ্যন্তং ভক্তানুগ্রহ তারকং। ৫ ॥

হে নারদ! দেবগণ এইরূপে পরমাত্মা হরির ধ্যান ও স্তব করিয়া সেই তেজোময় মূর্ত্তির নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইত্যবসরে তেজোমণ্ডল মধ্যে তদীয় কমনীয় মূর্ত্তি তাঁহাদিগের নয়ন গোচর হইল ॥ ১ ॥

তখন দেবগণ দেখিলেন হরি নবীন নীরদ শ্যাম সুন্দর ত্রৈলোক্য চিত্ত রঞ্জন পরমানন্দপ্রদ অতি মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহাস্য বদনে তাঁহাদিগের পুরোভাগে অবস্থান করিতেছেন। ২।

মকর কুণ্ডল তাঁহার শ্রুতিযুগলে লম্বমান থাকাতে তদীয় কপোলদেশ ও গণ্ডস্থল সমুজ্জ্বল এবং উৎকৃষ্ট রত্নখচিত নূপুরে তাঁহার চরণকমল শোভমান হইতেছে। ৩।

তিনি বহ্নিশুদ্ধ অমূল্য পীতবসন পরিধান করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ পরম কৌতুকে মণিরত্ন বিনির্ম্মিত মনোজ্ঞ ভূষণ সমুদায়ও ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। ৪।

সদ্রত্ন গুড়িকাযুক্ত কবাটোরঃ স্থলোজ্জ্বলং।
কৌস্তুভাসক্ত সদ্রত্ন প্রদীপ্ত তেজসোজ্জ্বলং। ৬॥
অত্র তেজসি চার্ব্বঙ্গীং দদৃশু রাধিকাভিধাং।
পশ্যন্তং সস্মিতং কান্তং পশ্যন্তীং বক্র চক্ষুষা। ৭॥
মুক্তা পঙ্ক্তি বিনিন্দৈক দন্ত পঙ্ক্তি বিরাজিতাং।
ঈশদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যাং শরৎ পঙ্কজ লোচনাং। ৮॥
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাভাং বিনিন্দ্যাস্য মনোহরাং।
বন্ধুজীব প্রভামোষ্ঠাধরৌষ্ঠ রুচিরাম্বরাং। ৯॥
রণন্ মঞ্জীর যুগ্মেন পাদাম্বুজ বিরাজিতাং।
মণীন্দ্রাণাং প্রভামোষ্য নখরাজী বিরাজিতাং। ১০॥

তাঁহার বিম্বাধরে মোহন মুরলী শোভা পাইতেছে, আর তিনি এরূপ প্রীতি প্রফুল্লনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন যে তর্দ্দশনে জ্ঞান হয় যেন ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন। ৫।

তাঁহার বক্ষঃস্থল উৎকৃষ্ট রত্নগুটিকাযুক্ত কবাট ভূষণে সমুজ্জ্বল ও দীপ্যমান রত্নবিমণ্ডিত কৌস্তুভমণিতে শোভমান হইতেছে। ৬।

দেবগণ এইরূপ শ্যামসুন্দরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া দেখিলেন, সেই তেজোমণ্ডল মধ্যে পরম রূপবতী আদ্যা প্রকৃতী শ্রীমতী রাধিকা সহাস্য বদনে স্বীয় প্রিয়তমের প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেছেন এবং সেই হরিও তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। ৭।

সেই রাধিকার দশনপংক্তি মুক্তা শ্রেণী অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং তাঁহার লোচন যুগল শারদীয় পদ্মের ন্যায় মনোহর। এইরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী শ্রীমতীর সুপ্রসন্ন মুখমণ্ডলে আবার মৃদু মৃদু হাস্য বিকাশিত হইতেছে। ৮।

তিনি বিচিত্র বসনে বিভূষিতা রহিয়াছেন, আর তাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের প্রভাকে তিরস্কৃত এবং ওষ্ঠাধর বন্ধুজীব কুসুমের প্রভাকে আবিষ্কৃত করিতেছে। ৯।

তাঁহার পাদপদ্ম যুগলে রত্নমঞ্জীর যুগল শব্দায়মান হইতেছে এবং

কুঙ্কুমাভাসমাচ্ছাদ্য পাদাধো রাগ ভূষিতাং।
অমূল্য রত্ন সারাণাং পাশক শ্রেণি শোভিতাং। ১১॥
হুতাশন বিশুদ্ধাংশুকামূল্য জ্বলিতোজ্জ্বলাং।
মহামণীন্দ্র সারাণাং কিঙ্কিণী মধ্য সংযুতাং। ১২॥
সদ্রত্ন হার কেয়ূর করকঙ্কণ ভূষিতাং।
রত্নেন্দ্র রচিতোৎকৃষ্ট কপোলোজ্জ্বল কুণ্ডলাং।
কর্ণোপরি মণীন্দ্রাণাং কর্ণ ভূষণ ভূষিতাং। ১৩॥
খগেন্দ্র চঞ্চু নাসাগ্রে গজেন্দ্র মৌক্তিকান্বিতাং।
মালতী মালয়া বক্রং কবরী ভার বিভ্রতীং। ১৪॥
মণীনাং কৌস্তভেন্দ্রাণাং বক্ষঃস্থল সুশোভিতাং।
পারিজাত প্রসূনানাং মালাজালোজ্জ্বলাং বরাং। ১৫॥

তদীয় নখর নিকরের জ্যোতিঃ মণীন্দ্র সমুদায়ের প্রভাকেও তিরস্কৃত করিতেছে। ১০।

তাঁহার চরণতল কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত রহিয়াছে এবং সেই চরণে অমূল্য রত্ন সাররচিত পাশক শ্রেণী শোভা পাইতেছে। ১১।

তিনি অগ্নি শুদ্ধ সমুজ্জ্বল অমূল্য বসনে বিমণ্ডিতা রহিয়াছেন এবং তাঁহার মধ্যদেশে মহামণীন্দ্রসার রচিত কিঙ্কিণী জালমালা শোভমান হইতেছে। ১২।

তাঁহার গলদেশে রত্নহার এবং করযুগলে রত্নকেয়ূর ও রত্নকঙ্কণ শোভা পাইতেছে, তাঁহার কর্ণমূলে রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট কুণ্ডল লম্বিত থাকাতে তদীয় কপোলদেশে অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকাশিত হইতেছে, আর তাঁহার কর্ণোপরি বিবিধ মণিরত্ন মণ্ডিত কর্ণভূষণ বিরাজিত রহিয়াছে। ১৩।

তাঁহার খগেন্দ্রচঞ্চু বিনিন্দিত নাসিকার অগ্রে গজমুক্তা লম্বমান হইতেছে এবং তাঁহার মস্তকে কবরীভার বিন্যস্ত এবং তাহাতে মালতীমালা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। ১৪।

তিনি পারিজাত কুসুম মালায় পরিমণ্ডিতা হইয়া বক্ষঃস্থলে কৌতুভ

রত্নাঙ্গুরীয় নিকরৈঃ করাঙ্গুলি বিভূষিতাং। ১৬॥
দিব্য শঙ্খ বিকারৈশ্চ চিত্র রাগ বিভূষিতৈঃ।
সূক্ষ্ম সূত্র কৃতৈ রম্যৈ ভূষিতাং শঙ্খ ভূষণৈঃ। ১৭॥
সদ্রত্নসার গুড়িকা রক্তসূত্রাক্ত শোভিতাং।
প্রতপ্ত স্বর্ণবর্ণাভা মাচ্ছাদ্য চারু বিগ্রহাং। ১৮॥
নিতম্ব শ্রোণি ললিতাং স্তনপীনোন্নতাং ননাং।
ভূষিতাং ভূষণৈঃ সর্ব্বৈ স্তৎ সৌন্দর্য্যেণ ভূষিতৈঃ। ১৯॥
বিস্মিতা স্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে দৃষ্টেশমীশ্বরীং বরাং।
তুষ্টু বুস্তে সুরাঃ সর্ব্বে পূর্ণ সর্ব্ব মনোরথাঃ। ২০॥

ব্রহ্মোবাচ।

তব চরণ সরোজে মন্মনশ্চঞ্চরীটৌ
ভ্রমতু সতত মীশ প্রেমভক্ত্যা সরোজে।
ভবঁন মরণ রোগাৎ পাহি শাস্ত্যৌষধাজ্ঞে
সুদৃঢ় সুপরিপক্কাং দেহি ভক্তিঞ্চ দাস্তং। ২১॥

মণিরত্ন ধারণ পূর্ব্বক পরম শোভা বিস্তার করিতেছেন। এবং তাঁহার করাঙ্গুরীয়ে রত্নাঙ্গুরীয় সকল শোভা পাইতেছে। ১৫। ১৬॥

তিনি বিচিত্র রাগরঞ্জিত দিব্য শঙ্খবিকার ও সূক্ষ্মসূত্রাকার রমণীয় শঙ্খভূষণে বিভূষিত রহিয়াছেন। ১৭।

একে তিনি তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা তাহাতে উৎকৃষ্ট রত্নসার রচিত রক্ত-সূত্র রঞ্জিত গুটিকা ভূষণে বিভূষিতা হওয়াতে তাঁহার সেই সুচারু কলেবর অপূর্ব্ব রমণীয়তা ধারণ করিয়াছে। ১৮।

তাঁহার নিতম্ব ও শ্রোণিদেশ ললিত এবং স্তনযুগল পীন ও উন্নত। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাধিকা সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে সমলঙ্কৃতা হওয়াতে সমধিক অদ্ভুত শোভা ধারণ করিতেছেন। ১৯।

দেবগণ পরমেশ্বরী রাধিকার এইরূপ মূর্ত্তি দর্শনে পূর্ণমনোরথ হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ভক্তিযোগে তাঁহার স্তুতিবাদ করিলেন। ২০।

শঙ্কর উবাচ।

ভব জলধি নিমগ্নং চিত্ত মীনোমদীয়ো
ভ্রমতি শতত মস্মিন্ ঘোর সংসার কুপে।
বিষয়মতিবিনন্দ্যং সৃষ্টি সংহার রূপ
মপনয় তব ভক্তিং দেহি পাদারবিন্দে। ২২ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

তব নিজ জল সার্দ্ধং সঙ্গমো মে মদীশ
ভবতু বিষয় বন্ধস্ছেদনে তীক্ষ্ণ খড়্গঃ।
তব চরণ সরোজ স্থান দানৈক হেতু-
র্জনুষি জনুষি ভক্তিং দেহি পাদারবিন্দে। ২৩ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা পরিপুর্ণৈক মানসাঃ।
কাম পূরস্থ পুরতস্তিষ্ঠন্তো রাধিকাপতেঃ। ২৪ ॥

তখন ব্রহ্মা, ভগবান্ হরির নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, বিভো! আমার মানসভৃঙ্গ সর্ব্বদা প্রেমভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া তোমার চরণসরোজে বিচরণ করুক। তুমি কৃপা করিয়া সুদৃঢ় সুপরিপক্ব ভক্তি প্রদান করিয়া শান্তিরূপ ঔষধ দানে আমাকে জন্ম, মরণ ও রোগ হইতে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ কর। ২১।

শঙ্কর কহিলেন, হে ভক্তবৎসল হরে! আমার চিত্তরূপ মীন ভবজলধিজলে নিমগ্ন হইয়া সতত এই ঘোর সংসার কূপে ভ্রমণ করিতেছে। হে দয়াময়! তুমি কৃপা করিয়া সৃষ্টি সংহাররূপ অতিনিন্দনীয় বিষয় হইতে বিমুক্ত করিয়া আমাকে তোমার পাদপদ্মে ভক্তি প্রদান করুন। ২২।

ধর্ম্ম কহিলেন, প্রভো! আমি সর্ব্বদা যেন তোমার ভক্তজনের সঙ্গ লাভ করিতে পারি, ভক্তসঙ্গ বিষম বিষয় বন্ধনচ্ছেদনের তীক্ষ্ণধারখড়্গ এবং তোমার চরণকমলে স্থান প্রাপ্তির একমাত্র কারণ, অতএব হে নাথ! জন্মে জন্মে যেন তোমার চরণকমলে আমার দৃঢ় ভক্তি সঞ্চারিত হয়। ২৩।

সুরাণাং স্তবনং শ্রুত্বা তামুবাচ কৃপানিধিঃ।
হিতং তথ্যঞ্চ বচনং স্মেরানান সরোরুহঃ। ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

তিষ্ঠতা গচ্ছতপুরীং মদীয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।
শিবাশ্রয়ানাং কুশলং প্রষ্টুং যুক্তমসাংপ্রতং। ২৬ ॥
নিশ্চিন্তা ভবতা ত্রৈব কা চিন্তা বোময়ি স্থিতে।
স্থিতোহং সর্ব্বজীবেষু প্রত্যক্ষোহং স্তবেনবৈ।
যুষ্মাকং যদভিপ্রায়ং সর্ব্বং জানামি নিশ্চিতং। ২৭ ॥
শুভাশুভঞ্চ যৎ কর্ম্মকালে খলু ভবিষ্যতিঃ।
মহৎ ক্ষুদ্রঞ্চ যৎ কর্ম্ম সর্ব্বং কাল কৃতং সুরাঃ। ২৮ ॥
স্ব স্ব কালেচ তরবঃ ফলিনঃ পুষ্পিণঃ সদা।

দেবগণ ভক্ত বাঞ্ছাপরিপূরক রাধাকান্ত পরমাত্মা হরির এইরূপ স্তব পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ২৪।

তখন করুণাময় পরমাত্মা হরি দেবগণের এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণে মুখকমলে সুমধুর হাস্য বিকাশ করিয়া হিতজনক সারবাক্যে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা মদীয় আলয়ে আগমন করিয়া বিশ্রাম কর। তোমরা যখন মঙ্গলাশ্রয় করিয়াছ, তখন তোমাদিগের সত্বর কুশল জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক সন্দেহ নাই। ২৫। ২৬।

সুরগণ! আমি বিদ্যমানে তোমাদিগের কোন চিন্তা নাই। তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া এইস্থানে অবস্থান কর। সর্ব্বজীবেই আমার অধিষ্ঠান আছে। বিশেষতঃ এক্ষণে আমি স্তুতিবাদে প্রীত হইয়া তোমাদিগের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছি, এবং তোমাদিগের অভিপ্রায় সমুদায়ও নিশ্চিতরূপে আমার বিদিত হইয়াছে। ২৭।

হে দেবগণ! সর্ব্বজীবের সমস্ত শুভাশুভকর্ম্ম কালে প্রকাশিত হয়; কি মহৎকর্ম্ম, কি ক্ষুদ্রকর্ম্ম, সমস্তই কালকৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ২৮।

পরিপক্ক ফলাঃ কালে কালেঽপক্ক ফলান্বিতাঃ। ২৯ ॥
সুখং দুঃখং বিপৎ সম্পৎ শোকশ্চিন্তা শুভাশুভং।
স্বকর্ম্ম ফল নিষ্ঠঞ্চ সর্ব্বং কালেপ্যুপস্থিতং। ৩০ ॥
নহি কস্য প্রিয়ঃ কোবা বিপ্রিয়ো বা জগত্ত্রয়ে।
কালে কার্য্য বসাৎ সর্ব্বে ভবন্ত্যেবাপ্রিয়াঃ প্রিয়াঃ। ৩১ ॥
রাজানো মনবঃ পৃথ্ব্যাং দৃষ্টা যুষ্মাভি স্তত্রবৈ।
স্বকর্ম্ম ফল পাকেন সর্ব্বে কাল বশঙ্গতাঃ। ৩২ ॥
যুষ্মাক মধুনাত্রৈব গোলোকে যৎ ক্ষণং গতং।
পৃথিব্যাং তৎক্ষণেনৈব সপ্ত মন্বন্তরং গতং। ৩৩ ॥
ইন্দ্রাঃ সপ্ত গতাস্তত্র দেবেন্দ্রশ্চাষ্টমোঽধুনা।
কালচক্রং ভ্রমত্যেবং মদীয়ঞ্চ দিবানিশং। ৩৪ ॥
ইন্দ্রাশ্চ মনবো ভূপাঃ সর্ব্বে কালবশঙ্গতাঃ।
কীর্ত্তিঃ পৃথ্বী পুণ্যমঘং কথা মাত্রাবশেষিতাঃ। ৩৫ ॥

তরুগণ স্ব স্ব কালে সতত পুষ্পিত ও ফলিত হয়; কোন কোন কালে কোন কোন বৃক্ষের ফল পরিপক্ক হয় ও কোন কোন কালে কোন কোন বৃক্ষের ফল অপক্ক হইয়া থাকে। ২৯।

সুখ, দুঃখ, বিপদ, সম্পদ্, শোক, চিন্তা সমুদায়ই জীবগণের শুভাশুভ কর্ম্মের ফল। কালে জীবের ঐ সমস্ত কর্ম্মফল প্রকাশমান হয়। ৩০।

ত্রিজগতে কেহ কাহার প্রিয় বা কেহ কাহার অপ্রিয় নহে। কালে সকলেই কার্য্যের বশতাপন্ন হইয়া প্রিয় বা অপ্রিয় হইয়া থাকে। ৩১।

মর্ত্ত্যলোকে যে মনু ও রাজগণ তোমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্মের ফলপাকানুসারে কালের বশীভূত। ৩২।

এক্ষণে তোমাদিগের এই গোলোকধামে যে ক্ষণকাল গত হইল ইহাতে ধরাধামে সপ্তমন্বন্তর কাল অতীত ও সুরপুরে সপ্তইন্দ্র বিগত হইয়াছে; এক্ষণে অষ্টম ইন্দ্রের অধিকার কাল উপস্থিত। এইরূপ নিয়মানুসারে মদীয় দিবারাত্রিতে সততই কালচক্র ভ্রমিত হইতেছে। ৩৩। ৩৪।

অধুনাপিচ রাজানোদুষ্টাশ্চ হরি নিন্দকাঃ।
বভূবুর্ব্বহবো ভূমৌ মহাবল পরাক্রমাঃ। ৩৬॥
সর্ব্বে যাস্যন্তি কালেন কালান্ত করসংধ্রুবং। ৩৭।
উপস্থিতোপি কালোঽয়ং বাতোবাতি নিরন্তরং।
বহ্নির্দ্দহতি সূর্য্যশ্চ তপত্যেব মমাজ্ঞয়া। ৩৮॥
ব্যাধয়ঃ সন্তি দেহেষু মৃতু শ্চরতি জন্তুষুঃ।
বর্ষন্ত্যেতে জলধরাঃ সর্ব্বে দেবা মমাজ্ঞয়া। ৩৯॥
ব্রহ্মণ্য নিষ্ঠা বিপ্রাশ্চ তপো নিষ্ঠাস্তপোধনাঃ।
ব্রহ্মর্ষয়ো ব্রহ্মনিষ্ঠা যোগনিষ্ঠাশ্চ যোগিনঃ। ৪০॥
তে সর্ব্বে মৃত্যুয়াদ্ভীতাঃ স্বধর্ম্ম কর্ম্ম তৎপরাঃ।
মদ্ভক্তাশ্চৈব নিঃশঙ্কাঃ কর্ম্ম নির্ম্মূল কারকাঃ। ৪১॥

ইন্দ্র, মনু ও রাজগণ সকলেই কালের বশবর্ত্তী। কীর্ত্তি, রাজ্য ও পুণ্য পাপ সমস্তই বাক্যমাত্রে অবশেষিত হয়॥ ৩৫॥

হে দেবগণ! এক্ষণে ভূমণ্ডলে যে মহাবলপরাক্রান্ত হরিনিন্দক দুষ্ট রাজগণ অবস্থান করিতেছে, তাহারা সকলে নিশ্চয়ই কালে করাল কালগ্রাসে নিপতিত হইবে॥ ৩৬। ৩৭॥

আমার আজ্ঞাক্রমে সেই কাল সতত সঞ্চারিত ও নিরন্তর বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। আর অগ্নি দাহ্যবস্তু দাহ ও সূর্য্য অতিশয় তাপ প্রদান করিতেছে॥ ৩৮॥

হে দেবগণ! আমার আজ্ঞাক্রমে ব্যাধি সমুদায় দেহিগণের দেহে সঞ্চরণ, মৃত্যু সর্ব্বজীবকে আক্রমণ এবং মেঘগণ বারিবর্ষণ করে॥ ৩৯।

আমার আজ্ঞাক্রমে বিপ্রগণ ব্রহ্মণ্য নিষ্ঠ, তপস্বিগণ তপোনিষ্ঠ, ব্রহ্মর্ষিগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও যোগিগণ যোগনিষ্ঠ হইয়াছেন॥ ৪০॥

ইহাঁরা সকলেই আমার ভয়ে ভীত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্মে তৎপর রহিয়াছেন; কিন্তু আমার ভক্তগণ কর্ম্ম নির্ম্মূল কারী সুতরাং আমার নিকট তাহাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই॥ ৪১॥

দেবাঃ কালস্য কালোহং বিধাতা ধাতু রেবচ।
সংহার কর্ত্তুঃ সংহর্ত্তা পাতুঃ পাতা পরাৎপরঃ। ৪২ ॥
মমাজ্ঞয়ায়ং সংহর্ত্তা নাম্না তেন হরঃ স্মৃতঃ।
ত্বং বিশ্বসৃক্ সৃষ্টি হেতোঃ পাতা ধর্ম্মস্য রক্ষণাৎ। ৪৩ ॥
ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং সর্ব্বেষামহমীশ্বরঃ।
স্বকর্ম্ম ফলদাতাহং কর্ম্ম নির্ম্মূল কারকঃ। ৪৪ ॥
অহং যান্ সংহরিষ্যামি কস্তেষা মপি রক্ষিতা।
যানহং পালয়িষ্যামি তেষাং হন্তা ন কোপিচ। ৪৫ ॥
সর্ব্বেষা মপি সংহর্ত্তা স্রষ্টাপাতাহমেবচ।
নাহং শক্তশ্চ ভক্তানাং সংহারে নিত্য দেহিনাং। ৪৬ ॥
ভক্তা মমানুগা নিত্যং মৎপাদার্চ্চন তৎপরা।
অহং ভক্তান্তিকে শশ্বত্তেষাং রক্ষণ হেতবে। ৪৭ ॥

আমি কালের কাল, বিধাতার বিধাতা, সংহার কর্ত্তার সংহর্ত্তা, পালন কর্ত্তার পালন কর্ত্তা ও পরাৎপররূপে নির্দ্দিষ্ট আছি ॥ ৪২ ॥

হে ব্রহ্মন্! আমার আজ্ঞাক্রমে এই মহেশ্বর সংহার কর্ত্তা হইয়া হর নাম ধারণ করিয়াছেন; ধর্ম্ম পালন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বজীবের পালক হইয়াছেন এবং তুমি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিশ্বস্রষ্টা নামে বিখ্যাত হইয়াছ ॥ ৪৩ ॥

আমি ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থের প্রভু। তোমরা আমাকেই জীবগণের কর্ম্মফলদাতা ও কর্ম্মনির্ম্মূলকারী বলিয়া জানিবে ॥ ৪৪ ॥

হে দেবগণ! ইহা নিশ্চয় জানিবে যে আমি যাহাদিগকে সংহার করিব, তাহাদিগের রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই এবং আমি যাহাদিগকে রক্ষা করিব তাহাদিগের বিনাশ কর্ত্তাও কেহ নাই ॥ ৪৫ ॥

আমি সকলের স্রষ্টা পাতা ও সংহার কর্ত্তা; কিন্তু আমার ভক্তগণের সংহার করিতে আমি সমর্থ নহি। কারণ মদ্ভক্তগণ সতত অবিনশ্বর দেহ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

সর্ব্বে নশ্যন্তি ব্রহ্মাণ্ডে প্রভবন্তি পুনঃ পুনঃ।
ন মে ভক্তাঃ প্রণশ্যন্তি নিঃশঙ্কাশ্চ নিরাপদঃ। ৪৮ ॥
ততো বিপশ্চিতঃ সর্ব্বে দাস্যং বাঞ্ছন্তি নো বরং।
যে মাং দাস্যং প্রযাচন্তে ধন্যাস্তেঽন্যেচ বঞ্চিতাঃ। ৪৯ ॥
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভয়ঞ্চ যম তাড়না।
অন্যেষাং কর্ম্মিণা মন্তি ন ভক্তানাঞ্চ কর্ম্মিণাং। ৫০ ॥
ভক্তা ন লিপ্তাঃ পাপেষু পুণ্যেষু সর্ব্ব কর্ম্মণঃ।
অহং ধুনোমি তেষাঞ্চ কর্ম্মভোগাশ্চ নিশ্চিতং। ৫১ ॥
অহং প্রাণশ্চ ভক্তানাং ভক্তাঃ প্রাণ মমাপিচ।
ধ্যায়ন্তে যেচ মাং নিত্যং তান্ স্মরামি দিবানিশং। ৫২ ॥

আমার ভক্তগণ সর্ব্বদাই আমার চরণ সেবায় তৎপর থাকেন এবং আমিও সেই ভক্তবৃন্দের রক্ষার্থ সতত তাহাদিগের নিকটে অবস্থান করিয়া থাকি। ৪৭।

এই ব্রহ্মাণ্ডে সমুদায় পদার্থই বারংবার বিনষ্ট ও বারংবার আবির্ভূত হয়, কিন্তু আমার ভক্তগণের কথনই বিনাশ নাই, তাহারা সর্ব্বদাই নিঃশঙ্কে নিরাপদে কাল যাপন করে। ৪৮।

পরম তত্ত্বজ্ঞ মদ্ভক্তগণ কেবল আমার দাস্য বাঞ্ছা করে, তাহাদিগের অন্য বর প্রাপ্তির বাসনা নাই। যাহারা কেবল আমার নিকট মদীয় দাস্য বাঞ্ছা করে তাহারা ধন্য, অন্য বর প্রার্থিগণ নিশ্চয়ই আমার নিকট বঞ্চিত হইয়া থাকে। ৪৯।

যাবতীয় কর্ম্ম নিরত জীবগণের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ভয় ও যম তাড়না উপস্থিত হয়, কিন্তু তৎসমুদায় আমার ভক্ত কর্ম্মিগণের নিকটস্থ হইতে পারে না। ৫০।

আমার ভক্তগণ সমস্ত কর্ম্মের পাপপুণ্যে লিপ্ত নহে। আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগের সমস্ত কর্ম্মফল ভোগের নিরাশ করিয়া থাকি। ৫১।

আমি ভক্তগণের প্রাণ ও ভক্তগণ আমার প্রাণস্বরূপ। যাঁহারা নিরন্তর আমাকে ধ্যান করে, তাহারা দিবারাত্রি আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। ৫২।

চক্রং সুদর্শনং নাম ষোড়শারং সুতীক্ষ্ণকং।
যত্তেজঃ ষোড়শাংশোপি নাস্তি সর্ব্বেষু জীবিষু। ৫৩॥
ভক্তান্তিকে তু তচ্চক্রং দত্বা রক্ষার্থ মীপ্সিতং।
তথাপি ন প্রতীতির্ম্মে যামি তেষাঞ্চ সন্নিধিং। ৫৪॥
ন মে স্বাস্থ্যঞ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে রাধিকান্তিকে।
যত্র তিষ্ঠন্তি ভক্তাস্তে তত্র তিষ্ঠাম্যহর্নিশং। ৫৫॥
প্রাণেভ্যঃ প্রেয়সী রাধা স্থিতোরপি দিবানিশং।
যূয়ং প্রাণাধিকা লক্ষ্মী র্নমে ভক্তাৎ পরাস্ত্রয়ঃ। ৫৬॥
ভক্ত দত্তঞ্চ যদ্রব্যং ভক্ত্যাশ্নামি সুরেশ্বরাঃ।
অভক্ত দত্তং নাশ্নামি ধ্রুবং ভুঙ্ক্তে বলিঃ স্বয়ং। ৫৭॥
স্ত্রী পুত্র স্বজনাংস্ত্যক্ত ধ্যায়ন্তে মামহর্নিশং।
যুষ্মান্ বিহায়তান্নিত্যং স্মরাম্যহমহর্নিশং। ৫৮॥

আমার সুতীক্ষ্ণ ষোড়শার সুদর্শন নামক চক্রের তেজের ষোড়শাংশও সমস্ত জীবে বিদ্যমান নাই, সেই ঈপ্সিত সুদর্শন চক্র ভক্ত রক্ষার্থ সর্ব্বদা আমার ভক্ত নিকটে ভ্রমণ করিতেছে। তথাপি আমার প্রতীতি হয় না, এই জন্য আমি স্বয়ং ভক্ত নিকটে অবস্থান করিয়াথাকি।৫৩।৫৪।

আমি ভক্ত নিকটে বাস করিয়া যেরূপ প্রীতি লাভ করি, বৈকুণ্ঠ ধামে আমার সেরূপ স্বাস্থ্য লাভ হয় না এবং গোলোকধামে রাধিকার নিকটেও আমি সেরূপ প্রীতি লাভ করিতে পারি না এইজন্য দিবারাত্রি আমি ভক্ত নিকটে সদাসর্ব্বদা অবস্থান করি। ৫৫।

হে দেবগণ! কি দিনযামিনী আমার বক্ষঃস্থল বাসিনী প্রাণ প্রেয়সী শ্রীরাধা, কি প্রাণ প্রিয়া লক্ষ্মী, কি তোমরা, কেহই আমার ভক্ততুল্য প্রিয়রূপে গণ্য হইতে পারে না। ৫৬।

সুরগণ! আমি ভক্তের প্রদত্ত বস্তু সকল পরম প্রীতিযোগে ভোজন করি। অভক্তের দত্ত বস্তু কখনই ভোজন করিনা, অসুররাজ বলি স্বয়ং সেই অভক্ত দত্ত বস্তু সমস্ত ভোগ করিয়া থাকে। ৫৭॥

দ্বেষ্টা সদা মে ভক্তানাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি।
ক্রতূনাং দেবতানাঞ্চ হিংসাং কুর্ব্বন্তি নিশ্চিতং। ৫৯॥
তদাঽচিরং তে নশ্যন্তি যথা বহ্নৌ তৃণানিচ।
ন কোপি রক্ষিতা তেষাং ময়ি হন্তর্য্যুপস্থিতে। ৬০॥
যাস্যামি পৃথিবীং দেবা যাত যূয়ং স্বমালয়ং।
যূয়ং চৈবাংশরূপেণ শীঘ্রং গচ্ছত ভূতলং। ৬১॥
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো গোপানাহূয় গোপিকাং।
উবাচ মধুরং সত্যং বাক্যং তৎ সময়োচিতং। ৬২॥
গোপাগোপ্যশ্চ শৃণুত যাত নন্দ ব্রজং পরং।
বৃষভানু গৃহং ক্ষিপ্রং গচ্ছত্বমপি রাধিকে। ৬৩॥

আমার যে ভক্তবৃন্দ স্ত্রী,পুত্র ও স্বজনবর্গ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দিবানিশি আমার ধ্যান করে, আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া নিরন্তর তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকি॥ ৫৮॥

যাহারা আমার ভক্তগণের দ্বেষ এবং দেবতা, গো,ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞসমুদায়ের হিংসা করে; তাহারা, বহ্নিতে যেমন তৃণরাশি ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ অচিরেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। আমি যাহাদিগের বিনাশক, তাহাদিগের রক্ষা কর্ত্তা কেহই নাই। ৫৯। ৬০।

দেবগণ! এক্ষণে তোমারা স্ব স্ব ধামে প্রতিগমন কর। আমি ভূভার হরণার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব, তোমরাও অংশক্রমে মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিও॥ ৬১॥

এই বলিয়া জগৎপতি শ্রীপতি গোপ গোপীগণকে আহ্বান পূর্ব্বক সময়োচিত মধুর সারবাক্যে তাহাদিগকে কহিলেন, হে গোপ গোপীগণ! আমার বাক্য তোমাদিগের শ্রুতিগোচর হউক। তোমরা আমার বাক্যে ব্রজরাজ নন্দের ব্রজধামে জন্ম পরিগ্রহ কর। এইরূপ আজ্ঞা প্রদানের পর তিনি প্রাণাধিকা রাধিকাকেও এইরূপ কহিলেন, শ্রীমতী! তুমিও অবিলম্বে ব্রজধামে বৃষভানুর কন্যারূপে অবতীর্ণা হও। ৬২। ৬৩।

বৃষভানু প্রিয়া সাধ্বী নাম্না গোপী কলাবতী।
সুবলস্য সুতা সাচ কমলাংশ সমুদ্ভবা। ৬৪ ॥
পিতৃণাং মানসী কন্যা ধন্যা মান্যা চ যোষিতাং।
পুরা দুর্ব্বাসসঃ শাপাজ্জন্ম তস্যা ব্রজে গৃহে। ৬৫ ॥
তস্যাং লভস্ব ত্বং জন্ম শীঘ্রং নন্দ ব্রজং ব্রজ।
ত্বামহং বাল রূপেণ গৃহ্নামি কমলাননে। ৬৬ ॥
ত্বং মে প্রাণাধিকে রাধে তব প্রণাধিকোপ্যহং।
ন কিঞ্চিদাবয়োর্ভিন্ন মেকাঙ্গঃ সর্ব্ব দৈবহি। ৬৭ ॥
শ্রুত্বৈবং রাধিকা তত্র রুরোদ প্রেম বিহ্বলা।
পপৌ চক্ষুশ্চকোরাভ্যাং মুখ চন্দ্রং হরের্ম্মুনে। ৬৮ ॥
জন্মুর্লভত গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ পৃথিবীতলে।
গোপানামুত্তমানাঞ্চ মন্দিরে মন্দিরে শুভে। ৬৯ ॥

রাধে! সুবল কন্যা কলাবতী নাম্নী গোপিকা বৃষভানুর মহিষী। তিনি পরমা সাধ্বী। কমলার অংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। সেই যোষিদ্বরা ধন্যা মান্যা নারী পূর্ব্বে পিতৃগণের মানসী কন্যা ছিলেন, কেবল দুর্ব্বাসার অভিশাপে ব্রজমণ্ডলে তিনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। ৬৪। ৬৫।

কমলাননে! তুমি অবিলম্বে সেই কলাবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নন্দের ব্রজধামে অবতীর্ণা হও। আমি তথায় অবতীর্ণ হইয়া বালকরূপেই তোমাকে গ্রহণ করিব। ৬৬।

হে রাধে! তুমি আমার প্রাণাধিকা প্রিয়া, আমিও তোমার প্রাণাধিক প্রিয়। আমাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই। আমরা উভয়ে সর্ব্বদা একাঙ্গরূপে বিরাজিত রহিয়াছি। ৬৭।

শ্রীমতী রাধিকা হরির এই বাক্য শ্রবণ মাত্র প্রেম বিহ্বলা হইয়া তথায় রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার নয়নচকোর যুগল যেন সেই হরির বদন সুধাকরের সুধাপান করিতে লাগিল। ৬৮।

এইরূপ কহিয়া হরি গোপ গোপীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

এতস্মিন্নন্তরে সর্ব্বে দদৃশূ রথ মুত্তমং।
মণিরত্নেন্দ্র সারেণ হীরকেন পরিচ্ছদং। ৭০ ॥
শ্বেত চামর লক্ষেণ শোভিতং দর্পণাযুতৈঃ।
সূক্ষ্ম কাষায় বস্ত্রেণ বহ্নি শুদ্ধেন ভূষিতং। ৭১ ॥
সদ্রত্ন কলসানাঞ্চ সহস্রেণ সুশোভিতং।
পারিজাত প্রসূনানাং মালাজালৈ র্ব্বিরাজিতং। ৭২ ॥
পার্ষদ প্রবরৈ র্যুক্তং শত কুম্ভময়ং শুভং।
তেজঃ স্বরূপমতুলং শত সূর্য্য সমপ্রভং। ৭৩ ॥
তত্রস্থং পুরুষং শ্যামসুন্দরং কমনীয়কং।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধরং পীতাম্বরং পরং। ৭৪ ॥
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং বনমালা বিভূষিতং।

হে গোপ গোপীগণ! তোমরা ব্রজধামে উত্তম গোপমণ্ডলীর গৃহে গৃহে জন্ম পরিগ্রহ কর। ৬৯।

পরাৎপর পরমাত্মা হরি এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিতেছেন ইত্যবসরে তথায় এক মণিরত্নেন্দ্রসার ও হীরকে পরিমণ্ডিত উৎকৃষ্ট রথ সকলের দৃষ্টি গোচর হইল। ৭০।

তখন সকলেই দেখিতে পাইলেন, ঐ রথখানি লক্ষ শ্বেত চামর ও অযুত দর্পণে বিমণ্ডিত এবং বহ্নিশুদ্ধ সূক্ষ্ম কাষায় বসনে বিভূষিত রহিয়াছে ॥ ৭১ ॥

উহা উৎকৃষ্ট সহস্র রত্ন কলসে সুশোভিত এবং পারিজাত কুসুমমালায় বিরাজিত আছে। ৭২ ॥

উহা হিরণ্ময় সুদৃশ্য শত সূর্য্যসম প্রভ ও অতি উৎকৃষ্ট শত রত্নকুম্ভে সুশোভিত এবং অতুল তেজঃস্বরূপ। পরম পুরুষের পার্ষদ প্রবরগণে তাহাতে অধিরূঢ় রহিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

সেই রথে শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধর পীতাম্বরধারী কমনীয়মূর্ত্তি শ্যাম সুন্দর, পরাৎপর পরমাত্মা নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন ॥ ৭৪ ॥

চন্দনাগুরু কস্তূরী কুঙ্কুমদ্রব চর্চ্চিতং। ৭৫ ॥
চতুর্ভুজং স্মেরবক্তুং ভক্তানুগ্রহ কাতরং।
মণি রত্নেন্দ্র সারাণাং সার ভূষণ ভূষিতং। ৭৬ ॥
দেবীং তদ্বামতো রম্যাং শুক্লবর্ণাং মনোহরাং।
বেণু বীণা গ্রন্থ হস্তাং ভক্তানুগ্রহ কাতরাং।
বিদ্যাধিষ্ঠাতৃ দেবীঞ্চ জ্ঞানরূপাং সরস্বতীং। ৭৭ ॥
অপরাং দক্ষিণে রম্যাং শরচ্চন্দ্র সমপ্রভাং।
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভাং সস্মিতাং সুমনোহরাং। ৭৮ ॥
সদ্রত্ন কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ সুকপোল বিরাজিতাং।
অমূল্য রত্ন খচিতা মূল্য বস্ত্রেণ ভূষিতাং। ৭৯ ॥
অমুল্য রত্ন কেয়ূর কর কঙ্কণ শোভিতাং।
সদ্রত্ন সার মঞ্জীর কল শব্দ সমন্বিতাং। ৮০ ॥

তাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডলদ্বয় ও গলদেশে বনমালা শোভা পাইতেছে এবং তিনি অগুরুচন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রবে সর্ব্বাঙ্গে চর্চ্চিত রহিয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

তিনি মণি রত্নেন্দ্রসারের সার ভূষণে বিভূষিত ও ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া চতুর্ভুজরূপে সহাস্য বদনে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৭৬ ॥

তাঁহার বামভাগে ভক্তানুগ্রহ কাতরা মনোজ্ঞরূপিণী শুক্লবর্ণা বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানরূপা সরস্বতী দেবী স্বীয় করে বেণুবীণা ও গ্রন্থ ধারণ পূর্ব্বক উপবিষ্টা রহিয়াছেন ॥ ৭৭ ॥

আর তাঁহার দক্ষিণভাগে শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্না তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা সুমনোহরা কমলা দেবী সহাস্য বদনে অবস্থান করিতেছেন ॥৭৮॥

তাঁহার শ্রুতিযুগলে উৎকৃষ্ট রত্নকুণ্ডলদ্বয় লম্বিত থাকাতে তাঁহার কপোলদেশের অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত হইতেছে, এবং তিনি অমূল্য রত্ন খচিত অমূল্য বসনে বিভূষিতা রহিয়াছেন ॥ ৭৯ ॥

পারিজাত প্রসূনানাং মালা বক্ষঃস্থলোজ্জ্বলাং।
প্রফুল্ল মালতীমালা সংযুক্ত কবরীং শুভাং। ৮১ ॥
শরচ্চন্দ্র প্রভামুষ্ট মুখচারু বিভূষিতাং। ৮২ ॥
কস্তূরী বিন্দু সংযুক্ত সিন্দূর তিলকান্বিতাং।
সুচারু কজ্জলাশক্ত শরৎ পঙ্কজ লোচনাং। ৮৩ ॥
সহস্রদল সংযুক্ত লীলা কমল সংযুতাং।
নারায়ণঞ্চ পশ্যন্তং পশ্যন্তীং বক্র চক্ষুষা। ৮৪।
অবরুহ্য রথাত্তূর্ণং সস্ত্রীকঃ সহ পার্ষদঃ।
জগাম চ সভাং রম্যাং গোপ গোপী সমন্বিতাং। ৮৫ ॥
দেবা গোপশ্চ গোপ্যশ্চোত্তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ো মুদা।
সামবেদোক্ত স্তোত্রেণ কৃতেনচ সুরর্ষিভিঃ। ৮৬ ॥

উঁহার করে রত্নকেয়ূর ও রত্নকঙ্কণ সুশোভিত এবং চরণযুগলে কলধ্বনিপূর্ণ উৎকৃষ্ট রত্নমঞ্জীর শব্দায়মান হইতেছে ॥ ৮০ ॥

পারিজাত কুসুমের মালা তাঁহার বক্ষঃস্থলে সমুজ্জ্বল করিয়াছে এবং তাঁহার মস্তকে কবরীভার বিন্যস্ত ও তাহাতে প্রফুল্ল মালতীমালা শোভমান হইতেছে ॥ ৮১ ॥

তাঁহার সুচারু মুখমণ্ডল শারদীয় চন্দ্রের প্রভাকে তিরস্কৃত করিতেছে এবং ভালদেশে কস্তূরী বিন্দুযুক্ত সিন্দূর তিলক ও শারদীয় পঙ্কজবৎ লোচন যুগলে সুচারু কজ্জলরেখা শোভা পাইতেছে ॥ ৮২। ৮৩ ॥

তিনি সহস্র দলযুক্ত লীলা কমলে বিরাজিতা হইয়া বক্রনয়নে পরাৎপর নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং সেই নারায়ণও সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার রূপমাধুরী দর্শন করিতেছেন ॥ ৮৪ ॥

এইরূপে নারায়ণ পত্নী ও পারর্ষদগণে পরিবৃত হইয়া সত্বর রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক গোপ গোপীসমন্বিত রমণীয় সভামধ্যে আহ্লাদিত মনে গমন করিলেন। ৮৫।

তখন দেব ও গোপ গোপীগণ সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরমানন্দিত

গত্বা নারায়ণো দেবো বিলীনঃ কৃষ্ণ বিগ্রহে।
দৃষ্টাচ পরমাশ্চর্য্যং তে সর্ব্বে বিস্ময়ং যযুঃ। ৮৭।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র শাত কুম্ভ ময়াদ্রথাৎ।
অবরুহ্য স্বয়ং বিষ্ণুঃ পাতাচ জগতাং পতিঃ। ৮৮।
আজগাম চতুর্ব্বাহুঃ বনমালা বিভূষিতঃ।
পীতাম্বর ধরঃ শ্রীমান্ সস্মিতঃ সুমনোহরঃ।
সর্ব্বালঙ্কার শোভাঢ্যঃ সূর্য্য কোটি সমপ্রভঃ। ৮৯।
উত্তস্থু স্তেচ তং দৃষ্টাতুষ্টুবুঃ প্রণতা মুনে।
সচাপি লীন স্তত্রৈব রাধিকেশ্বর বিগ্রহে। ৯০ ॥
তে দৃষ্টা মহদাশ্চর্য্যং বিস্ময়ং পরমং যযুঃ।
সংবিলীনে হরেরঙ্গে শ্বেতদ্বীপ নিবাসিনঃ। ৯১ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তূর্ণ মাজগাম ত্বরান্বিতঃ।

হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবর্ষিগণ কৃত সামবেদোক্ত স্তোত্রে তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

তৎকালে সেই নারায়ণদেব কৃষ্ণ বিগ্রহে বিলীন হইলেন। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে তত্রত্য সকলেই বিস্মিত হইলেন ॥ ৮৭ ॥

অতঃপর তাঁহারা দেখিলেন, জগৎপতি বিশ্বপালক পীতাম্বরধারী চতুর্ব্বাহু ভগবান্ শ্বেতদ্বীপ নিবাসী স্বয়ং বিষ্ণু কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ও সর্ব্বালঙ্কার বনমালায় বিভূষিত হইয়া স্বর্ণ রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক মনোহর বেশে সহাস্য বদনে সমাগত হইলেন ॥ ৮৮। ৮৯ ॥

তদ্দর্শনে তাঁহারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি সেই রাধাকান্ত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহে তাঁহারও লয় হইল ॥ ৯০ ॥

এইরূপ শ্বেতদ্বীপনিবাসী ভগবান্ বিষ্ণু কৃষ্ণদেহে বিলীন হইলেন। তখন এই মহদাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলের বিস্ময় উপস্থিত হইল ॥ ৯১ ॥

শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশো নাম্না শঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ শত সূর্য্য সমপ্রভঃ। ৯২।
আগতং তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা তং বিষ্ণুবিগ্রহং।
সচাগত্য নতস্কন্ধ তুষ্টাব রাধিকেশ্বরং।
সহস্র মূর্দ্ধা ভক্ত্যাচ প্রণনামচ নারদ। ৯৩।
আবাঞ্চ ধর্ম্ম পুত্রৌদ্বৌ নরনারায়ণাভিধৌ।।
লীনোহহং কৃষ্ণ পাদাব্জে বভূব ফাল্গুনোবরঃ। ৯৪॥
ব্রহ্মেশ শেষ ধর্ম্মশ্চ তস্থুরেকত্র তত্রবৈ। ৯৫।
এতস্মিন্নন্তরে দেবা দদৃশূ রথ মুত্তমং।
স্বর্ণ সার বিকারঞ্চ নানা রত্ন পরিচ্ছদং। ৯৬।
মণীন্দ্রসার সংযুক্তং বহ্নিশুদ্ধাংশুকান্বিতং।
শ্বেত চামর সংযুক্তং ভূষিতং দর্পণাযুতৈঃ। ৯৭।

ঐ সময়ে শতসূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশ সহস্রশীর্ষা ভগবান্ শঙ্কর্ষণ ত্বরান্বিত হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ৯২॥

তৎকালে দেবগণ সেই বিষ্ণুরূপী অনন্তদেবকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার স্তব করিলেন এবং তিনিও তথায় সহস্র মস্তক নত করিয়া ভক্তিযোগে রাধাকান্ত পরাৎপর কৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৯৩।

হে নারদ! অতঃপর আমরা উভয়ে ধর্ম্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া ভক্তিযোগে তাঁহাকে প্রণাম ও স্তব করিয়াছিলাম। প্রথমে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে লীন থাকি তৎপরে অর্জ্জুন রূপে আমার আবির্ভাব হয়। আমাদের প্রণতিকালে সেই সভামধ্যে ব্রহ্মা শঙ্কর, অনন্ত ও ধর্ম্ম একত্র সমবেত হইয়া অবস্থিত ছিলেন ॥ ৯৪। ৯৫॥

ঐ সময়ে তথায় নানারত্ন খচিত স্বর্ণসার নির্ম্মিত এক অনুত্তম রথ দেবগণের নয়নপথে নিপতিত হইল ॥ ৯৬॥

তাঁহারা দেখিলেন ঐ রথ বহ্নিশুদ্ধ বসনে সমাচ্ছাদিত ও মণিন্দ্রসারে

সদ্রত্নসার কলস সমূহেন বিরাজিতং।
পারিজাত প্রসূনানাং মালাজালৈঃ সুশোভিতং। ৯৮।
সহস্র চক্র সংযুক্তং মনোযায়ি মনোরমং।
গ্রীষ্ম মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড প্রভামোষকরং পরং। ৯৯॥
মুক্তামাণিক্য বজ্রানাং সমূহেন সমুজ্জ্বলং।
চিত্র পুত্তলিকা পুষ্প সরঃ কানন চিত্রিতং। ১১০॥
দেবানাং দানবানাঞ্চ রথানাং প্রবরং মুনে।
যত্নেন শঙ্কর প্রীত্যা নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা। ১০১॥
পঞ্চাশদ্‌যোজনোর্দ্ধঞ্চ চতুর্যোজন বিস্তৃতং।
রতি তল্প সমাযুক্তৈঃ শোভিতং শত মন্দিরৈঃ। ১০২॥
তত্রস্থাং দদৃশুর্দ্দেবীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাং।
প্রদগ্ধ স্বর্ণ সারাণাং প্রভামোষ করদ্যুতিং।

বিমণ্ডিত রহিয়াছে এবং উহাতে অযুত দর্পণ ও শ্বেতচামর সমুদায় শোভা পাইতেছে ॥ ৯৭ ॥

উহা পারিজাত কুসুমমালা সমূহে সুশোভিত আছে এবং উহার স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট রত্নসার বিনির্ম্মিত কলস সকল সজ্জিত রহিয়াছে ॥ ৯৮ ॥

ঐ রথ সহস্র চক্রযুক্ত মনোরম ও মনের ন্যায় বেগবান্। উহার জ্যোতিঃ গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডের কিরণকেও সর্ব্বতোভাবে তিরস্কৃত করিতেছে ॥ ৯৯ ॥

উহা মুক্তা মাণিক্য ও বজ্র সমূহে খচিত থাকাতে সমুজ্জ্বল হইয়াছে, এবং উহার স্থানে স্থানে চিত্র পুত্তলিকা, পুষ্প, সরোবর ও কানন চিত্রিত রহিয়াছে ॥ ১০০ ॥

উহা দেব ও দানবগণের রথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিশ্বকর্ম্মা ভগবান্ শঙ্করের প্রীতির জন্য যত্ন পূর্ব্বক উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১০১।

উহার ঊর্দ্ধভাগের পরিমাণ পঞ্চাশৎ যোজন ও বিস্তার চারি যোজন। ঐ রথ রতিশয্যা সমন্বিত শত মন্দিরে শোভমান হইতেছে। ১০২।

তেজঃ স্বরূপ মতুলাং মুল প্রকৃতি মীশ্বরীং। ১০৩॥
সহস্র ভুজ সংযুক্তাং নানায়ুধ সমন্বিতাং।
ঈষদ্ধাস্থ প্রসন্নাস্যাং ভক্তানুগ্রহ কাতরাং। ১০৪॥
গণ্ডস্থল কপোলাভ্যাং সদ্রত্ন কুণ্ডলোজ্জ্বলাং।
রত্নেন্দ্রসার রচিতক্বণন্মঞ্জীর রঞ্জিতাং। ১০৫॥
মণীন্দ্র মেখলাযুক্ত মধ্যদেশ শুশোভনাং।
সদ্রত্নসার কেয়ূর কর কঙ্কণ ভূষিতাং। ১০৬।
মন্দার পুষ্পমালাভিরুরঃস্থল সমুজ্জ্বলাং।
নিতম্ব কঠিন শ্রোণি পীনোন্নত কুচালতাং। ১০৭॥
শরৎ সুধাকরাভাস বিনিন্দাস্য মনোহরাং।

তৎপরে দেবগণ দেখিলেন, সেই রথের উপরিভাগে তেজঃ স্বরূপা নিরুপমা ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি দেবী নানালঙ্কারে বিভুষিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তৎকালে তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ প্রতপ্ত স্বর্ণ প্রভাকেও তিরস্কৃত করিতেছে॥ ১০৩॥

তিনি সহস্র ভুজ সমন্বিতা। সেই ভুজ সমুদায়ে বিবিধ অস্ত্র শোভমান, এবং তাঁহার মুখমণ্ডল সুপ্রসন্ন আবার তাহাতে ঈষৎ হাস্য বিকাশিত হইতেছে। সেরূপ দেখিলে জ্ঞান হয় তিনি ভক্তজনের প্রতি কৃপাবিতরণে ব্যগ্রচিত্তা রহিয়াছেন॥ ১০৪॥

তাঁহার শ্রুতিযুগলে কুণ্ডলদ্বয় লম্বিত থাকাতে তাঁহার গণ্ডস্থল ও কপোলদেশের প্রতিভা প্রকাশিত হইতেছে এবং তিনি রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মিত ধ্বনিত মঞ্জীর ভুষণে রঞ্জিতা রহিয়াছেন॥ ১০৫॥

তাঁহার মধ্যদেশে মণীন্দ্র বিনির্ম্মিত মেখলা এবং তাঁহার কর সমুদায়ে উৎকৃষ্ট রত্নসার নির্ম্মিত কেয়ূর ও কঙ্কণ শোভমান হইতেছে॥ ১০৬॥

তাঁহার বক্ষঃস্থল মন্দার কুসুমমালায় দীপ্যমান হইতেছে, আর তিনি পৃথুনিতম্ব, কঠিন শ্রোণি এবং পীন ও উন্নত স্তনভারে সর্ব্বদা অবনতা হইয়া রহিয়াছেন॥ ১০৭॥

কজ্জলোজ্জ্বল রেখাক্ত শরৎ পঙ্কজ লোচনাং। ১০৮ ॥
চন্দনাগুরুকস্তুরী চিত্র পত্রক ভূষিতাং।
নবীন বন্ধুবীজাভা মোষ্ঠাধর সুশোভিতাং। ১০৯ ॥
মুক্তাপংক্তি প্রভামুষ্ট দন্তরাজি বিরাজিতাং।
প্রফুল্ল মালতীমালা সংসক্ত কবরী বরাং। ১১০ ॥
পক্ষীন্দ্র চঞ্চু নাসাগ্রে গজেন্দ্র মৌক্তিকান্বিতাং। ১১১ ॥
বহ্নি শুদ্ধাংশুকাসার জ্বলিতেন সমুজ্জ্বলাং।
সিংহপৃষ্ঠ সমারূঢ়াং সুতাভ্যাং সহিতাং মুদা। ১১২ ॥
অবরুহ্য রথাত্তূর্ণং শ্রীকৃষ্ণং প্রণনামচ।
সুতাভ্যাং সহসা দেবী সমুবাস বরাননে। ১১৩ ॥

তাঁহার শারদীয় সুধাকর কান্তি বিনিন্দিত মুখমণ্ডল শোভিত এবং তাঁহার শরৎকালীন পঙ্কজের ন্যায় নয়নযুগলে সমুজ্জ্বল কজ্জলরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে ॥ ১০৮ ॥

তিনি অগুরুচন্দন কস্তূরী ও চিত্রপত্রকে বিভূষিতা রহিয়াছেন, এবং তাঁহার নবীন বন্ধুজীব কুসুমের প্রভা বিনিন্দিত ওষ্ঠাধর শোভমান হইতেছে ॥ ১০৯ ॥

তাঁহার মুক্তাপংক্তির প্রভা বিনিন্দিত দশন শ্রেণী বিরাজিত আছে এবং তাঁহার মস্তকে কবরীভার সংবদ্ধ ও তাহাতে প্রফুল্ল মালতীমালা বিন্যস্ত রহিয়াছে ॥ ১১০ ॥

তাঁহার খগেন্দ্র চঞ্চু বিনিন্দিত নাসিকার অগ্রভাগে গজেন্দ্রমুক্তা লম্বমান আছে এবং তিনি বহ্নিশুদ্ধ চাক্‌চিক্যময় বসন পরিধান পূর্ব্বক পুত্র দ্বয়ের সহিত পরমানন্দে সিংহপৃষ্ঠে সমাসীনা হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছেন ॥ ১১১। ১১২ ॥

সেই দেবী পুত্রদ্বয়ের সহিত সহসা রথ হইতে সত্বর অবতীর্ণা হইয়া সেই পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন ॥ ১১৩ ॥

গণেশঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ নত্বা কৃষ্ণং পরাৎপরং।
ননাম শঙ্করং ধর্ম্ম মনন্তং কমলোদ্ভবং। ১১৪ ॥
উত্তস্থুরাস্ত্যেদেবা দৃষ্ট্বা তৌ ত্রিদশেশ্বরৌ।
আশীষঞ্চ দদুর্দ্দেবা বাসয়ামাসু সন্নিধৌ।
তাভ্যাং সহসদালাপং চক্রুর্দ্দেবা মুদান্বিতাঃ। ১১৫ ॥
তস্থুর্দ্দেবাঃ সভা মধ্যে দেবীচ পুরতো হরেঃ।
গোপাগোপ্যশ্চ বহুশো বভূবুর্ব্বিস্ময়াকুলাঃ। ১১৬ ॥
উবাচ কমলাং কৃষ্ণঃ স্মেরানন সরোরুহঃ।
ত্বং গচ্ছ ভীষ্মক গৃহং নানা রত্ন সমন্বিতং। ১১৭ ॥
বৈদর্ভ্যা উদরে জন্ম লভ দেবি সনাতনি।
তব পাণিং গ্রহীষ্যামি গত্বাহং কুণ্ডিনং সতি। ১১৮ ॥
তাদেব্যঃ পার্ব্বতীং দৃষ্ট্বা সমুত্থাপ্য ত্বরান্বিতাঃ।

তখন সেই দেবীর পুত্র গণপতি ও কার্ত্তিকেয় উভয়ে পরমাত্মা কৃষ্ণের চরণে প্রণত হইয়া যথাক্রমে শঙ্কর ধর্ম্ম অনন্ত ও কমলযোনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। ১১৪।

সেই ত্রিদশেশ্বর গণেশ ও কার্ত্তিকেয় সমাগত হইলে দেবগণ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিকটে উপবেশন করাইয়া পরমানন্দে তাঁহাদিগের সহিত শিষ্টালাপ করিলেন। ১১৫।

পরে সেই দেবী ও দেবগণ সভামধ্যে পরাৎপর পরমাত্মা হরির পুরোভাগে অবস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে গোপ ও গোপীগণের পরম বিস্ময় উপস্থিত হইল। ১১৬ ॥

তখন পরমাত্মা কৃষ্ণ মুখকমলে মধুর হাস্য বিকাশ করিয়া কমলাদেবীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! তুমি বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মক রাজার নানারত্ন বিমণ্ডিত গৃহে অবতীর্ণ হও। ১১৭।

সনাতনি! তুমি বিদর্ভরাজপত্নীর উদরে জন্ম পরিগ্রহ কর। সতি! আমি তথায় উপনীত হইয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিব ॥ ১১৮ ॥

রত্ন সিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাসুরীশ্বরীং। ১১৯ ॥
বিপ্রেন্দ্র পার্ব্বতী লক্ষ্মী র্ব্বাগধিষ্ঠাতৃ দেবতা।
তস্থুরেকাসনে তত্র সংভাষ্যচ যথোচিতং। ১২০ ॥
তাশ্চ সংভাষয়ামাসুঃ সংপ্রীত্যা গোপকন্যকাঃ।
ঊষু র্গোপালিকাঃ কাশ্চিন্মু দাতা সাঞ্চ সন্নিধৌ। ১২১ ॥
শ্রীকৃষ্ণঃ পার্ব্বতীং তত্র সমুবাচ জগৎপতিঃ।
দেবিত্বমংশ রূপেণ ব্রজ নন্দ ব্রজং শুভে। ১২২ ॥
উদরে চ যশোদায়াঃ কন্যানি নন্দ রেতসা।
লভ জন্ম মহামায়ে সৃষ্টি সংহার কারিণি। ১২৩ ॥
গ্রামে গ্রামে চ পূজাং তে কারয়িষ্যামি ভূতলে।
কাংস্নে মহীতলে ভক্ত্যা নগরে নগরেষু চ। ১২৪ ॥
ত্বাং তত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবীং পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
দ্রব্যৈ র্নানা বিধৈ র্দ্দিব্যৈবলিভিশ্চ মুদান্বিতাঃ। ১২৫ ॥

তৎকালে সেই সভামধ্যস্থা দেবীগণ সুরেশ্বরী পার্ব্বতীকে দর্শন পূর্ব্বক সত্বর সমুত্থাপিত করিয়া রমণীয় রত্নসিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন ॥ ১১৯ ॥

পরে পার্ব্বতী, লক্ষ্মী ও বাগ্দেবতা সরস্বতী পরস্পর যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া একাসনে উপবিষ্টা হইলেন ॥ ১২০ ॥

তখন গোপিকাগণ প্রীতি পূর্ণহৃদয়ে তাঁহাদিগের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলে এবং গোপদারিকাগণও পরমানন্দে তাঁহাদিগের সহিত মধুরালাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১২১ ॥

ঐ সময়ে জগৎপতি পরমাত্মা কৃষ্ণ পার্ব্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! তুমি ব্রজরাজ নন্দের ব্রজধামে স্বীয় অংশে অবতীর্ণা হও। ১২২।

হে কল্যাণি! সৃষ্টিসংহার কারিণি মহামায়ে! তুমি নন্দের ঔরসে ও যশোদার গর্ব্ভে জন্ম পরিগ্রহ কর ॥ ১২৩ ॥

হে দেবি! আমি ভূতলে গ্রামে গ্রামে তোমার পূজাবিধান করাইব

ত্বয়ি ভূ স্পর্শ মাত্রেণ সূতিকা মন্দিরা শিবে।
পিতামাং তত্র সংস্থাপ্য ত্বা মাদায় গমিষ্যতি। ১২৬ ॥
কংস দর্শন মাত্রেণ গমিষ্যসি শিবান্তিকং।
ভারাবতারণং কৃত্বা গমিষ্যামি স্বমাশ্রমং। ১২৭ ॥
ইত্যুক্তা শ্রীহরি স্তর্ণ মুবাচ চ ষড়াননং।
অংশ রূপেণ বৎস ত্বং গমিষ্যসি মহীতলং। ১২৮ ॥
জাম্ববত্যাশ্চ গর্ভেচ লভ জন্ম সুরেশ্বর।
অংশেন দেবতাঃ সর্ব্বা গচ্ছন্তু ধরণীতলং।
ভারহারং করিষ্যামি বসুধাযাশ্চ নিশ্চিতং। ১২৯ ॥
ইত্যুক্তা রাধিকানাথ স্তস্থৌ সিংহাসনে বরে।
তস্থুর্দ্দেবাশ্চ দেব্যশ্চ গোপাগোপ্যশ্চ নারদ। ১৩০ ॥

তুমি মর্ত্ত্যলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে অবতীর্ণা হইলে নিখিল ভূমণ্ডলে নগরে নগরে মানবগণ পরম ভক্তিযোগে পরমানন্দে বিবিধ উপহারে তোমার পূজা করিবে ॥ ১২৪। ১২৫ ॥

হে শিবে! তুমি ভূতলে জন্ম গ্রহণ মাত্র আমার পিতা বসুদেব আমাকে সেই সূতিকাগৃহে স্থাপন ও তোমাকে তথা হইতে গ্রহণ করিয়া প্রতিগমন করিবেন ॥ ১২৬ ॥

তুমি দুরাশয় কংসকে দর্শনমাত্র দেবাদিদেব মহাদেব আশুতোষ-নিকটে গমন করিবে। পরে আমিও ভূভার হরণ করিয়া স্বধামে পুনরাগমন করিব ॥ ১২৭ ॥

শ্রীহরি পার্ব্বতী দেবিকে এইরূপ কহিয়া ষড়াননকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি স্বীয় অংশে মর্ত্তালোকে অবতীর্ণ হইয়া জাম্ববতীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ কর। এই বলিয়া তিনি দেবগণকেও সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুরগণ! তোমরাও অংশক্রমে ধরণীতলে অবতীর্ণ হও, আমি নিশ্চয় পৃথিবীর ভারহরণ করিব ॥ ১২৮। ১২৯ ॥

রাধাকান্ত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া সুরম্য সিংহাসনে উপবিষ্ট

এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সমুত্তস্থৌ হরেঃ পুরঃ।
পুটাঞ্জলি র্জগন্নাথ মুবাচ বিনয়ান্বিতঃ। ১৩১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অবধানং কুরু বিভো কিঙ্করস্য নিবেদনে।
আজ্ঞাং কুরু মহাভাগ কস্য কুত্র স্থলং ভুবি। ১৩২ ॥
ভর্ত্তা পাতোদ্ধার কর্ত্তা সেবকানাং প্রভুঃ সদা।
স ভৃত্যঃ সর্ব্বদা ভক্ত ঈশ্বরাজ্ঞাং করোতি যঃ। ১৩৩ ॥
কে দেবাঃ কেন রূপেণ দেব্যশ্চ কলয়া কয়া।
কুত্র কস্যাভিধেয়ঞ্চ বিষয়ঞ্চ মহীতলে। ১৩৪ ॥
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জগৎপতিঃ।
যস্য যত্রাবকাশঞ্চ কথয়ামি বিধানতঃ। ১৩৫ ॥

হইলেন, এবং দেবদেবী ও গোপ গোপীগণও তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৩০ ॥

ঐ সময়ে লোক পিতামহ ব্রহ্মা বিনীতভাবে হরির নিকট দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আমি আপনার কিঙ্কর। ঐই দাসের নিবেদন এই যে ভূমণ্ডলে কে কোন্ স্থানে জন্ম গ্রহণ করিবেন তাহা আজ্ঞা করুন ॥ ১৩১। ১৩২ ॥

যে প্রভু ভৃত্যগণের ভরণ ও পালন করেন এবং বিপদে উদ্ধার কর্ত্তা হন তিনি প্রভুপদবাচ্য এবং যে ভৃত্য সর্ব্বদা প্রভুর আজ্ঞাপালনে আসক্ত থাকে সেই ভৃত্যপদ বাচ্য হইয়া থাকে। ১৩৩।

বিভো! কোন্ কোন্ দেব ও কোন্ কোন্ দেবীগণ ভূমণ্ডলের কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কি কি নামে বিখ্যাত হইবেন তাহা আজ্ঞা করুন। ১৩৪ ॥

তখন জগৎপতি কৃষ্ণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে যে দেবদেবী যে যে স্থানে যেরূপে অবতীর্ণ হইবেন তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ১৩৫।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কামদেবো রৌক্মিণেয়ো রতী মায়াবতী সতী।
শম্বরস্য গৃহে যাচ ছায়া রূপেণ সংস্থিতা। ১৩৬॥
ত্বং তস্য পুত্রো ভবিতা নাম্নানিরুদ্ধ এবচ।
ভারতী শোনিত পুরে বাণ পুত্রী ভবিষ্যতি। ১৩৭॥
অনন্তো দৈবকী গর্ভা দ্রোহিণেয়ো জগৎপতিঃ।
মায়য়া গর্ভ সঙ্কর্ষা নাম্না সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ। ১৩৮॥
কালিন্দী সূর্য্য তনয়া গঙ্গাংশেন মহীতলে।
অর্দ্ধাংশে নৈব তুলসী লক্ষ্মণা রাজ কন্যকা। ১৩৯॥
সাবিত্রী বেদমাতা চ নাম্না লগ্নজিতা সতী।
বসুন্ধরা সত্যভামা শৈব্যা দেবী সরস্বতী। ১৪০॥
রোহিণী মিত্রবিন্দাচ ভবিতা রাজ কন্যকা।

কামদেব রুক্মিণী দেবীর গর্ভে প্রদ্যুম্নরূপে অবতীর্ণ হইবে। রতি শম্বরাসুর গৃহে ছায়ারূপে মায়াবতী নাম ধারণ করিয়া অবস্থিতা হইবে, তুমিও সেই মায়াবতীর পুত্র অনিরুদ্ধরূপে সমুৎপন্ন হইবে, এবং ভারতী দেবীও শোনিতপুরে বাণ রাজার কন্যা উষারূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন। ১৩৬। ১৩৭।

অনন্তদেব প্রথমে দেবকীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। তৎপরে যোগমায়া সেই দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে রোহিণীর গর্ভে সংস্থাপন করিবেন, তাহাতে তিনি সঙ্কর্ষণ নামে জগৎ মধ্যে বিখ্যাত হইবেন। ১৩৮।

গঙ্গাদেবী অংশক্রমে মহীতলে সূর্য্যতনয়া কালিন্দীরূপে অবতীর্ণা হইবেন, আর তুলসী অর্দ্ধাংশে রাজকন্যা লক্ষ্মণারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। ১৩৯।

বেদমাতা সাবিত্রী নাগ্নজিতীরূপে, বসুন্ধরা সত্যভামারূপে ও সরস্বতী দেবী শৈব্যারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। ১৪০।

সূর্য্য পত্নী রত্নমালা কলয়া চ জগৎগুরোঃ। ১৪১ ॥
স্বাহাংশেন সুশীলা চ রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়োনব।
দুর্গার্দ্ধাংসা জাম্ববতী মহিষীণাং দশস্মৃতাঃ। ১৪২ ॥
অর্দ্ধাংশেন শৈল পুত্রী যাতু জাম্ববতো গৃহং।
কৈলাসে শঙ্করাজ্ঞাচ বভুব পার্ব্বতীং প্রতি। ১৪৩ ॥
কৈলাস গামিনং বিষ্ণুং শ্বেতদ্বীপ নিবাসিনং।
আলিঙ্গনং দেহি কান্তে নাস্তি দোষো মমাজ্ঞয়া। ১৪৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

কথং শিবাজ্ঞা তাং দেবীং বভূব রাধিকাপতে।
বিষ্ণোঃ সম্ভাষণে পূর্ব্বং শ্বেতদ্বীপ নিবাসিনং। ১৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

পুরা গণেশং দ্রষ্টুঞ্চ প্রজগ্মুঃ সর্ব্ব দেবতাঃ।
শ্বেতদ্বীপাৎ স্বয়ং বিষ্ণুর্জ্জগাম শঙ্কর স্তবাৎ। ১৪৬ ॥

রোহিণী রাজ কন্যা মিত্রবিন্দারূপে সূর্য্যপত্নী রত্নমালারূপে অগ্নি পত্নী স্বাহা অংশক্রমে সুশীলারূপে এবং দুর্গাদেবী অংশক্রমে জাম্ববতীরূপে অবতীর্ণা হইবেন। এই আমি দশ প্রধানা মহিষীর ভাবী জন্ম বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ১৪১। ১৪২।

কৈলাসধামে ভগবান্ শঙ্করও পার্ব্বতীর প্রতি এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, দেবি! তুমি অর্দ্ধাংশে জাম্বুবান গৃহে জাম্ববতীরূপে জন্ম গ্রহণ কর। ১৪৩।

আরও তিনি শৈলপুত্রীকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, কান্তে! তুমি শ্বেতদ্বীপনিবাসী বিষ্ণুকে কৈলাসধামে সমাগত হইলে আলিঙ্গন প্রদান কর। তজ্জন্য আমার আজ্ঞাক্রমে তোমাতে দোষস্পর্শ হইবে না। ১৪৪।

পরমাত্মা কৃষ্ণ এইরূপ কহিলে, সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাধাবল্লভ! পূর্ব্বে শ্বেতদ্বীপনিবাসী বিষ্ণু কৈলাসধামে আগমন করিলে, দেবাদিদেব মহাদেব আশুতোষ প্রিয়তমা

দৃষ্টা গণেশং মুদিতঃ সমুবাস সুখাসনে।
সুখেন দদৃশুঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্য মোহনং বপুঃ। ১৪৭ ॥
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং পীতাম্বর ধরং বরং।
সুন্দরং শ্যামরূপঞ্চ নব যৌবন সংযুতং। ১৪৮ ॥
চন্দনাগুরুকস্তূরী কুঙ্কুমদ্রব সংযুতং।
রত্নালঙ্কার শোভাঢ্যং স্মেরানন সরোরুহং। ১৪৯ ॥
রত্ন সিংহাসনস্থঞ্চ পার্ষদৈঃ পরিবেষ্টিতং।
বন্দিতেন সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ শিবেন পূজিতং স্তুতং। ১৫০ ॥
তং দৃষ্টা পার্ব্বতী বিষ্ণুং প্রসন্নবদনেক্ষণা।
মুখমাচ্ছাদনঞ্চক্রে বাসসা ব্রীড়য়া সতী। ১৫১ ॥

পার্ব্বতীকে তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে কিজন্য আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১৪৫।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, বিধে! পূর্ব্বে দেবগণ সকলে গণেশের দর্শনার্থ কৈলাসধামে উপনীত হন। তৎকালে ভগবান্ বিষ্ণুও শঙ্করস্তবে স্বয়ং শ্বেতদ্বীপ হইতে তথায় আগমন করিয়াছিলেন। ১৪৬।

তখন সেই ভগবান্ বিষ্ণু গণেশকে দর্শন করিয়া প্রীতমনে সুখাসনে সমাসীন হইলে দেবগণ পরমানন্দে তাঁহার সেই ত্রৈলোক্য মোহন মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। ১৪৭।

তাঁহারা দেখিলেন নব যৌবন সম্পন্ন শ্যামসুন্দর ভগবান্ বিষ্ণু পীতাম্বর ধারী ও কিরীট কুণ্ডলে বিভূষিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ১৪৮ ॥

তাঁহার অঙ্গ সমুদায় অগুরুচন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রবে সংসিক্ত ও বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিমণ্ডিত রহিয়াছে এবং তাঁহার মুখকমলে মধুর হাস্য বিকাশিত হইতেছে। ১৪৯।

তিনি পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং সুরসেব বন্দিত শঙ্কর তাঁহার পূজা ও স্তব করিতেছেন। ১৫০।

তৎকালে সেই পরম সুন্দর বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া হরপ্রিয়া পার্ব্বতী দেবীর মুখমণ্ডল প্রসন্ন ও নয়নযুগল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন তিনি

অতীব সুন্দরং রূপং দর্শং দর্শং পুনঃ পুনঃ।
মুখমাচ্ছাদ্য দদর্শ নিমেষ রহিতা সতী। ১৫২ ॥
পরমাদ্ভুত বেশঞ্চ সস্মিতা বক্র চক্ষুষা।
সুখ সাগর সংমগ্না বভূব পুলকাঞ্চিতা। ১৫৩ ॥
ক্ষণং দদর্শ পঞ্চাস্যং শুভ্রবর্ণং ত্রিলোচনং।
ত্রিশূল পট্টিশ ধরং কন্দর্প কোটি সুন্দরং। ১৫৪ ॥
ক্ষণং দদর্শ শ্যামস্তমেকাস্যঞ্চ দ্বিলোচনং।
চতুর্ভুজং পীতবস্ত্রং বনমালা বিভূষিতং। ১৫৫ ॥
একং ব্রহ্মমূর্ত্তি ভেদ মভেদং বা নিরূপিতং।
দৃষ্টা বভূব সা মায়া সকামা বিষ্ণু মায়য়া। ১৫৬ ॥
মদংশাশ্চ ত্রয়োদেবা ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।

সলজ্জভাবে বদনমণ্ডল বসনে সমাচ্ছাদিত করিলেন। ১৫১।

সেই অতীব সুন্দররূপ দর্শনে সতী পার্ব্বতী মুখমণ্ডল বসনে আচ্ছাদিত করিয়াও নির্নিমেষ নয়নে বারংবার তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ১৫২।

এইরূপে পার্ব্বতী সেই পরমাশ্চর্য্য বেশসম্পন্ন পরম সুন্দর বিষ্ণুর প্রতি কটাক্ষপাত করত সুখসাগরে নিমগ্না হইলেন এবং তাঁহার কলেবর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল॥ ১৫৩॥

তিনি এক একবার কোটি কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর ত্রিশূল পট্টিশধারী প্রতি বদনে ত্রিলোচন সম্পন্ন ধবলাকার পঞ্চাননকে দর্শন, আর এক এক বার পীতবস্ত্রধারী বনমালা বিভূষিত চতুর্ভুজ একাস্য দ্বিলোচন শ্যামসুন্দর বিষ্ণুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ১৫৪ ॥ ১৫৫।

দর্শন কালে তিনি মনে মনে এইরূপ বিচার করিলেন, ব্রহ্ম অদ্বিতীয় কেবল ইহাঁদিগের মূর্ত্তিভেদ মাত্র অথবা ইহাঁরা অভেদরূপে নিরূপিত আছেন, এইরূপ বিচার করিয়া সেই জগদানন্দকারিণী মহামায়া, বিষ্ণুমায়া প্রভাবে সকামা হইলেন॥ ১৫৬॥

তাভ্যামুৎকর্ষপাত্তাঞ্চ শ্রেষ্ঠঃ সত্ব গুণাত্মকঃ। ১৫৭ ॥
দৃষ্ট্বা তং পার্ব্বতী ভক্ত্যা পুলকাঞ্চিত বিগ্রহা।
মনসা পূজয়ামাস পরমাত্মান মীশ্বরং। ১৫৮ ॥
দুর্গান্তরাভিপ্রায়ঞ্চ বুবুধে শঙ্করঃ স্বয়ং।
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবানন্তর্যামী জগৎপতিঃ। ১৫৯ ॥
দুর্গাঞ্চ নির্জ্জনী ভূয় তামুবাচ হরঃ স্বয়ং।
বোধয়ামাস বিবিধং হিতং তথ্য মখণ্ডিতং। ১৬০ ॥

শঙ্কর উবাচ।

নিবেদনং মদীয়ঞ্চ নিবোধ শৈল কন্যকে।
শৃঙ্গারং দেহি ভদ্রং তে হরয়ে পরমাত্মনে। ১৬১ ॥
অহং ব্রহ্মাচ বিষ্ণুশ্চ ব্রহ্মৈকঞ্চ সনাতনং।
দেবঙ্কো ভেদ রহিতো বিষয়াম্মূর্ত্তি ভেদকঃ। ১৬২ ॥
একা প্রকৃতিঃ সর্ব্বেষাং মাতা ত্বং সর্ব্বরূপিণী।

আরও তিনি তৎকালে এইরূপ চিন্তা করিলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহাঁরা আমার অংশজাত, তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর অপেক্ষা সত্বগুণাত্মক বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়া থাকেন ॥ ১৫৭ ॥

পার্ব্বতী দেবী এইরূপ চিন্তা করিয়া পুলকাঞ্চিত কলেবরে পরমাত্মা বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া ভক্তিযোগে মনে মনে তাঁহার পূজা করিলেন ।১৫৮।

তখন সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী জগৎপতি ভগবান্ শূলপানি দুর্গা-দেবীর ভাবান্তর পরিজ্ঞাত হইয়া স্বয়ং নির্জ্জনে তাঁহাকে অহ্বান পূর্ব্বক অখণ্ডিত হিতকর সারবাক্যে সম্বোধন করতঃ কহিলেন, পার্ব্বতি! তোমার নিকট আমার নিবেদন এই যে, তুমি পরমাত্মা হরিকে আলিঙ্গন প্রদান কর ॥ ১৫৯ ॥ ১৬০ ॥ ১৬১ ॥

হে দেবি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমি, আমরা তিনজনই সেই সনাতন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, অন্যান্য দেবগণও তাঁহা হইতে পৃথগ্ভূত নহেন কেবল বিষয় ভেদে তাঁহাদিগের মূর্ত্তিভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬২ ॥

স্বয়ম্ভুবশ্চ বাণীত্বং লক্ষ্মীর্নারায়ণোরসি। ১৬৩॥
মম বক্ষসি দুর্গাত্বং নিবোধাধ্যাত্মকং সতি।
শিবস্থ বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ সুরেশ্বরী। ১৬৪॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দীনবন্ধো কৃপাসিন্ধো তব মাম কৃপাকথং।
সুচিরং তপসা লব্ধো নাথ ত্বং জগতাং ময়া। ১৬৫॥
মাদৃশীং কিঙ্করীং নাথ ন পরিত্যক্তু মর্হসি।
অযোগ্য মীদৃশং বাক্যং মাং মা বদ মহেশ্বর। ১৬৬॥
তব বাক্যং মহাদেব করিষ্যামেব পালনং।
দেহান্তরে জন্ম লব্ধা ভজিষ্যামি হরিং হর। ১৬৭॥
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা বিররাম মহেশ্বরঃ।
উচ্চৈর্জ্জহাসা ভয়দঃ পার্ব্বত্যৈচাভয়ং দদৌ। ১৬৮॥

হে সতি! তুমি সর্ব্বরূপিণী মূলা প্রকৃতি সুতরাং সকলের মাতা। তুমি ব্রহ্মার বাণী, নারায়ণের বক্ষঃস্থল বাসিনী লক্ষ্মী ও আমার হৃদয়গতা দুর্গা। এই আমি অধ্যাত্মতত্ব তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সুরেশ্বরী পার্ব্বতী এইরূপ শিববাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো! আপনি নিখিল জগতের কর্ত্তা। আমি দীর্ঘকাল বহুতপঃ সাধনে আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি আমার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় হইলেন কেন? ॥ ১৬৩। ১৬৪। ১৬৫॥

হে নাথ! মাদৃশী কিঙ্করীকে পরিত্যাগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। হে মহেশ্বর! আপনি আমার প্রতি এরূপ অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। ১৬৬।

দেবদেব মহাদেব! আমি আপনার আজ্ঞা হেলন করিব না। অন্য জন্মে দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া আমি হরিকে ভজনা করিব। ১৬৭।

অভয়দাতা মহেশ্বর পার্ব্বতীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনভাবে অবস্থিত হইলেন। পরে তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। ১৬৮।

তৎ প্রতিজ্ঞা পালনায় পার্ব্বতী জাম্ববদ্‌গৃহে।
লভিষ্যতি জনুর্ধাতর্ন্নাম্না জাম্ববতী সতী। ১৬৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ভূমৌকতি বিধে ভূপে সংস্থিতে পার্ব্বতী কথং।
ললাভ ভারতে জন্ম নিন্দিতে ভাল্লুকে গৃহে। ১৭০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

রামাবতারে ত্রেতায়াং দেবাংশাশ্চ যযুর্ম্মহীং।
হিমালয়াংশো ভল্লুকো জাম্ববান্নাম কিঙ্করঃ। ১৭১ ॥
রামস্য বরদানেন চিরজীবী শ্রিয়াযুতঃ।
কোটি সিংহ বলাধানং বিধত্তেচ মহাবলঃ। ১৭২ ॥
পিতুরংশ গৃহং গত্বা জগামাংশেন ভূতলং।
এবং পূর্ব্বস্য বৃত্তান্তং কথিতং শৃণুমন্মুখাৎ। ১৭৩ ॥

হে বিধাতঃ! পার্ব্বতী দেবী সেই প্রতিজ্ঞাপালনার্থ জাম্বুবানের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জাম্ববতী নাম ধারণ করিলেন। ১৬৯।

বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা সনাতন হরির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রভো! ভূমণ্ডলে বহুসংখ্যক নরপতি বিদ্যমান থাকিতে পার্ব্বতী দেবী ভারত মধ্যে নিন্দিত ভাল্লুক গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন কেন? এবিষয়ে আমার কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১৭০।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ব্রহ্মন্‌! ত্রেতাযুগে রামাবতারে দেবগণের অংশে বানরগণের জন্ম হয় এবং রাম কিঙ্কর জাম্বুবান নামক ভল্লুক হিমালয়ের অংশে জন্ম গ্রহণ করে। ১৭১ ॥

সেই মহাবল ভল্লুকরাজ জাম্বুবান্‌ শ্রীরামের বরদানে চিরজীবি শ্রীসম্পন্ন ও কোটি সিংহের বলধারী হইয়াছিল। ১৭২।

পার্ব্বতীদেবী স্বীয় অংশে পিতার অংশজাত জাম্বুবানের গৃহে অবতীর্ণা হউন। এই আমি পূর্ব্ববৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ১৭৩

সর্ব্বেষাঞ্চ সুরাণাঞ্চৈবাংশং গচ্ছতু ভূতলং।
নৃপ পুত্রা মৎসহায়া ভবিষ্যন্তি বনে বিধে। ১৭৪ ॥
কমলা কলয়া সর্ব্বা ভবন্তু নৃপ কন্যকা।
মম্মহিষ্যো ভবিষ্যন্তি সহস্রাণাঞ্চ ষোড়শঃ। ১৭৫ ॥
ধর্ম্মোঽয়মংশ রূপেণ পাণ্ডু পুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বায়োরংশাদ্ভীমসেনো বজ্র্যংশাদর্জ্জুনঃ স্বয়ং। ১৭৬ ॥
নকুলঃ সহদেবশ্চ স্বর্ব্বৈদ্যাংশ সমুদ্ভবঃ।
সূর্য্যাংশঃ কর্ণ বীরশ্চ বিদুরঃ শমনঃ স্বয়ং। ১৭৭ ॥
দুর্য্যোধনঃ কলেরংশঃ সমুদ্রাংশশ্চ শান্তনুঃ।
অশ্বত্থামা শঙ্করাংশো দ্রোণো বহ্ন্যংশ সম্ভবঃ। ১৭৮ ॥
চন্দ্রাংশোপ্যভি মন্যুশ্চ ভীষ্মশ্চৈব স্বয়ং বসুঃ।
বসুদেবঃ কশ্যপাংশো প্যদিত্যংশাচ দেবকী। ১৭৯ ॥
বস্বংশো নন্দ গোপশ্চ যশোদা বসু কামিনী।

বিধে! দেবগণও সকলে স্ব স্ব অংশে রাজপুত্ররূপে ভূতলে জন্মগ্রহণ করুন। বনবিহারকালে সেই রাজপুত্রগণ আমার সহচর হইবেন। ১৭৪।

আর দেবীগণ লক্ষ্মীর অংশে ষোড়শ সহস্র রাজ কন্যা রূপে অবতীর্ণা হউন, সেই ষোড়শ সহস্র রমণী আমার মহিষী হইবেন। ১৭৫।

এই ধর্ম্ম স্বীয় অংশে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির রূপে, বায়ু স্বীয় অংশে ভীমসেনরূপে, ইন্দ্র স্বীয় অংশে অর্জ্জুনরূপে ও স্বর্ব্বৈদ্য অশ্বিনী কুমার দ্বয় নিজ অংশে নকুল ও সহদেবরূপে, সূর্য্যদেব অংশক্রমে কর্ণরূপে ও যম বিদুররূপে জন্ম পরিগ্রহ করুন। ১৭৬। ১৭৭।

কলি স্বীয় অংশে দুর্য্যোধনরূপে, সমুদ্র স্বীয় অংশে শান্তনুরূপে, শঙ্কর স্বীয় অংশে অশ্বত্থামারূপে, অগ্নিদেব স্বীয় অংশে দ্রোণাচার্য্যরূপে, চন্দ্র স্বীয় অংশে অভিমন্যুরূপে, বসু স্বীয় অংশে ভীষ্মরূপে, কশ্যপ স্বীয় অংশে বসুদেবরূপে ও অদিতি স্বীয় অংশে দেবকীরূপে জন্ম গ্রহণ করুন। ১৭৮। ১৭৯।

দ্রৌপদী কমলাংশাচ যজ্ঞ কুণ্ড সমুদ্ভবা। ১৮০ ॥
হুতাশনাংশো ভগবান্ধৃষ্টদ্যুম্নো মহাবলঃ।
সুভদ্রা শতরূপাংশা দৈবকী গর্ভ সম্ভবা। ১৮১ ॥
দেবা গচ্ছন্তু পৃথিবীমংশেন ভার হারকাঃ।
কলয়া দেবপত্ন্যশ্চ গচ্ছন্তু পৃথিবীতলং। ১৮২ ॥
ইত্যেব মুক্তা ভগবান্বিররামচ নারদ।
সর্ব্বং বিবরণং শ্রুত্বা তত্রোবাস প্রজাপতিঃ। ১৮৩ ॥
কৃষ্ণস্য বামে বাগ্দেবী দক্ষিণে কমলালয়া।
পুরতো দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পার্ব্বতী চাপি নারদ। ১৮৪ ॥
গোপ্যোগোপাশ্চ পুরতো রাধাবক্ষঃস্থল স্থিতা।
এতস্মিন্নন্তরে সাচ তমুবাচ ব্রজেশ্বরী। ১৮৫ ॥

রাধিকোবাচ।

শৃণু নাথ প্রবক্ষ্যামি কিঙ্করী বচনং প্রভো।
প্রাণাদহন্তি সতত মান্দোলয়ন্তি মে মনঃ। ১৮৬ ॥

বসু অংশক্রমে গোপরাজ নন্দরূপে, বসু কামিনী যশোদারূপে. কমলা স্বীয় অংশে যজ্ঞকুণ্ড সমুদ্ভবা দ্রৌপদীরূপে, অগ্নি মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নরূপে, শতরূপা দেবকী গর্ভসম্ভবা সুভদ্রারূপে জন্ম পরিগ্রহ করুন ॥ ১৮০।১৮১ ॥

আর দেবগণ অংশক্রমে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারহারক হউন এবং দেবীগণও স্বীয় অংশে মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করুন ॥ ১৮২ ॥

হে নারদ! ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মাও এইরূপে সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৮৩ ॥

তৎকালে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে বাগ্দেবী, দক্ষিণে কমলালয়া লক্ষ্মী এবং পুরোভাগে সমস্ত দেবতা পার্ব্বতী, গোপ, গোপীগণ ও স্বীয় হৃদয়বাসিনী শ্রীমতী রাধিকা অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮৪।১৮৫॥

ঐ সময়ে ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,

চক্ষু র্নিমীলন ঙ্কর্ত্তু মশক্তা তব দর্শনে।
ত্বয়া বিনা কথং নাথ যাস্যামি ধরণীতলং। ১৮৭ ॥
কতি কালান্তরং বন্ধো মেলনং মে ত্বয়া সহ।
প্রাণেশ্বর ব্রূহি সত্যং ভবিষ্যত্যেব গোকুলে। ১৮৮ ॥
নিমেষঞ্চ যুগ শতং ভবিতা মে ত্বয়া বিনা।
কং দ্রক্ষ্যামি ক্ব যাস্যামি কোবা মাং পালয়িষ্যতি। ১৮৯ ॥
মাতরং পিতরং বন্ধুং ভ্রাতরং ভগিনীং সুতং।
ত্বয়া বিনাহং প্রাণেশ চিন্তয়ামি ন কং ক্ষণং। ১৯০ ॥
করোষি মায়য়াচ্ছন্নাং মাঞ্চেন্মায়েশ ভূতলে।
বিস্মৃতাং বিভবং দত্বা সত্যং মে সপথং কুরু। ১৯১ ॥
অণুক্ষণং মম মনো মধুপো মধুসূদন।
করোতু ভ্রমণং নিত্যং সমাধ্বীকে পদাম্বুজে। ১৯২ ॥

নাথ! এক্ষণে দাসীর বাক্য শ্রবণ করুন। আপনার বাক্য শুনিয়া আমার প্রাণ সতত দগ্ধ ও মন নিতান্ত বিচলিত হইতেছে॥ ১৮৬॥

প্রাণেশ্বর! আমি আপনার অদর্শনে কখনই নেত্র নিমীলন করিতে পারিনা, আপনি ভিন্ন আমি কিরূপে ধরণীতলে গমন করিব॥ ১৮৭।

হে প্রাণনাথ! কতদিন পরে আবার গোকুলে আপনার সহিত আমার মিলন হইবে তাহা সত্য করিয়া বলুন। ১৮৮।

বন্ধো! আপনার অদর্শনে নিমেষমাত্র কাল আমার শতযুগ জ্ঞান হয়, আমি কাহার মুখপানে চাহিয়া সুখে কাল যাপন করিব, কোথায় যাইব এবং কে বা আমাকে পালন করিবে। ১৮৯।

হে প্রাণবল্লভ! কি পিতা মাতা, কি বন্ধুবর্গ, কি ভ্রাতৃভগিনী, কি পুত্র, তুমি ভিন্ন কাহাকেও আমি ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করি না। ১৯০।

হে মায়েশ! আপনি বিভব প্রদান পূর্ব্বক আমাকে মায়াতে আচ্ছন্ন করিবেন না ইহা সত্যরূপে শপথ করিয়া বলুন। ১৯১।

হে মধুসূদন! আমার মনোমধুকর অণুক্ষণ আপনার মধুময় চরণ

যত্র তত্রচ যস্যাং বা যোনৌ জন্ম ভব ত্বিদং।
ত্বং স্বস্য স্মরণং দাস্যং মহ্যং দাস্যসি বাঞ্ছিতং। ১৯৩॥
কৃষ্ণ স্বং রাধিকাহঞ্চ প্রেম সৌভাগ্য মাবয়োঃ।
ন বিস্মরামি ভূমৌচ দেহি মহ্যং পরং বরং। ১৯৪॥
যথাতন্বা সহ প্রাণাঃ শরীরং ছায়য়া সহ।
তথা বয়ো র্জন্মযাতু দেহি মহ্যং বরং বিভো। ১৯৫॥
চক্ষু র্নিমেষ বিচ্ছেদো ভবিতা নাবয়োর্ভুবি।
তত্রাগত্যাপি কুত্রাপি দেহি মহ্যং বরং প্রভো। ১৯৬॥
মম প্রাণৈ স্তব তনুঃ কেন বা করুণাহরেঃ।
আত্মনা মুরলী পাদৌ মনসা বারি নির্ম্মিতৌ। ১৯৭॥

সরোজে পরিভ্রমণ করিয়া মধুপান পূর্ব্বক মনোরথ পূর্ণ করুক। ১৯২।

হে নাথ! আপনার স্মরণ ও দাস্য আমার একমাত্র বাঞ্ছনীয়। অতএব যে যে স্থানে যে যোনিতে আমার জন্ম হউক, সেই অবস্থাতেই যেন আমি আপনাকে স্মরণ করিতে পারি এবং আপনার চরণের দাসী হইতে পারি। ১৯৩।

আপনি শ্রীকৃষ্ণ ও আমি রাধিকা। এই রাধা কৃষ্ণের প্রেম সৌভাগ্য চির প্রথিত আছে। অতএব আমি ভূতলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যেন আপনাকে বিস্মৃতা না হই আপনি আমাকে এইবর প্রদান করুন। ১৯৪॥

হে বিভো! তনুর সহিত প্রাণ ও ছায়ার সহিত দেহ কখন বিচ্ছিন্ন নহে, তদ্রূপ যে কোন স্থানে আমার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হউক, আমাদিগের উভয়ের কখন যেন বিচ্ছেদ না হয়, আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন। ১৯৫।

হে প্রভো! আমরা যে কোন স্থানে যে ভাবে কেন অবতীর্ণ হই না, চক্ষুরনিমেষ মাত্র কালও যেন আমাদিগের পরস্পরের বিচ্ছেদ না হয় আপনার নিকট আমার এই বর প্রার্থনীয়। ১৯৬।

হে হরে! আমি স্বীয় প্রাণরূপ উপাদানে ভবদীয় দেহ আত্মাতে

স্ত্রিয়ঃ কতি বিধাঃ সন্তি পুরুষা বা পুরষ্টুতঃ।
নাস্তি কুত্রাপি কান্তা বা কান্তাসক্তাচ মাদৃশী। ১৯৮ ॥
তব দেহার্দ্ধ ভাগেন কেন বাহং বিনির্ম্মিতা।
ইদমেবাবয়োর্ভেদো নাস্ত্যতস্ত্বয়িমে মনঃ। ১৯৯ ॥
মমাত্ম মানসঃ প্রাণাং স্ত্বয়ি সংস্থাপ্য কেন বা।
তবাত্ম মানসঃ প্রাণা ময়ি বাসং স্থিতা অপি। ২০০ ॥
অতো নিমেষ বিরহাদাত্মনো বিক্লবো মনঃ।
প্রদগ্ধং সন্ততং প্রাণা দহন্তি বিরহ শ্রুতৌ। ২০১ ॥
ইত্যেব মুক্তা সা দেবী তত্রৈব সুর সংসদি।
ভূয়ো ভূয়ো রুরোদোচ্চৈ র্ধৃত্বা তচ্চরণাম্বুজে। ২০২ ॥

মুরলী ও মানসে চরণযুগলের রচনা করিব ইহা ত কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। ১৯৭।

হে নাথ! সমস্ত লোক অসংখ্য স্ত্রী পুরুষে পরিপূর্ণ, কিন্তু আমার ন্যায় কান্তের প্রতি আসক্ত চিত্তা রমণী কুত্রাপি নাই তাহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন। ১৯৮।

আপনার দেহের অর্দ্ধাংশে আমি সমুদ্ভূতা হইয়াছি সুতরাং আমাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই। এই জন্য আমার মন সর্ব্বদা আপনার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে। ১৯৯।

হে নাথ! আমার আত্মা মন প্রাণ সমস্ত আপনাতে অবস্থিত এবং আপনার আত্মা মন প্রাণ সমুদায় আমাতে অবস্থিত আছে, অতএব সেই আত্মার সহিত ভাবী বিরহ শ্রবণে আমার প্রাণ নিতান্ত দগ্ধ ও ব্যাকুলিত হইতেছে। অধিক কি, আপনার নিমেষমাত্র বিরহে আমার চিত্ত নিরতিশয় অস্থির হইয়া থাকে। ২০০। ২০১।

শ্রীমতি রাধিকা সেই সুর সভামধ্যে প্রাণেশ্বর হরিকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক সকাতরে বারংবার অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ২০২।

ক্রোড়ে কৃত্বা চ তাং কৃষ্ণো মুখং সংমৃজ্য বাসসা।
বোধয়ামাস বিবিধং সত্যং তথ্যং হিতং বচঃ। ২০৩॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

আধ্যাত্মিকং পরং যোগং শোক চ্ছেদন কর্ত্তনং।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যোগীন্দ্রাণাঞ্চ দুর্ল্লভং। ২০৪॥
আবাং বা ত্বং বয়োঃ সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং পশ্য সুন্দরি।
আধার ব্যতিরেকেণ নাস্ত্যধো যস্য সম্ভবঃ। ২০৫॥
ফলাধারশ্চ পুষ্পশ্চ পুষ্পাধারশ্চ পল্লবং।
স্কন্ধশ্চ পল্লবাধারঃ স্কন্ধাধার স্তরুঃ স্বয়ং। ২০৬॥
বৃক্ষাধারোপ্যঙ্কুরশ্চ বীজ শক্তি সমন্বিতঃ।
অষ্টিরেবঙ্কুরাধারশ্চাষ্টাধারো বসুন্ধরা। ২০৭॥
শেষো বসুন্ধরাধারঃ শেষাধারোহি কচ্ছপঃ।
বায়ুশ্চ কচ্ছপাধারো বায়ুধারোহ মেবচ। ২০৮॥

তখন পরমাত্মা কৃষ্ণ তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বসনে তদীয় মুখ মণ্ডল মার্জ্জন পূর্ব্বক তৎকালোচিত হিতজনক সত্য সারবাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, দেবি! এক্ষণে যোগীন্দ্রগণের দুর্লভ শোকচ্ছেদন কর আধ্যাত্মিক পরম যোগ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ২০৩॥ ২০৪॥

হে সুন্দরি! একবার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, আমরা উভয়েই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছি। সুতরাং আমরাই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার স্বরূপ। আধার ভিন্ন আধেয় বস্তু কোন রূপেই স্থিতি করিতে পারে না॥ ২০৫॥

হে দেবি! ফলের আধার পুষ্প, পুষ্পের আধার পল্লব, পল্লবের আধার স্কন্ধ, স্কন্ধের আধার স্বয়ং তরু, তরুর আধার বীজশক্তি সমন্বিত অঙ্কুর, অঙ্কুরের আধার অষ্টি, অষ্টির আধার বসুন্ধরা, বসুন্ধরার আধার অনন্ত, অনন্তের আধার কচ্ছপ ও কচ্ছপের আধার বায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে এবং

মমাধারস্বরূপাত্ত্বং ত্বয়িতিষ্ঠামি শাশ্বতং।
ত্বঞ্চ শক্তি সমূহাচ মূল প্রকৃতিরীশ্বরী। ২০৯ ॥
ত্বং শরীর স্বরূপাসি ত্রিগুণাধার রূপিণী।
তবাত্মাহং নিরীহশ্চ চেষ্টাবাংশ্চ ত্বয়া সহ। ২১০ ॥
পুরুষাদ্বীর্য্য মুৎপন্নং বীর্য্যাৎ সন্ততি রেবচ।
তয়োরাধার রূপাচ কামিনী প্রকৃতেঃ কলা। ২১১ ॥
বিনা দেহেন কুত্রাত্মা ক শরীরং বিনাত্মনা।
প্রাধান্যঞ্চ দ্বয়ো র্দ্দেহ বিনা দ্বাভ্যাং কুতোভবঃ। ২১২ ॥
ন কুত্রাপ্যা বয়োর্ভেদা রাধে সংসার জীবয়োঃ।
যত্রাত্মা তত্র দেহশ্চ ন ভেদো বিনয়ে ন কিং। ২১৩ ॥

আমিও সেই বায়ুর আধাররূপে স্থিতি করিতেছি ॥ ২০৬। ২০৭। ২০৮ ॥

হে দেবি! হে প্রাণাধিকে! আবার তুমি আমার আধার স্বরূপা। আমি নিত্য তোমাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছি। অধিক কি বলিব তুমি সমূহ শক্তি মূল প্রকৃতি ঈশ্বরীরূপে নির্দ্দিষ্ট আছ। ২০৯।

হে প্রিয়ে! তুমি ত্রিগুণাধার ধারিণী শরীররূপা। আমি তোমার আত্মা। তোমার সহযোগেই আমি সগুণ হইয়া চেষ্টাবান্ হইয়াছি।২১০।

হে দেবি! পুরুষ হইতে বীর্য্য ও বীর্য্য হইতে সন্ততি উৎপন্ন হয়। কামিনী সেই সন্ততির আধাররূপা, বিশেষতঃ কামিনী প্রকৃতির কলারূপা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ২১১ ॥

হে দেবি! তুমি দেহ আমি আত্মা। দেহ ভিন্ন আত্মা ও আত্মা ভিন্ন দেহ কখন স্থিতি করিতে পারেনা, অতএব দেহ ও আত্মা উভয়েরই প্রাধান্য বিদ্যমান আছে। ঐ উভয় ভিন্ন প্রাণিগণের উৎপত্তি কখনই সম্ভব নহে ॥ ২১২ ॥

হে রাধে! তুমি সংসার, আমি জীবস্বরূপ। কুত্রাপি আমাদিগের ভেদ নাই। আরও দেখ, যে স্থানে আত্মা, সেই স্থানেই, দেহ আছে, কখনই পরস্পরের বিচ্ছিন্ন ভাব হইতে পারেনা, অতএব তুমি আমার নিকট অনর্থক বিনয় করিতেছ কেন? ॥ ২১৩ ॥

যথা ক্ষীরেচ ধাবল্যং দাহিকা চ হুতাশনে।
ভূমৌগন্ধো জলে শৈত্যং তথা ত্বয়ি মম স্থিতিঃ। ২১৪ ॥
ধাবল্য দুগ্ধয়োরৈক্যং দাহিকা নলয়োর্যথা।
ভূগন্ধ জল শৈত্যানাং নাস্তিভেদ স্তথা বয়োঃ। ২১৫ ॥
ময়া বিনা ত্বং নির্জ্জীবা চাদৃশ্যোহহং ত্বয়া বিনা।
ত্বয়া বিনা ভবং কর্ত্তুং নালং সুন্দরি নিশ্চিতং। ২১৬ ॥
বিনা মৃদা ঘটং কর্ত্তুং যথা নালং কুলালকঃ।
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারোঽলঙ্কারং কর্ত্তুমক্ষমঃ। ২১৭ ॥
স্বয়মাত্মা যথা নিত্য স্তথা ত্বং প্রকৃতিঃ স্বয়ং।
সর্ব্বশক্তি সমাযুক্তা সর্ব্বাধারা সনাতনী। ২১৮ ॥
মম প্রাণসমা লক্ষ্মীর্ব্বাণীচ সর্ব্বমঙ্গলা।
ব্রহ্মেশানন্ত ধর্ম্মাশ্চ ত্বং মে প্রাণাধিকা প্রিয়া। ২১৯ ॥

যেমন ক্ষীরে ধবলতা, অনলে দাহিকা শক্তি, ভূমিতে গন্ধ, ও জলে শৈত্যগুণ কখন বিচ্ছিন্ন হয় না তদ্রূপ তোমাতে আমার স্থিতির নিশ্চয়তা বিদ্যমান আছে কখন অন্যথা হইবে না ॥ ২১৪ ॥

যেমন দুগ্ধের ধবলতা, অনলের দাহিকাশক্তি, ভূমির গন্ধ ও জলের শৈত্যগুণ কখন বিলুপ্ত হয় না, তদ্রূপ আমাদিগের উভয়ের কখনই বিচ্ছেদ নাই ॥ ২১৫ ॥

হে সুন্দরি! আমি ভিন্ন তুমি নির্জ্জীবরূপে গণ্যা হও। আর তুমি ভিন্ন আমি নিরাকারত্ব বিধায় অদৃশ্য হই। সুতরাং কুলালচক্রধারী কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট নির্ম্মাণ করিতে অক্ষম এবং স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণ ভিন্ন অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে অসমর্থ। তদ্রূপ তোমার সহযোগ ভিন্ন আমি কখনই সংসার রচনায় সমর্থ হইতে পারিনা ॥ ২১৬। ২১৭ ॥

যেমন আত্মা স্বয়ং নিত্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, তদ্রূপ সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা সর্ব্বাধারা সনাতনী প্রকৃতিও স্বয়ং নিত্যারূপে নির্দ্দিষ্ট হন। আমি সেই আত্মারূপে গণ্য এবং তুমি সেই প্রকৃতিরূপে গণ্যা হইয়া থাক।২১৮॥

সমীপস্থা ইমে সর্ব্বে সুরা দেব্যশ্চ রাধিকে।
এতেভ্যোহপ্যধিকালোচেৎ কথং বক্ষঃস্থলস্থিতা। ২২০ ॥
ত্যজাশ্রু মোক্ষণং রাধে ভ্রান্তিঞ্চ নিষ্ফলাং সতি।
বিহায় শঙ্কাং নিঃশঙ্কে বৃষভানু গৃহং ব্রজ। ২২১ ॥
কলাবত্যাশ্চ জঠরে মাসানাং নব সুন্দরি।
বায়ুনা পূরয়িত্বাচ গর্ভং রোধয় মায়য়া। ২২২ ॥
দশমে সমনু প্রাপ্তে ত্বমাবির্ভব ভূতলে।
আত্মরূপং পরিত্যজ্য শিশুরূপং বিধায়চ। ২২৩ ॥
বায়ু নিঃসরণে কালে কলাবত্যাঃ সমীপতঃ।
ভূমৌ বিবসনীভূয় পতিত্বা রোদিষি ধ্রুবং। ২২৪ ॥
অযোনি সম্ভব ত্বঞ্চ ভবিতা গোকুলে সতি।
অযোনি সম্ভবোহঞ্চ নাবয়োর্গর্ভ সংস্থিতিঃ। ২২৫ ॥

হে দেবি! তোমাকে আমার প্রাণসমা লক্ষ্মী বাণী ও সর্ব্বমঙ্গলা নামে কীর্ত্তন করাযায়। ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্ত ধর্ম্ম ইহাঁরা আমার প্রিয় বটে কিন্তু তুমি আমার প্রাণাধিকা প্রিয়া বলিয়া নির্দ্দিষ্টা রহিয়াছ ॥ ২১৯ ॥

হে রাধে! আমার সমীপস্থ এই যে দেব দেবীগণ অবস্থান করিতেছেন ইহাঁরা সকলেই আমার প্রিয়, কিন্তু তুমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা বলিয়া আমি তোমাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া থাকি ॥ ২২০ ॥

শ্রীমতি! আর তুমি অশ্রুবিসর্জ্জন করিওনা। সতি! এখন তুমি নিষ্ফলা ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে বৃষভানু গৃহে জন্ম পরিগ্রহ কর ॥ ২২১ ॥

হে সুন্দরি! তুমি স্বীয় মায়া প্রভাবে বৃষভানু মহিষী কলাবতীর গর্ভ বায়ুযোগে পূরণ করাইয়া নবম মাস পর্য্যন্ত স্থিতি করিবে ॥ ২২২ ॥

পরে দশম মাস উপস্থিত হইলে তুমি আত্মরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালিকারূপে ভূতলে অবতীর্ণা হইবে ॥ ২২৩ ॥

হে দেবি! কলাবতীর বায়ু নিঃসরণ কালে তুমি তাহার সমীপে বিবসনা বালিকারূপে পতিতা হইয়া রোদন করিবে ॥ ২২৪ ॥

ভূমিষ্ঠ মাত্রা ভাতোমাং গোকুলং প্রাপয়িষ্যতি।
তব হেতো র্গমিষ্যামি কৃত্বা কংস ভয়াচ্ছলং। ২২৬ ॥
যশোদা মন্দিরে মাঞ্চ সানন্দে নন্দ নন্দনং।
নিত্যং দ্রক্ষ্যসি কল্যাণি সমাশ্লেষণ পূর্ব্বকং। ২২৭ ॥
স্মৃতি স্তে ভবিতা কালে বরেণ মম রাধিকে।
স্বচ্ছন্দং বিহরিষ্যামি নিত্যং বৃন্দাবনে বনে। ২২৮ ॥
ত্রিঃসপ্ত শত কোটিভি র্গোপিভি র্গোকুলং ব্রজ।
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বয়স্যাভিঃ সুশীলাদিভি রেবচ। ২২৯ ॥
সংস্থাপ্য সংখ্যা রহিতা গোপী র্গোলোক এবচ।
সমা শ্বাস্য প্রবোধৈশ্চ স্মিতয়াচ সুধা গিরা। ২৩০ ॥

হে সখি! এইরূপে তুমি গোকুলে অযোনি সম্ভবা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে এবং আমিও ঐরূপ অযোনি সম্ভব হইয়া অবতীর্ণ হইব। আমা দিগের উভয়কে কখন গর্ব্ভে স্থিতি করিতে হইবে না ॥ ২২৫ ॥

হে দেবি! আমি ঐরূপে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতা বসুদেব আমাকে গোকুলে লইয়া যাইবেন, আমি কংসভয়ের ছল করিয়া তোমার কারণেই সেই গোকুলে গমন করিব ॥ ২২৬ ॥

হে কল্যাণি! আমি এইভাবে গোকুলে নন্দনন্দনরূপে অবস্থিত হইলে তুমি নিত্য যশোদা মন্দিরে আমাকে দেখিতে পাইবে, সুতরাং আমার সহিত তোমার সম্মিলনের অভাব হইবে না ॥ ২২৭ ॥

হে রাধে! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আমার বরে তৎকালে তোমার স্মৃতি কখনই বিলোপ হইবে না। আমি বৃন্দাবনের বনস্থলীতে তোমার সহিত স্বচ্ছন্দে নিত্য সুখে বিহার করিব ॥ ২২৮ ॥

হে দেবি! তুমি ত্রিসপ্ত শত কোটি গোপিকায় পরিবেষ্টিতা হইয়া সুশীলা প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ গোপিকার সহিত গোকুলে অবতীর্ণা হও। ২২৯।

তৎপরে তুমি সুধাময় বাক্যে সেই অসংখ্য গোপীমণ্ডলকে সমাশ্বাসিত করিয়া তাহাদিগকে সেই গোকুলে সংস্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নিয়ত কালে গোলোকধামে আগমন করিবে ॥ ২৩০ ॥

অহং গোপাল সংখ্যাশ্চ সংস্থাপ্যাত্রৈব রাধিকে।
বসুদেবাশ্রয়ং পশ্চাদ্যাস্যামি মথুরাং পুরীং। ২৩১ ॥
ব্রজং ব্রজন্তু ক্রীড়ার্থং মম সঙ্গে প্রিয়াৎ প্রিয়াঃ।
বল্লবানাং গৃহে জন্ম লভন্তু গোপ কোটয়ঃ। ২৩২ ॥
ইত্যেব মুক্তা শ্রীকৃষ্ণো বিররামচ নারদ।
উষুর্দ্দেবাশ্চ দেব্যশ্চ গোপাগোপ্যশ্চ তত্রবৈ। ২৩৩ ॥
ব্রহ্মেশ ধর্ম্ম শেষাশ্চ শ্রীকৃষ্ণং তৎ পরাৎপরং।
শিবা পদ্মা সরস্বত্য স্তুষ্টুবুঃ পরয়া মুদা। ২৩৪ ॥
ভক্ত্যা গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ বিরহ জ্বর কাতরাঃ।
তত্র সংস্তুয় শ্রীকৃষ্ণং প্রণেমুঃ প্রেম বিহ্বলাঃ। ২৩৫ ॥
প্রাণাধিকং প্রিয়ং কান্তং রাধা পূর্ণ মনোরথা।
পরিতুষ্টাব ভক্ত্যাচ বিরহ জ্বর কাতরাং। ২৩৬ ॥

হে রাধিকে! আমিও অসংখ্য গোপমণ্ডলকে সেই গোকুলে সংস্থাপিত করিয়া পশ্চাৎ মথুরা নগরীতে বসুদেবাশ্রমে আগমন করিব ॥২৩১॥

এক্ষণে প্রিয় হইতেও প্রিয়া গোপিকাগণ আমার সহিত ক্রীড়া সম্পাদন জন্য ব্রজধামে অবতীর্ণা হউক এবং কোটি গোপমণ্ডলও সেই ব্রজধামে জন্ম পরিগ্রহ করুক ॥ ২৩২ ॥

পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তৎকালে দেবদেবী ও গোপ গোপীগণ তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৩৩ ॥

তখন ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ধর্ম্ম ও অনন্ত এবং শিবা, পদ্মা ও স্বরসতী ইহাঁরা সকলে পরমানন্দে সেই পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন।২৩৪॥

গোপ গোপীগণও ভাবী বিরহজ্বরে কাতর হইয়া প্রেমবিহ্বল চিত্তে ভক্তিযোগে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিবাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন ॥ ২৩৫ ॥

পূর্ণকামা শ্রীমতী রাধিকাও ভাবী বিরহ জ্বরে আক্রান্তা হইয়া ভক্তিপূর্ণ

সাশ্রু পূর্ণাতি দীনাঞ্চ দৃষ্ট্বা রাধাং ভয়াকুলাং।
প্রবোধ বচনং সত্য মুবাচ তাং হরিঃ স্বয়ং। ২৩৭॥

শ্রী কৃষ্ণ উবাচ।

প্রাণাধিকে মহাদেবি স্থিরাভব ভয়ং ত্যজ।
যথা ত্বঞ্চ তথা হঞ্চ কা চিন্তা তে ময়ি স্থিতে।
কিন্তু তে কথয়িষ্যামি কিঞ্চি দেবাস্ত্ব মঙ্গলং। ২৩৮॥
বর্ষাণাং শতকং পূর্ণং ত্বদ্বিচ্ছেদো ময়া সহ।
শ্রীদামা শাপ জন্যেন কর্ম্ম ভোগেন সুন্দরি। ২৩৯॥
ভবিষ্যত্যেব মমচ মথুরা গমনং ততঃ। ২৪০॥
তত্র ভারাবতরণং পিত্রোর্ব্বন্ধন মোক্ষণং।
মালাকার তন্ত্রবায় কুব্জিকায়াশ্চ মোক্ষণং। ২৪১॥
ঘাতয়িত্বাচ যবনং মুচকুন্দস্য মোক্ষণং।

হৃদয়ে সেই প্রাণাধিক প্রিয় কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। ২৩৬॥

তখন ভগবান্ হরি প্রাণাধিকা রাধিকাকে অশ্রুপূর্ণ নয়না দীনা ও ভয় বিহ্বলা দেখিয়া স্বয়ং বিবিধ সারগর্ভ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন॥ ২৩৭॥

হে প্রাণাধিকে মহাদেবি! তুমি ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থিরা হইয়া অবস্থান কর। হে কান্তে! তোমাতে ও আমাতে কোন ভেদ নাই, অতএব আমি বিদ্যমানে তোমার চিন্তা কি? কিন্তু কিঞ্চিৎ যে অমঙ্গলের কারণ আছে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ২৩৮॥

হে সুন্দরি! তোমার প্রতি শ্রীদামের যে অভিশাপ আছে, তাহা অন্যথা হইবার নহে, সুতরাং সেই কর্ম্মভোগ নিবন্ধন শতবর্ষ আমার সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইবে॥ ২৩৯॥

তৎকালে আমি মথুরা নগরীতে গমন করিব, তথায় উপস্থিত হইয়া মালাকার তন্তুবায় ও কুব্জাকে নিস্তার ও পিতা মাতার বন্ধন মোচন পূর্ব্বক ভূভার হরণ করিব॥ ২৪০। ২৪১॥

দ্বারকায়াশ্চ নির্ম্মাণং রাজসূয়স্য দর্শনং। ২৪২ ॥
উদ্বাহং রাজকন্যানাং সহস্রাণাঞ্চ ষোড়শঃ।
দশাধিক শতস্যাপি শত্রুণাং দমনস্তথা। ২৪৩ ॥
মিত্রোপকরণঞ্চৈব বারাণ্ শ্যাশ্চ দাহনং।
হরস্য জৃম্ভণং তত্র বাণস্য ভুজ কর্ত্তনং। ২৪৪ ॥
পারিজাতস্য হরণং যদ্‌যৎ কর্ম্মাণ্য মেবচ।
গমনং তীর্থ যাত্রায়াং মুনি সংঘ প্রদর্শনং। ২৪৫ ॥
সংভাষণঞ্চ বন্ধূনাং যজ্ঞ সম্পাদনং পিতুঃ।
শুভক্ষণং পুনস্তত্র ত্বয়া সার্দ্ধং প্রদর্শনং। ২৪৬ ॥
করিষ্যামিচ তত্রৈব গোপিকানাঞ্চ দর্শনং।
তুভ্যমাধ্যাত্মিকং দত্বা পুনঃ সত্যং ত্বয়া সহ। ২৪৭ ॥

পরে আমি যবন বিনাশ করিয়া রাজর্ষি মুচুকুন্দকে মুক্ত করিব। তৎপরে মৎকর্ত্তৃক দ্বারকা পুরী বিনির্ম্মিতা হইবে। সেই দ্বারকাধিষ্ঠানের পর আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দর্শন করিব ॥ ২৪২ ॥

দ্বারকালীলা কালে আমি ষোড়শ সহস্র রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিব, তদতিরিক্ত আমার দশাধিক শত মহিষী হইবে। তৎপরে আমি শত্রুগণকে দমন করিব ॥ ২৪৩ ॥

পরে মিত্রগণের উপকার, বারাণসীর দাহ, যুদ্ধে মহাদেবের জৃম্ভণ, বাণ রাজার ভুজ কর্ত্তন এই সমস্ত কার্য্য কলাপ মৎ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে ॥ ২৪৪ ॥

এই সমস্ত লীলার পর আমি পারিজাত হরণ ও অন্যান্য বীরোচিত কার্য্য কলাপ নির্ব্বাহ করিয়া তীর্থ যাত্রায় গমন পূর্ব্বক মুনিগণকে দর্শন করিব ॥ ২৪৫ ॥

তৎপরে পিতার যজ্ঞ সমাপন ও বন্ধুবর্গের সহিত আমার সম্ভাষণ হইবে। এবং সেই যজ্ঞ স্থলে শুভক্ষণে তোমার সহিত আমার পুনর্দ্দর্শন হইবে ॥ ২৪৬ ॥

দিবানিশ মবিচ্ছেদো ময়া সার্দ্ধ মতঃপরং।
ভবিষ্যতি ত্বয়াসার্দ্ধং পুনরাগমনং ব্রজং। ২৪৮॥
কান্তে বিচ্ছেদ সময়ে বর্ষাণাং শতকে সতি।
নিত্যং সংমীলনং স্বপ্নে ভবিষ্যতি ত্বয়া সহ। ২৪৯॥
মম নারায়ণাংশোয় স্তস্যযানঞ্চ দ্বারকাং।
শতবর্ষান্তরে সাধ্য মেতান্যে বস্তু নিশ্চিতং। ২৫০॥
ভবিষ্যতি পুন স্তত্র বনে বাসং ত্বয়াসহ।
পুনঃ পিত্রোশ্চ গোপানাং শোক সম্মার্জ্জনং পরং। ২৫১॥
কৃত্বা ভারাবহরণং পুনরাগমনং মম।
ত্বয়াসহাপি গোলোকং গোপৈর্গোপীভি রেবচ। ২৫২
মম নারায়ণাংশস্য বাণ্যাচ পদ্ময়া সহ।
বৈকুণ্ঠে গমনং রাধে নিত্যস্য পরমাত্মনঃ। ২৫৩॥

তখন গোপিকাগণও আমার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থা হইবে এবং তথায় আমি তোমাকে আধ্যাত্মিক যোগ কীর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার তোমার সহিত সত্য নিয়মে আবদ্ধ হইব॥ ২৪৭॥

হে দেবি! অতঃপর দিবারাত্রি মধ্যে আমার সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইবে না। যজ্ঞাবসানে তোমার সহিত আমার ব্রজে পুনরাগমন হইবে॥ ২৪৮॥

কান্তে! শতবর্ষ বিচ্ছেদ কালে নিত্য রজনীতে স্বপ্নযোগে তোমার সহিত আমার সম্মিলন হইবে সন্দেহ নাই। ২৪৯।

হে প্রিয়ে! ইহা নিশ্চয়ই জানিবে যে শত বর্ষ মধ্যে তোমার দ্বারকায় গমন হইলে পুনর্ব্বার তোমার সহিত বনে বাস হইবে, পরিশেষে আমি পিতামাতার ও গোপগণের শোক সংমার্জ্জন পূর্ব্বক পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া পুনর্ব্বার তোমার সহিত ও গোপ গোপীগণের সহিত এই গোলোকধামে আগমন করিব। ২৫০। ২৫১। ২৫২॥

হে রাধে! আর আমি নারায়ণাংশে যে রূপে অবতীর্ণ হইব, সেই

শ্বেত দ্বীপং ধর্ম্ম গেহ মংশানাঞ্চ ভবিষ্যতি।
দেবানাঞ্চৈব দেবীনামংশাযাস্যন্তি অক্ষয়ং।
পুনঃ সংস্থিতি স্তত্রৈব গোলোকে মে ত্বয়াসহ। ২৫৪ ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং ভবিষ্যঞ্চ শুভাশুভং।
ময়া নিরূপিতং যত্তং কান্তে কেন নিবার্য্যতে। ২৫৫ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ কৃত্বা রাধাং স্ববক্ষসি।
তস্থৌ তস্থুঃ সুরাঃ সর্ব্বে সুরপত্ন্যশ্চ বিস্মিতাঃ। ২৫৬ ॥
উবাচ শ্রীহরির্দ্দেবান্ দেবীশ্চ সময়োচিতং।
দেবা গচ্ছত কার্য্যার্থং স্বালয়ং বিষয়োচিতং। ২৫৭ ॥
গচ্ছ পার্ব্বতি কৈলাসং সুতাভ্যাং স্বামিনা সহ।
ময়া নিয়োজিতং কর্ম্ম সর্ব্বং কালে ভবিষ্যতি। ২৫৮ ॥
ভবিতা কলয়া জন্ম সর্ব্বেষাঞ্চ ময়োদিতং।
ক্ষুদ্রাণাঞ্চৈব মহতাং দেবং লম্বোদরং বিনা। ২৫৯ ॥

মদীয় রূপান্তর নিত্য সনাতন বিষ্ণু, বাণী ও লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠ যাত্রা করিবেন। ২৫৩।

তদ্ভিন্ন শ্বেতদ্বীপে আমার অংশজাত দেব দেবীগণের ধর্ম্মমন্দির হইবে। তাঁহারা নিকষেগে সেই অক্ষয় ধামে গমন করিবেন। এবং তোমার সহিত আমি পুনরায় গোলোকে অবস্থিতি করিব। ২৫৪ ॥

এই আমি ভবিষ্য শুভাশুভ বৃত্তান্ত সমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। কান্তে! মৎ কর্ত্তৃক যাহা নিরূপিত আছে কেহই তাহার নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। ২৫৫।

এইরূপ কহিয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক সমাসীন হইলে দেব ও দেবপত্নীগণ সকলে বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তথায় অবস্থিত হইলেন। ২৫৬।

তখন পরমাত্মা হরি দেব দেবীগণকে যথাক্রমে সময়োচিত বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব আলয়ে

প্রণম্য শ্রীহরিং দেবাঃ স্বালয়ং প্রযযুর্ম্মুদা।
লক্ষ্মীং সরস্বতীং ভক্ত্যা প্রণম্য পুরুষোত্তমং। ২৬০ ॥
হরিণা যোজিতং কর্ম্ম কর্ত্তুং ব্যগ্রা মহীং যযুঃ।
ভর্ত্রা নিরূপিতং স্থানং দেবানামপি দুর্ল্লভং। ২৬১ ॥
উবাচ রাধিকাং কৃষ্ণো বৃকভানু গৃহং ব্রজ।
গোপ গোপী সমূহৈশ্চ সহ পূর্ব্বে নিরূপিতৈঃ। ২৬২ ॥
অহং যাস্যামি মথুরাং বসুদেবালয়ে প্রিয়ে।
পশ্চাৎ কংস ভয়ব্যাজাৎ গোকুলং তব সন্নিধিং। ২৬৩ ॥
রাধা প্রণম্য শ্রীকৃষ্ণং রক্ত পঙ্কজ লোচনা।
ভৃশং রুরোদ পুরতঃ প্রেম বিচ্ছেদ কাতরা। ২৬৪ ॥

গমন করিয়া নিজ নিজ অংশকৃত কার্য্য সম্পাদন কর। পার্ব্বতি! তুমি এক্ষণে পতি ও পুত্র দ্বয়ের সহিত কৈলাসধামে গমন কর। কালে আমার নিয়োজিত কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইবে, তজ্জন্য লম্বোদর ভিন্ন কি মহৎ কি ক্ষুদ্র সকলকেই স্বীয় স্বীয় অংশে আমার নিমানুসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৫৭। ২৫৮। ২৫৯।

পরমাত্মা কৃষ্ণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে দেবগণ সেই পুরুষোত্তম হরিকে এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে প্রণাম পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।২৬০।

অতঃপর নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলে দেবগণ হরির নিয়মিত কার্য্য সাধনে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া মহীমণ্ডলে দেব দুর্ল্লভ প্রভু নির্দ্দিষ্ট স্থানে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হইলেন। ২৬১।

তখন পরমাত্মা কৃষ্ণ রাধিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি পূর্ব্ব নিয়মানুসারে বৃষভানু গৃহে অবতীর্ণা হও, পশ্চাৎ আমি মথুরানগরীতে বসুদেবালয়ে অবতীর্ণ হইয়া কংসভয়ের ছলে গোকুলে আগমন পূর্ব্বক তোমার সহিত মিলিত হইব। ২৬২। ২৬৩ ॥

হরি এইরূপ কহিলে রাধিকা প্রেম বিচ্ছেদ কাতরা হইয়া প্রাণকান্ত কৃষ্ণের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার পুরোভাগে রক্তপঙ্কজ লোচনে অব

স্থায়ং স্থায়ং কচিৎ যান্তী গত্বা গত্বা পুনঃ পুনঃ।
পুনঃ পুনঃ সমাগত্য দর্শং দর্শং হরের্ম্মুখং। ২৬৫ ॥
পপৌ চক্ষুশ্চকোরাভ্যাং নিমেষ রহিতা সতী।
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাভ সুধা পূর্ণং প্রভোর্ম্মুখং। ২৬৬ ॥
ততঃ প্রদক্ষিণী কৃত্য সপ্তধা পরমেশ্বরী।
প্রণম্য সপ্তধাচৈব পুন স্তস্থৌ হরেঃ পুরঃ। ২৬৭ ॥
আজগ্মু গোপিকানাঞ্চ ত্রিংসপ্ত শত কোটয়ঃ।
আজগামচ গোপানাং সমূহঃ কোটি সংখ্যকঃ। ২৬৮ ॥
গোপানাং গোপিকানাঞ্চ সমূহৈঃ সহ রাধিকা।
পুনঃ প্রণম্য তং রাধা তত্র তস্থৌচ নারদ। ২৬৯ ॥

স্থান করতঃ যৎপরোনাস্তি রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬৪ ॥

সেই দেবী হরির আজ্ঞাক্রমে একবারে গমন করিতে পারিলেন না। কখন তিনি কতিপয় পদ গমন করেন, কখন দণ্ডায়মান হন, আবার কখন প্রত্যাগমন করেন। এইরূপে বারংবার তিনি প্রতিগমন করিয়া হরির মুখমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬৫ ॥

তৎকালে সেই ভাবী পতি বিচ্ছেদ কাতরা সতী স্বীয় পতিরে এরূপ নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন, যে তাহাতে জ্ঞান হইল যেন তাঁহার নয়ন চকোরদ্বয় হরির শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের ন্যায় বদন সুধাকরের সুধাপান করিতেছে ॥ ২৬৬ ॥

এইরূপে সেই পরমেশ্বরী রাধিকা হরিকে দর্শন পূর্ব্বক সপ্তধা প্রদক্ষিণ ও সপ্তধা প্রণাম করিয়া তাঁহার পুরোভাগে দণ্ডায়মানা হইলেন ॥ ২৬৭ ॥

তৎকালে ত্রিসপ্ত শত কোটি গোপিকা ও বহু কোটি গোপ তথায় সমাগত হইলেন ॥ ২৬৮ ॥

শ্রীমতী সেই গোপ গোপীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে অবস্থান করিলেন ॥ ২৬৯ ॥

ত্রয় স্ত্রিংশ দ্বয়স্যাভি র্গোপীভিঃ সহ সুন্দরী।
গোপানাঞ্চ সমূহশ্চ প্রণম্য প্রযযৌ মহীং। ২৭০ ॥
হরিণা যোজিতং স্থানংপ্রজগ্মু র্নন্দ গোকুলং।
বৃকভানু গৃহং রাধা গোপী গোপ গৃহং যযৌ। ২৭১ ॥
মহীং গতায়াং রাধায়াং গোপীভিঃ সহ গোপকৈঃ।
বভূব শ্রীহরিঃ সত্যঃ পৃথিবী গমনোন্মুখঃ। ২৭২ ॥
সংভাষ্য গোপান্ গোপীশ্চ নিযোজ্য স্বীয় কর্ম্মণি।
মনোযায়ী জগন্নাথো জগাম মথুরাং হরিঃ। ২৭৩ ॥
পূর্ব্বং যদ্‌যৎ প্রসূতঞ্চ দৈবকী বসুদেবয়োঃ।
বভূব সদ্য স্তং কংসঃ পুত্র ষটকং জঘানহ। ২৭৪ ॥
শেষাংশং সপ্তমং গর্ভং মায়য়া কৃষ্য গোকুলে।
নিধায় রোহিণী গর্ভে জগামচাজ্ঞয়া হরেঃ। ২৭৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

তৎপরে রাধিকা সুন্দরী ত্রয়স্ত্রিংশৎ বয়স্যাসখী ও গোপবৃন্দের সহিত তাঁহার চরণে প্রণতা হইয়া মহীতলে অবতীর্ণা হইলেন। ২৭০ ॥

গোপ গোপীগণ হরির নিয়োজিত স্থান গোকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন এবং শ্রীমতী রাধিকা গোকুলে বৃষভানু গোপ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন ॥ ২৭১ ॥

এইরূপে রাধিকা গোপ গোপীগণের সহিত মর্ত্তালোকে জন্ম পরিগ্রহ করিলে সত্য স্বরূপ হরি পৃথিবীতে গমনোন্মুখ হইলেন ॥ ২৭২ ॥

তখন সেই জগৎ প্রভু পরমাত্মা হরি গোপ গোপীগণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বীয় কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া মনের ন্যায় বেগে মথুরাতে আগমন করিলেন ॥ ২৭৩ ॥

তৎপূর্ব্বে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ব্ভে ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল দুরাশয় কংস কর্ত্তৃক জাতমাত্রেই তাহারা বিনষ্ট হয়। তৎপরে অনন্তদেব স্বীয় অংশে দেবকীর সপ্তম গর্ব্ভে উদিত হন। যোগমায়া হরির আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে দৈবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ব্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ২৭৪ ॥ ২৭৫ ॥ ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কস্যাভিরেকং কৃষ্ণস্য মহৎ পুণ্য করং পরং।
বদ জন্ম মহাভাগ জন্ম মৃত্যু জরাপহং। ১॥
বসুদেব কস্য পুত্রঃ কস্য কন্যাচ দেবকী।
কোবা বসুর্দ্দেবকী বা বিবাহঞ্চ তয়োর্ব্বদ। ২॥
কথং জঘান কংস স্তং পুত্র ষটকং সুদারুণঃ।
কস্মিন্ দিনে হরের্জ্জন্ম শ্রোতু মিচ্ছামি তদ্বদ। ৩॥

নারায়ণ উবাচ।

কশ্যপো বসুদেবশ্চ দেব মাতাচ দেবকী।
পূর্ব্ব পুণ্য ফলেনৈব সংপ্রাপ শ্রীহরিং সুতং। ৪॥
দেবমীঢ়াম্মারিষায়াং বসুদেবো মহান ভূৎ।
যস্য জন্মনি দেবশ্চ বাদয়ামাস দুন্দুভিং। ৫॥

নারদ কহিলেন, মহাভাগ! যে পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণের জন্ম ও কথা শ্রবণ করিলে জীব জন্ম, জরা ও মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হয়, সেই অতীব পুণ্যজনক ভগবজ্জন্ম শ্রবণে আমি সমুৎসুক হইয়াছি, আর বসুদেব কাহার পুত্র ও দেবকী কাহার কন্যা, কি রূপে তাঁহাদিগের পরিণয় কার্য্য সমাহিত হইল? নিদারুণ কংস তাঁহাদিগের ছয়টি পুত্রকে বিনাশ করিল কেন? এবং কোন দিনে হরি জন্মগ্রহণ করিলেন, এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে। অতএব আপনি কৃপা করিয়া ঐ সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ১। ২। ৩।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! মহাত্মা কশ্যপ বসুদেবরূপে ও দেবমাতা অদিতি দেবকীরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, নিরবচ্ছিন্ন পূর্ব্ব পুণ্যফলে তাঁহারা শ্রীহরিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৪॥

আনকঞ্চ মহাহৃষ্টো শ্রীহরের্জ্জনকঞ্চ তং।
সন্তঃ পুরাতনা স্তেন বাদয়ন্ত্যানক দুন্দুভিং। ৬ ॥
আহুকস্য সুতঃ শ্রীমান্ যদুবংশ সমুদ্ভবং।
দেবকো জ্ঞান সিন্ধুশ্চ তস্য কন্যাচ দেবকী। ৭ ॥
গর্গোযদুকুলাচার্য্যঃ সম্বন্ধং বসুনাসহ।
দেবক্যাঃ কারয়ামাস বিধিবচ্চ যথোচিতং। ৮ ॥
মহাসংভূত সংভারো বসুদেবঃ শুভক্ষণে।
উদ্বাহে দেবকীং তস্মৈ দেবকঃ প্রদদৌকিল। ৯ ॥
অশ্বানাঞ্চ সহস্রাণি স্বর্ণ পাত্রাণি নারদ।
সালঙ্কৃতানাং দাসীনাং শতানি সুন্দরাণিচ। ১০ ॥
নানা বিধানি দ্রব্যাণি রত্নানি বিবিধানিচ।
মণি শ্রেষ্ঠানি বস্ত্রাণি রত্ন পাত্রাণি নারদ। ১১ ॥

মহাভাগ দেবমীঢ় হইতে মারিষার গর্ব্ভে সনাতন হরির পিতা মহাত্মা বসুদেবের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মমাত্র দেবগণ পরমানন্দিত হইয়া দুন্দুভি ও আনক নামক বাদ্য বাদন করিয়া ছিলেন এবং তৎকালে প্রাচীন সাধুগণ কর্ত্তৃক আনক দুন্দুভি বাদ্য বাদিত হইয়াছিল বলিয়া সেই বসুদেব আনক দুন্দুভি নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

যদুকুলে আহুক নামক মহাত্মা হইতে জ্ঞানসিন্ধু দেবক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। দেবকী তাঁহার কন্যারূপে সমুৎপন্না হন। যদুকুলাচার্য্য গর্গ মুনিবর সেই দেবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া বিধিবিধান ক্রমে যথোচিতরূপে তাঁহাদিগের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন ॥ ৭। ৮ ॥

দেবক যথাবিধি বিবাহোচিত দ্রব্য সম্ভার আয়োজন করিয়া মহাসমারোহে বসুদেবকে স্বীয় কন্যা দেবকী সংপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সহস্র অশ্ব অসংখ্য স্বর্ণপাত্র সালঙ্কৃতা পরম সুন্দরী শত দাসী ভূরি ভূরি ধনরত্ন, বিবিধ বস্ত্র ও মণি রত্নময় পাত্র যৌতুক প্রদান করিলেন ॥ ৯। ১০। ১১ ॥

সদ্রত্ন ভূষিতাং কন্যাং শতচন্দ্র সমপ্রভাং।
ত্রৈলোক্য মোহিনীং ধন্যাং মান্যাং শ্রেষ্ঠাঞ্চ যোষিতাং।১২॥
রূপাধারাং গুণাধারাং সস্মিতাং বক্র লোচনাং।
নর সঙ্গম যোগ্যাঞ্চ প্রোদ্ভিন্ন নব যৌবনাং।
তাং গৃহীত্বা রথে কৃত্বা প্রস্থান মকরোত্তদা। ১৩ ॥
কংসো হৃষ্টঃ সহচরো ভগিন্যুদ্বাহ কর্ম্মণি।
তস্যারথ সমীপস্থোঽগচ্ছৎ কংসোপি তৎক্ষণাৎ। ১৪ ॥
কংসং সংবোধ্য গগনে বাগ্বভূবা শরীরিণী।
কথং হৃষ্টোসি রাজেন্দ্র শৃণু সত্য বচো হিতং।
দেবক্যা অষ্টমোগর্ভো মৃত্যু হেতু স্তবৈব হি। ১৫ ॥
শ্রুত্বৈবং দেবকীং কংসঃ খড়্গা হস্তো মহাবলঃ।
দৈব বাক্যাদ্ভয়াৎ কোপাৎ পাপিষ্ঠো হস্ত মুদ্যতঃ। ১৬ ॥

তখন সেই শতচন্দ্র সমপ্রভা ত্রৈলোক্য মোহিনী ধন্যা মান্যা যোষিদ্বরা দেবকী বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া পরম শোভা ধারণ করিলেন। সেই রূপাধারা গুণাধারা নবোঢ়ার অভিনব যৌবনাঙ্কুরে অতীব প্রতিভা প্রকাশিত, মুখমণ্ডলে মধুর হাস্য বিকাশিত ও নয়ন যুগলের বঙ্কিম ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। বসুদেব এইরূপ নবসঙ্গমোচিতা নববধূ দেবকীকে রথে করিয়া স্বীয় ভবনে গমনোদ্যত হইলেন। ১২। ১৩॥

তৎকালে কংস পরমানন্দে ভগিনীর রথ সমীপে উপনীত হইয়া সেই উদ্বাহোৎসব উপলক্ষে তাহার সহচর রূপে গমন করিতে লাগিল। ১৪।

ঐ সময়ে গগনে এইরূপ দৈববাণী হইল, রাজেন্দ্র কংস! তুমি হৃষ্টচিত্তে গমন করিতেছ কেন? এক্ষণে তোমার হিতকর সত্যবাক্য শ্রুতি গোচর হউক। দেবকীর অষ্টম গর্ব্ভজাত সন্তান তোমার বিনাশ কর্ত্তা হইবে। ১৫।

মহাবল পরাক্রান্ত পাপিষ্ঠ কংস এইরূপ দৈববাণী শ্রবণে ভয়চকিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া অসি গ্রহণ পূর্ব্বক ভগিনী দেবকীকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইল॥ ১৬॥

তাং হন্তু মুদ্যতং দৃষ্টা বসুদেবঃ সুপণ্ডিতঃ।
বোধয়ামাস নীতিজ্ঞো নীতিশাস্ত্র বিশারদঃ। ১৭ ॥

বসুদেব উবাচ।

রাজনীতিং ন জানাসি শৃণু মে বচনং হিতং।
যশস্করঞ্চ দোষঘ্নং শাস্ত্রোক্তং সময়োচিতং। ১৮ ॥
অস্যা এবাষ্টমো গর্ভো মৃত্যুশ্চেত্তু বভূবচ।
ইমাং হত্বাচ দুষ্কীর্ত্তিং করোষি নরকং কথং। ১৯ ॥
বধেচ ক্ষুদ্র জন্তূনাং হিংসকানাঞ্চ পণ্ডিতঃ।
কার্ষাপণং সমুৎসৃজ্য মৃত্যুকালে প্রমুচ্যতে। ২০ ॥
অহিংসকানাং ক্ষুদ্রাণাং বধে শতগুণং ধ্রুবং।
প্রায়শ্চিত্তং মৃত্যুকালে কথিতং পদ্মোযোনিনা। ২১ ॥

তখন নীতি শাস্ত্র বিশারদ সুপণ্ডিত বসুদেব কংসকে দেবকীর বিনাশে সমুদ্যত দেখিয়া বিবিধ নীতি গর্ভ উপদেশে তাঁহাকে প্রবোধিত করতঃ কহিলেন, মহাশয়! রাজনীতি আপনার অবিদিত রহিয়াছে। আমি আপনার নিকট যথাশাস্ত্র সময়োচিত যশস্কর দোষঘ্ন হিতজনক রাজনীতি বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। ১৭। ১৮ ॥

মহারাজ! এই দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান যদি আপনার বিনাশক হয়, তাহা হইলেও এই নারীকে বধ করা কোন রূপেই যুক্তি যুক্ত হইতে পারে না, অতএব কেন আপনি ইহাকে বিনাশ করিয়া ইহলোকে অকীর্ত্তি ভাজন ও লোকান্তরে নিরয়গামী হইবেন? ॥ ১৯ ॥

দংশ মশকাদি হিংস্র ক্ষুদ্র জন্তুর বধেও যে পাপসঞ্চয় হয়, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সেই পাপক্ষালনার্থ মৃত্যুকালে কার্ষাপণ পরিমিত বরাটক উৎসর্গ করিয়া নিষ্পাপ হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

হিংস্র ক্ষুদ্র জন্তুর বধে যে পাপ হয়, অহিংসক ক্ষুদ্র জন্তুর বিনাশে নিশ্চয় তাহার শতগুণ পাপ জন্মে। পদ্মযোনি ব্রহ্মা মানবের মৃত্যুকালে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধি নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

বধে বিশিষ্ট জন্তুনাং পশ্বাদীনাঞ্চ কামতঃ।
ততঃ শতগুণং পাপং নিশ্চিতং মনুর ব্রবীৎ।
নরাণাং ম্লেচ্ছজাতীনাং বধে শতগুণং ততঃ। ২২॥
ম্লেচ্ছানাঞ্চ শতানাঞ্চ যৎ পাপং লভতে বধে।
সৎ শূদ্রেকস্যচ বধে তৎ পাপং লভতে পুমান্। ২৩॥
সৎ শূদ্রাণাং শতানাঞ্চ যৎ পাপং লভতে বধে।
তৎ পাপং লভতে মুনং গো বধে নৈক নিশ্চিতং। ২৪॥
গবাং দশগুণং পাপং ব্রাহ্মণস্য বধে ভবেৎ। ২৫॥
বিপ্র হত্যা সমং পাপং স্ত্রী বধে লভতে নরঃ।
বিশেষতো হি ভগিনী পোষ্যাচ শরণাগতা।
স্ত্রী হত্যা শত পাপঞ্চ ভবেদস্যা বধে নৃপ। ২৬॥
তপো জপঞ্চ দানঞ্চ পূজনং তীর্থ দর্শনং।
বিপ্রাণাং ভোজনং হোমং স্বর্গার্থং কুরুতে নরঃ। ২৭॥

ইচ্ছানুসারে পশ্বাদি বিশিষ্ট জন্তু সমুদায়ের বধে মনু পূর্ব্বোক্ত প্রাণিবধ পাপ হইতে শতগুণ অধিক পাপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ম্লেচ্ছ-জাতীয় মানব বধে মনুষ্যের তদপেক্ষা শতগুণ পাপ সঞ্চয় হয়॥ ২২॥

মানব শত ম্লেচ্ছ বধে যেরূপ পাপী হয় একজন সৎশূদ্র বধে ও তুল্য পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে॥ ২৩॥

শত সৎশূদ্র বিনাশ করিলে মনুষ্যের যেরূপ পাপ জন্মে, একটি গো বধে মানব নিশ্চয়ই তৎসম পাপে লিপ্ত হয়॥ ২৪॥

শত গো বধে মানবের যে পাপ হয়, এক ব্রাহ্মণ বধে মনুষ্য সেই শত গো বধ পাপ অপেক্ষা দশগুণ অধিক পাপ ভোগ করে॥ ২৫॥

হে ভোজরাজ! নারীবধে মানব ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপভাগী হয়, বিশেষতঃ অবশ্য পোষণীয়া শরণাগতা ভগিনীকে বিনাশ করিলে মনুষ্যের শতস্ত্রী হত্যার পাপ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ২৬॥

হে মহারাজ! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, মনুষ্য লোকান্তরে

জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং স্বপ্নতুল্যং ভয়ং ভবং।
পশ্যন্তি শতভং সন্তো ধর্ম্মং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ। ২৮ ॥
ভগ্নীং চ ত্যজ ধর্ম্মিষ্ঠ স্ববংশ পদ্ম ভাস্কর।
বুধাঃ কতিবিধাঃ সন্তি সভায়াং পৃচ্ছতা নৃপ।২৯ ॥
অস্যাশ্চৈবাষ্টমে গর্ভে যদপত্যং ভবেন্মম।
বন্ধোতুভ্যং প্রদাস্যামি তেন মে কিং প্রয়োজনং। ৩০ ॥
অথবা যান্যপত্যানি ভবন্তি জ্ঞানিনাং বর।
তানি সর্ব্বাণি দাস্যামি ত্বত্তোনৈকো বর প্রিয়ঃ। ৩১ ॥
ভগিনীং ত্যজ রাজেন্দ্র কন্যা তুল্যাং প্রিয়াং তব।
মিষ্টান্ন পান দানেন বর্দ্ধিতা মনুজাং সদা। ৩২ ॥

স্বর্গ লাভ কামনায় তপস্যা, জপ, দান, পূজা, তীর্থ দর্শন, ব্রাহ্মণ ভোজন ও হোম এই সমুদায় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। অতএব সৎকার্য্য দ্বারা স্বর্গ ও অসৎকার্য্য দ্বারা যে নরক ভোগ হয় তাহা আর নির্দ্দেশের অপেক্ষা নাই ॥ ২৭ ॥

সাধুগণ ভয় সঙ্কুল সংসারকে জলবুদ্বুদের ন্যায় নশ্বররূপে দর্শন করেন, এইজন্য তাহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন ॥ ২৮ ॥

হে ধার্ম্মিকবর! আপনি স্বীয় কুলকমলের সূর্য্যস্বরূপ। আপনার সভামধ্যে বহু বিজ্ঞব্যক্তি অবস্থান করিতেছেন, আপনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে এই কার্য্য ধর্ম্মানুগত কি না বুঝিতে পারিবেন ॥ ২৯ ॥

বন্ধু! এই দেবকীর অষ্টম গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে আমি তাহাকে আপনার নিকট অর্পণ করিব। সেই পুত্রে আমার প্রয়োজন নাই ॥ ৩০ ॥

হে জ্ঞানি প্রবর! অথবা আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই দেবকী যে সমস্ত পুত্র প্রসব করিবে আমি তৎসমুদায় সন্তান আপনাকে প্রদান করিব, কারণ আপনার অপেক্ষা আমার প্রিয় কেহই নহে ॥ ৩১ ॥

বসুদেব বচঃ শ্রুত্বা তত্যাজ ভগিনীং নৃপঃ।
বসুদেবঃ প্রিয়াং নীত্বা জগাম নিজ মন্দিরং। ৩৩ ॥
ক্রমাদপত্য ষট্ কঞ্চ যদ্ যদ্ভূ তঞ্চ নারদ।
দদৌ তস্মৈ বসুঃ সত্যাৎ স জঘান ক্রমেণতান্। ৩৪ ॥
দৈবক্যাঃ সপ্তমে গর্ভে কংসো রক্ষাং দদৌ ভিয়া।
রোহিণী জঠরে মায়া তমচ কৃষ্ট ররক্ষা। ৩৫ ॥
রক্ষকাঃ কথয়ামাসু গর্ভস্রাবো বভূবহ।
তস্মাদ্বভূব ভগবন্নাম্না সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ। ৩৬ ॥
তস্যা এবাষ্টমো গর্ভো বায়ু পূর্ণো বভূবহ। ৩৭ ॥

রাজেন্দ্র! আপনি স্বীয় কন্যাতুল্য স্নেহপাত্রী এই কনিষ্ঠা ভগিনীকে সতত মিষ্টান্ন পানীয় দানে বর্দ্ধিতা করিয়াছেন অতএব ইহাকে বিনাস করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি এই কৃপাপাত্রী ভগিনীকে পরিত্যাগ করুন ॥ ৩২ ॥

ভোজরাজ কংশ বসুদেবের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবকীকে পরিত্যাগ করিলে বসুদেব প্রিয়ার সহিত নিজমন্দিরে আগমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

তৎপরে দেবকীর গর্ভে পর্য্যায়ক্রমে যে ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হইল, বসুদেব সত্যরক্ষার্থে যথাক্রমে সেই সন্তানগুলি কংস নিকটে অর্পণ করিলে নির্দ্দয় কংস তাহাদিগকে বিনষ্ট করিল ॥ ৩৪ ॥

তৎপরে দেবকীর সপ্তম গর্ত্ত উপস্থিত হইলে কংস সভয়চিত্তে দেবকীর সন্নিধানে রক্ষক নিযুক্ত করিল। এদিকে যোগমায়া দেবকীর সেই সপ্তম গর্ত্তস্থ সন্তানকে আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীগর্ত্তে সংস্থাপন পূর্ব্বক রক্ষা করিলেন ॥ ৩৫ ॥

অতঃপর রক্ষকগণ কংস নিকটে আগমন পূর্ব্বক দেবকীর গর্ত্তস্রাব বিষয় বিজ্ঞাপন করিল। পরে এদিকে রোহিণীর জঠর হইতে অনন্তদেব জন্ম গ্রহণ করিয়া সঙ্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

গতেচ নবমে মাসি দশমে সমুপস্থিতে।
দৃষ্টিং দদৌচ গর্ভেচ ভগবান্ সর্ব্ব দর্শনঃ। ৩৮ ॥
স্বয়ং রূপবতী দেবী সর্ব্বাসাং যোষিতাং বরা।
বভূব দর্শনাৎ সদ্যঃ সুন্দরী সা চতুর্গুণা। ৩৯ ॥
দদর্শ দেবকীং কংসঃ প্রফুল্ল বদনে ক্ষণাৎ।
তেজসা প্রজ্বলন্তীঞ্চ মায়ামিব দিশোদশ। ৪০ ॥
যথা জ্যোতিঃ সমূহানাং রাশি মূর্ত্তিমতী মিব।
দৃষ্টাতা মসুরেন্দ্রশ্চ বিস্ময়ং পরমং যযৌ। ৪১ ॥
অস্মাদ্গর্ভাদপত্যঞ্চ মৃতুবীজং মমৈবচ।
ইত্যেব মুক্তা কংসশ্চ দদৌ রক্ষাং প্রযত্নতঃ।
দেবকী বসুদেবঞ্চ সপ্ত দ্বারা ররক্ষচ। ৪২ ॥
পূর্ণেচ দশমে মাসি গর্ভ পূর্ণো বভূবহ।

অতঃপর দেবকীর অষ্টম গর্ভ ভগবান হরিরই ইচ্ছানুসারে বায়ু পূর্ণ হইল। পরে নবম মাস অতীত হইলে দশম মাসে সর্ব্ব দর্শন ভগবান্ হরি দেবকীর গর্ব্ভে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৩৭। ৩৮ ॥

একে যোষিদ্বরা দেবকী স্বয়ং সৌন্দয্যশালিনী তাহাতে আবার ভগবানের দৃষ্টিপাতে তিনি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা চতুর্গুণ রূপবতী হইলেন ॥ ৩৯ ॥

তৎকালে কংস দেখিলেন, দেবকীর মুখমণ্ডল ও নয়ন যুগল প্রফুল্ল হইয়াছে এবং তিনি মহামায়ার ন্যায় তেজে প্রজ্বলিতা হইয়া দশদিক্ আলোকময় করিতেছেন ॥ ৪০।

অসুরেন্দ্র কংস দেবকীকে এইরূপ মূর্ত্তিমতী অসীমজ্যোতিঃ স্বরূপা দর্শন পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং এই গর্ভস্থ অপত্য আমার মৃত্যুবীজ স্বরূপ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রযত্ন সহকারে রক্ষক সমুদায় নিযুক্ত করিলেন, সেই রক্ষকগণ তাঁহার আদেশানুসারে বসুদেব ও দেবকীর বাসগৃহ হইতে সপ্তম দ্বারপর্য্যন্ত রক্ষা করিতে লাগিল। ৪১। ৪২।

বভূব সাচ সম্পন্না জড় রূপাচ নারদ। ৪৩॥
গর্ভেচ বায়ুনা পূর্ণে নির্লিপ্তো ভগবান্ স্থিতঃ।
হৃৎপদ্ম দেশে দৈবক্যাহ্যধিষ্ঠানং চকারহ। ৪৪॥
সা বিশ্বম্ভর গর্ভাচ মন্দিরাভ্যন্তরে সতী।
উবাস জড় রূপা সা ক্লেশ যুক্তা বভূবহ। ৪৫॥
উবাস চ ক্ষণং দেবী ক্ষণ মুত্থায় তিষ্ঠতি।
ক্ষণং ব্রজতি পাদৈকং ক্ষণং সুস্বাপ তত্রবৈ। ৪৬॥
দৃষ্ট্বাচ দেবকীং শীঘ্রং বসুদেবো মহামনাঃ।
প্রসূতিসময়ং দৃষ্ট্বা সস্মার হরি মীশ্বরং। ৪৭॥
রত্ন প্রদীপ সংযুক্তে মন্দিরে সুমনোহরে।
স্থাপয়ামাস খড়্গাঞ্চ লৌহ তোয়ং হুতাশনং। ৪৮॥
মন্ত্রজ্ঞঞ্চ নরঞ্চৈব বন্ধুপত্নী র্ভয়াকুল।
বিদ্বাং সং ব্রাহ্মণঞ্চৈব ততো বন্ধূংশ্চ সাদরং। ৪৯॥

তৎপরে দশম মাসে সৌভাগ্যবতী দেবকী পূর্ণগর্ভা হইয়া জড়রূপা হইলেন। ৪৩।

এইরূপে দেবকীর গর্ভবায়ু পূর্ণ হইলে সর্ব্বব্যাপী সনাতন নির্লিপ্ত ভগবান্ দয়াময় হরি দেবকীর হৃৎপদ্ম কোষে অধিষ্ঠান করিলেন। ৪৪।

বিশ্বম্ভর হরি গর্ভাধিষ্ঠিত হইলে সাধ্বী দেবকী জড় স্বরূপা হইয়া গৃহমধ্যে ক্লেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৫।

পরে তিনি ক্ষণে ক্ষণে উপবিষ্টা ও ক্ষণে ক্ষণে দণ্ডায়মানা হইতে লাগিলেন, এবং ক্ষণে ক্ষণে গমন ও ক্ষণে ক্ষণে শয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৬।

তখন মহাত্মা বসুদেব দেবকীকে এইরূপ ভাবাপন্না দেখিয়া প্রসবকাল উপস্থিত দর্শনে, সত্বর পরাৎপর পরমাত্মা দয়াময় হরিকে একান্তমনে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ৪৭।

তৎপরে দেবকীর অধিষ্ঠিত রত্নপ্রদীপযুক্ত অতি মনোহর মন্দির মধ্যে,

এতস্মিন্নন্তরে তস্যাং রাত্রৌ দ্বিপ্রহরে গতে।
ব্যাপ্তঞ্চ গগনং মেঘৈঃ ক্ষণদ্যুতি সমন্বিতৈঃ। ৫০ ॥
ববুশ্চ বায়বশ্চাষ্টৌ যযু র্নিদ্রাঞ্চ রক্ষকাঃ।
অচেষ্টিতাশ্চ শয়নে মৃতাইব বিচেতনাঃ। ৫১ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্রৈবাজগ্মু স্ত্রিদশেশ্বরাঃ।
তুষ্টুবু র্ধর্ম্ম ব্রহ্মেশা গর্ভস্থং পরমেশ্বরং। ৫২ ॥

দেবাঊচুঃ।

জগদ্‌যোনিরযোনিস্ত্ব মনন্তোঽব্যয় এবচ।
জ্যোতিঃ স্বরূপোহ্যনয়ঃ সগুণোনির্গুণো মহান্। ৫৩ ॥
ভক্তানুরোধাৎ সাকারো নিরাকারো নিরঙ্কুশঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ। ৫৪ ॥

ভয়াকুল বসুদেব কর্ত্তৃক সাদরে খড়্গ, লৌহ তোয়, অগ্নি, মন্ত্রজ্ঞপুরুষ, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ এবং বন্ধুবর্গ ও বন্ধুপত্নীগণ সমাবেশিত হইল। ৪৮। ৪৯।

অতঃপর ক্রমে ক্রমে রজনীর দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল গগনমণ্ডল তড়িদ্‌যুক্ত মেঘজালে সমাচ্ছন্ন ও অষ্টবিধ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎকালে রক্ষকগণ শয়ান ও নিদ্রাভিভূত হইয়া মৃতবৎ বিচেতন নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ৫০। ৫১।

ঐ সময়ে ব্রহ্মা, ধর্ম্ম ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সেই গৃহে অধিষ্ঠিত হইয়া দেবকীর গর্ভস্থ পরমেশ্বর সনাতন দয়াময় হরিকে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন, প্রভো! তুমি নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জগদ্যোনি নামে বিখ্যাত হইয়াছ। তোমার উৎপাদক কেহই নাই। সুতরাং তোমাকে অযোনি নামে নির্দ্দেশ করা যায় আর তুমি অনন্ত, অব্যয়, জ্যোতিঃস্বরূপ, অবিনশ্বর নির্গুণ মহাপুরুষ। কেবল কার্য্যানুরোধে তুমি সগুণ হইয়া থাক। ৫২। ৫৩।

হে হরে! তুমি স্বভাবতঃ নিরাকার, নিরঙ্কুশ, স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বস্বরূপ, ও সর্ব্বগুণাশ্রয়। কেবল ভক্তানুরোধে তুমি সাকাররূপে প্রকাশমান হও। ৫৪।

সুখদো দুঃখদো দুর্গো দুর্গান্তরক এবচ।
নির্ব্ব্যূহো নিখিলাধারো নিঃশঙ্কো নিরুপদ্রবঃ। ৫৫ ॥
নিরুপাধিশ্চ নির্লিপ্তো নিরীহো নিধনান্তকঃ।
আত্মারামঃ পূর্ণকামো নির্দ্দোষো নিত্য এবচ। ৫৬ ॥
সুভগো দুর্ভগো বাগ্মী দুরারাধ্যো দুরত্যয়ঃ।
বেদ হেতুশ্চ বেদাশ্চ বেদাঙ্গো বেদবিদ্বিভুঃ। ৫৭ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা দেবাশ্চ প্রণেমুশ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
হর্ষাশ্রু লোচনাঃ সর্ব্বে ববর্ষুঃ কুসুমানি চ। ৫৮ ॥
দ্বিচত্বারিংশ ন্নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
দৃঢ়াং ভক্তিং হরের্দ্দাস্যং লভতে বাঞ্ছিতঞ্চ যৎ। ৫৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মাদি কৃত শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রং।

হে প্রভো! তুমি সুখ দুঃখদাতা এইজন্য সুখদ ও দুঃখদ নাম ধারণ কর। জীব বহু ক্লেশে তোমাকে লাভ করিতে পারে। এইজন্য দুর্গ নাম ধারণ করিয়াছ, তুমি বিষম শঙ্কটে পরিত্রাণ করিয়া থাক এইজন্য তোমার নাম দুর্গান্তরকারী। তুমি নিরালম্ব, নিখিলাধার, নিঃশঙ্ক, নিরুপদ্রব, নিরুপাধি, নির্লিপ্ত, নিরীহ, অন্তকেরও অন্তক স্বরূপ, আত্মারাম, পূর্ণকাম, নির্দ্দোষ, সনাতন নিত্য পুরুষ, সুভগ অথচ দুর্ভগ, বাগ্মী, দুরারাধ্য, অক্ষয় এবং বেদ কারণ, বেদ স্বরূপ বেদবিদ্‌ ও বিভু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক। ৫৫। ৫৬। ৫৭।

দেবগণ এইরূপে সেই পরমাত্মা দয়াময় হরিকে স্তব করিয়া প্রেমাশ্রু পূর্ণ লোচনে বারংবার তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক কুসুমবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৫৮।

হে নারদ! যে ব্যক্তি প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া পরমাত্মা হরির ঐ দ্বিচত্বারিংশৎ নাম পাঠ করেন তিনি সুদৃঢ় হরিভক্তি হরির দাস্য ও বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারেন। ৫৯।

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা দেবাস্তে স্বালয়ং যযুঃ।
বভূব জল বৃষ্টিশ্চ নিশ্চেষ্টা মথুরাপুরী।
ঘোরান্ধকার নিগড়া বভূব যামিনী মুনে। ৬০॥
গতেচ সপ্ত মুহূর্ত্তে চাষ্টমে সমুপস্থিতে। ৬১॥
বেদাতিরিক্তো দুর্গেয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট শুভক্ষণে।
শুভগ্রহৈ দৃষ্ট লগ্নেপ্যদৃষ্টশ্চাশুভ গ্রহৈঃ। ৬২॥
অর্দ্ধরাত্রে সমুৎপন্নে রোহিণ্যামষ্টমী তিথৌ।
জয়ন্তীযোগ যুক্তেচ চার্দ্ধচন্দ্রোদয়ে মুনে। ৬৩॥
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা ক্ষণং লগ্নং ভীতাঃ সূর্য্যাদয় স্মৃতা।
গমনে ক্রমমুল্লঙ্ঘ্য জগ্মুর্মীনং শুভাশুভাঃ। ৬৪॥
সুপ্রসন্নাগ্রহাঃ সর্ব্বে বভূব স্তত্র সংস্থিতাঃ।
একাদশস্থা স্তে প্রীত্যা মুহূর্ত্তং ধাতুরাজ্ঞয়া। ৬৫॥

নারায়ণ কহিলেন, হে দেবর্ষে! দেবগণ এইরূপে সনাতন দয়াময় হরির স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তখন মেঘজাল হইতে বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতে লাগিল এবং যাবদীয় ব্যক্তি ভগবন্মায়ার সমাচ্ছন্ন হওয়াতে মথুরা পুরী নিশ্চেষ্টরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল এবং সে রজনী প্রগাঢ় অন্ধকাররূপ নিগড়ে সংবদ্ধা হইল॥ ৬০॥

তৎপরে সেই রজনীর সপ্তম মুহূর্ত্ত অতীত ও অষ্টম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে। শুভগ্রহ সমুদায়ের প্রত্যক্ষীভুত ও অশুভগ্রহ সমুদায়ের অদৃষ্ট দেব বিধিরও অগোচর সর্ব্বোৎকৃষ্ট শুভলগ্ন সমাগত হইল। ৬১। ৬২।

এইরূপে ভাদ্রমাসীয় কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রি সময়ে রোহিণী নক্ষত্র ও জয়ন্তী যোগের সংযোগে ও অর্দ্ধচন্দ্রোদয় হইলে যে অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট লগ্ন উপস্থিত হইল তদ্দর্শনে সূর্য্যাদি শুভ ও অশুভ গ্রহগণ ভীত হইয়া স্বীয় স্বীয় ক্রম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক মীনলগ্নে গমন করিলেন। ৬৩। ৬৪।

তৎকালে ঐ শুভাশুভ গ্রহ সমুদায় বিধাতার আজ্ঞানুসারে প্রীতি

ববৃষুশ্চ জলধরা ববুর্ব্বাতাঃ সুশীতলাঃ।
সুপ্রসন্না চ পৃথিবী প্রসন্নাশ্চ দিশোদশ। ৬৬॥
ঋষয়ো মনবশ্চৈব যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরাঃ।
দেবা দেব্যশ্চ মুদিতাননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। ৬৭॥
জগু গন্ধর্ব্ব রাজেন্দ্র বিদ্যাধরাশ্চ নারদ।
সুখেন সুস্রবুর্নদ্যো জজ্বলুশ্চাগ্নয়ো মুদা। ৬৮॥
নেদুর্দ্দুন্দুভয় স্বর্গে চানকাশ্চ মনোরমাঃ।
পারিজাত প্রফুল্লানাং পুষ্পবৃষ্টি র্বভূবহ। ৬৯॥
জগাম সূতিকা গেহং নারীরূপং বিধায় ভূঃ।
জয় শব্দঃ শঙ্খ শব্দো হরি শব্দো বভূবহ। ৭০॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র পপাত দৈবকী সতী।
নিঃসসারচ বায়ুশ্চ দৈবকী জঠরাত্ততঃ। ৭১॥

পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বোক্ত শুভলগ্নের একাদশস্থানে সুপ্রসন্ন ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

তখন জলদজাল হইতে বারিধারা নিপতিত সুশীতল বায়ু প্রবাহিত এবং পৃথিবী ও দশদিক্ সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল ॥ ৬৬ ॥

দেব, দেবী, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মনু ও ঋষিগণ পুলকিত হইলেন। অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল; গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ সুমধুর সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলেন; নদী সমুদায় প্রসন্ন সলিলা হইয়া প্রবাহিত ও গার্হপত্যাদি অগ্নি সমুদায় প্রীতি সহকারে জ্বলিত হইতে লাগিল এবং সুরপুরে মনোহর আনক ও দুন্দুভি বাদ্য বাদিত ও বিমান হইতে প্রফুল্ল পারিজাত কুসুম বর্ষিত হইতে আরম্ভ হইল ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥

তৎকালে বসুন্ধরাদেবী নারীরূপ পরিগ্রহ করিয়া দেবকীর সূতিকা গৃহে প্রবেশ করিলে তথায় শঙ্খধ্বনি জয়ধ্বনি ও হরিধ্বনি বারংবার হইতে লাগিল। ৭০।

ঐ সময়ে সতী দেবকী সেই সূতিকা গৃহে পতিতা হইলেন তাঁহার

তত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণো দিব্যরূপং বিধায়চ।
হৃৎপদ্ম কোষাৎ দৈবক্যা বহিরাবির্ব্বভূবহ। ৭২ ॥
অতীব কমনীয়ঞ্চ শরীরং সুমনোহরং।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং স্ফুরন্মকর কুণ্ডলং। ৭৩ ॥
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহ কাতরং।
মণি রত্নেন্দ্র সারাণাং ভূষিতৈশ্চ বিভূষিতং। ৭৪ ॥
নবীন নীরদশ্যামং শোভিতং পীতবাসসা।
চন্দনাগুরুকস্তুরী কুঙ্কুমদ্রব চর্চ্চিতং। ৭৫ ॥
শরৎপার্ব্বণ চন্দ্রাস্যং বিম্বাধর মনোহরং।
ময়ূর পুচ্ছ চূড়ঞ্চ সদ্রত্ন মকুটোজ্জ্বলং। ৭৬ ॥
ত্রিভঙ্গ বঙ্ক মধ্যঞ্চ বনমালা বিভূষিতং।

জঠর হইতে যেমন বায়ু বিনির্গত হইল, ইত্যবসরে সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণ দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক দেবকীর হৃৎপদ্ম কোষ হইতে বহির্ভাগে আবির্ভূত হইলেন। ৭১। ৭২।

তখন সেই দ্বিভুজ মুরলীধর হরির অতি কমনীয় মনোহর মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। তিনি ঐ মোহন বেশে তথায় আবির্ভূত হইলে তাঁহার শ্রুতি যুগলে মকরকুণ্ডল দ্বয় শোভা পাইতে লাগিল। ৭৩।

তিনি উৎকৃষ্ট মণিরত্নসারে বিমণ্ডিত ভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিলেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডলে মৃদুমৃদু হাস্য বিকাশিত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন তিনি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে ব্যগ্র হইয়াছেন। ৭৪।

তিনি নবীন নীরদের ন্যায় শ্যাম কলেবর হইয়া পীতবস্ত্রে শোভমান হইতেছেন এবং তাঁহার অঙ্গ সমুদায় অগুরুচন্দন কস্তুরী ও কুঙ্কুমদ্রবে চর্চ্চিত হইয়াছে। ৭৫।

তাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের ন্যায় ও মনোহর, অধর সুপক্ক বিম্বফলের ন্যায় বিরাজিত আছে। আর তাঁহার মস্তকে উৎকৃষ্ট রত্নখচিত সমুজ্জ্বল মুকুট ও চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে। ৭৬।

শ্রীবৎস বক্ষসংচারু কৌস্তুভেন বিরাজিতং। ৭৭ ॥
কিশোর বয়সং শান্তং কান্তং ব্রহ্মেশয়োঃ পরং।
দদর্শ বসুদেবশ্চ পুরতো দৈবকী মুনে।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা বিস্ময়ং পরমং যযৌ। ৭৮ ॥
পুটাঞ্জলি যুতো ভূত্বা ভক্তি নম্রাত্মকন্ধরঃ।
সাশ্রুপূর্ণঃ সপুলকো দেবতাতঃ স্ত্রিয়াসহ। ৭৯ ॥

বসুদেব উবাচ।

শ্রীমতীন্দ্রিয় মব্যক্ত মক্ষরং নির্গুণং বিভুং।
ধ্যানা সাধ্যঞ্চ সর্ব্বেষাং পরমাত্মানমীশ্বরং। ৮০ ॥
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং স্বেচ্ছারূপধরং পরং।
নির্লিপ্তং পরমং ব্রহ্ম বীজরূপং সনাতনং। ৮১ ॥
স্থূলাৎ স্থূলতরং ব্যাপ্ত মতি সূক্ষ্ম মদর্শনং।

তিনি ত্রিভঙ্গভঙ্গিম রূপে প্রকাশমান হওয়াতে তাঁহার বঙ্কিম মধ্যভাগের অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত আর তাঁহার গলদেশে বনমালা ও বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও সুচারু কৌস্তুভমণি বিরাজিত হইতেছে। ৭৭।

যে ভগবান্ হরি ব্রহ্মা ও মহেশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ, তিনি এইরূপ কিশোর বয়স্ক কমনীয় শান্ত বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইলে বসুদেব ও দেবকী পুরোভাগে সেই দিব্যরূপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের উভয়ের সর্ব্বশরীর ভক্তিরসে পরিপ্লুত ও রোমাঞ্চিত হইল; ও নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তখন মহাত্মা বসুদেব পত্নী সমভিব্যাহারে ভক্তি যোগে নতকন্ধর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন," প্রভো! তুমি শ্রীসম্পন্ন, ইন্দ্রিয়াতীত, অব্যক্ত, অক্ষর, নির্গুণ সকলের ধ্যানযোগের অসাধ্য পরমেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়া প্রথিত রহিয়াছ। ৭৮। ৭৯। ৮০।

হে বিভো! তুমি স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বস্বরূপ, নির্লিপ্ত সনাতন, সর্ব্ববীজ পরব্রহ্ম। কেবল স্বেচ্ছাক্রমে তোমার মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৮১।

স্থিতিং সর্ব্ব শরীরেষু সাক্ষিরূপ মদর্শকং। ৮২ ॥
শরীরবন্তং সগুণ মশরীরং গুণোৎকরং।
প্রকৃতিং প্রকৃতীশঞ্চ প্রাকৃতং প্রকৃতেঃ পরং। ৮৩ ॥
সর্ব্বেশং সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বান্তকর মব্যয়ং।
সর্ব্বাধারং নিরাধারং নির্ব্ব্যূহং স্তৌমি কিং বিভো। ৮৪ ॥
অনন্তঃ স্তবনেঽশক্তোঽশক্তা দেবী সরস্বতী।
যং স্তোতু মসমর্থশ্চ পঞ্চবক্ত্রঃ ষড়াননঃ। ৮৫ ॥
চতুর্ম্মুখো বেদ কর্ত্তা যং স্তোতু মক্ষমঃ সদা।
গণেশো ন সমর্থশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ। ৮৬ ॥
ঋষয়ো দেবতাশ্চৈব মুনীন্দ্র মনু মানবাঃ।
স্বপ্নে তেষা মদৃশ্যঞ্চ ত্বামেবং কিং স্তুবন্তি তে। ৮৭ ॥
শ্রুতয় স্তবনেঽশক্তাঃ কিং স্তুবন্তি বিপশ্চিতঃ।

তুমি স্থূল হইতেও স্থূলতর সর্ব্বব্যাপী, অথচ দৃষ্টির অগোচর অতি সূক্ষ্ম। সর্ব্বদেহে তুমি সাক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ, কিন্তু কেহই তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ৮২ ॥

তুমি নির্গুণ নিরাকার অথচ সর্ব্বগুণাধার দেহীরূপে প্রকাশিত হইয়া থাক। তুমি প্রকৃতি, প্রকৃতির স্রষ্টা, প্রকৃতি হইতে অতীত ও প্রাকৃত বস্তু স্বরূপ। ৮৩ ॥

হে বিভো! তুমি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বান্তকারী, অব্যয়, সর্ব্বাধার, নিরাধার ও নিরালম্ব। অনন্তদেব, বাগ্দেবী সরস্বতী, ভগবান্ পঞ্চানন, ষড়ানন, বেদকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ও যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু গণপতি ইঁহারাও যখন তোমার স্তব করিতে সমর্থ নহেন, তখন আমি কি বলিয়া তোমার স্তুতিবাদ করিব? ॥ ৮৪ ॥ ৮৫। ৮৬ ॥

হে প্রভো! দেব, ঋষি, মুনীন্দ্র, মনু ও মানবগণ যখন স্বপ্নেও তোমাকে দর্শন করিতে পারেন না, তখন কে তোমার স্তুতিবাদে সক্ষম হইতে পারে ॥ ৮৭ ॥

বিহায়ৈবং শরীরঞ্চ বালো ভবিতু মর্হসি। ৮৮ ॥
বসুদেব কৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
ভক্তি দাস্য মবাপ্নোতি শ্রীকৃষ্ণ চরণাম্বুজে। ৮৯ ॥
বিশিষ্ট পুত্রং লভতে হরিদাসং গুণান্বিতং।
সঙ্কটং বিস্তরেৎতূর্ণং শত্রু ভীতাৎ প্রমুচ্যতে। ৯০ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে বসুদেব কৃতং শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রং।

নারায়ণ উবাচ।

বসুদেব বচঃ শ্রুত্বা তমুবাচ হরিঃ স্বয়ং।
প্রসন্ন বদন শ্রীমান্ ভক্তানুগ্রহ কাতরঃ। ৯১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

তপসাঞ্চ ফলে নৈব পুত্রোহহং তব সাংপ্রতং।
বরং বৃণুস্ব ভদ্রন্তে ভবিষ্যতি ন শংসয়ঃ। ৯২ ॥
পুরস্তপস্বিনীং শ্রেষ্ঠঃ প্রশ্নিস্ত্বঞ্চ প্রজাপতিঃ।
পত্নীতে সুতপেয়ঞ্চ তপসারাধিতস্ত্বয়া। ৯৩ ॥

বিশ্বভাবন হরে! শ্রুতি সমুদায়ও যখন তোমার স্তুতিবাদে সমর্থ নহে, তখন পণ্ডিতেরা কিরূপে তোমার স্তব করিবে? হে বিভো! এক্ষণে তুমি এরূপের সংহার করিয়া বালকরূপে প্রকাশমান হও॥ ৮৮॥

হে নারদ! যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা কালে এই বসুদেব কৃত স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহার ভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ চরণকমলের দাস্য লাভ হয় এবং তিনি সর্ব্বগুণান্বিত হরিদাস বিশিষ্ট পুত্র প্রাপ্ত হন আর অবিলম্বে ঘোর শঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ ও শত্রুভয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন॥ ৮৯॥ ৯০॥

নারায়ণ কহিলেন, হে দেবর্ষে! সেই অতুল শ্রীসম্পন্ন ভক্তবৎসল ভগবান্ হরি বসুদেবের এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন বদনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মাত্মন্! তোমার তপস্যার ফলে এক্ষণে আমি তোমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলাম। তুমি আমার নিকট বর গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই। ৯১॥ ৯২॥

পুত্রো মৎসদৃশ স্তত্তু দৃষ্ট্বা মাঞ্চ বৃতো বরঃ।
ময়াদত্তো বর স্তুভ্যং মৎসমো ভবিতা সুতঃ। ৯৪॥
দত্ত্বা তুভ্যং বরং তাত মনসালোচ চিন্তিতং।
মৎ সমো নাস্তি ভুবনে পুত্রোঽহং তেন হেতুনা। ৯৫॥
তপসাঞ্চ প্রভাবেন ত্বমেব কশ্যপ স্বয়ং।
সুতপা দেব মাতেয় মদিতীশ্চ পতিব্রতা। ৯৬॥
অধুনা কশ্যপাং শস্ত্বং বসুদেবঃ পিতা মম।
দেবকী দেবমাতেয় মদিতে রংশ সম্ভবা। ৯৭॥
তাতোঽদিত্যা বামনোহহং পুত্র স্তেঽংশ সমুদ্ভবঃ।
অধুনা পরিপূর্ণোঽহং পুত্রস্তে তপসঃ ফলাৎ। ৯৮॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মে তুমি প্রশ্নি নামক প্রজাপতিরূপে সঞ্জাত হইয়া কঠোর তপঃসাধন পূর্ব্বক তপস্বিগণের অগ্রগণ্য হইয়া স্বীয় তপঃসাধন নিরতা পত্নী সমভিব্যাহারে আমার বিস্তর আরাধনা করিয়াছিলে। আমিও তৎকালে প্রীত হইয়া তোমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলাম। তখন তুমি আমার নিকট মৎসদৃশ পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করাতে আমি তোমাকে মৎসদৃশ পুত্রলাভ করিবে, এইবর প্রদান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলাম ভুবন মধ্যে আমার তুল্য কেহই নাই সুতরাং স্বয়ং আমাকেই ইহাঁর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এই কারণে আমি এইরূপ কৃত নিশ্চয় হইয়া তোমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছি। ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥

হে পিতঃ! পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের সেই কঠোর তপস্যার ফলে পূর্ব্বজন্মে তুমি স্বয়ং কশ্যপরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলে এবং তোমার পত্নীও পতিব্রতা দেবমাতা তপস্বিনী অদিতিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি সেই কশ্যপের অংশে বসুদেবরূপে উৎপন্ন হইয়াছ এবং তোমার পত্নীও সেই দেবমাতা অদিতির অংশে দেবকীরূপে সমুৎপন্না হইয়াছেন ॥ ৯৬ ॥ ৯৭ ॥

হে তাত! পূর্ব্বে আমি তোমা হইতে অদিতির গর্ব্ভে স্বীয় অংশে

মাংবাত্বং পুত্র ভাবেন ব্রহ্ম ভাবেন বা পুনঃ।
মাং প্রাপ্স্যসি মহাপ্রাজ্ঞ জীবন্মুক্তো ভবিষ্যসি। ৯৯॥
যশোদা ভবনং শীঘ্রং মাং গৃহীত্বা ব্রজং ব্রজ।
সংস্থাপ্য তত্র মাং তাত মায়া মাদায় স্থাপয়। ১০০॥
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরি স্তত্র বালরূপো বভূবহ।
নগ্নং ভূমৌ শয়ানাঞ্চ দদর্শ শ্যামলং সুতং। ১০১॥
দৃষ্ট্বা স বালকং তত্র মোহিতো বিষ্ণু মায়য়া।
কিম্বা দৃষ্টশ্চ তত্রায়মপূর্ব্বং সূতিকাগৃহে। ১০২।
ইত্যুক্ত্বা বসুদেবশ্চ সমালোচ্য স্ত্রিয়া সহ।
গৃহীত্বা বালকং ক্রোড়ে জগাম নন্দ গোকুলং। ১০৩॥

বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার তপস্যার ফলে পরিপূর্ণ রূপে তোমার পুত্রভাবে আবির্ভূত হইয়াছি॥ ৯৮॥

হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি আমাকে পুত্রভাবে হউক বা ব্রহ্মভাবে হউক যে কোন রূপে ভাবনা কর তাহাতেই তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে ও জীবন্মুক্ত হইবে॥ ৯৯॥

হে পিতঃ! এক্ষণে তুমি শীঘ্র আমাকে লইয়া ব্রজধামে গমন পূর্ব্বক নন্দপত্নী যশোদার সূতিকাগৃহে আমাকে স্থাপন কর এবং তথা হইতে যোগমায়াকে গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় মন্দিরে তাঁহাকে সংস্থাপিত কর॥ ১০০।

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কহিয়া তথায় বালকরূপী হইলে সেই ভূমিতলে শয়ান শ্যাম কলেবর শিশু সন্তান বসুদেবের দৃষ্টিগোচর হইল।১০১।

তখন বসুদেব সেই বালকরূপী ভগবান্‌কে দর্শন পূর্ব্বক বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া এইরূপ তর্ক করিতে লাগিলেন আমি কি সূতিকাগৃহে এই বালককে কখন দেখিয়াছি অথবা কখন দেখি নাই কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না॥ ১০২॥

এই বলিয়া বসুদেব প্রিয়া দেবকীর সহিত এই বিষয়ের আন্দোলন

গত্বা নন্দ ব্রজং শীঘ্রং বিবেশ সূতিকাগৃহং।
দদর্শ শয়নে ন্যস্তাং যশোদাং নিদ্রয়ান্বিতাং।
নিদ্রান্বিতঞ্চ নন্দঞ্চ সর্ব্বং তত্র গৃহেস্থিতং। ১০৪ ॥
দদর্শ বালিকাং নগ্নাং তপ্তকাঞ্চন সন্নিভাং।
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যাং পশ্যন্তী গৃহ শেখরাং। ১০৫ ॥
তাং দৃষ্ট্বা বসুদেবশ্চ বিস্ময়ং পরমং যযৌ। ১০৬ ॥
সংস্থাপ্য তত্র পুত্রঞ্চ কন্যা মাদায় সত্বরং।
জগাম মথুরাং ত্রস্তঃ স্বকান্তা সূতিকা গৃহং। ১০৭ ॥
স্থাপয়ামাস তত্রৈব মহামায়াঞ্চ বালিকাং।
রোরুয়মানাং তামেব দৃষ্ট্বা ত্রস্তাচ দৈবকী। ১০৮ ॥

পূর্ব্বক সেই বালকরূপী হরিকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক ব্রজরাজ নন্দের শ্রীগোকুলধামে যাত্রা করিলেন ॥ ১০৩ ॥

অতঃপর বসুদেব শ্রীগোকুলে উপনীত হইয়া সত্বর নন্দপত্নী যশোদার সূতিকাগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, যশোদা তত্রত্য শয্যায় শয়ানা হইয়া নিদ্রায় অভিভূতা হইয়াছেন, এবং ব্রজরাজ নন্দ ও গৃহ মধ্যগত অন্যান্য সকলেই নিদ্রাচ্ছন্ন রহিয়াছেন ॥ ১০৪ ॥

এই ব্যাপার দর্শনের পর সেই সূতিকাগৃহে এক তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা নগ্না বালিকা বসুদেবের নয়নগোচর হইল। দেখিলেন, তাঁহার সুপ্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য বিকাশিত হইতেছে এবং সেই বালিকা গৃহ শেখরেরদিকে নয়নার্পণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে ॥ ১০৫ ॥

বসুদেব এইরূপ বালিকাকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তথায় সত্বর পুত্রটিকে সংস্থাপন ও সেই কন্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক মথুরায় আগমন করিয়া স্বীয় পত্নীর সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥

অতঃপর সেই বালিকারূপিণী মহামায়া তৎকর্ত্তৃক তথায় সংস্থাপিতা হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন, তদ্দর্শনে দেবকীর অন্তরে ভয় সঞ্চার হইল ॥ ১০৮ ॥

রোদনেনৈব সা বালা বোধয়ামাস রক্ষকান্।
উত্থায় রক্ষকাঃ শীঘ্রং জগৃহুর্ব্বালিকাং তদা। ১০৯॥
গৃহীত্বা বালিকাং তেচ প্রজগ্মুঃ কংস সন্নিধিং।
জগাম দৈবকী পশ্চাৎ বসুদেবশ্চ শোকতঃ। ১১০॥
দৃষ্টাচ বালিকাং কংসো নাতি হৃষ্টো মহামুনে।
রোরুয়মানাং কল্যাণীং তদ্দয়া ন বভূবহ। ১১১॥
তাং গৃহীত্বা চ পাষাণে নষ্টুং যাতঃ সুদারুণঃ।
উবাচ বসুদেবশ্চ দৈবকী পরমাদরং। ১১২॥
ভো ভো কংস নৃপশ্রেষ্ঠ নীতি শাস্ত্র বিশারদ।
নিবোধ বাক্যং সত্যঞ্চ নীতি যুক্তং মনোহরং। ১১৩॥
হত্বাবয়োঃ পুত্র ষট্কং দয়া তে নাস্তি বান্ধব।

তখন সেই বালিকারূপিণী মহামায়া রোদনধ্বনিতে সত্বর রক্ষকগণকে প্রবোধিত করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেবকীর সূতিকাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া সেই বালিকাকে গ্রহণ করিল॥ ১০৯।

অতঃপর সেই রক্ষকগণ সেই বালিকাকে লইয়া কংস নিকটে গমন করিতে লাগিল এবং বসুদেব ও দেবকীও শোকাকুলিত চিত্তে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ১১০।

তৎপরে রক্ষকগণ কর্ত্তৃক সমানীতা বালিকাকে দর্শন করিয়া কংসের চিত্ত অপ্রশস্ত রহিল। আর ঐ সময়ে সেই বালিকারূপিণী মহামায়া মায়া প্রভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনেও তাহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল না। ১১১।

অতঃপর নির্দ্দয় কংস সেই বালিকাকে গ্রহণ করিয়া পাষাণোপরি তাহার বিনাশার্থ গমন করিল। তখন বসুদেব ও দেবকী পরম সমাদরে তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি নীতিশাস্ত্র বিশারদ, অতএব এক্ষণে আপনি আমাদিগের নীতিগর্ভ মনোহর সারবাক্য শ্রবণ করুন॥ ১১২॥ ১১৩॥

অধুনা চাষ্টমে গর্ভে বালিকা মবলাং মম। ১১৪ ॥
হত্বা কিন্তে মহৈশ্বর্য্যং ভবিষ্যতি মহীতলে।
স্ত্রীমেব হন্তু মবলা কিং ক্ষমা রণ মূর্দ্ধনি। ১১৫ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা তং বসুদেবকীচ সভাতলে।
রুরোদ পুরত স্তত্র কংসস্যচ দুরাত্মনঃ। ১১৬ ॥
কংস স্তয়োর্ব্বচঃ শ্রুত্বা তামুবাচ সুদারুণঃ।
শৃণু বাক্যং মদীয়ঞ্চ নিবোধ বোধয়ামি তে। ১১৭ ॥

কংস উবাচ।

তৃণেন পর্ব্বতং হন্তুং শক্তো ধাতাচ দৈবতঃ।
কীটেন সিংহ শার্দ্দুলং মশকেন গজং তথা। ১১৮ ॥
শিশুনাচ মহাবীরং মহান্তং ক্ষুদ্র জন্তুভিঃ।
মূষিকেণচ মার্জ্জারং মণ্ডুকেন ভুজঙ্গমং। ১১৯ ॥

হে বন্ধো! আপনি ছয়টি সন্তান বিনাশ করিয়াছেন এখনও আপনার অন্তরে দয়া হইল না। এক্ষণে অস্টম গর্ব্ভে অবলা বালিকা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহার বিনাশে আপনার ফল কি? আপনি ইহাকে বধ করিয়া পৃথিবীতে কি মহৈশ্চর্য্য লাভ করিবেন? বিবেচনা করিয়া দেখুন, অবলা কি কথন সংগ্রামে আপনার বিনাশ সাধনে সক্ষম হইতে পারে ॥ ১১৪ ॥ ১১৫ ॥

বসুদেব ও দেবকী সভামধ্যে এইরূপ কহিয়া দুরাত্মা কংসের পুরোভাগে অবস্থান পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১১৬ ॥

তখন সুদারুণ কংস তাহাদিগের এই সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বসুদেব! এক্ষণে আমি যুক্তিযুক্ত বাক্যে তোমাকে প্রবোধিত করিতেছি তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ১১৭ ॥

বিধাতা অপ্রতিহত দৈব প্রভাবে তৃণ দ্বারা পর্ব্বত, কীট দ্বারা সিংহ শার্দ্দুল, মশক দ্বারা হস্তী, শিশু দ্বারা মহাবীর, ক্ষুদ্রজন্তু দ্বারা মহৎ জন্তু, মূষিক দ্বারা বিড়াল ও ভেক দ্বারা ভুজঙ্গমকে যে অনায়াসে

এবং জন্যেন জনকং ভক্ষ্যেণৈবচ ভক্ষকং।
বহ্নিনাচ জলং নষ্টং বহ্নিং শুষ্ক তৃণেনচ। ১২০ ॥
পীতাঃ সপ্ত সমুদ্রাশ্চ দ্বিজেনৈকেন জহ্নুনা।
ধাতুর্গতি র্ব্বিচিত্রাচ দুর্গেয়া ভুবনত্রয়ে। ১২১ ॥
দৈবেন বালিকাং নষ্টুং মাং সমর্থা ভবিষ্যতি।
বালিকাঞ্চ বধিষ্যামি নাত্র কাল বিচারণা। ১২২ ॥
ইত্যেব মুক্তা কংসশ্চ গৃহীত্বা বালিকাং তদা।
হন্তুমারব্ধবান্ কংস স্তমুবাচ বসুস্তদা।
বৃথা হিংসিত বান্রাজন্ দেহি বালাং কৃপানিধে। ১২৩ ॥
স তৎ শ্রুত্বা বিচারজ্ঞঃ কংস স্তুষ্টো মহামুনে।
সংবোধয়ন্তং তত্রৈব বাগ্বভূবা শরীরিণী। ১২৪ ॥
হে কংস হিংসিকাং মূঢ় র্ন বিজ্ঞেয়া বিধের্গতিঃ।
কুত্রচিত্তে নিহন্তাস্তি কালে ব্যক্তো ভবিষ্যতি। ১২৫ ॥

বিনাশ করিতে সমর্থ হন তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ১১৮ ॥ ১১৯ ॥

এইরূপ দৈববলে বিধি কর্ত্তৃক জন্য বস্তু দ্বারা জনক ভক্ষ্যবস্তু দ্বারা ভক্ষক বহ্নি দ্বারা জল ও শুষ্কতৃণ দ্বারা বহ্নি নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২০ ॥

আরও দেখ, দৈববশে পূর্ব্বে জহ্নু নামক এক মুনিবর সপ্ত সমুদ্র পান করিয়াছিলেন। ত্রিভুবন মধ্যে বিধাতার এইরূপ বিচিত্র গতি কেহই অবধারণ করিতে পারে না ॥ ১২১ ॥

সেই দৈব নির্ব্বন্ধে এই বালিকাও আমার বিনাশে সমর্থা হইবে। অতএব আমি ইহাকে বধ করিব। ক্ষণমাত্র এবিষয়ে বিচার্য্য কিছুই নাই।১২২।

এই বলিয়া কংস সেই বালিকাকে গ্রহণ করিয়া তাহার বিনাশে সমুদ্যত হইলে বসুদেব তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভোজরাজ! আপনি বৃথা এই বালিকাকে বিনাশ করিতেছেন কৃপা করিয়া আপনি ইহাকে প্রদান করুন ॥ ১২৩ ॥

কংস বসুদেবের এইরূপ সানুনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিচার

শ্রুত্বৈবং দৈববাণীঞ্চ তত্যাজ বালিকাং নৃপঃ। ১২৬ ॥
বসুদেবো দেবকীচ তামাদায় মুদান্বিতঃ।
জগ্মতুঃ স্বগৃহং তৌচ কন্যাং কৃত্বা স্ববক্ষসি। ১২৭ ॥
মৃতামিব পুনঃ প্রাপ্য ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ ধনং।
সা পরা ভগিনী বিপ্র কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
একানংশে ন বিখ্যাতা পার্ব্বত্যংশ সমুদ্ভবা। ১২৮ ॥
বসুস্তাং দ্বারকায়ান্তু রুক্মিণ্যুদ্বাহ কর্ম্মণি।
দদৌ দুর্ব্বাসসে ভক্ত্যা শঙ্করাংশায় ভক্তিতঃ। ১২৯ ॥
এবং নিগদিতং সর্ব্বং কৃষ্ণ জন্মানু কীর্ত্তনং।
জন্ম মৃত্যু জরা বিঘ্নং সুখদং পুণ্যদং মুনে। ১৩০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বক পরিতুষ্ট হইল। ঐ সময়ে তাহার প্রবোধার্থ এইরূপ দৈববাণী হইল, হে মূঢ় কংস! তুমি বিধির গতি না জানিয়া কাহাকে বিনাশ করিতেছ? তোমার বিনাশ কর্ত্তা কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন, কালে তিনি প্রকাশিত হইবেন ॥ ১২৪ ॥ ১২৫ ॥

এইরূপ দৈববাণী শ্রবণে ভোজরাজ কংস সেই বালিকাকে পরিত্যাগ করিল। তখন বসুদেব ও দেবকী পরমানন্দে সেই কন্যাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ১২৬। ১২৭ ॥

অতঃপর বসুদেব যেন মৃতা কন্যা পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিলেন। পরে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীরূপা পার্ব্বতীর অংশজাতা সেই পরা প্রকৃতি তথায় অবস্থিতা হইলেন। সেই দেবী অদ্বিতীয়া অনংশা বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছেন ॥ ১২৮ ॥

হে নারদ! বসুদেব দ্বারকাধামে রুক্মিণী দেবীর উদ্বাহকালে ভক্তি সমন্বিত হইয়া শঙ্করাংশজাত মহর্ষি দুর্ব্বাসার নিকট সেই কন্যাকে অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১২৯ ॥

এই আমি তোমার নিকট পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে জীবের জন্ম ও জরা মৃত্যু বিদূরিত হয় এবং জীব পুণ্যবান্ হইয়া পরম সুখ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৩০ ॥ সম্পূর্ণ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

জন্মাষ্টমী ব্রতং ব্রূহি ব্রতানাং ব্রত মুত্তমং।
ফলং জয়ন্তি যোগস্য সামান্যে নচ সাংপ্রতং। ১ ॥
কোবা দোষোপ্যকরণে ভোজনে বা মহামুনে।
উপবাস ফলং কিম্বা জয়ন্ত্যাঞ্চ সুসংযুতঃ। ২ ॥
ব্রত পূজা বিধানঞ্চ সংযমস্যচ সাংপ্রতং।
উপবাস পারণয়োঃ সুবিচার্য্য বদ প্রভোঃ। ৩ ॥

নারায়ণ উবাচ।

কৃত্বা হবিষ্যং সপ্তম্যাং সংযতঃ পারণে তথা।
অরুণোদয় বেলায়াং সমুত্থায় পরেঽহনি। ৪ ॥
প্রাতঃকৃত্যং সংবিধায় স্নাত্বা সঙ্কল্প মাচরেৎ।
ব্রতোপবাসয়ো র্ব্রহ্মন্ শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি হেতুকং। ৫ ॥

নারদ কহিলেন, মহর্ষে! সর্ব্বব্রতের শ্রেষ্ঠ জন্মাষ্টমীব্রত কি প্রকার? জয়ন্তী যোগের ফল কি? জন্মাষ্টমীব্রতের অকরণে বা জন্মাষ্টমীদিনে ভোজনে কিরূপ দোষ স্পর্শ হয়? জয়ন্তীযোগে সুসংযত হইয়া উপবাস করিলে মনুষ্য কিরূপ ফল লাভ করিতে পারে? ঐ ব্রত পূজার বিধান কিরূপ এবং তদুপলক্ষীয় সংযম উপবাস ও পারণের নিয়মই বা কি? এই সমস্ত শ্রবণ করিতে আমার মন নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছে। অতএব আপনি কৃপা করিয়া বিশেষ বিচার পূর্ব্বক সামান্যাকারে তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১। ২। ৩।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে দেবর্ষে! ব্রতী সপ্তমীতে সুসংযত ও হবিষ্যাশী হইবে। পারণদিনের নিয়মও ঐ রূপ। ব্রতী সংযমের পরদিন অরুণোদয় কালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাধান ও স্নান করিয়া

মন্বাদি দিবসে প্রাপ্তে যৎফলং স্নান পূজনৈঃ।
ফলং ভাদ্রপদেঽষ্টম্যাং ভবেৎ কোটি গুণং দ্বিজ। ৬॥
তস্যাং তিথৌ বারিমাত্রং পিতৃণাং যঃ প্রযচ্ছতি।
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন শতাব্দং নাত্র সংশয়ঃ। ৭॥
স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা নির্ম্মায় সূতিকাং গৃহং।
লৌহখড়্গাং বহ্নিজালৈ র্যুক্তং রক্ষক সংঘকৈঃ। ৮॥
তত্র দ্রব্যং বহুবিধং নাড়িচ্ছেদন কর্ত্তনীং।
ধাত্রী স্বরূপাং নারীঞ্চ যত্নতঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ। ৯॥
পূজা দ্রব্যাণি চারূণি সোপচারাণি ষোড়শঃ।
ফলান্যষ্টৌচ মিষ্টানি দ্রব্যান্যেবহি নারদ। ১০॥

ব্রতের সঙ্কল্প করিবে। এই ব্রতের আচরণ ও ব্রতদিনে উপবাস করিলে পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি লাভ হয়। ৪। ৫।

মনুষ্য মন্বন্তরাদি দিনে নিয়মিত স্নান ও হরির পূজা করিয়া যে রূপ ফল লাভ করে, ভাদ্রপদীয় জন্মাষ্টমী দিনে স্নান পূজায় মনুষ্যের তাহার কোটি গুণ ফল প্রাপ্তি হয়। ৬।

যে ব্যক্তি ঐ জন্মাষ্টমীতে পিতৃগণের উদ্দেশে জলগণ্ডূষ মাত্র প্রদান করে, তাহার শতবর্ষ গয়াধামে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করা হয় তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ৭।

ব্রতী স্নানান্তে সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সূতিকাগৃহ রচনা করিয়া তথায় লৌহখড়্গা বহ্নি ও রক্ষক সকল সংস্থাপন করিবে। ৮।

তৎপরে সেই গৃহে যত্ন সহকারে বহুবিধ ভোগ্যবস্তু নাড়ীচ্ছেদনার্থ কর্ত্তরিকা ও ধাত্রী স্বরূপা নারী স্থাপিত করা জ্ঞানবান্ সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ৯।

আর ব্রতী সেই গৃহে সুচারু পূজোপকরণ সমুদায় ষোড়শ উপচার বিবিধ মিষ্ট দ্রব্য ও আট প্রকার ফল নিবেশিত করিবে। ১০।

জাতী ফলঞ্চ কক্কোলং দাড়িম্বং শ্রীফলন্তথা।
নারিকেলঞ্চ জম্বীরং কুষ্মাণ্ডঞ্চ মনোহরং। ১১ ॥
আসনং বসনং পাদ্যং মধুপর্কং তথৈবচ।
অর্ঘ্যমাচমনীয়ঞ্চ স্নানীয়ং শয়নন্তথা। ১২ ॥
গন্ধ পুষ্পঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূল মনুলেপনং।
ধূপ দীপৌ ভূষণঞ্চ সোপচারাণি ষোড়শ। ১৩ ॥
পাদ প্রক্ষালনং কৃত্বা ধৃত্বাং ধৌতেয় বাসসী।
আচম্য চাসনে স্থিত্বা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বকং। ১৪ ॥
ঘট মারোপণং কৃত্বা সংপূজ্য পঞ্চ দেবতাঃ।
ঘট মাবাহনং কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণং পরমেশ্বরং। ১৫ ॥
বসুদেবং দৈবকীঞ্চ যশোদাং নন্দ মেবচ।
রোহিণীং বলদেবঞ্চ ষষ্ঠ্যাং দেবীং বসুন্ধরাং। ১৬ ॥
রোহিণীঞ্চৈব ব্রহ্মাণ মষ্টমীং স্থান দেবতাং।
অশ্বত্থাম্নং বলিঞ্চৈব হনূমন্তং বিভীষণং। ১৭ ॥
কৃপং পরশুরামঞ্চ ব্যাসদেবং মৃকণ্ডুজং।
সর্ব্ব মাবাহনং কৃত্বা ধ্যানং কুর্য্যাদ্ধরে স্তথা। ১৮ ॥

জাতীফল, কক্কোল, দাড়িম্ব, শ্রীফল, নারিকেল, জম্বীর, কুষ্মাণ্ড ও সুধাশক এই অষ্টবিধ ফল ঐ ভগবৎ পূজায় বিহিত আছে। ১১।

আসন, বসন, পাদ্য, মধুপর্ক, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, শয্যা, গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য, তাম্বূল, অনুলেপন, ধূপ, দীপ ও ভূষণ এই ষোড়শোপচারে উক্ত ব্রতে শ্রীকৃষ্ণের পূজায় নির্দ্দিষ্ট আছে। ১২। ১৩॥

ব্রতী পাদ প্রক্ষালনান্তে ধৌত বস্ত্রযুগ্ম পরিধান করিয়া আসনোপবেশন পূর্ব্বক যথাক্রমে আচমন স্বস্তিবাচন ঘটস্থাপন ও গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া ঘটে পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আবাহন করিবে। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে বসুদেব, দেবকী, নন্দ, যশোদা, রোহিণী, বলদেব, ষষ্ঠিদেবী, বসুন্ধরা, ব্রহ্মা, রোহিণী নক্ষত্র, অষ্টমীতিথি, স্থান-

পুষ্পকং মস্তকেন্যস্য পুনর্ধ্যায়েদ্বিচক্ষণঃ।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং শৃণু বক্ষ্যামি নারদ।
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং কুমারায় মহাত্মনে। ১৯॥
বালং নীলাম্বুদাভমতিশয় রুচিরং
স্মেরবক্রাম্বুজাভং, ব্রহ্মেশানন্ত ধর্ম্মৈঃ
কতি কতি দিবশৈঃ স্তুয়মানং পরং যৎ।
ধ্যানাসাধ্যং ঋষীন্দ্রৈর্ম্মুনি মনুজ বরৈঃ
সিদ্ধ সংঘৈর সাধ্যং, যোগীন্দ্রাণা মচিন্ত্য-
মতিশয় মতুলং সাক্ষিরূপং ভজেহহং। ২০॥
ধ্যাত্বা পুষ্পঞ্চ দত্বাতু তৎ সর্ব্বং মন্ত্র পূর্ব্বকং।
দত্বা ব্রতী ব্রতং কুর্য্যাৎ শৃণু মন্ত্রং যথা ক্রমং। ২১॥

দেবতা, অশ্বত্থামা, বলি, হনুমান্‌, বিভীষণ, কৃপাচার্য্য, পরশুরাম, ব্যাসদেব ও মার্কণ্ডেয় এই সমুদায় যথাবিধানে আবাহন করিয়া পরাৎপর পরমাত্মা হরির ধ্যান করিবে। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।

বিচক্ষণ ব্রতী প্রথম ধ্যানের পর স্বীয় মস্তকে পুষ্প বিন্যস্ত করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিবেন। সামবেদে ভগবান্‌ বাসুদেবের ধ্যান যেরূপ বর্ণিত আছে, পূর্ব্বে ব্রহ্মা কার্ত্তিকেয় নিকটে তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমার নিকট তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। ১৯।

ধ্যান যথা প্রভো! তুমি নবীন নীরদের ন্যায় শ্যাম কলেবর রুচির মূর্ত্তি বালকরূপে প্রকাশমান হইয়াছ; তোমার মুখ কমলে মধুর হাস্য বিকাশিত হইতেছে, ব্রহ্মা মহেশ্বর অনন্ত ও ধর্ম্ম পরব্রহ্মরূপে তোমাকে স্তব করিতেছেন, তুমি মুনি মুনীন্দ্র ও মনুজবরগণের ধ্যানের অসাধ্য, সিদ্ধগণও তোমাকে সাধন করিতে পারেন না। তুমি যোগীন্দ্রগণের অচিন্তনীয়, কুত্রাপি তোমার তুল্য কেহই নাই এবং তুমি সর্ব্বভূতে সাক্ষিস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছ। আমি এবম্ভূত তোমাকে ভজনা করি॥ ২০।

ব্রতী এইরূপে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া পুষ্প প্রদানান্তে

আসনং সর্ব্ব শোভাঢ্যং সদ্রত্ন মণি নির্ম্মিতং।
বিচিত্রিতঞ্চ চিত্রেণ গৃহ্যতাং শোভনং হরে। ২২ ॥
বসনং বহ্নি শৌচঞ্চ নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
প্রতপ্ত স্বর্ণ খচিতং বসনং গৃহ্যতাং হরে। ২৩ ॥
পাদ প্রক্ষালনার্থঞ্চ স্বর্ণপাত্র স্থিতং জলং।
পবিত্রং নির্ম্মলং চারু পুষ্পং পাদ্যঞ্চ গৃহ্যতাং। ২৪ ॥
মধুসর্পির্দ্দধি ক্ষীরং শর্করা সংযুতং পরং।
স্বর্ণপাত্র স্থিতং দেয়ং সাধারং গৃহ্যতাং হরে। ২৫ ॥
দুর্ব্বাক্ষতং শুক্লপুষ্পং স্বচ্ছতোয় সমন্বিতং।
চন্দনাগুরুকস্তুরী সহিতং গৃহ্যতাং হরে। ২৬ ॥

সমস্তক সমস্ত উপচার প্রদান পূর্ব্বক ব্রত সমাধান করিবে, উপচার দানের মন্ত্র সমুদায় এক্ষণে যথাক্রমে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, অবিহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ২১।

হরে! আমি তোমাকে সর্ব্ব শোভাসম্পন্ন উৎকৃষ্ট রত্ন বিনির্ম্মিত চিত্র বিচিত্রীকৃত সুশোভন আসন প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর। ২২।

প্রভো! বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত প্রতপ্ত স্বর্ণ খচিত বহ্নিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট বসন তোমার প্রীতির জন্য প্রদত্ত হইল, তোমা কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হউক। ২৩।

বিভো! আমি তোমার পাদ প্রক্ষালনার্থ এই চারু পুষ্প সমন্বিত স্বর্ণপাত্রস্থ সুনির্ম্মল পবিত্র পাদ্য প্রদান করিলাম, তুমি ইহা পরিগ্রহ কর। ২৪।

দেব! এই ঘৃত মধু দধি ক্ষীর ও শর্করা সংযুক্ত স্বর্ণপাত্রস্থ পরম পবিত্র সাধার মধুপর্ক তোমার প্রীতি কামনায় সমর্পিত হইল, তুমি ইহা গ্রহণ কর। ২৫।

হরে! আমি দুর্ব্বা অক্ষত শুক্লপুষ্প ও স্বচ্ছবারি-সমন্বিত এবং কস্তুরী ও অগুরু চন্দন যুক্ত উৎকৃষ্ট অর্ঘ্য তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি ইহা পরিগ্রহ কর। ২৬।

সুস্বাদু স্বচ্ছতোয়ঞ্চ বাসিতং গন্ধ বস্তুনা।
শুদ্ধ মাচমনার্হঞ্চ গৃহ্যতাং পরমেশ্বর। ২৭ ॥
গন্ধ দ্রব্য সমাযুক্তং বিষ্ণু তৈলং সুবাসিতং।
আমলক্যা দ্রবঞ্চৈব স্নানীয়ং গৃহ্যতাং হরে। ২৮ ॥
সদ্রত্ন মণি সারেণ রচিতাং সুমনোহরাং।
ছাদিতাং শূক্ষ্ম বস্ত্রেণ শয্যাঞ্চ গৃহ্যতাং হরে। ২৯।
চূর্ণঞ্চ বৃক্ষ ভেদানাং মূলানাং দ্রব সংযুতং।
কস্তূরী রস সংযুক্তং গন্ধোয়ং গৃহ্যতাং হরে। ৩০।
পুষ্পং সুগন্ধি সংযুক্তং বনস্পতি সমুদ্ভবং।
সুপ্রিয়ং সর্ব্ব দেবানাং গৃহ্যতাং পরমেশ্বর। ৩১।
শর্করা স্বস্তিকাক্তঞ্চ মিষ্ট দ্রব্য সমন্বিতং।
সুপক্ক ফল সংযুক্তং নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং হরে। ৩২।

পরমেশ্বর! তোমার প্রীতির জন্য গন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত সুস্বাদু শুদ্ধ আচমনীয় স্বচ্ছবারি প্রদত্ত হইল, তোমা কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হউক। ২৭।

হরে! আমি এই গন্ধ দ্রব্য যুক্ত সুবাসিত স্নানীয় বিষ্ণুতৈল ও আমলকীদ্রব প্রদান করিলাম, তুমি ইহা গ্রহণ কর। ২৮।

বাসুদেব! এই উৎকৃষ্ট রত্ন ও মণিসারে রচিত সূক্ষ্মবস্ত্র সমাচ্ছাদিত মনোহর শয্যা তোমার প্রীতির জন্য মৎ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল, তুমি ইহা পরিগ্রহ কর। ২৯।

হরে! এই কস্তূরীরস সংযুক্ত মূলদ্রব সমন্বিত বৃক্ষ বিশেষের চূর্ণ মিশ্রিত অনুত্তম গন্ধ তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি ইহা গ্রহণ কর।৩০।

পরমেশ! আমি এই বনস্পতি সমুদ্ভূত সুগন্ধিযুক্ত সর্ব্ব দেবের প্রিয় মনোহর পুষ্প তোমার প্রীতি কামনায় অর্পণ করিলাম, তুমি ইহা পরিগ্রহ কর। ৩১।

হরে! আমি এই শর্করা স্বস্তিকাক্ত সুপক্ক ফল সমন্বিত মিষ্টদ্রব্য

সংপূজ্য সর্ব্ব দেবাংশ্চ প্রণম্য দণ্ডবৎ ভুবি।
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ নৈবেদ্যং দত্ত্বা দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং। ৪৫॥
কথাঞ্চ জন্মাধ্যায়োক্তাং শৃণুয়াদ্ভক্তি ভাবতঃ।
তদা কুশাসনে স্থিত্বা কুর্য্যাদ্ জাগরণং ব্রতী। ৪৬॥
প্রভাতে চাহ্নিকং কৃত্বা সংপূজ্য শ্রীহরিং মুদা।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাচ চকার হরি কীর্ত্তনং। ৪৭॥

নারদ উবাচ।

ব্রতকাল ব্যবস্থাঞ্চ বেদোক্তাং সর্ব্বসম্মতাং।
বেদাঙ্গঞ্চ সমালোচ্য সংহিতাঞ্চ পুরাতনীঃ। ৪৮॥
উপবাসে জাগরণে ব্রতে বা কিং ফলং ভবেৎ।
কিম্বা পাপং তত্র ভুক্ত্বা বদ বেদ বিদাম্বর। ৪৯॥

তোষ, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং দিকপালগণ, নবগ্রহ, অনন্তদেব, সুদর্শন ও হরির পার্ষদ প্রবরাদি সমস্ত দেবের যথাবিধানে পূজা করিয়া ভক্তিযোগে দণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে নৈবেদ্য ও দক্ষিণা দান করিবে॥ ৪৩। ৪৪। ৪৫॥

তৎপরে ব্রতী ভক্তিযোগে জন্মাধ্যায়োক্ত ব্রতকথা শ্রবণ করিয়া কুশাসনে অবস্থান পূর্ব্বক সে রাত্রি জাগরিত থাকিবে। পরে রজনী প্রভাতা হইলে ব্রতী দৈনিক নিত্যকর্ম্ম সমাধানান্তে সনাতন হরির পূজা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া হরি সঙ্কীর্ত্তন করিবে। ৪৬। ৪৭॥

নারদ কহিলেন, প্রভো! বেদে ব্রত কালের সর্ব্ব সম্মত ব্যবস্থা কিরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে এবিষয়ে বেদাঙ্গসঙ্গত পুরাতনী সংহিতায় প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? এই ব্রতদিনে উপবাস ও জাগরণে মনুষ্যের কিরূপ ফল লাভ হয় এবং ঐ দিনে ভোজন করিলেই বা মনুষ্যের কিরূপ পাপ জন্মে এই সমস্ত শ্রবণ করিতে আমি সমুৎসুক হইয়াছি, আপনি বেদ বেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট ঐ সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করুন। ৪৮। ৪৯।

নারায়ণ উবাচ।

অষ্টমী পাদ সংযুক্তাং রাত্র্যর্দ্ধে যদি দৃশ্যতে।
সএব মুখ্য কালশ্চ তত্র জাতঃ স্বয়ং হরিঃ। ৫০ ॥
জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তী তেন সাস্মৃতা।
তত্রোপোষ্য ব্রতং কৃত্বা কুর্য্যাদ্ জাগরণং বুধঃ। ৫১ ॥
সর্ব্বাপবাদঃ কালোঽয়ং প্রধানঃ সর্ব্ব সম্মতঃ।
ইতি বেদবিদাং বাণী চেত্যুক্তা বেধসা পুরা। ৫২ ॥
তত্র জাগরণং কৃত্বা চোপোষ্য যদ্ব্রতং ভবেৎ।
কোটি জন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ৫৩ ॥
বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী সহিতাষ্টমী।
সা সর্ক্ষাণি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমী সহিতাষ্টমী। ৫৪ ॥
অবিদ্ধা যাস্তু ঋক্ষায়াং জাতো দৈবকী নন্দনঃ।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! যদি অর্দ্ধরাত্রি কালে অষ্টমীর তিথির একপাদ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে সেই দিনই ব্রতের মুখ্য কালরূপে নির্দ্দিষ্ট। ভগবান্ হরি সেই দিনেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন স্থির করিতে হইবে। ৫০।

আর যে যোগ জয় ও পুণ্য প্রদান করে তাহাই জয়ন্তী যোগ নামে বিখ্যাত আছে। জ্ঞানবান্ ব্রতী সেই জয়ন্তী যোগ যুক্ত দিনে উপোষিত হইয়া ব্রতাচরণ পূর্ব্বক জাগরণ করিবে। ইহাই ব্রতের সর্ব্ববাদি সম্মত প্রধান কাল বলিয়া উক্ত আছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই বেদ বেত্তাদিগের সম্মত ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

যে ব্রতী ঐ দিনে উপোষিত হইয়া জাগরণ পূর্ব্বক ব্রতাচরণ করিবে, সে কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৩ ॥

হে দেবর্ষে! সপ্তমী সহিতা অষ্টমী যত্ন সহকারে বর্জ্জন করিবে। সপ্তমী সহিতা অষ্টমী রোহিণীযুক্তা হইলেও তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে ॥ ৫৪ ॥

বেদ বেদাঙ্গ গুপ্তেতি বিশিষ্টে মঙ্গলে ক্ষণে।
ব্যতীতে পদ্মযোনৌ চ ব্রতী কুর্য্যাচ্চ পারণং। ৫৫ ॥
তিথ্যন্তেচ হরিং স্মৃত্বা কৃত্বা দেবাসুরার্চ্চনং।
পারণং পারণং পুং সাং সর্ব্ব পাপ প্রণাশনং। ৫৬ ॥
উপবাসাঙ্গ ভূতঞ্চ ফলদং শুদ্ধি কারণং।
সর্ব্বেষ্বেবোপবাসেষু দিবা পারণ মিষ্যতে। ৫৭ ॥
অন্যথা ফল হানিঃস্যাদ্ব্রত ধারণ পারণং। ৫৮ ॥
ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদৃতে বৈ রোহনী ব্রতাৎ।
নিশায়াং পারণং কুর্য্যাদ্বর্জ্জয়িত্বা মহানিশাং। ৫৯ ॥
পূর্ব্বাহ্নে পারণং শস্তং কৃত্বা বিপ্র সুরার্চ্চনং।
সর্ব্বেষাং সম্মতং কুর্য্যা দ্ব্রতেবৈরোহিণী ব্রতং ॥ ৬০ ॥

সপ্তমীতে অবিদ্ধ রোহিণী নক্ষত্রেই দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বেদ বেদাঙ্গ গুপ্ত অতিবিশিষ্ট মঙ্গল ক্ষণ ব্রহ্মাতে বিলীন হইলে ব্রতী পারণ করিবে। কারণ তিথি নক্ষত্রাদি যুক্ত নিয়মিত কাল অতীত না হইলে পারণ করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৫৫ ॥

ঐ নিয়মিত তিথির অবসানে হরি স্মরণ পূর্ব্বক দেব ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া পারণ করা ব্রতীর কর্ত্তব্য। এই পারণ মানবগণের সর্ব্ব পাপ প্রণাশন ও ভবপারের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৫৬ ॥

সমুদায় ব্রতে পারণ উপবাসের অঙ্গীভূত শুদ্ধি কারণ ও ফলপ্রদ বলিয়া অভিহিত হয় শাস্ত্রে সমস্ত উপবাসেই দিবা পারণের বিধি আছে ॥ ৫৭ ॥

বিধিবিধানে ব্রতধারণ ও ব্রতের পারণ না করিলে ফলহানি হয়। রোহিণী ব্রত ভিন্ন অন্য কোন ব্রতে রাত্রিতে পারণের বিধি নাই রোহিণী ব্রতে যে রাত্রিযোগে পারণের বিধি আছে, তন্মধ্যে নিয়ম এই যে, মহানিশা বর্জ্জন করিয়া ব্রতী নিশাতে পারণ করিবে ॥ ৫৮। ৫৯ ॥

রোহিণী ব্রত ভিন্ন ব্রতী সমস্ত ব্রতে দিবসের পূর্ব্বাহ্নে দেব ব্রাহ্ম-

বুধ সোমঃ সমাযুক্তা জয়ন্তী যদি লভ্যতে।
ন কুর্য্যাদ্গর্ভবাসঞ্চ তত্র কৃত্বা ব্রতং ব্রতী। ৬১ ॥
উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি।
ভবেদ্বুধেন্দু সংযুক্তা প্রাজাপত্যর্ক্ষ সংযুতা। ৬২।
অপি বর্ষশতে নাপি লভতেবা ন লভ্যতে।
ব্রতীচ তদ্ব্রতং কৃত্বা পুং সাং কোটীঃ সমুদ্ধরেৎ। ৬৩ ॥
নৃণাং বিনা ব্রতে নাপি ভক্তানাং বিত্ত বর্জ্জিতাং।
কৃতে নৈবোপবাসেন প্রীতো ভবতি মাধবঃ। ৬৪ ॥
ভক্ত্যানানোপচারেণ রাত্রৌ জাগরণে নচ।
ফলং দদাতি দৈত্যারি র্জ্জয়ন্তী ব্রত সম্ভবং। ৬৫ ॥

ণের অর্চ্চনা করিয়া পারণ করিবে, ইহাই সর্ব্বসম্মত ব্যবস্থা বলিয়া উক্ত আছে ॥ ৬০ ॥

বুধ বা সোমবারে যদি জয়ন্তী যোগের সংযোগ হয়, তাহা হইলে সেই শুভদিনে উক্ত জন্মাষ্টমী ব্রত করিলে ব্রতীকে আর গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ৬১ ॥

যদি ব্রতদিনে উদয় কালে অষ্টমী ও সমস্ত সময় নবমী তিথির ভোগ হয় আর ঐ দিনে যদি বুধ বা সোমবারের সংযোগ হয় তাহা হইলে ঐ দিন প্রাজাপত্য ব্রতের ফলপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শত-বর্ষেও ঐ শুভদিনের সংযোগ হইতে পারে কিনা সন্দেহ, ব্রতী ঐ শুভ দিনে ব্রতাচরণ করিয়া কোটি পুরুষের উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬২।৬৩।

হরিপরায়ণ মানবগণ অর্থাভাব নিবন্ধন যদি ব্রতাচরণে সমর্থ না হইয়া কেবল উপবাস করে, তাহাতেই পরমাত্মা হরি তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন সন্দেহ নাই ॥ ৬৪ ॥

মানব উক্ত জয়ন্তী ব্রতেদীক্ষিত হইয়া ভক্তিযোগে বিবিধ উপচারে হরির অর্চ্চনা পূর্ব্বক রাত্রি জাগরণ করিলে ভগবান্ দৈত্যারি তাহাকে সেই ব্রতের ফল প্রদান করেন ॥ ৬৫ ॥

বিত্ত শাঠ্য মকুর্ব্বাণঃ সম্যক্ ফল মবাপ্নুয়াৎ।
কুর্ব্বাণং বিত্ত শাঠ্যঞ্চ লভতে সদৃশং ফলং। ৬৬ ॥
অষ্টম্যামথ রোহিণ্যাং ন কুর্য্যাৎ পারণং বুধঃ।
হন্যাৎ পূর্ব্ব কৃতং পুণ্য মুপবাসার্জ্জিতং ফলং। ৬৭ ॥
তিথি রষ্টগুণং হন্তি নক্ষত্রঞ্চ চতুর্গুণং।
তস্মাৎ প্রযত্নতঃ কুর্য্যাৎ তিথি ভান্তেচ পারণং। ৬৮ ॥
মহা নিশায়াং প্রাপ্তায়াং তিথি ভান্তং যদা ভবেৎ।
তৃতীয়েঽহ্নি মুনিশ্রেষ্ঠ পারণং কুরুতে ব্রতী। ৬৯ ॥
যন্মুহূর্ত্তে ব্যতীতেতু রাত্রাবেব মহানিশা।
লভতে ব্রহ্মহত্যাঞ্চ তত্র ভুক্বাচ নারদ। ৭০ ॥
গোমাংস বিন্মূত্র সমং তাম্বূলঞ্চ ফলং জলং।
পুংসা মভক্ষ্যং শুদ্ধায়া মোদনস্যাপি কা কথা। ৭১ ॥

যে ব্যক্তি ব্রতদীক্ষিত হইয়া বিত্তশাঠ্য করে তাহার সম্যক্ ফল লাভ হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করিয়া ব্রতাচরণ করে তাহার সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্তি হয় ॥ ৬৬ ॥

অষ্টমীতে অথবা রোহিণী নক্ষত্রে জ্ঞানী ব্যক্তি কখন পারণ করিবে না উক্ত কালে পারণ করিলে মনুষ্যের উপবাসার্জ্জিত পূর্ব্বকৃত পুণ্য ধ্বংস হইয়া যায় ॥ ৬৭ ॥

উক্ত তিথি অষ্টগুণ ও উক্ত নক্ষত্র চতুর্গুণ ফল নষ্ট করে, অতএব ঐ তিথি নক্ষত্রের অবসানে মানব সতর্ক হইয়া পারণ করিবে ॥ ৬৮ ॥

যদি অষ্টমী তিথি নিবন্ধন পারণের সময় মহানিশা উপস্থিত হয় তাহা হইলে ব্রতী তৃতীয় দিবসে পারণ করিবে। রাত্রিমানের ছয় মুহূর্ত্ত অতীত হইলে মহানিশা উপস্থিত হয়। ব্রতী সেই মহানিশায় ভোজন করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। ৬৯। ৭০ ॥

অধিক আর কি বলিব পরিশুদ্ধ জন্মাষ্টমীতে ঐ মহানিশায় অন্ন ভোজনের কথা দূরে থাকুক ঐ কালে ব্রতী পুরুষগণের সম্বন্ধে ফল,

ত্রি যামাং রজনীং প্রাহু স্ত্যক্ত্বাদ্যন্ত চতুষ্টয়ং।
দণ্ডানাং তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্ত সংজ্ঞিতে। ৭২॥
জন্মাষ্টম্যাঞ্চ শুদ্ধায়াং কৃত্বা জাগরণং ব্রতং।
শতজন্ম কৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র শংসয়ঃ। ৭৩॥
জন্মাষ্টম্যাঞ্চ শুদ্ধায়া মুপোষ্য কেবলং নরঃ।
অশ্বমেধ ফলং তস্য ব্রতং জাগরণং বিনা। ৭৪॥
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে যৌবনে যচ্চ বার্দ্ধকে।
সপ্ত জন্ম কৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র শংসয়ঃ। ৭৫॥
শ্রীকৃষ্ণ জন্ম দিবসে যচ্চ ভুঙ্ক্তে নরাধমঃ।
সভবেন্মাতৃ গামীচ ব্রহ্মহত্যা শতং লভেৎ। ৭৬॥
কোটি জন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতং।
অনর্হশ্চাশুচিঃ শশ্বৎ দৈবে পৈত্রেচ কর্ম্মণি। ৭৭॥

জল ও তাম্বুল পর্য্যন্ত গোমাংস সদৃশ অভক্ষ্য বলিয়া কথিত আছে॥ ৭১॥

রাত্রিমানের আদ্যন্ত চতুষ্টয় দণ্ড পরিত্যজ্য এবিধায় রজনী ত্রিযামা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ রূপ দিবামানের আদ্যন্ত সংজ্ঞিত দণ্ড চতুষ্টয় উভয় সন্ধ্যা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে॥ ৭২॥

শুদ্ধজন্মাষ্টমীতে ব্রতাচরণ করিয়া উপবাস করিলে মনুষ্য শত জন্ম কৃত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ৭৩॥

শুদ্ধ জন্মাষ্টমীতে মনুষ্য ব্রত ও জাগরণ না করিয়া যদি কেবল মাত্র উপবাস করে, তাহা হইলেও তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, এবং সপ্তজন্মে বাল্যে কৌমারে ও বার্দ্ধক্যে তৎকর্ত্তৃক যে যে পাপ আচরিত হইয়া থাকে সে সেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই॥ ৭৪॥ ৭৫॥

যে নরাধম ঐ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে ভোজন করে সে মাতৃগামীর তুল্য পাপ ভাগী হয় ও শত ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে॥ ৭৬॥

সেই নরাধমের নিশ্চয় কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট হইয়া যায় এবং

অন্তে বসেৎ কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
ক্রিমিভিঃ শূল তুল্যৈশ্চ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈশ্চ ভক্ষিতঃ। ৭৮ ॥
পাপী ততঃ সমুত্থায় ভারতে জন্ম চেল্লভেৎ।
ষষ্টিং বর্ষ সহস্রাণি বিষ্ঠায়াঞ্চ ক্রিমি র্ভবেৎ। ৭৯ ॥
গৃধ্রঃ কোটি সহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ।
শ্বাপদং শতজন্মানি শৃগালঃ শতজন্ম সু।
সপ্ত জন্ম সু সর্পশ্চ কাকশ্চ সপ্ত জন্ম সু। ৮০ ॥
ততো ভবেন্নরো মুক্ত্বা গলিৎকুষ্ঠী সদাতুরঃ।
ততো ভবেৎ পশুঘ্নশ্চ ব্যালগ্রাহী ততো ভবেৎ। ৮১ ॥
তদন্তেচ ভবে দ্দস্যু র্ধর্ম্মহীনো নরঘ্নকঃ। ৮২ ॥
ততো ভবেৎ স রজকস্তৈল কার স্ততো ভবেৎ।
ততো ভবেদ্দেবলশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ সদা শুচিঃ। ৮৩ ॥

সে সর্ব্বদাই অশুচি থাকে ও দৈবপৈত্র কার্য্যে অযোগ্য হইয়া অতিশয় অসুখে কাল যাপন করে। ৭৭ ॥

এই ভাবে জীবিত কাল যাপন করিয়া সেই পাপাত্মা দেহান্তে কাল-নামক ঘোর নরকে নিপতিত হইয়া চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত সেই নরকে বাস করে, তথায় ক্রিমি সকল শূল তুল্য তীক্ষ্ণদশনে তাহাকে দংশন করিয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

এইরূপ নরক ভোগের পর সেই পাপাশয় পুরুষের যদি ভারতে জন্ম হয় তাহা হইলে প্রথমতঃ সে ষষ্টি সহস্র বর্ষ বিষ্ঠার ক্রিমি হইয়া থাকে। ৭৯।

তৎপরে পর্য্যায় ক্রমে সহস্র কোটি জন্ম গৃধ্র, শতজন্ম শূকর, শতজন্ম হিংস্র জন্তু, শতজন্ম শৃগাল, সপ্ত জন্ম সর্প ও সপ্ত জন্ম কাকরূপে তাহার উৎপত্তি হয় ॥ ৮০ ॥

পরে সেই নরাধম গলৎকুষ্ঠী চিররোগী মনুষ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করে তদবসানে সে পশু হত্যাকারী ব্যালগ্রাহী হইয়া সমুৎপন্ন হয় ॥ ৮১ ॥

তদন্তে সে নর হত্যাকারী ধর্ম্মহীন দস্যু, পরে রজক তৎপরে

উপবাসাসমর্থশ্চেদেকং বিপ্রঞ্চ ভোজয়েৎ।
তাবদ্ধনানি বা দদ্যাৎ যদ্ভুক্তং দ্বিগুণং ভবেৎ। ৮৪॥
সহস্র সম্মিতাং দেবীং জপেদ্বা প্রাণ সংযমং।
কুর্য্যাৎ দ্বাদশ সংখ্যাকং ন যথা তত্র তে নরঃ। ৮৫॥
ইত্যেবং কথিতং বৎস শ্রুতং যদ্ধর্ম্ম বক্তৃতঃ।
ব্রতোপবাস পূজানাং বিধান মক্রতে চ যৎ। ৮৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে জন্মাষ্টমী ব্রত পূজোপবাস নিরূপণ প্রস্তাবাষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

তৈলকার ও তাহার পর এই ভারতে সর্ব্বদা অশুচি দেবল ব্রাহ্মণরূপে জন্ম গ্রহণ কর। ৮২। ৮৩॥

উপবাসে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে নিয়ম এই যে, উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি ঐ জন্মাষ্টমীদিনে অন্ততঃ এক জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে কিম্বা সেই অন্নদানের দ্বিগুণ ধন ব্রাহ্মণসাৎ করিবে॥ ৮৪॥

অথবা উক্ত জন্মাষ্টমীতে উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি সহস্র পরিমিত সাবিত্রী মন্ত্র জপ কিম্বা দ্বাদশ সংখ্যক প্রাণ সংযম করিবে। এরূপ হইলে ব্রত নিয়মাদির অকরণ জন্য তাহাকে কোন রূপে পাপভাগী হইতে হইবে না॥ ৮৫॥

বৎস! আমি ধর্ম্মমুখে জন্মাষ্টমীর ব্রত উপবাস ও পূজার বিধান এবং তদ্দিনে ঐ ব্রতাদির অকরণে প্রত্যবায়ের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ৮৬।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে জন্মাষ্টমী ব্রত পূজা উপবাস নিরূপণ প্রস্তাব নাম অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

সংস্থাপ্য গোকুলে কৃষ্ণং যশোদা মন্দিরে বসুঃ।
জগাম স্বগৃহং নন্দঃ কিঞ্চকার সুতোৎসবং। ১ ॥
কিঞ্চকার হরি স্তত্র কতিবর্ষং স্থিতির্ব্বিভোঃ।
বালক্রীড়নকং তস্য বর্ণয় ক্রমশঃ প্রভো। ২ ॥
পুরাকৃতায়া প্রতিজ্ঞা গোলোকে রাধয়া সহ।
তৎ কৃতং কেন হরিণা প্রতিজ্ঞা পালনং বনে। ৩ ॥
কীদৃক্ বৃন্দাবনং রাসমণ্ডলং কিং বিধং বদ।
রাস ক্রীড়াং জলক্রীড়াং সংব্যস্য বর্ণয় প্রভো। ৪ ॥
নন্দস্তপঃ কিং চকার যশোদা চাথরোহিণী।
হরেঃ পূর্ব্বশ্চ হলিনঃ কুত্র জন্ম বভূবহ। ৫ ॥

নারদ কহিলেন, মহাভাগ! মহাত্মা বসুদেব শ্রীগোকুলে যশোদার গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে সংস্থাপন করিয়া স্বধামে প্রতিগমন করিলে ব্রজরাজ নন্দ পুত্রের কিরূপ জন্মোৎসব করিলেন আর হরি কতিপয় বর্ষ তথায় অবস্থিতি করিলেন ও কিরূপেই বা তৎকর্ত্তৃক বাল্যক্রীড়া সম্পাদিত হইল তাহা ক্রমশঃ বর্ণন করিয়া আমার পিপাসা শান্তি করুন। ১। ২।

হে প্রভো! পূর্ব্বে পরাৎপর পরমাত্মা হরি গোলোকধামে শ্রীমতী রাধিকার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কিরূপে তিনি বৃন্দাবনে সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। ৩।

ঋষে! বৃন্দাবন কিরূপ? রাসমণ্ডল কি প্রকার? এবং হরি কিরূপে যথাক্রমে রাসক্রীড়া ও জলক্রীড়া সম্পন্ন করিলেন। ৪।

হে প্রভো! ব্রজরাজ নন্দ মহাভাগ, যশোদা ও রোহিণী কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন ও হরির আবির্ভাবের পূর্ব্বে বলদেবের কোথায়

পীযূষ খণ্ডমাখ্যাচ মপূর্ব্বং শ্রীহরেঃ স্মৃতং।
বিশেষতঃ কবি মুখে কাব্যং নূতনং পদে পদে। ৬॥
সুরাসমণ্ডলং ক্রীড়াং বর্ণয়স্ব তমেবচ।
পরোক্ষ বর্ণনং কাব্যং প্রশস্তং, দৃশ্য বর্ণনং। ৭॥
শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ সাক্ষাদ্যোগীন্দ্রাণাং গুরোগুরুঃ।
যো যস্যাংশঃ সত্ত জন স্তস্যৈব সুখতঃ সুখী। ৮॥
ত্বয়োশ্চ বর্ণিতৌ পাদৌ বিলীনৌতু যুবাং হরেঃ।
সাক্ষাদ্ গোলোকনাথাংশ স্ত্বমেবতৎসমো মহান্। ৯॥

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মেশ শেষ বিঘ্নেশাঃ কূর্ম্মো ধর্ম্মোযমেবচ।
নরশ্চ কার্ত্তিকেয়শ্চ শ্রীকৃষ্ণাংশাবয়ং নবঃ। ১০॥

জন্ম হইল? পরমাত্মা হরির এই সমস্ত অপূর্ব্বলীলা সুধাখণ্ড স্বরূপ, বিশেষতঃ কবিমুখে উহা কাব্যরূপে বর্ণিত হইলে পদে পদে নূতন ও স্বাদু জ্ঞান হয়। পরন্তু অপূর্ব্ব রাসমণ্ডল ক্রীড়া বর্ণন বিষয় পরোক্ষ বর্ণন কাব্য অপেক্ষা দৃশ্য বর্ণন কাব্য প্রশস্ত এবং তাহা আপনার সমস্ত প্রত্যক্ষীভূত রহিয়াছে, অতএব আমি আপনার নিকট ঐ সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি। আপনি পরমাত্মা কৃষ্ণের অংশ জাত, সুতরাং তৎ স্বরূপ ও যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। দেখুন, যে যাহার অংশজাত সে তাহার সুখেই সুখী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রথমে আপনারা উভয়ে পরাৎপর পরমাত্মাতে বিলীন ছিলেন, তৎপরে আমাদিগের নিস্তার কারণে নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু আমি আপনাদিগের মুখে সেই পরমাত্মা হরির চরণ মাহাত্ম্য শ্রবণে বঞ্চিত রহিয়াছি। আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্ গোলোক নাথের অংশজাত মহান্ পুরুষ, সুতরাং তৎসম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট উল্লিখিত বিষয় সকল বিশেষ রূপে বর্ণন করুন। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯।

অহো গোলোকনাথস্য মহিমা কেন বর্ণিতঃ।
যং স্বয়ং নো বিজানীমো কিং নারদ বিপশ্চিতঃ। ১১ ॥
শূকরো বামনঃ কল্কী বৌদ্ধঃ কপিল মীনকৌ।
এতেচাংশাঃ কলাশ্চান্যে সন্ত্যেব কতিধা মুনে। ১২ ॥
পূর্ণো নৃসিংহো রামশ্চ শ্বেতদ্বীপ নিবাসিনঃ।
পরিপূর্ণতমঃ কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠে গোকুলে স্বয়ং। ১৩ ॥
বৈকুণ্ঠে কমলাকান্তো রূপভেদশ্চতুর্ভুজঃ।
গোলোকে গোকুলে রাধাকান্তোঽয়ং দ্বিভুজঃ স্বয়ং। ১৪ ॥
অস্যৈব তেজো নিত্যঞ্চ চিন্তাং কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ।
ভক্তাঃ পাদাম্বুজং তেজঃ কুতস্তেজস্বিনাং বিনা। ১৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্ত, বিঘ্ননাশন গণেশ, কূর্ম্মাবতার, ধর্ম্ম, কার্ত্তিকেয় নর নামক ঋষি ও আমি, আমরা এই নয়জন সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছি। ১০।

নারদ! সেই গোলোক নাথ পরমাত্মা হরির মাহাত্ম্য বর্ণনে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারে। যখন আমরা তাঁহার অংশজাত হইয়াও তদীয় মহিমা পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই তখন পণ্ডিতগণ কিরূপে তাহার গুণ কীর্ত্তনে সক্ষম হইবেন। ১১ ॥

বরাহাবতার, বামন, কল্কী, বৌদ্ধ, কপিলদেব ও মীনাবতার ইঁহারাও পরমাত্মা হরির অংশজাত এতদ্ভিন্ন অনেকে তাঁহার অংশাংশে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ১২ ॥

নৃসিংহদেব ও রাম শ্বেতদ্বীপ নিবাসী নারায়ণের পূর্ণাবতার। আর বৈকুণ্ঠে ও শ্রীগোকুলে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরিপূর্ণতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ১৩।

দ্বিভুজ মুরলীধর হরি স্বয়ং গোলোকধামে ও শ্রীগোকুলে রাধাকান্ত-রূপে বিরাজমান, আবার তিনিই বৈকুণ্ঠে রূপভেদে চতুর্ভুজ হইয়া কমলাকান্তরূপে বিরাজিত আছেন। ১৪।

যোগিগণ সর্ব্বদা তাঁহার তেজোময় মূর্ত্তি ও ভক্তগণ নিরন্তর তাঁহার

শৃণু বিপ্র বর্ণয়ামি যশোদা নন্দয়োস্তপঃ।
রোহিণ্যাশ্চ যতো হেতো দদৃশুস্তে হরের্ম্মুখং। ১৬॥
বসূনাং প্রবরো নন্দো নাম্না দ্রোণ স্তপোধনঃ।
তস্য পত্নী ধরা সাধ্বী যশোদা সা তপস্বিনী। ১৭॥
রোহিণী সর্প মাতাচ কদ্রুঃ কিং সর্পকারিণী।
এতেষাং জন্ম চরিতং নিবোধ কথয়ামি তে। ১৮॥
একদাচ ধরা দ্রোণৌ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
পুণ্যদে ভারতেবর্ষে গৌতমাশ্রম সন্নিধৌ। ১৯॥
তপশ্চকার তত্রৈক বর্ষাণাময়ুতং মুনে।
কৃষ্ণস্য দর্শনার্থঞ্চ নির্জ্জনে সুপ্রভাতটে।
ন দদর্শ হরিং দ্রোণো ধরা চৈব তপস্বিনী। ২০॥

চরণ কমল চিন্তা করেন। তেজস্বী ভিন্ন তেজোময় মূর্ত্তি কেহই ধ্যানযোগে ধারণ করিতে পারে না॥ ১৫॥

হে দেবর্ষে! এক্ষণে আমি তোমার নিকট নন্দ যশোদা ও রোহিণী যেরূপ তপস্যা করিয়া যে কারণে পরাৎপর দয়াময় হরির মুখমণ্ডল দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি। তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ১৬॥

ব্রজরাজ নন্দ প্রথমে বসুগণের প্রধান ছিলেন। তৎপরে তিনি দ্রোণনামক তপোধনরূপে সমুৎপন্ন হন। তাঁহার সাধ্বী ভার্য্যার নাম ধরা। সেই পতিপরায়ণা তপস্বিনী ধরা যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করেন, আর সর্পমাতা কদ্রু রোহিণীরূপে অবতীর্ণা হন। এক্ষণে তাঁহাদিগের জন্ম চরিত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১৭॥ ১৮॥

পূর্ব্বে সেই তপোধন দ্রোণ স্বীয় পত্নী ধরার সহিত পুণ্যপ্রদ ভারতবর্ষের অন্তর্গত গন্ধমাদন পর্ব্বতে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম নিকটস্থ সুপ্রভা নদীর বিজন তটে অবস্থিত হইয়া পরমাত্মা দয়াময় কৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অযুতবর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা সেই সনাতন হরির সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন নাই। ১৯। ২০।

কৃত্বাগ্নিকুণ্ডং বৈরাগ্যাৎ প্রবেষ্টুং সমুপস্থিতৌ। ২১ ॥
তৌমর্ত্তুকামৌ দৃষ্ট্বাচ বাগ্বভূবা শরীরিণী।
দ্রক্ষ্যথঃ শ্রীহরিং পৃথ্ব্যাং গোকুলে পুত্ররূপিণং। ২২ ॥
জন্মান্তরে বসু শ্রেষ্ঠ ত্বদ্দর্শং যোগিনাং বিভুং।
ধ্যানা সাধ্যঞ্চ বিদুষাং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ বন্দিতং। ২৩ ॥
শ্রুত্বৈবং তদ্ধরা দ্রোণৌ জগ্মতুঃস্বালয়ং সুখাৎ।
লব্ধাতু ভারতে জন্ম দৃষ্টং তাভ্যাং হরের্ম্মুখং। ২৪ ॥
যশোদা নন্দয়োরেব কথিতং চরিতং ময়া।
সুযোগ্যং দেবতানাঞ্চ রোহিণী চরিতং শৃণু। ২৫ ॥
একদা দেবতা মাতা পুষ্পোৎসব দিনে সতী।
বিজ্ঞাপনঞ্চর দ্বারা চকার কশ্যপং মুনে। ২৬ ॥

তৎপরে তাঁহারা বৈরাগ্য নিবন্ধন অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া সেই অনল প্রবেশে প্রাণত্যাগে সমুদ্যত হইলে দৈববাণী হইল, হে বসুশ্রেষ্ঠ! জন্মান্তরে সেই ব্রহ্মাদির বন্দিত পণ্ডিতগণের ধ্যানের অগোচর যোগিগণের প্রভু পরাৎপর দয়াময় হরি তোমাদিগের প্রত্যক্ষীভূত হইবেন। তোমারা পর জন্মে শ্রীগোকুলে তাঁহাকে পুত্ররূপে দর্শন করিতে পারিবে। ২১। ২২। ২৩ ॥

তপোধন দ্রোণ ও তৎপত্নী ধরা এই দৈববাণী শ্রবণে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া প্রীতমনে স্বধামে প্রতিগমন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল দর্শন করিয়াছিলেন। ২৪।

হে দেবর্ষে! ইতঃপূর্ব্বে আমি নন্দ যশোদার বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে দেবচরিত্র স্বরূপ সুযোগ্য রোহিণী বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ২৫।

পূর্ব্বে দেবজননী সাধ্বী অদিতি ঋতুমতী হইয়া পুষ্পোৎসব দিনে চর দ্বারা স্বীয় পতি কশ্যপের নিকট আত্মবিবরণ বিশেষরূপে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ২৬।

সুস্নাতা সুন্দরী দেবী রত্নালঙ্কার-ভূষিতা।
চকার বেশং বিবিধং দদর্শ দর্পণে মুখং। ২৭ ॥
কস্তুরী বিন্দুনা সার্দ্ধং সিন্দূর বিন্দু সংযুতং।
রত্ন কুণ্ডল শোভাঢ্যং পত্রাভরণ ভূষিতং। ২৮ ॥
গজ মৌক্তিক সৌন্দর্য্যং নাসাগ্রং সুমনোহরং।
শরৎপার্ব্বণ চন্দ্রাস্যং শরৎপঙ্কজ লোচনং।
বক্র ভঙ্গিম সংযুক্তং বিচিত্র কজ্জলোজ্জ্বলং। ২৯ ॥
পক্ক দাড়িম্ব বীজাভ দন্তরাজি বিরাজিতং।
পক্ক বিম্বাধরৌষ্ঠঞ্চ সস্মিতং সুন্দরং সদা। ৩০ ॥
অতীব কমনীয়ঞ্চ মুনীন্দ্র চিত্ত মোহনং। ৩১ ॥
এবং ভূতমুখং দৃষ্টা সুন্দরী স্বগৃহং স্থিতা।
পশ্যন্তী পতি মার্গঞ্চ কামবান প্রপীড়িতা। ৩২ ॥

তৎকালে সেই পরম সুন্দরী অদিতিদেবী সুস্নাতা ও নানালঙ্কার বিভূষিতা হইয়া বিবিধ বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক দর্পণে স্বীয় মুখমণ্ডলের মাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন। ২৭।

তখন তাঁহার ললাটে কস্তূরী বিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু, শ্রুতিযুগলে রত্নকুণ্ডল ও ভালদেশে পত্রাভরণ শোভা পাইতেছে॥ ২৮ ॥

তাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের ন্যায় এবং তাঁহার বিচিত্র কজ্জলরেখায় সমুজ্জ্বল বক্রভঙ্গিম নয়ন যুগল শারদীয় রক্ত পঙ্কজের ন্যায় শোভমান হইতেছে আর তাঁহার সুমনোহর নাসিকাগ্রে অতি অপূর্ব্ব গজমুক্তা লম্বিত রহিয়াছে॥ ২৯ ॥

তৎকালে তাঁহার দশন পংক্তি পক্ক দাড়িম্ববীজের ন্যায় বিরাজিত এবং পক্ক বিম্বের ন্যায় সুন্দর অধর ও ওষ্ঠে মধুর হাস্য বিকাশিত হইতেছে॥ ৩০ ॥

সেই সুন্দরী অদিতি দর্পণে এইরূপ অতীব কমনীয় মুনীন্দ্রচিত্ত মোহন মুখমণ্ডল দর্শন পূর্ব্বক কামবাণে প্রপীড়িতা হইয়া পতির আগমন মার্গ

শুশ্রাব বার্ত্তা মদিতিঃ কশ্যপং কদ্রু সংযুতং।
রসভার সমারম্ভে তস্যা বক্ষঃস্থস স্থিতং। ৩৩ ॥
শ্রুত্বা চুকোপ সাধ্বী সা হতাশা রতি কাতরা।
ন শশাপ পতীং প্রেম্ণা শশাপ সর্প মাতরং। ৩৪ ॥
ন দেবালয় যোগ্যা সা ধর্ম্মিষ্ঠা ধর্ম্ম নাশিনী।
দূরং গচ্ছতু স্বর্লোকাদ্‌যাতু যোনিশ্চ মানবীং। ৩৫ ॥
শ্রুত্বৈবং সা চর দ্বারা শশাপ দেব মাতরং।
সাচৈব মানবীং যোনিং যাতু মর্ত্ত্যে জরা যুতাং। ৩৬ ॥
কশ্যপো বোধয়ামাস কদ্রুঞ্চ সর্প মাতরং।
কালে যাস্যসি মর্ত্ত্যঞ্চ ময়া সহ শুচিস্মিতে।
ত্যজ ভীতিং লভ মুদং দ্রক্ষসি শ্রীহরের্ম্মুখং। ৩৭ ॥

অবলোকন করতঃ স্বীয় ভবনে অবস্থিতা রহিলেন ॥ ৩১। ৩২ ॥

সেই রসভার সমারম্ভ কালে কদ্রুর সহিত স্বীয় পতির মিলন সংবাদ তাঁহার শ্রুতি গোচর হইল। শুনিলেন তাঁহার পতি কশ্যপ তৎকালে সপত্নী কদ্রুর বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

রতি কাতরা সাধ্বী অদিতি এই ব্যাপার শ্রবণে হতাশ হইয়া ক্রোধ পূর্ণা হইলেন। তৎকালে তিনি প্রেমবশে পতিকে শাপ প্রদান না করিয়া সর্পমাতা কদ্রুকে এই অভিশাপ দিলেন, দুর্বৃত্তে! তুই ধর্ম্ম নাশিনী অধর্ম্ম নিরতা, সুতরাং দেবালয় তোর বাসের যোগ্য নহে। অতএব তুই স্বর্লোক হইতে দূরীভূত হইয়া মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ কর ॥ ৩৪। ৩৫ ॥

অদিতি এইরূপ শাপ প্রদান করিলে সর্পমাতা কদ্রু, চর দ্বারা এই শাপ বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া দেবজননী অদিতিকেও এইরূপ অভিশাপ দিলেন আমার শাপে অদিতি মর্ত্ত্যলোকে জরাগ্রস্ত মানবী যোনিতে জন্মগ্রহণ করুক ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে অদিতি ও কদ্রু পরস্পর শাপ প্রাপ্তা হইলে কশ্যপ সর্প জননী কদ্রুকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, চারুহাসিনি! কালে তুমি

এবমুক্ত্বা কশ্যপশ্চ প্রজগামাদিতে র্গৃহং।
বাঞ্ছা পূর্ণঞ্চ তস্যাশ্চ চকার ভগবান্ বিভুঃ। ৩৮ ॥
ঋতৌ তত্র মহেন্দ্রশ্চ বভূবহ সুরর্ষভ। ৩৯ ॥
অদিতি র্দ্দেবকীচৈব সর্প মাতাচ রোহিণী।
কশ্যপো বসুদেবশ্চ শ্রীকৃষ্ণ জনকো মহান্। ৪০ ॥
রহস্যং গোপনীয়ঞ্চ সর্ব্বং নিগদিতং মুনে।
অধুনা বলদেবস্য জন্মাখ্যানং মুনে শৃণু।
অনন্তস্যাপ্রমেযস্য সহস্র শিরসঃ প্রভোঃ। ৪১ ॥
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যা রত্নঞ্চ প্রেয়সী। ৪২ ॥
জগাম গোকুলং সাধ্বী বসুদেবাজ্ঞয়া মুনে।
সঙ্কর্ষণস্য রক্ষার্থং কংসভীতাৎ পলায়িতা। ৪৩ ॥
দৈবক্যাঃ সপ্তমং গর্ভং মায়া কৃষ্ণাজ্ঞয়া তদা।

আমার সহিত মর্ত্যলোকে অবতীর্ণা হইয়া পরমাত্মা দয়াময় হরির মুখমণ্ডল দর্শনে সমর্থা হইবে এক্ষণে তুমি ভয় পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্না হও ॥ ৩৭ ॥

এই বলিয়া মহাত্মা কশ্যপ অদিতির ভবনে আগমন করিয়া তাঁহার কামনা পূর্ণ করিলেন। অদিতির সেই ঋতুতেই দেবরাজ ইন্দ্রের জন্ম হইল ॥ ৩৮। ৩৯ ॥

তৎপরে নিয়মিত কালে অদিতি দেবকীরূপে, সর্পমাতা কদ্রু রোহিণী রূপে ও কশ্যপ শ্রীকৃষ্ণ পিতা মহাত্মা বসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৪০ ॥

হে দেবর্ষে! এই আমি গোপনীয় গূঢ় বিষয় সকল তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে অপ্রমেয় সহস্রশীর্ষা অনন্তদেব যে প্রকারে বলদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ৪১।

পূর্ব্বে বসুদেবের প্রিয়া পত্নী সাধ্বী রোহিণী পতির আজ্ঞানুসারে ভাবী সঙ্কর্ষণের রক্ষার্থ কংসভয়ে পলায়িতা হইয়া শ্রীগোকুলে গমন করিয়াছিলেন। ৪২। ৪৩ ॥

রোহিণ্যাজঠরে তত্র স্থাপয়ামাস গোকুলে।
সংস্থাপ্যচ যদা গর্ভং কৈলাসং সা জগামহ। ৪৪ ॥
দিনান্তরে কতিপয়ে রোহিণী নন্দ মন্দিরে। ৪৫ ॥
সুসাব পুত্রং কৃষ্ণাংশ তপ্ত রৌপ্যাভমীশ্বরং।
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যং জ্বলন্তং ব্রহ্ম তেজসা। ৪৬ ॥
তস্যৈব জন্ম মাত্রেণ দেবাঃ প্রমুদিরে তদা।
স্বর্গে দুন্দুভয়োনেদু রানকা মুরজাদয়ঃ।
জয় শব্দং শঙ্খ শব্দং চক্রুর্দ্দেবা মুদান্বিতাঃ। ৪৭ ॥
নন্দো হৃষ্টো ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং বহুবিধং দদৌ।
চিচ্ছেদ নাড়ীং ধাত্রীচ স্নাপয়ামাস বালকং। ৪৮ ॥
জয় শব্দং দদুর্গোপ্যঃ সর্ব্বাভরণ ভূষিতাঃ।
পরপুত্রোৎসবং নন্দশ্চকার পরমাদরাৎ। ৪৯ ॥

তখন যোগমায়া পরাৎপর পরমাত্মা দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে দেবকীর সপ্তম গর্ভস্থ অনন্তদেবকে শ্রীগোকুলবাসিনী রোহিণীর জঠরে সংস্থাপন করিয়া কৈলাসধামে আগমন করেন। ৪৪।

তৎপরে কিয়দ্দিন অতীত হইলে সেই রোহিণী শ্রীগোকুলে নন্দমন্দিরে তপ্ত রজতাভ সহাস্য সুপ্রসন্ন মুখমণ্ডলে বিরাজিত ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান শ্রীকৃষ্ণাংশজাত অপূর্ব্ব এক পুত্র প্রসব করিলেন্। ৪৫। ৪৬ ॥

তাঁহার জন্মমাত্রে সুরপুরে দুন্দুভি, আনক ও মুরজাদি বাদ্য ধ্বনি হইতে লাগিল এবং দেবগণ পরমানন্দিত হইয়া জয়ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৪৭।

তৎকালে ব্রজরাজ নন্দ ব্রাহ্মণকে বহুবিধ ধন দান করিলেন। এদিকে ধাত্রী সেই বালকরূপী অনন্তদেবের নাড়ীচ্ছেদন করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইল। ৪৮।

ঐ সময়ে সর্ব্বাভরণ বিভূষিতা গোপিকাগণ জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। এবং ব্রজরাজ নন্দও পরমাদরে বসুদেবের পুত্রের জন্মোৎসব

দদৌ যশোদা গোপীভ্যো ব্রাহ্মণীভ্যো ধনং মুদা।
নানাবিধানি দ্রব্যাণি সিন্দূরং তৈল মেবচ। ৫০ ॥
ইত্যেবং কথিতং বৎস যশোদা নন্দয়োস্তপঃ।
জন্মাখ্যানঞ্চ হলিনো রোহিণী চরিতং তথা। ৫১ ॥
অধুনা বাঞ্ছনীয়ন্তে নন্দ পুত্রোৎসবং শৃণু।
সুখদং মোক্ষদং সারং জন্ম মৃত্যুজরাপহং। ৫২ ॥
মঙ্গলং কৃষ্ণ চরিতং বৈষ্ণবানঞ্চ জীবনং।
সর্ব্বাশুভ বিনাশঞ্চ ভক্তিদাস্যপ্রদং হরেঃ। ৫৩ ॥
বসুদেবশ্চ শ্রীকৃষ্ণং সংস্থাপ্য নন্দ মন্দিরে।
গৃহীত্বা বালিকাং হৃষ্টো জগাম নিজ মন্দিরং। ৫৪ ॥
কথিতং চরিতং তস্যাঃ শ্রুতং যৎ সুখদং মুনে।
অধুনা গোকুলে কৃষ্ণ চরিতং শৃণু মঙ্গলং। ৫৫ ॥

ক্রিয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক সুসম্পাদন করিলেন। ৪৯।

যশোদাও প্রীতিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ পত্নী ও গোপিকাগণকে ধন, নানাবিধ দ্রব্য সিন্দূর ও তৈল প্রদান করিতে লাগিলেন। ৫০।

বৎস! এই আমি নন্দ যশোদার তপস্যা রোহিণীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও বলদেবের জন্ম বিবরণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম॥ ৫১।

বৎস! এক্ষণে তোমার বাঞ্ছনীয় শ্রীকৃষ্ণ জন্ম ও জরামৃত্যু খণ্ডন সুখ মোক্ষপ্রদ নন্দনন্দনের জন্মোৎসব বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৫২॥

মঙ্গলময় কৃষ্ণের চরিত বৈষ্ণবগণের জীবন স্বরূপ, সমস্ত অশুভের নাশ কর এবং হরিভক্তি ও হরির দাস্য প্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৫৩॥

দেবর্ষে! বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নন্দমন্দিরে সংস্থাপন ও বালিকাকে গ্রহণ করিয়াই যে প্রীত মনে নিজ ভবনে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা মৎকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে এবং সেই বালিকারূপিণী যোগমায়ার চরিত ও আমি তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে শ্রীগোকুলে সেই পরাৎপর দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত মঙ্গল জনক অতি অপূর্ব্ব লীলা করিয়াছিলেন,

বসুদেব গৃহে যাতে যশোদা নন্দ এবচ।
মঙ্গলে সূতিকাগারে জজাগার জয়াশ্রিতে। ৫৬॥
দদর্শ পুত্রং ভূমিষ্ঠং নবীন নীরদ প্রভং।
অতীব সুন্দরং নগ্নং পশ্যন্তং গৃহ শেখরং। ৫৭॥
শরৎপার্ব্বণ চন্দ্রাস্যং নীলেন্দীবর লোচনং।
রুদন্তঞ্চ হসন্তঞ্চ রেণু সংযুক্ত বিগ্রহং।
হস্তদ্বয়ং ভুবিন্যস্তং প্রেরয়ন্তং পদাম্বুজং। ৫৮॥
দৃষ্টানন্দঃ প্রিয়াসার্দ্ধং হরিং হৃষ্টো বভূবহ। ৫৯॥
ধাত্রী তং স্নাপয়ামাস শীত তোয়েন বালকং।
চিচ্ছেদ নাড়ীং বালস্য হর্ষাদ্গোপ্যো জয়ং দদুঃ। ৬০॥
আজগ্মু র্গোপীকাঃ সর্ব্বা বৃহৎ শ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ।
বালিকাশ্চ বয়স্থাশ্চ বিপ্র পত্ন্যশ্চ সূতিকাং। ৬১॥

তাহা বিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৫৪ ॥৫৫ ॥

বসুদেব নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলে নন্দ ও যশোদা জয়াশ্রিত মঙ্গলময় সূতিকাগারে জাগরিত হইয়া দেখিলেন, নবীন নীরদের ন্যায় শ্যাম কলেবর অতীব সুন্দর পুত্র নগ্নরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া গৃহশেখরদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল ও নীলকমলের ন্যায় তাঁহার লোচন যুগল শোভমান হইতেছে এবং সেই বালক ধূলি ধূসরিতাঙ্গ হইয়া ভূমিতলে করদ্বয় বিন্যস্ত ও চরণ কমল বিক্ষিপ্ত করতঃ কখন রোদন ও কখন বা হাস্য করিতেছে ॥ ৫৮ ॥

পরমাত্মা দয়াময় হরি স্বীয় মায়া প্রভাবে প্রাকৃত বালকের ন্যায় তথায় অবস্থিত হইলে ব্রজরাজ নন্দ প্রিয়াযশোদার সহিত তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তৎকালে ধাত্রী শীতলজলে সেই বালকরূপী ভগবান্‌কে স্নান করাইয়া তাঁহার নাড়ীচ্ছেদন করিল এবং গোপিকাগণ পরমানন্দে জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

আশিষং যুযুজুঃ সর্ব্বা দদৃশুর্ব্বালকং মুদা।
ক্রোড়েচ চক্রুঃ প্রশসং সুরূপ স্তত্র কাশ্চনঃ। ৬২ ॥
নন্দঃ স চেলঃ স্নাত্বাচ ধৃত্বা ধৌতেয় বাসসী।
পারম্পর্য্যবিধং তত্র চকার হৃষ্ট মানসঃ। ৬৩ ॥
ব্রাহ্মণান ভোজয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলং।
বাদ্যানি বাদয়ামাস বন্দিভ্যশ্চ দদুর্ধনং। ৬৪ ॥
ততো নন্দশ্চ সাদন্দং ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ।
সদ্রত্নানি প্রবালানি হীরকানিচ সাদরং। ৬৫ ॥
তিলানাং পর্ব্বতান্ সপ্ত সুবর্ণ কাঞ্চনং মুনে।
রৌপ্যং ধান্যাচলং বস্ত্রং গোঃ সহস্রং মনোরমং। ৬৬ ॥

তৎকালে পৃথুনিতম্বিনী গোপিকা সকল সেই সূতিকা গৃহে সমাগত হওয়াতে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের কুচযুগল সঞ্চালিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে গোপবালিকা ও বয়স্থা গোপিকাগণেরা তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন এবং বিপ্র পত্নীগণও তথায় আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

এইরূপে সেই সূতিকাগৃহে সমাগতা নারীগণ সকলে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সেই বালকরূপী দয়াময় হরিকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তদীয় রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল। তৎপরে কিয়ৎ সংখ্যক নারী তথায় অবস্থিতা রহিলেন আর অপরা নারীগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৬২ ॥

তৎপরে গোপরাজ নন্দ বস্ত্র সহিত স্নান করিয়া ধৌত যুগল বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক পুলকিত চিত্তে পুত্র জননের পারম্পার্য্য বিধি সমুদায় সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিলেন না। ॥ ৬৩ ॥

পরে তিনি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া মাঙ্গলিক বিধি নির্ব্বাহ ও বন্দিগণকে ধনদান করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে তদীয় ভবনে বিবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল ॥ ৬৪ ॥

অতঃপর ব্রজরাজ নন্দ প্রীতমনে সানন্দে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন, উৎকৃষ্ট রত্ন, প্রবাল, হীরক, সপ্ততিল পর্ব্বত, সুবর্ণ কাঞ্চন, রৌপ্য,

দধি দুগ্ধং শর্করাঞ্চ নবনীতং ঘৃতং মধু।
মিষ্টান্নং লড্ডুকৌঘঞ্চ স্বাদুনি মোদকানিচ। ৬৭॥
ভূমিঞ্চ সর্ব্ব শস্যাঢ্যাং বায়ুবেগান্ তুরঙ্গমান্।
তাম্বুলানিচ তৈলানি দত্ত্বা হৃষ্টো বভূবহ। ৬৮॥
রক্ষিতুং সূতিকাগারং যোজয়ামাস ব্রাহ্মণান্।
তন্ত্র মন্ত্রজ্ঞ মনুজান্ স্থবিরান্ গোপিকাগণান্। ৬৯॥
বেদঞ্চ পাঠয়ামাস হরে র্নামৈক মঙ্গলং।
ভক্ত্যাচ ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজয়ামাস দেবতাঃ। ৭০॥
সস্মিতা বিপ্রপত্ন্যশ্চ বয়স্থাঃ স্থবিরা বরা।
বালিকা বালক যুতা আজগ্মু র্নন্দ মন্দিরং।
তেভ্যোঽপি প্রদদৌ রত্নং ধনানি বিবিধানিচ। ৭১॥
গোপালিকাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ রত্নালঙ্কার ভূষিতাঃ।
সস্মিতাঃ শীঘ্রগামিন্যঃ আজগ্মু র্নন্দ মন্দিরং।
সূক্ষ্ম বস্ত্রাণি রৌপ্যাণি গো সহস্রাণি সাদরং। ৭২॥

ধান্যাচল, বস্ত্র, সহস্র ধেনু, মনোরম দধি, দুগ্ধ, শর্করা, নবনীত, ঘৃত, মধু, মিষ্টান্ন, লড্ডুক সকল ও সুস্বাদু মোদক রাশি, সর্ব্ব শস্যাঢ্যা ভূমি, বায়ু বেগগামী অশ্ব সমূহ এবং তৈল ও তাম্বুল এই সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিয়া পরমানন্দিত হইলেন। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮॥

অতঃপর তিনি সূতিকাগার রক্ষার্থ ব্রাহ্মণদিগকে এবং তন্ত্র মন্ত্রজ্ঞ মানব ও স্থবিরা গোপিকাগণকে নিযুক্ত পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদপাঠ হরি নাম কীর্ত্তন ও ভক্তি পূর্ব্বক দেবগণের অর্চনা করা হইলেন। ৬৯॥ ৭০॥

ঐ সময়ে বয়স্থা ও স্থবিরা বিপ্র পত্নীগণ সহাস্যবদনে স্বীয় স্বীয় বালক বালিকা সমভিব্যাহারে নন্দালয়ে আগমন করিলে ব্রজরাজ তাহাদিগকে বিবিধ ধনরত্ন বিতরণ করিলেন। ৭১॥

তখন রত্নালঙ্কার বিভূষিত বৃদ্ধ গোপ গোপীগণ বিবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র রৌপ্য ও গো সহস্র প্রভৃতি নানা বিধ উপাদেয় উপহার গ্রহণ করিয়া

নানা বিধাশ্চ গণকা জ্যোতিঃ শাস্ত্র বিশারদাঃ।
বাকসিদ্ধাঃ পুস্তককরা আজগ্মু নন্দ মন্দিরং। ৭৩॥
নন্দস্তেভ্যো নমস্কৃত্য চকার বিনয়ং মুদা।
আশিষং যুযুজুঃ সর্ব্বে দদৃশু র্ব্বালকং পরং। ৭৪॥
এবং সংভৃত সংভারো বভূব ব্রজ পুঙ্গবঃ।
গণনাং কারয়ামাস যদ্ভবিষ্যং শুভাশুভং। ৭৫॥
এবং ববর্দ্ধ বালশ্চ শুক্লপক্ষে যথা শশী।
নন্দালয়ে হলীচৈব ভুংক্তে মাতুঃ পয়োধরং। ৭৬॥
যশোদা রোহিণী হৃষ্টা তত্র পুত্রোৎসবে মুদা।
তৈল সিন্দূর তাম্বূলং ধনং তাভ্যো দদৌ মুনে। ৭৭॥
দত্বাশিষশ্চ শিরসি তাশ্চ তে স্বালয়ং যযুঃ।
যশোদা রোহিণী নন্দাস্তস্থু র্গেহে মুদান্বিতাঃ। ৭৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে নন্দ পুত্রোৎসবো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

সহাস্য বদনে সত্বর ব্রজরাজ নন্দমন্দিরে আগমন করিল॥ ৭২॥

নানাবিধ জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশারদ গণক, বাক্‌সিদ্ধ ও পুস্তক কর পুরুষগণও তথায় সমাগত হইলেন॥ ৭৩॥

ব্রজরাজ প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই সমাগত পুরুষগণকে প্রণাম করিলে তাঁহারা বালককে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন॥ ৭৪॥

এইরূপে ব্রজরাজ নন্দ, সম্ভৃত সম্ভার হইয়া সুযোগ্য গণক দ্বারা পুত্রের ভবিষ্য শুভাশুভ বিষয় গণনা করাইলেন॥ ৭৫॥

শুক্লপক্ষে সুধাকরের যেমন দিন দিন বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বালকরূপী হরি নন্দালয়ে যশোদার স্তন্যপান পূর্ব্বক দিনে দিনে বর্দ্ধিত এবং বলদেবও তথায় রোহিণীর স্তন্যপানে পুষ্টাঙ্গ হইতে লাগিলেন॥ ৭৬॥

সেই উৎসব কালে যশোদা ও রোহিণী পুলকিতা হইয়া অভ্যাগতা নারীগণকে ধন, তৈল সিন্দূর ও তাম্বূল প্রদান করিলেন॥ ৭৭॥

তৎপরে তাহারাও বালকরূপী হরির মস্তক ধারণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব ধামে প্রতিগমন করিলে নন্দ যশোদা ও রোহিণী পরমানন্দে স্বীয় ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৭৮। অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ কংসঃ সভামধ্যে স্বর্ণ সিংহাসনস্থিতঃ।
শুশ্রাব বাচং গগনে শৃণু ত্বমশরীরিণীং। ১॥
কিং করোষি মহামূঢ় চিন্তাং স্বশ্রেয়সঃ কুরু।
জাত কালো ধরণ্যাং তে তস্যাপায়ো নরাধিপ। ২॥
নন্দায় তনয়ং দত্বা বসুদেব স্তবান্তকঃ।
কন্যামাদায় তুভ্যঞ্চ দত্বা সংমায়য়াস্থিতঃ। ৩॥
মায়া সা কন্যকেয়ঞ্চ বাসুদেবঃ স্বয়ং হরিঃ।
তব হন্তা গোকুলেচ বর্দ্ধতে নন্দ মন্দিরে। ৪॥
দৈবকী সপ্তমো গর্ভো ন সুস্রাব মৃতং শ্রুতং।
স্থাপয়ামাস মায়া তং রোহিণী জঠরে কিল। ৫॥

হে দেবর্ষে! অতঃপর ভোজরাজ কংস স্বীয় সভামধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এমন সময়ে গগনে এইরূপ দৈববাণী হইল, হে মহামূঢ়! এক্ষণে তুমি আত্মমঙ্গল চিন্তা কর। তোমার বিনাশ কর্ত্তা ধরণীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ১। ২।

হে ভোজরাজ! তোমার ভগিনীপতি বসুদেব দৈবমায়াবলে তোমার অন্তক স্বরূপ স্বীয় পুত্র নন্দরাজকে প্রদান করিয়া তথা হইতে সমানীতা কন্যা তোমাকে অর্পণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। ৩।

সেই কন্যা সামান্যা নহেন তিনি যোগমায়া। আর সেই বসুদেবের পুত্রও সামান্য নহেন, তিনি তোমার বিনাশ কর্ত্তা হরি স্বয়ং বাসুদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগোকুলে নন্দমন্দিরে বর্দ্ধিত হইতেছেন। ৪।

তুমি দেবকীর সপ্তম গর্ভস্রাবের বিষয় যাহা শ্রবণ করিয়াছ তাহা মিথ্যা। সেই যোগমায়া দেবকীর সপ্তম গর্ভস্থ সন্তানকে আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণী জঠরে স্থাপন করিয়াছিলেন। ৫।

তত্র জাতশ্চ শেষাংশো বলদেবো মহাবলঃ।
গোকুলে তৌচ বর্দ্ধেতে কালৌ তে নন্দ মন্দিরে। ৬ ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং রাজা বভূব নত কন্ধরঃ।
চিন্তামবাপ সহসা তত্যাজাহার মুন্মুনাঃ। ৭ ॥
পূতনাঞ্চ সমানীয় প্রাণেভ্যঃ প্রেয়সীং সতীং।
উবাচ ভগিনীং রাজা সভামধ্যে চ নীতি বিৎ। ৮ ॥

কংস উবাচ।

পূতনে গোকুলং গচ্ছ কার্য্যার্থং নন্দ মন্দিরে।
বিষাক্তঞ্চ স্তনং কৃত্বা শিশবে দেহি সত্বরং। ৯ ॥
ত্বং মনোযায়িনী বৎসে মায়াশাস্ত্র বিশারদা।
মায়া মানুষ রূপঞ্চ বিধায় ব্রজ যোগিনী। ১০ ॥
দুর্ব্বাসসো মহামন্ত্রং প্রাপ্য সর্ব্বত্র গামিনী।

হে ভোজপতে! তৎপরে সেই রোহিণীর জঠর হইতে অনন্তাংশজাত মহাবল পরাক্রান্ত বলদেবের জন্ম হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীগোকুলে নন্দমন্দিরে তোমার কালস্বরূপ উভয়ে বর্দ্ধিত হইতেছে। ৬।

এইরূপ আকস্মিক দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ভোজপতি কংস নিতান্ত উদ্বিগ্নচেতা হইয়া আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা অবনতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিল। ৭।

তৎপরে নীতিজ্ঞ কংস, পূতনা নাম্নী প্রাণসমা প্রিয়া ভগিনীকে সভামধ্যে সমানীতা করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, পূতনে! তুমি আমার কার্য্য সাধনার্থ স্বীয় স্তন বিষাক্ত করিয়া সত্বর শ্রীগোকুলে নন্দালয়ে গমন পূর্ব্বক স্তন্যপান করাইবারছলে নন্দের শিশু সন্তানের মুখে সেই বিষলিপ্ত স্তন প্রদান কর। ৮। ৯।

বৎসে! তুমি মায়াশাস্ত্র বিশারদা, সুতরাং মনের ন্যায় তোমার গতি বিদ্যমান আছে। অতএব তুমি মায়াযোগে মানুষী হইয়া আমার কার্য্য সাধনার্থ নন্দালয়ে গমন কর। ১০।

সর্ব্বরূপং বিধাতু ত্বং শক্তা শিশু প্রতিষ্ঠিতে। ১১ ॥
ইত্যুক্ত্বা তাং মহারাজ তস্থৌ সংসদি নারদ।
জগাম পূতনা কংসং প্রণম্য কামচারিণী। ১২ ॥
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা নানালঙ্কার ভূষিতা।
বিভ্রতী কবরীভারং মালতী মাল্য সংযুতং। ১৩ ॥
কস্তুরী বিন্দুনাসার্দ্ধং সিন্দূরং বিভ্রতী মুদা।
মঞ্জীর রসনাভ্যাঞ্চ কল শব্দং প্রকুর্ব্বতী। ১৪ ॥
সংপ্রাপ্য গোষ্ঠং দদর্শ নন্দালয় মনোহরং।
পরিখাভির্গভীরাভি র্দুর্লঙ্ঘ্যাভিশ্চ বেষ্টিতং। ১৫ ॥
রচিতং প্রস্তরৈ র্দিব্যৈ নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
ইন্দ্র নীলৈর্ম্মরকতৈঃ পদ্মরাগৈশ্চ ভূষিতং। ১৬ ॥

পূতনে! তুমি মহর্ষি দুর্ব্বাসার মহামন্ত্র লাভ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র গামিনী হইয়া সর্ব্বরূপ ধারণ করিতে পার। বিশেষতঃ শিশুবিনাশে তোমার বিলক্ষণ পটুতা বিদ্যমান আছে। ১১।

কংস পূতনাকে এইরূপ কহিয়া সভামধ্যে অধিষ্ঠিত রহিল। তখন কামচারিণী পূতনা কংসকে প্রণাম পূর্ব্বক মায়াবলে দিব্যরূপ ধারিণী পরমাসুন্দরী মানবী হইয়া শ্রীগোকুলাভিমুখে যাত্রা করিল। ১২।

তৎকালে সেই পূতনার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় প্রকাশমান অঙ্গ সমুদায় বিবিধ ভূষণে বিভূষিত এবং মস্তক মালতী মাল্য বেষ্টিত কবরী-ভারে সুশোভিত হইল। ১৩।

আর তাহার ললাটে কস্তূরী বিন্দুর সহিত সিন্দূর বিন্দু শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপ মোহিনী বেশে পূতনা যখন পরমানন্দে গমন করিতে লাগিল তখন তাহার মঞ্জীর ও রসনার কলধ্বনি হইতে লাগিল। ১৪।

এইরূপে সেই কামচারিণী পূতনা শ্রীগোকুল গোষ্ঠে উপনীতা হইলে ব্রজরাজ নন্দের দুর্লঙ্ঘ্য পরিখায় পরিবেষ্টিত মনোহর পুরী তাহার নয়ন গোচর হইল। ১৫।

সুবর্ণ কলসৈর্দিব্যৈ শ্চিত্রিতৈঃ শেখরোজ্জ্বলং।
প্রাকারৈ র্গগন স্পর্শৈ শ্চতুর্দ্বার সমন্বিতৈঃ। ১৭॥
যুক্তে র্লৌহ কবাটৈশ্চ দ্বারপাল সমন্বিতৈঃ।
বেষ্টিতং সুন্দরং রম্যং সুন্দরীগণ বেষ্টিতং। ১৮॥
মুক্তা মাণিক্য পরশৈঃ পূর্ণৈ রত্নাদিভি র্ধনৈঃ।
স্বর্ণপাত্র ঘটাকীর্ণং গবাং কোটিভিরন্বিতং। ১৯॥
ভরণীয়ৈঃ কিঙ্করৈশ্চ গোপলক্ষৈঃ সমন্বিতং।
দাসীনাঞ্চ সহস্রৈশ্চ কর্ম্মব্যগ্রৈঃ সমন্ততং। ২০॥
প্রবিবেশাত্রসং সাধ্বী সস্মিতা সুমনোহরা।
দৃষ্টাতাং প্রবিবেশন্তীং তা গোপ্যো বহুমেনীরে। ২১॥
কিম্বা পদ্মালয়া দুর্গা কৃষ্ণং দৃষ্টুং সমাগতা।
প্রণেমু র্গোপিকাঃ সর্ব্বাঃ পপ্রচ্ছুঃ কুশলঞ্চ তাং।
দদৌ সিংহাসনং পাদ্যং বাসয়ামাস তত্রবৈ। ২২॥

বিশ্বকর্ম্মা দিব্য প্রস্তরে সেই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তাহা ইন্দ্রনীল মরকত ও পদ্মরাগ মণিতে বিভূষিত রহিয়াছে। ১৬।

উহার শিখরদেশে চিত্রিত দিব্য সুবর্ণ কলস সমূহে দীপ্যমান হই- তেছে। ঐ পুরী চতুর্দ্বার সমন্বিত গগনস্পর্শী প্রাকারে পরিবেষ্টিত। সেই দ্বার চতুষ্টয়ে লৌহকবাট বিন্যস্ত রহিয়াছে, দ্বারপালগণ সেই দ্বারচতু- ষ্টয় রক্ষা করিতেছে। এবং সেই সুরম্য সুন্দর পুরী মধ্যে পরম সুন্দরী নারীগণ অবস্থিত রহিয়াছে। ১৭। ১৮।

ঐ পুরী মুক্তা মাণিক্য পরশমণি প্রচুর ধনরত্নাদি অসংখ্য সুবর্ণপাত্র ও সুবর্ণ ঘটে পরিপূর্ণ। কোটি গোধন ঐ পুরী মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং তথায় লক্ষ গোপ অসংখ্য কিঙ্কর ও কর্ম্মিষ্ঠা সহস্র দাসী অবস্থান করিতেছে। ১৯। ২০।

মায়াবিনী পূতনা মায়াবলে মোহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সহাস্য বদনে সেই সমৃদ্ধি সম্পন্ন নন্দালয়ে প্রবিষ্টা হইলে গোপিকাগণ তাহাকে

পপ্রচ্ছ কুশলং সাচ গোপানাং বালকস্যচ।
উবাস সস্মিতা সাধ্বী পাদ্যং জগ্রাহ সাদরং। ২৩॥
তামুচু র্গোপিকাঃ সর্ব্বা কাত্বমীশ্বরি সাম্প্রতং।
বাসস্তে কুত্র কিন্নাম কিম্বাত্র কর্ম্মতদ্বদ। ২৪॥
তাসাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা তা উবাচ মনোহরা।
মথুরা বাসিনী গোপী সাংপ্রতং বিপ্রকামিনী। ২৫॥
শ্রুতং বাচিক বক্ত্রেণ তত্ত্বং মঙ্গল সূচকং।
বভূব স্থবিরে কালে নন্দ পুত্রো মহানিতি। ২৬॥
শ্রুত্বাগতাহং তং দৃষ্টু মাশিষং কর্ত্তু মীপ্সিতং।
পুত্র মানয় তং দৃষ্ট্বা যামি কৃত্বা তমাশিষং। ২৭॥

দর্শন পূর্ব্বক পরম সমাদর করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইনি লক্ষ্মী কিম্বা দুর্গা দেবী নন্দনন্দন দর্শনে সমাগতা হইয়াছেন। সমস্ত গোপিকা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পাদ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ২১। ২২।

তখন কামচারিণী সাধ্বী পূতনা সমস্ত গোপ ও নন্দনন্দনের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সহাস্য বদনে সাদরে পাদ্য গ্রহণ পূর্ব্বক সেই গোপিকা গণের প্রদত্ত সিংহাসনে উপবিষ্টা হইল। ২৩।

ঐ সময়ে সমস্ত গোপিকা তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যে! আপনি কে? আপনার নাম কি ও নিবাস কোথায় এবং কি কারণে এস্থানে আগমন করিয়াছেন ব্যক্ত করুন। ২৪।

মনোজ্ঞরূপধারিণী পূতনা তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, গোপিকাগণ! আমি মথুরা বাসিনী গোপকন্যা। সংপ্রতি আমি ব্রাহ্মণ পত্নী হইয়াছি। স্থবিরকালে ব্রজরাজ নন্দ একটি সুসন্তান লাভ করিয়াছেন, বাচিক মুখে এই মঙ্গল সূচক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমি সেই পুত্রটিকে দর্শন ও আশীর্ব্বাদ করিতে আগমন করিলাম। অতএব তোমার সেই পুত্রটিকে আনয়ন কর। আমি তাহাকে দর্শন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করি। ২৫। ২৬। ২৭।

ব্রাহ্মণী বচনং শ্রুত্বা যশোদা হৃষ্ট মানসা।
প্রণম্য চ সুতং ক্রোড়ে দদৌ ব্রাহ্মণ যোষিতে। ২৮ ॥
কৃত্বা ক্রোড়ে শিশুং সাধ্বী চুচুম্বচ পুনঃ পুনঃ।
স্তনং দদৌ সুখাসীনা হরিং পুণ্যবতী সতী। ২৯।
অহোঽদ্ভুতোঽয়ং বালস্তে সুন্দরো গোপ সুন্দরি।
গুণৈর্নারায়াণ সমোবালোঽয় মিত্যু বাচহ। ৩০ ॥
হৃষ্টো বিষস্তনং পীত্বা জহাস বক্ষসি স্থিতঃ।
তস্যাঃ প্রাণৈঃ সহপপৌ বিষ ক্ষীরং সুধামিব। ৩১ ॥
তত্যাজ বালকং সাধ্বী প্রাণাং স্ত্যক্ত্বা পপাত চ।
বিকৃতাকার বদনা চোত্তার বদনা মুনে। ৩২ ॥
স্থূল দেহং পরিত্যজ্য সূক্ষ্মমবেশং বিবেশ সা।
আরুরোহ রথং শীঘ্রং রত্ন সার বিনির্ম্মিতং। ৩৩ ॥

যশোদা তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকিতান্তঃকরণে ব্রাহ্মণী-জ্ঞানে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোড়ে স্বীয় পুত্র প্রদান করিলেন। ২৮।

তখন সেই পুণ্যবতী সাধ্বী পূতনা সেই বালকরূপী দয়াময় হরিকে ক্রোড়ে ধারণ ও বারংবার তাঁহার বদনকমল চুম্বন পূর্ব্বক সুখাসীনা হইয়া তাঁহার মুখে বিষাক্ত স্তন প্রদান করিল ॥ ২৯ ॥

তৎপরে সে যশোদাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, গোপসুন্দরি! তোমার এই পরম সুন্দর পুত্রের আশ্চর্য্য লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতেছে। এই বালক গুণে নারায়ণ সমান হইবে। ৩০।

পূতনা এইরূপ কহিতেছে এমন সময়ে সেই বালকরূপী দয়াময় হরি তাহার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হইয়া প্রীতমনে সহাস্য বদনে সেই বিষাক্ত স্তনক্ষীর সুধাসম জ্ঞানে এরূপে পান করিতে লাগিলেন যে তাহাতে তাহার প্রাণ সমুদায় আকৃষ্ট হইল ॥ ৩১ ॥

তখন সেই বালরূপী দয়াময় হরিকে পরিত্যাগ করিবামাত্র সাধ্বী পূতনার প্রাণ বিয়োগ হওয়াতে বিকৃত বদনা ও উত্তার নয়না হইয়া ভূতলে নিপতিতা হইল ॥ ৩২ ॥

পার্ষদ প্রবরৈ র্দ্দিব্যৈ র্বেষ্টিতং সুমনোহরৈঃ।
শ্বেত চামর লক্ষেণ বেষ্টিতং লক্ষ দর্পণৈঃ। ৩৪॥
বহ্নিশৌচেন বস্ত্রেণ সূক্ষ্মেণ শোভিতং বরং।
নানা চিত্র বিচিত্রৈশ্চ সদ্রত্ন কলসৈর্যুতং। ৩৫॥
সুন্দরং শত চক্রঞ্চ জ্বলিতং রত্ন তেজসা।
পার্ষদাস্তাং রথে কৃত্বা জগ্মু র্গোলোক মুত্তমং। ৩৬॥
দৃষ্ট্বা তমদ্ভুতং গোপা গোপিকাশ্চাতি বিস্মিতাঃ।
কংসঃ শ্রুত্বা চ তৎসর্ব্বং বিস্মিতঞ্চ বভূবহ। ৩৭॥
যশোদা বালকং নীত্বা ক্রোড়ে কৃত্বা স্তনং দদৌ।
মঙ্গলং কারয়ামাস বিপ্র দ্বারা শিশোর্ম্মুনে। ৩৮॥
দদাহ দেহং তস্যাশ্চ নন্দঃ সানন্দ পূর্ব্বকং।
চন্দনাগুরু কস্তুরী সমং সংপ্রাপ্য সৌরভং। ৩৯॥

এইরূপে সে হতজীবিতা হইয়া স্থূল কলেবর পরিত্যাগ ও সূক্ষ্ম দেহ ধারণ পূর্ব্বক সত্বর রত্নসার বিনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিল॥ ৩৩॥

সেই রথ পরমাত্মা দয়াময় হরির সুমনোহর দিব্য পার্ষদ প্রবরগণে পরিবেষ্টিত এবং লক্ষ চামর ও লক্ষ দর্পণে পরিমণ্ডিত রহিয়াছে॥ ৩৪॥

উহা বহ্নিশুদ্ধ সূক্ষ্ম বস্ত্রে সুশোভিত এবং উৎকৃষ্ট রত্ন কলসে বিমণ্ডিত ও নানাবিধ বিচিত্র চিত্রে রঞ্জিত আছে। আর ঐ রথের শতচক্র রত্নতেজে জ্বলিত হইতেছে। দয়াময় হরির পার্ষদগণ এই অনুত্তম রথে সেই পূত-নাকে সংস্থাপন করিয়া গোলোকধামে যাত্রা করিলেন। ৩৫॥ ৩৬॥

তৎকালে গোপ গোপিকাগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এদিকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কংসেরও বিস্ময় উপস্থিত হইল॥ ৩৭॥

তখন যশোদা সেই বালকরূপী দয়াময় হরিকে ক্রোড়ে ধারণ এবং তাঁহার বদনকমলে স্তন প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বীয় পুত্রের বিবিধ রূপে মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়ন করাইলেন॥ ৩৮॥

নারদ উবাচ।

সাধ্বাকারাক্ষসী রূপা কথং পুণ্যবতী সতী।
কেন পুণ্যেণ তং দৃষ্ট্বা জগাম কৃষ্ণ মন্দিরং। ৪০ ॥

নারায়ণ উবাচ।

বলি যজ্ঞে বামনস্থ দৃষ্ট্বা রূপং মনোহরং।
বলি কন্যা রত্নমালা পুত্রস্নেহং চ কাতরং। ৪১ ॥
মনসা মানসং চক্রে পুত্রস্য সদৃশো মম।
ভবেদ্‌যদি স্তনং দত্বা করোমি তঞ্চ বক্ষসি। ৪২ ॥
হরি স্তন্মানসং জ্ঞাত্বা পপৌ জন্মান্তরে স্তনং।
দদৌ মাতৃগতিং তস্যৈ কামপূর কৃপানিধিঃ। ৪৩ ॥
দত্বা বিষ স্তনং কৃষ্ণং পুতনা রাক্ষসী মুনে।
মুক্তিং মাতৃগতিং প্রাপ্য কং ভজামি বিনা হরিং। ৪৪ ॥

তৎপরে ব্রজরাজ নন্দ সানন্দে পূতনার কলেবর দাহ করিয়া সেই চিতা ধূমে অগুরু চন্দন ও কস্তূরীর সৌরভ প্রাপ্ত হইলেন। ৩৯ ॥

নারদ কহিলেন, প্রভো! সেই পুণ্যবতী কে? কি কারণেই বা তিনি রাক্ষসীরূপা হইয়াছিলেন এবং কি পুণ্যেইবা দয়াময় হরিকে দর্শন করিয়া পরাৎপর কৃষ্ণের সেই নিরাময় নিত্যানন্দ পরমধামে তাঁহার গতি হইল, বিশেষরূপে তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৪০ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! পূর্ব্বে বলিযজ্ঞে বামন দেবের মনোহর রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি দানব রাজ বলিকন্যার পুত্র স্নেহের সঞ্চার হয়, তাঁহাতে সে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে যদি এই অদ্ভুত বামন আমার পুত্র সদৃশ হন তাহা হইলে আমি ইহাঁকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া ইহাঁর বদন কমলে স্তন প্রদান করি। ৪১ ॥ ৪২ ॥

রত্নমালার জন্মান্তরীণ এইরূপ সঙ্কল্প থাকাতেই সে পূতনারূপে উৎপন্না হইলে বাঞ্ছাপরিপূরক সর্ব্বান্তর্যামী দয়াময় হরি তাহার পূর্ব্বজন্ম কৃত অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাকে মাতৃগতি প্রদান করিলেন। ৪৩ ॥

ইত্যেবং কথিতং বিপ্র শ্রীকৃষ্ণ গুণ বর্ণনং।
পদে পদে সুমধুরং প্রবরং কথয়ামি তে। ৪৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে পুতনা মোক্ষণ প্রস্তাবো দশমোঽধ্যায়ঃ।

এই কারণেই রাক্ষসী পুতনা পরাৎপর দয়াময় কৃষ্ণের মুখকমলে বিষাক্ত স্তন প্রদান করিয়া তাঁহার মাতৃগতি মুক্তিলাভ করিল। অতএব সনাতন দয়াময় হরিই সার বস্তু ও একমাত্র ভজনীয় তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৪৪ ॥

এই আমি তোমার নিকট পরাৎপর পরমাত্মা দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করিলাম। কৃষ্ণ গুণ বর্ণনে পদে পদে মধুক্ষরণ হয়। অতএব আমি যথাক্রমে তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পুতনা মোক্ষণ প্রস্তাব দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

একদা গোকুলে সাধ্বী যশোদা নন্দ গেহিনী।
গৃহ কর্ম্মণি সংযুক্তা কৃত্বা বালং স্ববক্ষসি। ১॥
বায়ু রূপং তৃণাবর্ত্ত মাগচ্ছন্তঞ্চ গোকুলে।
শ্রীহরির্ম্মনসাজ্জাত্বা ভারযুক্তো বভূবহ। ২॥
ভারাক্রান্তা যশোদাচ তত্যাজ বালকং তদা।
শয়নং কারয়িত্বাচ জগাম যমুনা মুনে। ৩॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বায়ুরূপ ধরোঽসুরঃ।
আদায় তং ভ্রাময়িত্বা গত্বাচ শতযোজনং। ৪॥
বভঞ্জ বৃক্ষ শাখাশ্চ অন্ধীভূতঞ্চ গোকুলং।
চকার সদ্যো মায়াবী পুন স্তত্র পপাতহ। ৫॥
অসুরোঽপি হরিস্পর্শাৎ জগাম হরি মন্দিরং।
সুন্দরং রথমারুহ্য কৃত্বা কর্ম্মক্ষয়ং সুখং। ৬॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! অতঃপর একদা নন্দ গেহিনী সাধ্বী যশোদা স্বীয় বালককে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক গৃহ কর্ম্মে নিযুক্তা রহিয়াছেন এমন সময়ে বায়ুরূপী তৃণাবর্ত্ত নামক অসুর তথায় সমাগত হইল। তদ্দর্শনে সেই বালক রূপী হরি ভার যুক্ত হইলেন॥ ১॥ ২।

তখন যশোদা ভারাক্রান্তা হইয়া হরিকে বক্ষঃস্থল হইতে অবতারিত করিলেন এবং তাঁহাকে শয়ন করাইয়া যমুনাতীরে গমন করিলেন॥ ৩॥

ইত্যবসরে বায়ুরূপী তৃণাবর্ত্ত নামক অসুর সেই বালকরূপী দয়াময় হরিকে গ্রহণ পূর্ব্বক শত যোজন ঊর্দ্ধে গমন করিয়া তাহাকে ভ্রমণ করাইতে লাগিল। তৎকালে বৃক্ষশাখা সকল ভগ্ন হইল এবং শ্রীগোকুলধামে ধূলি পটলে এক কালে অন্ধীভূত হইল। মায়াবী তৃণাবর্ত্ত এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত

পাণ্ড্য দেশোদ্ভবো রাজা শাপাৎ দুর্ব্বাশসোঽসুরঃ।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ স্পর্শাৎ গোলোকংস জগামহ। ৭॥
বাত্যারূপেণ তে গোপা গোপ্যশ্চ ভয় বিহ্বলাঃ।
ন দৃষ্ট্বা বালকং তত্র শয্যায়াং বিস্ময়ং মুনে। ৮॥
সর্ব্বে নিজঘ্নুঃ স্বং বক্ষঃস্থলং শোকাকুলাভয়াৎ।
কেচিন্মূর্চ্ছা মবাপ্নুশ্চ রুরুদুশ্চাপি কেবলঃ। ৯॥
অন্বেষণং প্রকুর্ব্বন্তো দদৃশু র্ব্বালকং ব্রজাঃ।
ধূলি ধূষর সর্ব্বাঙ্গং পুষ্পোদ্যানান্তরে স্থিতং। ১০॥
বাটৈক দেশ সরস স্তীরে নীর সমীপতঃ।
পশ্যন্তং গগনং শশ্বৎ রুদন্তং ভয় কাতরং। ১১॥

হইবামাত্র হরির সংস্পর্শে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মক্ষয় হওয়াতে পুনর্ব্বার তথায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক দিব্য রথারোহণে হরির পরমধাম নিত্যানন্দ গোলোকে গমন করিল ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

তপোধন! সেই তৃণাবর্ত্ত পূর্ব্বজন্মে পাণ্ড্যদেশীয় রাজা ছিলেন দুর্ব্বাসার অভিশাপে তাঁহার অসুরত্ব প্রাপ্তি হয়। এক্ষণে তিনি শ্রীকৃষ্ণ চরণ স্পর্শে মুক্ত হইয়া গোলোকধামে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

তখন গোপ গোপীগণ সেই বাত্যারূপে ভয় বিহ্বল হইল এবং শয্যায় নন্দনন্দনের অদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও ভীত হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে হাহাকার করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ মূর্চ্ছাপন্ন হইল ও কেহ কেহ আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

তৎপরে ব্রজবাসিগণ সকাতরে বালকের অন্বেষণ করিতে করিতে পুষ্পোদ্যান গমন পথের এক দেশস্থ সরোবরতীরে উপনীত হইয়া দেখিল সেই সরসীরতীর নীর সমীপে নন্দনন্দন হরি মায়া প্রভাবে ধূলি ধূসরিত হইয়া ভয় কাতরে গগনমার্গে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অবিচ্ছিন্নরূপে সামান্য বালকের ন্যায় রোদন করিতেছেন ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

গৃহীত্বা বালকং নন্দঃ কৃত্বা বক্ষসি সত্বরং।
দর্শং দর্শং মুখং তস্য রুরোদচ সুতান্বিতঃ। ১২ ॥
যশোদা রোহিণী শীঘ্রং দৃষ্ট্বা বালং রুরোদচ।
কৃত্বা বক্ষসি তত্তুং চুচুম্বচ মুহুর্ম্মুহুঃ। ১৩ ॥
মঙ্গলং কারয়ামাস স্নাপয়ামাস বালকং।
স্তনং দদৌ যশোদা চ প্রসন্ন বদনেক্ষণা। ১৪ ॥

নারদ উবাচ।

কথং শশাপ দুর্ব্বাসাঃ পাণ্ড্যদেশোদ্ভবং নৃপং।
সুবিচার্য্য বদ ব্রহ্মন্নিতিহাসং পুরাতনং। ১৫ ॥

নারায়ণ উবাচ।

পাণ্ড্যদেশোদ্ভবো রাজা সহস্রাক্ষঃ প্রতাপবান্।
স্ত্রী সহস্রং সমাদায় কামবাণ প্রপীড়িতঃ। ১৬ ॥

শোকার্ত্ত ব্রজরাজ নন্দ এই ব্যাপার দর্শন মাত্র সত্বর তাঁহাকে গ্রহণ ও বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক তদীয় মুখমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন তাহার নয়ন যুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল ॥১২॥

ঐ সময়ে যশোদা ও রোহিণী সেই বালককে দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া বারংবার তাঁহার বদন কমল চুম্বন করিতে লাগিলেন। ১৩ ॥

অতঃপর যশোদা ব্রাহ্মণ দ্বারা মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়ন করাইলেন এবং প্রসন্ন বদনা হইয়া প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে স্বীয় পুত্রকে স্নান করাইয়া তাঁহার মুখ কমলে স্তন প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ।

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহর্ষি দুর্ব্বাসা কিজন্য পাণ্ড্যদেশোদ্ভব নরপতিকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন বিচার পূর্ব্বক সেই পুরাতন ইতিহাস আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! পূর্ব্বে পাণ্ড্যদেশোদ্ভব প্রতাপশালী সহস্রাক্ষ নামক নরপতি কামবাণে অতিশয় প্রপীড়িত হইয়া

মনোহরে নির্জ্জনেচ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
বিজহার নদী তীরে পুষ্পোদ্যানে মনোরমে। ১৭ ॥
নানা প্রকার শৃঙ্গারং বিপরীতাদিকং নৃপঃ।
নখ দন্ত ক্ষতাঙ্গঞ্চ কামিনীনাং চকার সঃ। ১৮ ॥
কৃত্বা মূর্ত্তি সহস্রঞ্চ যোগিন্দ্রো নৃপতীশ্বরঃ।
কৃত্বা স্থলে বিহারঞ্চ জলক্রীড়াং চকারসঃ। ১৯ ॥
নার্য্যো বিবসন্যাঃ সর্ব্বা নগ্নাশ্চ নৃপ মূর্ত্তয়ঃ।
বিজহ্রুশ্চ পুষ্পভদ্রানদী তীরে মনোরমে। ২০ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তেন পথাযাতি মহামুনিঃ।
শিষ্য লক্ষৈঃ পরিবৃতঃ কৈলাসং শঙ্করং প্রতি। ২১ ॥
দৃষ্ট্বা মুনিং মহামত্তো নোত্তস্থৌচ ননামচ।
বাচা হস্তেন রাজা তু সংভাষাং ন চকারহ। ২২ ॥

সহস্র রমণী সমভিব্যাহারে মনোহর গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ নদীতীরবর্ত্তী বিজন মনোরম পুষ্পোদ্যানে গমন করিয়া তাহাদিগের সহিত বিপরীত শৃঙ্গারে প্রবৃত্ত হন। বিহার কালে সেই যোগীন্দ্র নৃপেশ্বর যোগবলে সহস্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই কামিনীগণের অঙ্গে নখাঘাত ও দন্তাঘাত করেন। এইরূপে তিনি কখন জলে ও কখন বা স্থলে সেই রমণীমণ্ডলের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯।

তৎকালে মনোরম পুষ্পভদ্রানদী তটে সেই সহস্র রমণী বিবসনা ও সহস্র রাজ বিগ্রহও নগ্ন ছিল। এইরূপ নগ্নাবস্থায় তাহাদিগের পরস্পরের রতিক্রীড়া সম্পাদিত হইল। ২০।

ঐ সময়ে মহামুনি দুর্ব্বাসা লক্ষশিষ্যে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ শঙ্করের দর্শনার্থ সেই পুষ্পভদ্রা নদীতট দিয়া কৈলাসাভিমুখে হরি নাম করিতে করিতে আগমন করিতেছিলেন। ২১।

ক্রমে ক্রমে মুনিবর সেই পাণ্ড্য দেশীয় ভূপতির নিকটস্থ হইলে মহামত্ত রাজা তাঁহাকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন না এবং বাক্য

দৃষ্ট্বা চুকোপ নৃপতিং শশাপ স্ফুরিতাধরঃ।
অসুরো ভব পাপিষ্ঠ যোগাদ্‌ভ্রষ্টোভুবং ব্রজ। ২৩॥
ভারতে লক্ষ বর্ষঞ্চ স্থাতব্যং তে নরাধম।
ততো হরি পদস্পর্শাৎ গোল্যোকং যাস্যসি ধ্রুবং। ২৪॥
স্থানে স্থানে তে মহিষ্যো নৃ যোনিং প্রাপ্য ভারতে।
রাজেন্দ্র গেহে রাজেন্দ্রান্ ভবিষ্যথ মনোরথান্। ২৫॥
ইত্যুক্ত্বা তু মুনীন্দ্রশ্চ জগাম শঙ্করালয়ং।
হাহাশব্দং বিচক্রুশ্চ শিষ্য সংঘাঃ কৃপালবঃ। ২৬॥
গতে মুনীন্দ্রে রাজেন্দ্রো রুরোদ চ সরিত্তটে।
রুরুদু রমণীয়াশ্চ রমণ্যো বিরহাতুরাঃ। ২৭॥
হে নাথ রমণ শ্রেষ্ঠে ত্যুচ্চার্য্যচ পুনঃ পুনঃ।
ত্বাং বিনা বা ক্বযাস্যামো বয়ং ত্বং বা ক্বযাস্যসি। ২৮॥

দ্বারা বা হস্ত দ্বারাও তাঁহার কোন প্রকার সংবর্দ্ধনা করিলেন না। ২২।

এই ব্যাপার দর্শনে মুনিবর দুর্ব্বাসা ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া নরপতিকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন। রে পাপিষ্ঠ! তুই যোগভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্তালোকে অসুররূপে জন্ম গ্রহণ কর্। রে নরাধম! লক্ষবর্ষ সেই অসুররূপে তোকে ভারতে অবস্থান করিতে হইবে। তৎপরে তুই পরমাত্মা দয়াময় হরির চরণ স্পর্শে মুক্তিলাভ করিয়া নিশ্চয় গোলোকধামে গমন করিবি। আর তোর্ মহিষীগণকেও ভারতের স্থানে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। তাহারা নৃপেন্দ্রগণের ভবনে সমুৎপন্না হইয়া স্বীয় বাসনানুরূপ রাজেন্দ্রগণকে পতিরূপে লাভ করিতে পারিবে।২৩।২৪। ২৫।

মুনীন্দ্র দুর্ব্বাসা এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া শঙ্করালয়ে গমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার কৃপাপরতন্ত্র শিষ্যগণ এই নিদারুণ ব্যাপার দর্শনে হাহাকার শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ২৬।

এদিকে মুনিবর গমন করিলে পাণ্ডু রাজ সেই নদীতটে অবস্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সেই রমণীয় মূর্ত্তি রমণীগণও ভাবি

পুন র্ন বিহরিষ্যাম ত্বয়া সার্দ্ধং সুনির্জ্জনে।
ন করিষ্যসি রাজ্যং ত্বং ন যাস্যামো গৃহং বয়ং। ২৯ ॥
শরচ্চন্দ্র প্রভাযুষ্টং ন দ্রক্ষ্যামো মুখং তব।
প্রসারিতাভ্যাং বাহুভ্যাং পালয়িষ্যাম ত্বাং সুরঃ। ৩০ ॥
ইত্যুক্তা রুরুদুঃ সর্ব্বা পুরস্কৃত্য নরাধিপং।
মূর্চ্ছা মবাপুশ্চরণং ধৃত্বা রাজ্ঞঃ সরিত্তটে। ৩১ ॥
রাজাগ্নিকুণ্ডং নির্ম্মায় নারীভিঃ সহ নারদ।
স্মৃত্বা হরিপদাম্ভোজং জ্বলদগ্নৌ বিবেশহ। ৩২ ॥
হাহাকারং সুরাঃ সর্ব্বে প্রচক্রু র্গগনস্থিতাঃ।
ইত্যূচু র্মুনয়শ্চৈব দৈবঞ্চ বলবত্তরং। ৩৩ ॥

বিরহে কাতরা হইয়া হা নাথ হা রমণ শ্রেষ্ঠ! এই বাক্য বারংবার উচ্চারণ পূর্ব্বক এইরূপে সকরুণ বিলাপ করিতে লাগিল নাথ! তুমি কোথায় গমন করিবে? আমরা তোমা ভিন্ন কোথায় যাইব? আর কি আমরা তোমার সহিত পুনর্ব্বার বিজনে বিহার করিতে পারিব না? হে প্রাণনাথ! আর কি তুমি রাজধানীস্থ হইয়া রাজ্য পালন করিবে না? এবং আমরাও কি আর গৃহে গমন করিতে পারিব না? অতঃপর তোমার শারদীয় সুধাকর প্রভাবিনিন্দিত মুখমণ্ডল দর্শনে কি আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইবে? আর কি আমরা প্রসারিত বাহু যুগলে তোমাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতে পারিব না? এই বলিয়া সেই সমস্ত রমণী রাজার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া রোদন করিতে করিতে সেই সরিত্তটে নরপতির চরণ ধারণ পূর্ব্বক মূর্চ্ছাপন্না হইল ॥ ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১ ॥

অতঃপর পাণ্ডুরাজ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া সনাতন দয়াময় হরির পাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক সমস্ত রমণীমণ্ডলের সহিত সেই প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩২ ॥

তখন বিমানস্থ দেবগণ এই নিদারুণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন, আর মুনিগণও তৎকালে উপস্থিত দুর্ঘটনা সম্বন্ধে পরস্পর দৈবই বলবত্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ৩৩।

স চ রাজা তৃণাবর্ত্তো জগাম হরি মন্দিরং।
মহিষ্যো ভারতেবর্ষে লেভিরে জন্ম বাঞ্ছিতং। ৩৪ ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং হরের্ম্মাহাত্ম্য মুত্তমং।
মোক্ষণং নৃপতেশ্চৈব মুনীন্দ্র শাপহেতুকং। ৩৫।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে তৃণাবর্ত্ত বধেকাদশোঽধ্যায়ঃ।

সেই পাণ্ড্যরাজ তৃণাবর্ত্ত নামক অসুররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া হরির চরণ স্পর্শে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক গোলোকধামে গমন করেন এবং তাঁহার মহিষীগণেরও ভারতবর্ষে বাঞ্ছানুরূপ জন্ম লাভ হয় ॥ ৩৪ ॥

বৎস! এই আমি পরমাত্মা হরির অনুত্তম মাহাত্ম্য এবং মুনীন্দ্র দুর্ব্বাসার অভিশাপ হইতে পাণ্ড্য ভূপতির মুক্তির বিষয় বর্ণন করিলাম। ৩৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে তৃণাবর্ত্ত বধ নাম একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

একদা মন্দিরে নন্দপত্নী সানন্দ পূর্ব্বকং।
কৃত্বা বক্ষসি গোবিন্দং ক্ষুধিতঞ্চ স্তনং দদৌ। ১ ॥
এতস্মিন্নন্তরে গোপ্য আজগ্মু র্নন্দ মন্দিরং।
স্থবিরাশ্চ বয়স্যাশ্চ বালিকা বালকান্বিতাঃ। ২ ॥
অতৃপ্তং বালকং শীঘ্রং সংন্যস্য শয়নে সতী।
প্রণনাম সমুত্থায় কর্ম্মাণ্যুত্থানি হেতুসা। ৩ ॥
তৈল সিন্দূর তাম্বূলং দদৌ তাভ্যো মুদান্বিতা।
মিষ্ট বস্তুনি বস্ত্রাণি ভূষণানিচ গোপিকাঃ। ৪ ॥
এতস্মিন্নরে কৃষ্ণো রুরোদ ক্ষুধিত স্তদা।
প্রেরয়িত্বা তু চরণং মায়েশো মায়য়া বিভুঃ। ৫ ॥
পপাত চরণং তস্য প্রবীণে শকটে মুনে।

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! অতঃপর একদা নন্দপত্নী যশোদা ক্ষুধিত শ্রীগোবিন্দকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া সানন্দে তাহাকে স্তন্যপান করাইতেছেন্ এমন্ সময়ে স্থবিরা ও বয়স্যা গোপিকাগণ বালক বালিকা সমভিব্যাহারে নন্দালয়ে আগমন করিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥

তখন দয়াময় হরি স্তনপানে পরিতৃপ্ত না হইতে সাধ্বী যশোদা তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া তদীয় ঔত্থানিক মাঙ্গলিক কার্য্য সাধনার্থ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেই গোপিকাগণের চরণে প্রণাম করিলেন এবং পরমানন্দে তাঁহাদিগকে বিবিধ মিষ্টবস্তু বস্ত্রালঙ্কার সিন্দূর তৈল ও তাম্বূল প্রদান করিলেন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ঐ সময়ে সেই বালকরূপী দয়াময় হরি স্বীয় মায়া প্রভাবে, ক্ষুধার্ত্ত প্রাকৃত বালকের ন্যায় চরণ বিক্ষেপ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন ।৫।

বিশ্বম্ভর পদাঘাতাত্তচ্চ চূর্ণং বভুবহ। ৬॥
বভঞ্জ শকটং পেতু র্ভগ্ন কাষ্ঠানি তত্রবৈ।
পপাত দধি দুগ্ধঞ্চ নবনীতং ঘৃতং মধু। ৭॥
দৃষ্টাশ্চর্য্যং গোপিকাশ্চ দুদ্রুবুর্ব্বল্লবা ভয়াৎ।
দদৃশু র্ভগ্ন শকট মিন্ধনাভ্যন্তরে শিশুং। ৮॥
ভগ্নং ভাণ্ড সমূহঞ্চ পতিতং মধু গোরসং।
প্রেরয়িত্বা তু কাষ্ঠানি জগ্রাহ বালকং তদা। ৯॥
মায়া বঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গং রুদন্তং ক্ষুধিতং ক্রুধা।
স্তনং দদৌ যশোদা তং রুরোদ চ ভৃশংশুচা। ১০॥
পপ্রচ্ছু র্ব্বালকান্ গোপা বভঞ্জ শকটং কথং।
কিঞ্চিদ্ধেতুং ন পশ্যামি সহসেতি কিমদ্ভুতং। ১১॥

তখন সেই বিশ্বম্ভর হরির চরণ যেমন তত্রত্য প্রাচীন শকটে পতিত হইল অমনি তদীয় পদাঘাতে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল ॥ ৬॥

এইরূপে শকট ভগ্ন হইলে ভগ্ন কাষ্ঠ সমুদায় নিপতিত হইল এবং সেই শকটে যে সমস্ত দধি, দুগ্ধ, নবনীত, ঘৃত ও মধু সজ্জিত ছিল তৎসমুদায়ও পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইল ॥ ৭॥

তখন গোপ গোপিকাগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে সসম্ভ্রমে দ্রুতবেগে গমন করিয়া দেখিলেন, সেই ভগ্ন শকটের কাষ্ঠ মধ্যে বালকরূপী হরি অবস্থিত আছেন এবং মধু ও গোরস সকল পতিত রহিয়াছে। ঐ সময়ে যশোদা তথায় উপনীতা হইয়া দেখিতে পাইলেন ভগ্ন কাষ্ঠ মধ্যে মায়া বঞ্চিত সর্ব্বাঙ্গ বালকরূপী হরি মায়া প্রভাবে ক্ষুধায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রোদন করিতেছেন এই ব্যাপার দর্শন মাত্র তিনি সেই ভগ্ন কাষ্ঠ সকল অপসারিত করিয়া শোক সন্তপ্তহৃদয়ে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ ও তদীয় মুখকমলে স্তন প্রদান পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৮। ৯।১০॥

তৎকালে গোপগণ তত্রত্য শিশুগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বালকগণ! আমরা সহসা এই শকট ভঞ্জনের কোন কারণ দেখিতে

ইত্যূচু র্ব্বালকাঃ সর্ব্বে গোপাঃ শৃণুত তদ্বচঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য পদাঘাতাদ্ভগ্নং শকটং ধ্রুবং। ১২ ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং গোপা গোপ্যশ্চ জহসুর্ম্মুদা।
নহি জগ্মুঃ প্রতীতিঞ্চ মিথ্যেত্যূচু র্ব্রজে ব্রজাঃ।
শিশোঃ স্বস্ত্যয়নং তূর্ণং চক্রু র্ব্রাহ্মণ পুঙ্গবাঃ। ১৩ ॥
হস্তং দত্ত্বা শিশোর্গাত্রে পপাঠ কবচং দ্বিজঃ।
বদামিতত্তে বিপ্রেন্দ্র কবচং সর্ব্ব লক্ষণং। ১৪ ॥
যদ্দত্তং মায়য়া পূর্ণং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে। ১৫ ॥
নিদ্রিতে জগতীনাথে জলে চ জল শায়িনে।
ভীতায়া স্তুতি কর্ত্রে চ মধুকৈটভয়োর্ভয়াৎ। ১৬ ॥

পাইনা। অতএব কিরূপে এই অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল, তোমরা তাহা আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর ॥ ১১ ॥

ব্রজ বালকগণ গোপগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, মহাশয়গণ! আমরা সকলেই দেখিয়াছি নীলমনির পদাঘাতে নিশ্চয়ই শকট ভগ্ন হইয়াছে ॥ ১২ ॥

গোপবালক এইরূপ কহিলে, গোপ গোপীগণ তাহাদিগের বাক্য অশ্রদ্ধেয় জ্ঞানে কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে হাস্য করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন ব্রজ বালকগণ সকলেই মিথ্যা বলিতেছে। এক্ষণে এই বালকের মঙ্গল চিন্তা করা আবশ্যক। অতএব বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ সত্বর ইহার মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়নে প্রবৃত্ত হউন ॥ ১৩ ॥

দেবর্ষে! এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে স্বস্ত্যয়ন নিযুক্ত ব্রাহ্মণ সেই বালক রূপী দয়াময় হরির গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া যে কবচ পাঠ করিয়াছিলেন, আমি সেই সর্ব্ব সুলক্ষণ সম্পন্ন কবচ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বে জগৎপতি ভগবান্ হরি সলিল শায়ী হইয়া নিদ্রিত হইলে তদীয় নাভি কমল জাত ব্রহ্মা মধুকৈটভ ভয়ে কাতর হইয়া যোগমায়ার স্তব করিলে তিনি উক্ত কবচ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৫। ১৬ ॥

যোগনিদ্রোবাচ।

দূরীভূতং কুরুভয়ং ভয়ং কিন্তে হরৌ স্থিতে।
স্থিতায়াং ময়িচ ব্রহ্মন্ সুখং তিষ্ঠ জগৎপতে। ১৭ ॥
শ্রীহরিঃ পাতু তে বক্ত্রং মস্তকং মধুসূদনঃ।
শ্রীকৃষ্ণশ্চক্ষুষী পাতু নাসিকাং রাধিকাপতিঃ। ১৮ ॥
কর্ণ যুগ্মঞ্চ কণ্ঠঞ্চ কপালং পাতু মাধবঃ।
কপোলং পাতু গোবিন্দঃ কেশাংশ্চ কেশব স্বয়ং। ১৯ ॥
অধরৌষ্ঠং হৃষীকেশো দন্তপংক্তিং গদাগ্রজঃ।
রাসেশ্বরশ্চ রসনাং তালুকাং বামনো বতুঃ। ২০ ॥
বক্ষঃ পাতু মুকুন্দস্তে জঠরং পাতু দৈত্যহা।
জনার্দ্দনঃ পাতু নাভিং পাতু বিষ্ণুশ্চ তে হনুং। ২১ ॥
নিতম্ব যুগ্মং গুহ্যঞ্চ পাতু তে পুরুষোত্তমঃ।
জানুযুগ্মং জানকীশঃ পাতু তে সর্ব্বদা বিভুঃ। ২২ ॥

তৎকালে যোগনিদ্রা কমলযোনিকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, ব্রহ্মন্! জগৎপতি দয়াময় হরি বিদ্যমানে ও আমি সত্বে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান কর। ১৭।

ব্রহ্মন্! এক্ষণে শ্রীহরি তোমার মুখমণ্ডল, মধুসূদন তোমার মস্তক, শ্রীকৃষ্ণ তোমার নেত্রদ্বয় ও রাধিকাপতি তোমার নাসিকা রক্ষা করুন। ১৮॥

ভগবান্ মাধব তোমার কর্ণযুগল, কণ্ঠ ও কপাল দেশ, গোবিন্দ তোমার কপোল ও কেশব স্বয়ং তোমার কেশ রক্ষা করুন। ১৯।

হৃষীকেশ তোমার অধর ও ওষ্ঠ, গদাগ্রজ তোমার দন্তপংক্তি, রাসেশ্বর তোমার রসনা ও বামনদেব তোমার তালু রক্ষা করুন ॥ ২০ ॥

ভগবান্ মুকুন্দ তোমার বক্ষঃস্থল, দৈত্যহা তোমার জঠর, জনার্দ্দন তোমার নাভি, বিষ্ণু তোমার হনুদেশ রক্ষা করুন। ২১।

পুরুষোত্তম তোমার নিতম্বযুগ্ম ও গুহ্যদেশ, এবং ভগবান্ জানকীশ তোমার জানুযুগল সর্ব্বদা রক্ষা করুন ॥ ২২ ॥

হস্ত যুগ্মং নৃসিংহশ্চ পাতু সর্ব্বত্র সঙ্কটে।
পাদযুগ্মং বরাহশ্চ পাতুবঃ সর্ব্বদা বিভুঃ। ২৩ ॥
উর্দ্ধো নারায়ণঃ পাতু অধস্তাৎ কমলাপতিঃ।
পাতু পূর্ব্বেচ গোপালঃ পাতু বহ্নৌ দশাস্যহা। ২৪ ॥
বনমালী পাতু যাম্যাং বৈকুণ্ঠঃ পাতু নৈঋতে।
বারুণে বাসুদেবশ্চ পাতু তে জলজাসনঃ। ২৫ ॥
পাতু তে সন্ত তমজোবায়ব্যাং বিষ্টরশ্রবাঃ।
উত্তরেচ সদা পাতু চানন্তোঽনন্তক স্বয়ং। ২৬ ॥
ঐশান্যামীশ্বরঃ পাতু সর্ব্বত্র পাতু শত্রুজিৎ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে নিদ্রায়াং পাতু রাঘবঃ। ২৭ ॥
ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মন্ কবচং পরমাদ্ভুতং।
কৃষ্ণেন কৃপয়া দত্তং স্মৃতে নৈব পুরা ময়া। ২৮ ॥
শুম্ভেন সহ সংগ্রামে নির্লক্ষ্যে ঘোর দারুণে।
গগন স্থিতয়ঃ সদ্যঃপ্রাপ্তি মাত্রেণ শক্তিতঃ। ২৯ ॥

নৃসিংহ দেব সর্ব্বশঙ্কটে তোমার হস্তদ্বয় এবং বরাহরূপী পরমাত্মা দয়াময় হরি সতত তোমার চরণ যুগল রক্ষা করুন ॥ ২৩ ॥

নারায়ণ উর্দ্ধভাগে কমলাপতি অধোভাগে গোপাল পূর্ব্বদিকে ও দশাস্যহা বহ্নিমধ্যে তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ২৪ ॥

বনমালী দক্ষিণদিকে বৈকুণ্ঠ নৈঋতে এবং পদ্মালয় বাসুদেব বারুণে তোমাকে রক্ষা করুন। ২৫।

বিষ্টরশ্রবা সর্ব্বদা বায়ুকোণে ও অনন্ত শক্তিমান্ ভগবান্ অনন্ত স্বয়ং উত্তরে তোমাকে রক্ষা করুন। ২৬।

শত্রুজিৎ ঈশ্বর ঈশানদিকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করুন এবং রাঘব জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ও নিদ্রিতাবস্থায় তোমাকে সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করুন। ২৭।

ব্রহ্মন্! এই আমি পরমাদ্ভুত কবচ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

কবচস্য প্রভাবেন ধরণ্যাং পতিতো মৃতঃ।
পূর্ব্বং বর্ষ শতং খেচ কৃত্বা যুদ্ধং ভয়াবহং। ৩০ ॥
মৃতে শুম্ভেচ গোবিন্দঃ কৃপান্নির্গগলে স্থিতঃ।
মাল্যঞ্চ কবচং দত্ত্বা গোলোকং স জগামহ। ৩১ ॥
কল্পান্তরস্য বৃত্তান্তং কৃপয়া কথিতং মুনে।
আভ্যাং ভবভয়ং নাস্তি কবচস্য প্রভাবতঃ। ৩২ ॥
কোটিশঃ কোটিশো নষ্টা ময়া দৃষ্টাশ্চ বেধসঃ।
অহঞ্চ হরিণা সার্দ্ধং কল্পে কল্পে স্থিরা সদা। ৩৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা কবচং দত্ত্বা সান্তর্দ্ধানং চকারহ।
নিঃশঙ্কোনাভি কমলে তস্থৌ স কমলোদ্ভবঃ। ৩৪ ॥

পূর্ব্বে শুম্ভাসুরের সহিত যখন আমার সুদারুণ দুর্লক্ষ্য ঘোরতর সংগ্রাম হয় তৎকালে আমি পরমাত্মা হরিকে স্মরণ মাত্র তিনি কৃপা করিয়া এই কবচ আমাকে প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং আমার রক্ষার্থ গগনমার্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমি বিমানে সেই শুম্ভাসুরের সহিত শতবর্ষ ভয়াবহ সংগ্রাম করিয়া যেমন এই অদ্ভুত কবচ প্রাপ্ত হইলাম, অমনি তৎক্ষণাৎ বিমানস্থ সেই ভয়ঙ্কর শুম্ভাসুর এই কবচের অনন্তশক্তি প্রভাবে ভূতলে পতিত ও হতজীবিত হইল। ২৮। ২৯। ৩০॥

এইরূপে শুম্ভাসুর মৃত হইলে গোলোক নাথ গোবিন্দ দয়া করিয়া আমার গলদেশে এই কবচ ও মাল্য প্রদান পূর্ব্বক গোলোকধামে গমন করিয়াছিলেন। ৩১।

হে দেবর্ষে! এই আমি কল্পান্তর বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এই কবচের প্রভাবে আমাদিগের উভয়ের নিশ্চয় ভবভয় বিদূরিত হইবে ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মন্! কোটি কোটি ব্রহ্মার পতন আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে কিন্তু আমি সেই পরাৎপর পরমাত্মা দয়াময় হরির সহিত স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছি ॥ ৩৩ ॥

সুবর্ণ গুটিকায়াস্তু কৃত্বেদং কবচং পরং।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ বধ্নীয়াদ্‌যঃ সুধী সদা। ৩৫ ॥
বিষাগ্নি সর্প শত্রুভ্যো ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে নিদ্রায়াং রক্ষতীশ্বরঃ। ৩৬ ॥
সংগ্রামে বজ্রপাতেচ বিপত্তৌ প্রাণ সঙ্কটে।
কবচস্য বলা দেব সদ্যো নিঃশঙ্কতাং ব্রজেৎ। ৩৭ ॥
বদ্ধেদং কবচং কণ্ঠে শঙ্কর স্ত্রিপুরং পুরা।
জঘান লীলা মাত্রেণ দুরন্ত মসুরেশ্বরং। ৩৮ ॥
বদ্ধেদং কবচং কালী রক্তবীজং চখাদ সা।
সহস্র শীর্ষা ধৃত্বেদং বিশ্বং ধত্তে তিলং যথা। ৩৯ ॥
আবাং সনৎকুমারশ্চ ধর্ম্ম সাক্ষীচ কর্ম্মণাং।
কবচস্য প্রসাদেন সর্ব্বত্র জয়িনো বয়ং। ৪০ ॥

যোগনিদ্রা এই বলিয়া ব্রহ্মাকে এই কবচ প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিতা হইলে সেই কমল যোনি ভগবান্ দয়াময় হরির নাভিকমলে অবস্থিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি এই অনুত্তম কবচ সুবর্ণ গুটিকার মধ্যগত করিয়া সর্ব্বদা কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহুতে সংবদ্ধ করে বিষ, অগ্নি, সর্প ও শত্রু হইতে তাহার ভয় থাকে না, এবং সর্ব্বেশ্বর দয়াময় হরি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ও নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে রক্ষা করেন ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

জীব এই কবচের প্রভাবে সংগ্রামে, বজ্রপাতে ও অন্যান্য প্রাণসঙ্কটে সদ্যই বিমুক্ত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে কাল যাপন করিতে পারে ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বে ভগবান্ শঙ্কর এই কবচ স্বীয় কণ্ঠে সংবদ্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে অতিদুর্দান্ত ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

জগন্মাতা কালিকা দেবী এই কবচ ধারণ করিয়া রক্তবীজকে বধ করিয়াছিলেন আর সহস্র শীর্ষা অনন্তদেবও এই কবচ ধারণ পূর্ব্বক এই নিখিল বিশ্ব তিলবৎ ধারণ করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

ন্যস্ত নন্দশিশোঃ কণ্ঠে জগাম কবচং দ্বিজঃ।
আত্মনঃ কবচং কণ্ঠে দধারচ স্বয়ং হরিঃ। ৪১॥
প্রভাবং কথিতং সর্ব্বং কবচস্য হরেস্তথা।
অনন্তস্যাচ্যুতস্যৈব প্রভাব মতুলং মুনে। ৪২॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে শকট ভঞ্জন কবচন্যাসো দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার, সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্ম, নর নামক ঋষি ও আমি, আমরা এই কবচের প্রসাদে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়াছি॥ ৪০॥

হে নারদ! সেই স্বস্ত্যয়ন নিযুক্ত ব্রাহ্মণ নন্দনন্দনের কণ্ঠে এই কবচ বিন্যস্ত করিয়া স্বধামে গমন করিলে দয়াময় হরি স্বয়ং আত্ম কবচ কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত রহিলেন॥ ৪১॥

এই অনন্ত অচ্যুত পরমাত্মা হরির মাহাত্ম্য এবং তাঁহার কবচের সমস্ত প্রভাব তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম॥ ৪২॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে শকট ভঞ্জন কবচ ন্যাসো দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অপরং কৃষ্ণ মাহাত্ম্যং শৃণু কিঞ্চিন্মহামুনে।
বিঘ্নহরং পাপহরং মহৎ পুণ্যকরং পরং। ১ ॥
একদা নন্দপত্নী সা কৃত্বা কৃষ্ণং স্ব বক্ষসি।
স্বর্ণ সিংহাসনস্থাচ ক্ষুধিতং তং স্তনং দদৌ। ২ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিপ্রেন্দ্রেকঃ সমাগতঃ।
বৃতঃশিষ্য সমূহৈশ্চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্ম তেজসা। ৩ ॥
প্রজপন্ পরমং ব্রহ্ম শুদ্ধস্ফটিক মালয়া।
দন্তৌচ্ছত্রৌ শুক্ল দন্তঃ শোভিতঃ শুক্ল বাসসা।
জ্যোতি র্গন্ধো মূর্ত্তিমাংশ্চ বেদ বেদাঙ্গ পারগঃ। ৪ ॥
পরি বিভ্রজ্জটাভারং তপ্ত কাঞ্চন সন্নিভং।
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাস্যো গৌরাঙ্গঃ পদ্মলোচনঃ। ৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! এক্ষণে আমি সেই পরাৎপর দয়াময় হরির সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন পাপনাশক মহৎ পুণ্যপ্রদ পরম লীলা মাহাত্ম্য তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

একদা নন্দপত্নী যশোদা স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্টা হইয়া ক্ষুধিত হরিকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্তন্য পান করাইতেছেন এমন সময়ে বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান এক মহর্ষি শুদ্ধস্ফটিক মালায় পরম বেদমন্ত্র জপ করিতে করিতে শিষ্য সমূহ সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইলেন, তাঁহার পরিধেয় শুদ্ধবস্ত্র ও মস্তকে হস্তীদন্তের ছত্র ও দশনপংক্তি শ্বেতবর্ণ, জ্ঞান হইল যেন জ্যোতি গ্রন্থ মূর্ত্তিমান হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

যোগীন্দ্রো ধূর্জ্জটেঃ শিষ্যঃ শুদ্ধ ভক্তো গদাভৃতঃ ।
ব্যাখ্যা মুদ্রা করঃ শ্রীমান্ শিষ্যানধ্যাপয়ন্মুদা । ৬ ॥
বেদ ব্যাখ্যাং কতিবিধাং প্রকুর্ব্বন্নবলীলয়া ।
একীভূয়শ্চতুর্ব্বেদ তেজো বা মূর্ত্তি মানিব । ৭ ॥
সাক্ষাৎ সরস্বতী কণ্ঠঃ সিদ্ধান্তৈকবিশারদঃ ।
ধ্যানৈকনিষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণ পাদাম্ভোজে দিবা নিশং । ৮ ॥
জীবন্মুক্তোহি সিদ্ধেশঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ব দর্শনঃ ।
তং দৃষ্ট্বা সা সমুত্তস্থৌ যশোদা প্রণনাম চ । ৯ ॥
পাদ্যং গাং মধুপর্কঞ্চ স্বর্ণ সিংহাসনং দদৌ ।
বালকং বন্দয়ামাস মুনীন্দ্রং সস্মিতং মুদা । ১০ ॥

সেই ঋষিবর তপ্ত কাঞ্চন সদৃশ গৌরবর্ণ, তাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় ও নয়ন যুগল কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং তাঁহার মস্তকে জটাভার বিন্যস্ত রহিয়াছে । ৫ ।

সেই যোগীন্দ্র শ্রীমান্ তপোধন ভগবান্ ধূর্জ্জটির শিষ্য ও সনাতন হরির শুদ্ধভক্ত । তিনি স্বীয় করে ব্যাখ্যা মুদ্রা ধারণ পূর্ব্বক পরমানন্দে শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইতেছেন । ৬ ।

সেই ঋষিবর অবলীলাক্রমে বেদের কতিবিধ ব্যাখ্যা করিতেছেন । তাঁহাকে দেখিলে জ্ঞান হয় যেন তিনি একীভূত চতুর্ব্বেদ বা মূর্ত্তিমান্ তেজোরাশি স্বরূপ । ৭ ।

সেই তপোধন তর্কসিদ্ধান্তে পারদর্শী । তাঁহার কণ্ঠে সাক্ষাৎ সরস্বতী দেবীর অধিষ্ঠান আছে । তিনি দিবারাত্রি একাগ্র চিত্তে পরাৎপর দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের চরণ পদ্ম ধ্যান করিতেছেন । ৮ ।

সেই জীবন্মুক্ত সিদ্ধেশ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী মুনিবর এইরূপে সমাগত হইলে নন্দ গেহিনী যশোদা গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । ৯ ।

তৎপরে তিনি তাঁহাকে পাদ্য গো, মধুপর্ক ও স্বর্ণ সিংহাসন প্রদান

মুনিশ্চ মনসা চক্রে প্রণাম শতকং হরিং।
আশিষং প্রদদৌ প্রীত্যা বেদ মন্ত্রোপ যৌগিকং। ১১ ॥
প্রণনাম চ শিষ্যাশ্চ তে তাং যুযুজু রাশিষং।
শিষ্যান্ পাদ্যাদিকং ভক্ত্যা প্রদদৌ চ পৃথক্ পৃথক্।১২॥
সশিষ্যোঽঙ্ঘ্রিঞ্চ প্রক্ষাল্য সম্ববাস সুখাসনে।
সমুদ্যতা গতি প্রষ্টুং পুটাঞ্জলি যুতা সতী। ১৩ ॥
স্বক্রোড়ে বালকং কৃত্বা ভক্তি নম্রাত্মকন্ধরা।
আত্মারামং মঙ্গলঞ্চ প্রষ্টুং যদ্যপিনক্ষমা। ১৪ ॥
তথাপি ভবতো নাম প্রষ্টুং পৃচ্ছামি সাংপ্রতং।
অবলা বুদ্ধিহীনা যা দোষং ক্ষন্তুং সদা ইতি। ১৫॥
মূঢ়স্য সন্ততং দোষং ক্ষমাং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ। ১৬ ॥

করিয়া পরমানন্দে সহাস্য বদনে স্বীয় পুত্রকে সেই মুনির চরণে প্রণাম করাইলেন। ১০।

তখন পরম তত্ত্বজ্ঞ মুনিবর মনে মনে সেই বালকরূপী হরির চরণে প্রণাম করিয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে বেদ মন্ত্রোপযোগী আশীর্ব্বাদ করিলেন। ১১।

তৎপরে যশোদা ঋষির চরণে প্রণতা হইয়া তদীয় শিষ্যগণকে প্রণাম করিলে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে যশোদা ভক্তিযোগে পৃথক্ পৃথক্ রূপে তাঁহাদিগকে পাদ্যাদি প্রদান করিলেন। ১২।

অতঃপর সেই মুনিবর শিষ্যগণের সহিত পাদপ্রক্ষালন করিয়া সুখাসনে সমাসীন হইলে কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সমুদ্যতা হইলেন। ১৩।

তখন তিনি ভক্তিযোগে নতকন্ধরা হইয়া ক্রোড়ে বালকরূপী দয়াময় হরিকে ধারণ পূর্ব্বক এইরূপে সেই আত্মারাম ঋষিবরের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যদিও আমি ভবদীয় মঙ্গল জিজ্ঞাসায় অযোগ্যা, তথাপি এক্ষণে আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।

অঙ্গিরা বাথবাত্রির্ব্বা মরীচি র্গৌতমো যম ।
ক্রতুঃ কিম্বা প্রচেতা বা পুলস্ত্যঃ পুলহোঽথবা । ১৭ ॥
দুর্ব্বাসাঃ কর্দ্দমস্ত্বং বা বশিষ্ঠো গর্গ এববা ।
জৈগীষব্যো দেবলো বা কপিলো বা স্বয়ং বিভুঃ । ১৮ ॥
সনৎকুমারঃ সনকঃ সনন্দো বা সনাতনঃ ।
বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখো বাত্ব মাসুরি সৌভরি কিমু । ১৯ ॥
বিশ্বামিত্রোঽথ বাল্মীকো বামদেবোঽথ কশ্যপঃ ।
সম্বর্ত্তঃ কিমুতথ্যোবা কিং কচো বা বৃহস্পতিঃ । ২০ ॥
ভৃগুঃ শুক্রশ্চ চ্যবনো নরো নারায়ণোঽথবা ।
শক্ত্রিঃ পরাশরো ব্যাসঃ শুকদেবোঽথ জৈমিনিঃ । ২১ ॥
মার্কণ্ডেয়ো লোমশশ্চ কণ্বঃ কাত্যায়ন স্তথা ।
আস্তীকো বা জরৎকারু ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ । ২২ ॥
পৌলস্ত্যস্ত্বমগস্ত্যো বা শরদ্বান্ শৃঙ্গিরে বচ ।
সমীকোরিষ্টনেমিশ্চ মাণ্ডব্যঃ পৈল এবচ । ২৩ ॥
পাণিনির্ব্বা কণাদো বা শাকল্যঃ শাকটায়নঃ ।
অষ্টাবক্রো ভাণ্ডরির্ব্বা সুমন্ত র্ব্বৎস এববা । ২৪ ॥

আমি বুদ্ধিহীনা অবলা। যদি এবিষয়ে আমার অপরাধ হয় ক্ষমা করি-বেন। সাধুগণ মূঢ়জনের দোষ সর্ব্বদা ক্ষমা করিয়া থাকেন।১৪।১৫। ১৬।

প্রভো! মহর্ষি অঙ্গিরা, অত্রি, মরীচি, গৌতম, ক্রতু, প্রচেতা, পুলস্ত্য পুলহ, দুর্ব্বাসা, কর্দ্দম, বশিষ্ঠ, গর্গ, জৈগীষব্য, দেবল, কপিলদেব, সনৎ-কুমার, সনক, সনন্দ, সনাতন, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, আসুরি, সৌভরি, বিশ্বা-মিত্র, বাল্মীকি, বামদেব, কশ্যপ, সম্বর্ত্ত, উতথ্য, কচ, বৃহস্পতি, ভৃগু, শুক্র, চ্যবন, নরনারায়ণ, শক্ত্রি, পরাশর, বেদব্যাস, শুকদেব, জৈমিনি, মার্ক-ণ্ডেয়, লোমশ, কণ্ব, কাত্যায়ন, আস্তীক, জরৎকারু, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, পৌলস্ত্য, অগস্ত্য, শরদ্বান্, শৃঙ্গি, সমীক, অরিষ্টনেমি, মাণ্ডব্য, পৈল,

যাবালি র্যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বৈশম্পায়ন এবচ।
যতির্হংসীপিপ্পলাদোমৈত্রেয়ঃ করথ স্তথা। ২৫ ॥
উপমন্যু র্গৌর মুখোরুণিরৌর্ব্বোঽথকাংক্ষিবান্।
ভরদ্বাজো বেদশিরাঃ শঙ্কুঃ কর্ণোঽথ শৌনকঃ। ২৬ ॥
এতেষাং পুণ্যশ্লোকানাং কো ভবান্ বদ মে প্রভো।
প্রত্যুত্তরার্হানাহং চেত্তথাপি বক্তু মর্হসি। ২৭ ॥
কিঙ্করঃ কিঙ্করী বাপি সমর্থা প্রষ্টু মীশ্বরং।
যোযস্য সেবা নিরতঃ সকং পৃচ্ছতি তং বিনা। ২৮ ॥
ধন্যাহং কৃত কৃত্যাহং সফলং জীবনং মম।
ত্বৎপাদো রজ সংস্পর্শাঃ জন্ম কোট্যংঘ সংক্ষয়ঃ। ২৯ ॥
ত্বৎপাদোদক সংস্পর্শাৎ সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
তবাগমন মাত্রেণ তীর্থোভূতো মমাশ্রমঃ। ৩০ ॥

পাণিনি, কণাদ, শাকল্য, শাকটায়ন, অষ্টাবক্র, ভাগুরি, সুমন্তু, বৎস, জাবালি, যাজ্ঞবল্ক্য, বৈশম্পায়ন, যতি, হংসী, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, করথ, উপমন্যু, গৌরমুখ, আরুণি, ঔর্ব্ব, কাংক্ষিবান্, ভরদ্বাজ, বেদশিরা, শঙ্কু, কর্ণ ও শৌনক এই সমস্ত পুণ্যশ্লোক ঋষিগণের মধ্যে আপনি কে? কৃপা করিয়া আমার নিকট ব্যক্ত করুন। যদিও আমি প্রত্যুত্তর লাভের যোগ্য নহি, তথাপি আমার প্রশ্নের উত্তরদান করা আপনার পক্ষে অযোগ্য নহে। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭।

ভগবন্! কিঙ্কর হউক বা কিঙ্করী হউক স্বীয় প্রভুর নিকটে প্রশ্ন করা তাহাদিগের পক্ষে যোগ্য হইতে পারে। যে যাহার সেবায় নিযুক্ত থাকে, সে সেই প্রভু ভিন্ন আর কাহার নিকট স্বীয় অভিপ্রেত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে? । ২৮।

প্রভো! আজি আপনার আগমনে আমি ধন্যা ও কৃতকৃত্যা হইলাম এবং আমার জন্ম সার্থক হইল। যাহারা আপনার চরণরেণু স্পর্শ করে, তাহাদিগের কোটি জন্মের পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। ২৯।

যে যে শ্রুতাঃ শ্রুতৌ ব্রহ্মন্ শ্রুতি সারা মহাজনাঃ।
তেষা মেকো ময়াদৃষ্টঃ পূর্ব্ব পুণ্য ফলোদয়াৎ। ৩১ ॥
শিষ্যা বেদা মূর্ত্তিমন্তো গ্রীষ্ম মধ্যাহ্ন ভাস্করাঃ।
গোকুলং মৎ কুলং সদ্যঃ পুনন্তি পাদরেণুনা। ৩২ ॥
আশিষং কর্ত্তু মর্হন্তি প্রসন্ন মনসা শিশুং।
পূর্ণং স্বস্ত্যয়নং ক্ষেমং বিপ্রাশীর্ব্বচনং ধ্রুবং। ৩৩ ॥
ইত্যেব মুক্তা নন্দ স্ত্রী ভক্ত্যা তস্থৌ মুনেঃ পুরঃ।
চরং প্রস্থাপয়ামাস নন্দ মানয়িতুং সতী। ৩৪ ॥
যশোদা বচনং শ্রুত্বা জহাস মুনি পুঙ্গবঃ।
জহসুঃ শিষ্য সংঘাশ্চ ভাষয়ন্তোদিশোদশ। ৩৫ ॥

আপনার চরণোদক সংস্পর্শে বসুন্ধরা সদঃপূতা হন। অতএব আপনার আগমনে মদীয় আশ্রম তীর্থ স্বরূপ হইয়াছে। ৩০।

ব্রহ্মন্! শ্রুতিতে যে যে মহাত্মাদিগের নাম শ্রুত হওয়া যায়, আপনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন হইবেন। আমি সৌভাগ্যবশে পূর্ব্ব পুণ্যফলোদয়ে আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। ৩১।

আপনার এই শিষ্যগণ গ্রীষ্ম কালীন মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ এবং মূর্ত্তিমান্ বেদস্বরূপ। ইহাঁরা স্বীয় স্বীয় চরণরেণু স্পর্শে আজি শ্রীগোকুলধামকে ও আমার কুলকে পবিত্র করিয়াছেন। ৩২।

ইহাঁরা কৃপা করিয়া প্রীতমনে আমার এই শিশু সন্তানটিকে আশীর্ব্বাদ করুন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ পূর্ণ স্বস্ত্যয়ন ও সর্ব্ব মঙ্গলের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩৩।

নন্দপত্নী সাধ্বী যশোদা ভক্তিযোগে সেই মুনিবরের নিকট এইরূপ কহিয়া পতিকে আনয়নার্থ তৎসমীপে চর প্রেরণ করিলেন। ৩৪।

তখন মুনিবর যশোদার সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন এবং তৎকালে তদীয় শিষ্যগণের হাস্য বিকাসে যেন দশদিক্ উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। ৩৫।

হিতং তথ্যং নীতিযুক্তং মহৎ প্রীতিকরং পরং।
তামুবাচ মুদাযুক্তঃ শুদ্ধ বুদ্ধি র্ম্মহামুনিঃ। ৩৬ ॥

শ্রীগর্গ উবাচ।

সুধাময়ং তে বচনং লৌকিকং সময়োচিতং।
যস্য যত্র কুলে জন্ম সএব তাদৃশো ভবেৎ। ৩৭ ॥
সর্ব্বেষাং গোপ পদ্মানাং গিরিভানুশ্চ ভাস্করঃ।
পত্নী পদ্মাসমা তস্য নাম্না পদ্মাবতী সতী। ৩৮ ॥
তস্যাঃ কন্যা যশোদা ত্বং যশো বর্দ্ধন কারিণী।
বল্লবানাঞ্চ প্রবরো লব্ধো নন্দশ্চ বল্লভঃ। ৩৯ ॥
নন্দোয স্বঞ্চ যা ভদ্রে বালোয়ং যেনবাগতঃ।
জানামি নির্জ্জনে সর্ব্বং বক্ষ্যামি নন্দ সন্নিধিং। ৪০ ॥
গর্গোহহং যদু বংশানাং চিরকালং পুরোহিতঃ।

ঐ সময়ে মহর্ষি গর্গ প্রীতমনে নীতিযুক্ত হিতকর প্রীতিজনক সার বাক্যে যশোদাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যশোদে! তোমার বাক্য গুলি অমৃতময়, লৌকিক ব্যবহারে যেসময়ে যেরূপ বাক্য প্রয়োগ কর কর্ত্তব্য, তাহা তোমার বিদিত আছে। যে যাহার কুলে উৎপন্ন হয় তাহার তদনুরূপ আচরণ হইয়া থাকে।৩৬। ৩৭।

গিরিভানু পদ্মতুল্য সমস্ত গোপকুলের মধ্যে সূর্য্যস্বরূপ। পদ্মাসম সাধ্বী পদ্মাবতী তাহার ভার্য্যা। তুমি সেই পদ্মাবতীর কন্যারূপে সমুৎপন্না হইয়া যশোদা নাম ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় পবিত্র আচরণে ইহলোকে যশোবর্দ্ধন করিতেছ এবং তুমি সৌভাগ্য বশেই গোপরাজ নন্দকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ। ৩৮। ৩৯।

ভদ্রে! তোমার ও নন্দের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমার বিদিত আছে এবং যে কারণে এই বালকটি তোমাদিগের নিকটে আসিয়াছেন তাহাও আমি পরিজ্ঞাত আছি। অতএব নির্জ্জনে ব্রজরাজ নন্দের নিকটে তৎসমুদায় বর্ণন করিব।৪০।

প্রস্থাপিতোহহং বসুনা নান্য সাধ্যেচ কর্ম্মণি। ৪১ ॥
এতস্মিন্নন্তরে নন্দঃ শ্রুতমাত্রং জগামহ।
ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ মূর্দ্ধা তং মুনি পুঙ্গবং।
শিষ্যান্ননাম মূর্দ্ধাচ তে তঞ্চ যুযু রাশিষং। ৪২ ॥
সমুত্থায়াসনাৎ তূর্ণং যশোদাং নন্দ মেবচ।
গৃহীত্বা ভ্যন্তরং রম্যং জগাম বিদুষাং বরঃ।৪৩॥
গর্গো নন্দো যশোদাচ সপুত্রশ্চ মুদান্বিতাঃ।
গর্গ উবাচ তৌ বাক্যং নিগূঢ়ং নির্জ্জনে মুনে। ৪৪ ॥

শ্রীগর্গ উবাচ।

অয়ে নন্দ প্রবক্ষ্যামি বচনং তে শুভাবহং।
প্রস্থাপিতোহহং বসুনা যেন তৎ শ্রূয়তামিতি। ৪৫ ॥
বসুনা সূতিকাগারে শিশুঃ প্রত্যর্পন কৃতঃ।
পুত্রোহয়ং বসুদেবস্য জ্যেষ্ঠস্য তস্যচ ধ্রুবং।
কন্যা তে তেন নীতাচ মথুরাং কংস ভীরুণা। ৪৬ ॥

বৎসে! আমার নাম গর্গ, চিরদিন আমি যদুকুলের পৌরহিত্য করিয়া আসিতেছি। বসুদেব অনন্যসাধ্য কার্য্য সাধনার্থ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি গর্গ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ব্রজরাজ নন্দ শ্রুতমাত্র তথায় আগমন পূর্ব্বক দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তৎপরে তিনি ঐ রূপে তদীয় শিষ্যগণের চরণ বন্দন করিলে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ৪২ ॥

তখন জ্ঞানিপ্রবর মহর্ষি গর্গ প্রীতমনে সানন্দচিত্তা সপুত্রা যশোদা ও নন্দের সহিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নির্জনে নিগূঢ় বিষয়ের উল্লেখ পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রজরাজ! যে কারণে বসুদেব আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন আমি সেই শুভজনক বাক্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। হে নন্দ! এই বালক নিশ্চয়

অস্যান্ন প্রাশনীয়াহং নামানুকরণায়চ।
গূঢ়েন প্রেষিত স্তেন তাভ্যাং যোগং কুরু ব্রজ। ৪৭।
পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপোঽয়ং শিশুস্তে মায়য়া মহীং।
আগত্য ভারহরণং কর্ত্তা ধাত্রাচ সাধিতঃ। ৪৮॥
গোলোকনাথো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো রাধিকাপতিঃ।
নারায়ণো যো বৈকুণ্ঠে কমলাকান্ত এবচ। ৪৯॥
শ্বেতদ্বীপ নিবাসী যঃ পাতা বিষ্ণুশ্চ সোপ্যজঃ।
কপিলোঽন্যেতদংশাশ্চেন্নর নারায়ণাবৃষী। ৫০॥
একী ভূয়চ সর্ব্বেষাং তেজসাং রাশি মূর্ত্তিমান্।
তং বসুং দর্শয়িত্বা চ শিশু রূপো বভূবহ।৫১॥

তোমার জ্যেষ্ঠ স্বরূপ বসুদেবের পুত্র বলিয়া জানিবে। বসুদেব কংস-ভয়ে তোমার পত্নী যশোদার সূতিকাগারে ইহাঁকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তোমার কন্যাকে লইয়া মথুরায় গমন করিয়াছিলেন॥ ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬।

এক্ষণে সেই যুগল সন্তানের নাম করণ ও অন্নপ্রাসন ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ বসুদেব গূঢ়রূপে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তুমি তদ্বিষয়ে আয়োজন কর॥ ৪৭॥

ব্রজরাজ! তুমি এই শিশুকে সামান্য জ্ঞান করিও না। ইনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন দয়াময় হরি। ইনি বিধাতা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভূভারহরণার্থ স্বীয় মায়াবলে মহীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ ৪৮॥

গোলোকনাথ রাধিকাপতি ভগবান্ দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠনাথ কমলাকান্ত নারায়ণ ও শ্বেতদ্বীপনিবাসী পালন কর্ত্তা বিষ্ণুর সহিত তোমার এই বালকের কোন ভেদ নাই। কপিলদেব নরনারায়ণ নামক ঋষিদ্বয় ও অন্যান্য মহাত্মা ইহাঁরই অংশজাত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। উল্লিখিত সকলের তেজ একত্রীভূত হইয়া ইহাঁর মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। ইনি বসুদেবকে সেই তেজোময় মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া সেরূপের সংহার পূর্ব্বক শিশুরূপে প্রকাশমান হইয়াছিলেন॥ ৪৯॥ ৫০॥ ৫১॥

সাংপ্রতং সূতিকাগারাদাজগাম তবালয়ং ।
অযোনি সম্ভবশ্চায় মাবির্ভূত মহীতলে । ৫২ ॥
বায়ুপূর্ণং মাতৃগর্ভং কৃত্বাচ মায়য়া হরিঃ ।
আবির্ভূয় বসুং মূর্ত্তিং দর্শয়িত্বা জগাম হ ।৫৩ ॥
যুগে যুগে বর্ণভেদো নাম ভেদোঽস্য বল্লভঃ ।
শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ । ৫৪ ॥
শুক্ল বর্ণঃ সত্যযুগে সুতীব্র স্তেজসাবৃতঃ ।
ত্রেতায়াং রক্ত বর্ণোঽয়ং পীতোঽয়ং দ্বাপরে বিভুঃ । ৫৫ ॥
কৃষ্ণবর্ণঃ কলৌ শ্রীমান্ তেজসাং রাশি রেবচ ।
পরিপূর্ণ তমং ব্রহ্ম তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ । ৫৬ ॥
ব্রহ্মণো বাচকঃ কোয় মৃকারোঽনন্ত বাচকঃ ।
শিবস্য বাচকঃ ষশ্চ ণকারো ধর্ম্ম বাচকঃ ।৫৭ ॥

ইনি অযোনি সম্ভব হইয়া মহীমণ্ডলে অবতীর্ণ হন । এক্ষণে দেবকীর সূতিকাগার হইতে তোমার আলয়ে ইঁহার আগমন হইয়াছে ॥ ৫২ ॥

প্রথমতঃ এই দয়াময় হরির মায়াবলে মাতৃগর্ভ বায়ু পূর্ণ হইয়াছিল । পরে ইনি নিয়মিত কালে আবির্ভূত হইয়া পিতামাতাকে সেই তেজোময় মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন । পরিশেষে ইঁহার সে রূপের অন্তর্ধান ও শিশুরূপের আবির্ভাব হয় ॥ ৫৩ ॥

যুগে যুগে ইঁহার রূপভেদ ও নাম ভেদ হইয়া থাকে । যথাক্রমে যুগে যুগে ইনি শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ হইয়া ছিলেন । এক্ষণে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন ॥ ৫৪ ॥

সত্যযুগে ইনি সুতীব্র তেজঃপুঞ্জ শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ও দ্বাপর যুগে পীতবর্ণ হইয়াছিলেন । ইনি তেজোময় পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম । এক্ষণে কলিযুগের আবির্ভাবে কৃষ্ণ বর্ণ হওয়াতে এই শ্রীমান পুরুষোত্তম কৃষ্ণনামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥

ব্রজরাজ! আমি তোমার নিকট কৃষ্ণ নামের অর্থ যথাক্রমে ব্যক্ত করি-

অকারো বিষ্ণোর্ব্বচনঃ শ্বেতদ্বীপ নিবাসিনঃ।
নর নারায়ণার্থস্য বিসর্গো বাচকঃ স্মৃতঃ। ৫৮ ॥
সর্ব্বেষাং তেজসাং রাশিঃ সর্ব্ব মূর্ত্তি স্বরূপকঃ।
সর্ব্বাধারঃ সর্ব্ববীজ স্তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ। ৫৯ ॥
কৃষি নির্ব্বাণ বচনো ণকারো মোক্ষ এবচ।
অকারো দাতৃ বচন স্তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ।৬০ ॥
কৃষির্নিশ্চেষ্ট বচনো ণকারো ভক্তি বাচকঃ।
অকারো দাতৃ বচন স্তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ।৬১ ॥
কর্ম্মনির্মূল বচনঃ কৃষির্ণো দাস্য বাচকঃ।
অকারো প্রাপ্তি বচন স্তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ। ৬২ ॥

তেছি শ্রবণ কর। ক শব্দ ব্রহ্ম বাচক ঋকার অনন্ত বাচক, মূর্দ্ধনা ষকারে শিব বাচক, মূর্দ্ধনা ণকার ধর্ম্ম বাচক অকার শ্বেতদ্বীপ নিবাসী বিষ্ণু বাচক ও বিসর্গ নরনারায়ণ বাচক হয় সুতরাং কৃষ্ণঃ এই শব্দে ঐ ব্রহ্মাদি দেবগণের সমষ্টি প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। ৫৭। ৫৮।

এই দয়াময় হরি সর্ব্বমূর্ত্তি স্বরূপ সর্ব্বাধার ও সর্ব্ব বীজ রূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন, ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবের তেজোরাশির সমবায়ে ইহার মূর্ত্তি প্রকাশিত হওয়াতে ইনি কৃষ্ণ নামে অভিহিত হন ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ ধাতু নির্ব্বাণ বাচক মূর্দ্ধনা ণকার মোক্ষ বাচক ও অকার দাতৃ বাচক বলিয়া শব্দিত আছে সুতরাং ইনি জীবের নির্ব্বাণ মোক্ষদাতা বলিয়া কৃষ্ণ নাম ধারণ করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

কৃষ্ ধাতু নিশ্চেষ্ট বাচক মূর্দ্ধনা ণকার ভক্তি বাচক ও অকার দাতৃ বাচক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং ইনি নিষ্কাম ভক্তি দাতা বলিয়া কৃষ্ণনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ ধাতু কর্ম্ম নির্মূল বাচক মূর্দ্ধনা ণকার দাস্য বাচক ও অকার প্রাপ্তি বাচক বলিয়া শব্দিত আছে, সুতরাং কৃষ্ণ নামে জীব কর্ম্ম বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক এই দয়াময় হরির দাস্য লাভ করে এই জন্য ইনি কৃষ্ণ নামে প্রথিত হইয়াছেন ॥ ৬২ ॥

নাম্নাং ভগবতো নন্দ কোটীনাং স্মরণেচ যৎ।
তৎ ফলং লভতে নূনং কৃষ্ণেতি স্মরণং নরঃ।৬৩॥
যদ্বিধং স্মরণে পুণ্যং বচনাৎ শ্রবণাত্তথা।
কোটী জন্মাংঘসোনাশো ভবেদ্ যৎ স্মরণাদিকাৎ। ৬৪॥
বিষ্ণোর্নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বাৎসারং পরাৎপরং।
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম সুন্দরং ভক্তি দাস্যদং। ৬৫॥
ককারোচ্চারণাদ্ভক্ত কৈবল্যং জন্ম মৃত্যুহং।
ঋকারো দাস্য মতুলং ষকারাদ্ভক্তি নিশ্চলা। ৬৬॥
ণকারাৎ সহবাসঞ্চ তৎসমং কাম মেবচ।
তৎ সারূপ্যং বিসর্গাচ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ৬৭॥
ককারোচ্চরণান্নন্দ বেপন্তে যম কিঙ্করাঃ।
ঋকারোক্তেরনিষ্ঠানি ষকারোৎপাতকানিচ। ৬৮॥

ব্রজরাজ! ভগবান্ দয়াময় হরির কোটি নাম স্মরণে মনুষ্যের যেরূপ ফল লাভ হয়, একবার কৃষ্ণ নাম স্মরণে মানব নিশ্চয়ই সেইরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে॥ ৬৩॥

কৃষ্ণ নাম স্মরণে জীবের যেরূপ পুণ্য লাভ হয়, কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তনে ও শ্রবণেও মানব তদ্রূপ পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিক কি, ঐ কৃষ্ণ নাম স্মরণ, শ্রবণ ও কীর্ত্তনে মনুষ্যের কোটি জন্মের পাপধ্বংস হইয়া যায়॥৬৪॥

বিষ্ণুর সমস্ত নামের মধ্যে সুন্দর কৃষ্ণ নামটি সারাৎসার পরাৎপর সর্ব্বমঙ্গল কারণ এবং ভক্তি ও দাস্যপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৬৫॥

ভক্ত ব্যক্তি কৃষ্ণ নামের আদ্যক্ষর ককার উচ্চারণে জন্ম মৃত্যু বিনাশন কৈবল্য, ঋকার উচ্চারণে হরির অতুল দাস্য, ষকার উচ্চারণে নিশ্চলা ভক্তি, ণকার উচ্চারণে তৎসমকাল সেই পরাৎপর কৃষ্ণের সহবাস এবং বিসর্গ উচ্চারণে তৎসারূপ্য লাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই॥ ৬৬। ৬৭॥

হে নন্দ! সেই কৃষ্ণ নামের আদ্যক্ষর ককার উচ্চারণ মাত্র যমকিঙ্করগণ কম্পিত হয় এবং ঋকার উচ্চারণ মাত্র বিঘ্নরাশি, ষকার উচ্চারণ মাত্র

ণকারোচ্চারণা দ্রোগাঃ বিসর্গো মৃত্যু রেবচ।
ধ্রুবং সর্ব্বে পলায়ন্তে নাম্নোচ্চারণ ভীরবঃ। ৬৯॥
স্মৃত্যুক্তি শ্রবণাৎযোগাৎকৃষ্ণ নাম্নো ব্রজেশ্বর।
রথং গৃহীত্বা ধাবন্তি গোলোকাৎ কৃষ্ণ কিঙ্করাঃ। ৭০॥
পৃথিব্যা রজসঃ সংখ্যাং কর্ত্তুং শক্তা বিপশ্চিতঃ।
নাম্নঃ প্রভাবং সংখ্যানং সন্তোবক্তুং নচ ক্ষমাঃ। ৭১॥
পুরা শঙ্কর বক্ত্রেণ নাম্নোঽস্য মহিমা শ্রুতঃ।
গুণ নাম প্রভাবঞ্চ কিঞ্চিজ্জানাতি মদ্গুরুঃ। ৭২॥
ব্রহ্মানন্তশ্চ ধর্ম্মশ্চসুরর্ষি মনু মানবাঃ।
বেদাঃ সন্তো নজানন্তি মহিম্নঃ ষোড়শীং কলাং। ৭৩॥
ইত্যেবং কথিতো নন্দ মহিমা তে সুতস্য চ।
যথা মতি যথা জ্ঞাতং গুরু বক্ত্রান্ময়া শ্রুতং। ৭৪॥

পাতক সকল, ণকার উচ্চারণ মাত্র রোগ সমুদায় ও বিসর্গ উচ্চারণ মাত্র মৃত্যু দূরীভূত হইয়া থাকে। অধিক কি, পরম পবিত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ মাত্র জীবের ঐ সমস্ত পাতকাদি ভীত হইয়া পলায়ন করে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৬৮। ৬৯॥

ব্রজেশ্বর! যে স্থানে কৃষ্ণনাম স্মরণ ও কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তন হয় কৃষ্ণ কিঙ্করগণ রথ লইয়া গোলোকধাম হইতে তথায় ধাবমান হইয়া থাকেন। ৭০।

পণ্ডিতেরা যদি পৃথিবীর ধূলির সংখ্যা করিতে পারেন, তথাপি কৃষ্ণ নামের যে কত প্রভাব সাধুগণ তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ হন না॥ ৭১॥

পূর্ব্বে আমি ভগবান্ শঙ্করের মুখে কৃষ্ণ নামের মহিমা শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমার সেই গুরুদেবই তাঁহার গুণ ও নাম প্রভাব কিঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত আছেন। ৭২॥

ব্রহ্মা অনন্ত ধর্ম্ম দেবর্ষি মনু মানব সাধুগন এবং বেদ সমুদায়ও সেই কৃষ্ণনাম মহিমার ষোড়শীকলাও জ্ঞাত নহেন। ৭৩।

কৃষ্ণঃ পীতাম্বরঃ কংস ধ্বংসীচ বিষ্টরঃ শ্রবাঃ।
দৈবকী নন্দনঃ শ্রীশো যশোদা নন্দনো হরিঃ। ৭৫ ॥
সনাতনোঽচ্যুতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশঃ সর্ব্ব রূপধৃক।
সর্ব্বাধারঃ সর্ব্বগতিঃ সর্ব্ব কারণ কারণঃ। ৭৬ ॥
রাধাবন্ধু রাধিকাত্মা রাধিকা জীবনঃ স্বয়ং।
রাধিকা সহচারীচ রাধা মানস পূরকঃ। ৭৭ ॥
রাধাধনো রাধিকাঙ্গো রাধিকা সক্ত মানসঃ।
রাধাপ্রাণো রাধিকেশো রাধিকারমণঃ স্বয়ং। ৭৮ ॥
রাধিকাচিত্তচৌরশ্চ রাধা প্রাণাধিকঃ প্রভুঃ।
পরিপূর্ণ তমং ব্রহ্ম গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ। ৭৯ ॥
নামান্যেতানি কৃষ্ণস্য শ্রুতানি সাংপ্রতং ব্রজ।
জন্ম মৃত্যু হরাণ্যেব রক্ষ নন্দ শুভক্ষণে। ৮০ ॥
কৃতং নিরূপিতং নাম্নাং কনিষ্ঠস্য যথা শ্রুতং।

ব্রজরাজ! আমি গুরুমুখে তোমার এই পুত্রের মাহাত্ম্য যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার নিকট যথাজ্ঞান তাহা বর্ণন করিলাম।৭৪।

গোপরাজ! তোমার এই পুত্রের যে সমস্ত নাম আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে যথাক্রমে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। কৃষ্ণ, পীতাম্বর, কংসধ্বংসী, বিস্টরশ্রবা, দেবকীনন্দন, শ্রীশ, যশোদানন্দন, হরি, সনাতন, অচ্যুত, বিষ্ণু, সর্ব্বেশ, সর্ব্বরূপধৃক, সর্ব্বাধার, সর্ব্বগতি, সর্ব্বকারণ কারণ, রাধাবন্ধু, রাধিকাত্মা, রাধিকাজীবন, রাধিকাসহচারী, রাধামানস পূরক, রাধাধন, রাধিকাঙ্গ, রাধিকাসক্ত মানস, রাধাপ্রাণ, রাধিকেশ, রাধারমণ, রাধিকা চিত্তচোর, রাধাপ্রাণাধিক, প্রভু, পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম, গোবিন্দ ও গরুড়ধ্বজ। এই সমস্ত নামে তোমার পুত্র প্রথিত আছেন। অতএব তুমি এই শুভক্ষণে তোমার পুত্রের ঐ সমস্ত জন্ম মৃত্যু বিনাশন নাম রক্ষা কর ॥ ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০ ॥

জ্যেষ্ঠস্য হলিনো নাম্নঃ শঙ্কেতং শৃণু মে মুখাৎ। ৮১ ॥
গর্ভ শঙ্কর্ষণাদেব নাম্না শঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ। ৮২ ॥
নাস্ত্যন্তোঽস্যৈব বেদেষু তেনানন্ত ইতি স্মৃতঃ।
বলদেবো বলোদ্রেকাদ্ধলীচ হল ধারণাৎ। ৮৩ ॥
শিতি বাসো নীল বাসোমুষলীমুষলা যুধাৎ।
রেবতী সহ সংভোগাদ্রেবতী রমণঃ স্বয়ং।
রোহিণী গর্ভবাসাচ্চ রৌহিণেয়ো মহামতিঃ। ৮৪ ॥
ইত্যেবং জ্যেষ্ঠ পুত্রস্য শ্রুতং নাম নিবেদিতং।
যাস্যাম্যহং গৃহং নন্দ সুখং তিষ্ঠ স্বমন্দিরে। ৮৫ ॥
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা নন্দ স্তম্ভো বভূবহ।
নিশ্চেষ্টা নন্দপত্নীচ জহাস বালকঃ স্বয়ং। ৮৬।
প্রণম্যোবাচ নন্দস্তং বাক্যং বিনয় পূর্ব্বকং।

কনিষ্ঠ কৃষ্ণের যে সমস্ত নাম আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম তৎসমুদায় নিরূপিত হইল এবং জ্যেষ্ঠ লাঙ্গলীর নামে সঙ্কেত যথাক্রমে বর্ণন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৮১ ॥

রোহিণী নন্দন, দেবকীর গর্ভ হইতে যোগমায়া কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়াতে সংকর্ষণ, বেদেও ইঁহার অন্ত নাই এই জন্য অনন্ত, বলাধিক্য প্রযুক্ত বলদেব ও হল ধারণ জন্য হলী নামে প্রথিত আছেন ॥ ৮২। ৮৩ ॥

আর ইনি শিতিবাস ও নীলবাস নাম ধারণ করেন এবং মুষল ধারণ জন্য মুষলী, রেবতী সম্ভোগ জন্য রেবতীরমণ ও রোহিণীর গর্ভস্থিতি জন্য রৌহিণেয় নামে বিখ্যাত হন ॥ ৮৪ ॥

জ্যেষ্ঠ বলদেবের নাম যেরূপ আমার বিদিত আছে তাহা বর্ণিত হইল এক্ষণে আমি চলিলাম। তুমি স্বীয় ভবনে সুখে অবস্থান কর ॥ ৮৫ ॥

মহর্ষি গর্গের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজরাজ নন্দ স্তম্ভিত ও যশোদা নিশ্চেষ্টা হইলেন। তৎকালে সেই বালকরূপী দয়াময় হরি স্বয়ং হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

পুটাঞ্জলি যুতো ভূত্বা ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরঃ। ৮৭।

নন্দ উবাচ।

গতশ্চেত্ত্বং তদা কর্ম্ম করিষ্যত্যেব কো মহান্।
স্বয়ং শুভক্ষণং কৃত্বা কুরুণামান্ন প্রাশনং। ৮৮।
যন্নামৌঘশ্চ কথিতো রাধা প্রাণাধিকং দশঃ।
তস্য কিং কারণং নাথ কাবা রাধেতি তদ্বদ। ৮৯।
নন্দস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস মুনি পুঙ্গবঃ।
নিগূঢ়ং পরমং তত্ত্বং রহস্যং কথয়ামি তে। ৯০॥

শ্রীগর্গ উবাচ।

শৃণু নন্দ প্রবক্ষ্যেঽহ মিতিহাসং পুরাতনং।
পুরা গোলোক বৃত্তান্তং শ্রুতং শঙ্কর বক্ত্রতঃ। ৯১॥
শ্রীদাম্নো রাধয়া সার্দ্ধং বভূব কলহো মহান্।
শ্রীদামা সাপাদ্দৈত্যশ্চ গোপী রাধাচ গোকুলে। ৯২॥

তখন ব্রজরাজ নন্দ ভক্তি বিনম্র কন্ধরে মুনিবর গর্গকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি গমন করেন, তাহাহইলে এমন মহৎ ব্যক্তি আর কে আছে? যে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবে। অতএব আপনি স্বয়ং শুভক্ষণ স্থির করিয়া এই বালকের নাম করণ ও অন্ন প্রাশন কার্য্য সম্পাদন করুন। ৮৭। ৮৮।

প্রভো! আপনি কৃষ্ণের রাধারমণ রাধা প্রাণাধিক ইত্যাদি যে নাম কীর্ত্তন করিলেন তাহার কারণ কি? সেই রাধিকা কে? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। ৮৯।

মুনিবর, নন্দের এই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রজরাজ! তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে সেই অতি গোপনীয় নিগূঢ় পরম তত্ত্ব তোমার নিকট কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বে আমি ভগবান্ শঙ্করের মুখে এতৎ সম্বন্ধে যে পুরাতন গোলোক ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৯০। ৯১।

বৃষভাণু সুতা সাচ মাতা যস্যাঃ কলাবতী।
কৃষ্ণ স্যার্দ্ধাঙ্গ সম্ভূতা নাথস্য সদৃশী সতী।
গোলোক বাসিনী সেয় মত্র কৃষ্ণাজ্ঞয়াধুনা। ৯৩॥
অযোনি সম্ভবা দেবী মূল প্রকৃতিরীশ্বরী। ৯৪॥
মাতুর্গর্ভং বায়ু পূর্ণং কৃত্বাচ মায়য়া সতী।
বায়ু নিঃসারণে কালে ধৃত্বাচ শিশুবিগ্রহং। ৯৫॥
আবির্ব্বভূব সা সদ্যঃ পৃথ্যাং কৃষ্ণোপদেশতঃ।
বর্দ্ধতে সা ব্রজে রাধা শুক্লে চন্দ্রকলা যথা। ৯৬॥
শ্রীকৃষ্ণ তেজসোঽর্দ্ধেন সাচ মূর্ত্তিমতী সতী।
একামূর্ত্তি র্দ্বিধাভূতা ভেদো বেদে নিরূপিতঃ। ৯৭॥
ইয়ং স্ত্রী সপুমান্ কিম্বা সবা কান্তা পুমানয়ং।
দ্বে রূপে তেজসা তুল্যে রূপেণচ গুণেনচ। ৯৮॥

পূর্ব্বে গোলোকধামে রাধিকার সহিত শ্রীদামের কলহ হয় তাহাতে রাধিকার শাপে শ্রীদাম দৈত্যরূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং রাধিকাও শ্রীদামের শাপে গোকুলে শ্রীরাধা গোপীরূপে সমুৎপন্না হন॥ ৯২॥

সেই রাধিকা বৃষভানুর কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। বৃষভানু পত্নী কলাবতী তাঁহার জননী। সেই সতী প্রাণ নাথ কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গ সম্ভূতা, সুতরাং তিনি তৎস্বরূপা। পূর্ব্বে তিনি গোলোক বাসিনী ছিলেন এক্ষণে কৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে এই শ্রীগোকুলে অবতীর্ণা হইয়াছেন॥ ৯৩॥

সেই মূল প্রকৃতি সর্ব্বেশ্বরী রাধিকা অযোনিসম্ভবা। সেই সতী কৃষ্ণের আদেশানুসারে মায়া বলে মাতৃগর্ভ বায়ুপূর্ণ করিয়া সেই বায়ু নিঃসরণ কালে বালিকারূপে তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন॥ ৯৪।৯৫॥

শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলার যেমন বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ সেই সতী শ্রীকৃষ্ণতেজের অর্দ্ধাংশে মূর্ত্তিমতী হইয়া দিনে দিনে ব্রজধামে বর্দ্ধিতা হইতেছেন।৯৬।

রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিভেদে দ্বিধাভূতা নতুবা উভয়ই একমাত্র। কেবল বেদে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ ও শ্রীমতি রাধিকা প্রকৃতিরূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন॥ ৯৭॥

পরাক্রমেণ বুদ্ধ্যা বা জ্ঞানেন সম্পদাপিচ।
পুরতোগমনেনৈব কিন্তু সা বয়সাধিকা।
ধ্যায়তে তাময়ং শশ্বদিমং সা স্বরতিপ্রিয়ং। ৯৯॥
রচিতা সাস্য প্রাণৈশ্চ তৎ প্রাণৈর্মূর্ত্তিমানয়ং।
তস্য রাধানুরোধেন গোকুলাগমনং পরং। ১০০॥
স্বীকারং সার্থকং কর্ত্তুং গোলোকে যৎ কৃতং পুরা।১০১॥
কংস ভীতি চ্ছলে নৈব গোলোকাদ্গমনং হরেঃ।
প্রতিজ্ঞা পালনার্থঞ্চ ভয়েশস্য ভয়ং কুতঃ। ১০২॥
রাধা শব্দস্য বুৎপত্তিঃ সামবেদে নিরূপিতা।
নারায়ণ স্তামুবাচ ব্রহ্মাণং নাভি পঙ্কজে। ১০৩॥
ব্রহ্মা তাং কথয়ামাস ব্রহ্মলোকেচ শঙ্করং।
পুরা কৈলাস শিখরে মামুবাচ মহেশ্বরঃ। ১০৪॥

রাধাকৃষ্ণ এই যুগল মূর্ত্তি তেজ, রূপ, গুণ, পরাক্রম, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সম্পদ সর্ব্ববিষয়ে তুল্যরূপে কথিত আছে॥ ৯৮॥

পরন্তু অগ্রে শ্রীমতী রাধিকা অবতীর্ণা হওয়াতে তিনি বয়োধিকা হইয়াছেন। কৃষ্ণ সর্ব্বদা তাঁহাকে চিন্তা করেন এবং সেই রাধিকাও স্বরতি প্রিয় কৃষ্ণকে সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকেন॥ ৯৯॥

সেই রাধিকা এই কৃষ্ণের প্রাণে রচিতা এবং এই কৃষ্ণও তাঁহার প্রাণে মূর্ত্তিমান্ হইয়াছেন। সেই রাধিকার অনুরোধেই এই কৃষ্ণের শ্রীগোকুলে আগমন হইয়াছে। ১০০॥

পূর্ব্বে গোলোকধামে দয়াময় হরি রাধিকার নিকট আবির্ভূত হইবেন স্বীকার করিয়াছিলেন সেই প্রতিজ্ঞা পালনার্থে তিনি কংসভীতির ছলে গোলোক হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। নতুবা যিনি ভয়ভঞ্জন তাঁহার আবার ভয়ের সম্ভাবনা কি আছে?॥ ১০১। ১০২॥

রাধা শব্দের বুৎপত্তি সামবেদে যেরূপ নিরূপিত আছে। ভগবান্ নারায়ণ স্বীয় নাভিপঙ্কজ জাত ব্রহ্মার নিকট তাহা বর্ণন করেন। পরে

দেবানাং দুর্লভাং নন্দ নিশাময়বদামিতে।
সুরাসুর মুনীন্দ্রাণাং বাঞ্ছিতাং মুক্তিদাং পরাং। ১০৫ ॥
রেফোহি কোটিজন্মাঘং কর্ম্মভোগং শুভাশুভং।
আকারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগ মুৎসৃজেৎ। ১০৬ ॥
ধকার অয়ুযোহহানি মাকারো ভব বন্ধনং।
শ্রবণ স্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যন্তি ন সংশয়ঃ। ১০৭ ॥
রেফোহি নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণ পদাম্বুজে।
সর্ব্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্ব্বসিদ্ধৌঘমীশ্বরং। ১০৮ ॥
ধকারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্য কালমেবচ।
দদাতি সার্ষ্টিং সারূপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃ সমং। ১০৯ ॥
আকার স্তেজসা রাশিং দানশক্তিং হরৌ যথা।
যোগ শক্তিং যোগ মতিং সর্ব্বকাল হরিস্মৃতিং। ১১০ ॥

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা শঙ্করের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তৎপরে আমি কৈলাস শিখরে সেই ভগবান মহেশ্বরের নিকট সুরাসুর মুনীন্দ্রগণের বাঞ্ছিতা মুক্তিদায়িনী দেবদুর্লভা পরমা প্রকৃতি রাধার নাম ব্যুৎপত্তি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১০৩ । ১০৪ ॥ ১০৫ ॥

রাধা নামের আদ্যাক্ষর রকার উচ্চারণে জীবের কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ এবং শুভাশুভ কর্ম্মভোগ বিনষ্ট হয় ও আকার উচ্চারণে জীব গর্ভযাতনা মৃত্যু ও রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। আর ধকার উচ্চারণে জীব আয়ুষ্মান্ হয় এবং আকার উচ্চারণে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। ঐ রাধানাম শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তনে জীবের পাপাদি সমস্তই ধ্বংস হইয়া যায় সন্দেহ মাত্র নাই ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥

জীব রাধানামের রকার উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে নিশ্চলা ভক্তি ও দাস্য লাভ করিয়া সেই সর্ব্বেপ্সিত সদানন্দময় সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা পরম পুরুষের প্রীতি প্রাপ্ত হয় এবং ধকার উচ্চারণে তত্তুল্যকাল তৎসহ

শ্রুত্যুক্তি স্মরণাদ্‌যোগাৎ মোহজালঞ্চ কিল্বিষং।
রোগ শোক মৃত্যুকালং বেপন্তে নাত্র সংশয়ঃ। ১১১ ॥
রাধামাধবয়োঃ কিঞ্চিৎ স্তবাখ্যানঞ্চ যৎ শ্রুতং।
তদুক্তঞ্চ যথাজ্ঞানং সাকল্যং বক্তু মক্ষমঃ। ১১২ ॥
আরাদ্বৃন্দাবনে নন্দ বিবাহো ভবিতানয়োঃ।
পুরোহিতো জগদ্ধাতা কৃত্বাগ্নিং সাক্ষিণং মুদা। ১১৩ ॥
কুবের পুত্র মোক্ষঞ্চ গব্যাপহৃত্য ভক্ষণং।
ভঞ্জনং শক্র যাগস্য শক্রাদ্গোকুল রক্ষণং। ১১৪ ॥
হিংসনং ধেনুকস্যৈব কাননে তাল ভক্ষণং।
বক কেশি প্রলম্বানাং হিংসনং চাবলীলয়া। ১১৫ ॥
মোক্ষণং দ্বিজ পত্নীনাং মিষ্টান্ন পান ভোজনং।
গোপীনাং বস্ত্র হরণং ব্রত সম্পাদনং তথা। ১১৬ ॥

সেই হরির সহবাস সার্ষ্টি সারূপ্য মুক্তি ও তৎসম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে আর আকার উচ্চারণে জীবের তেজোরাশি ও হরিতে দানশক্তি যোগশক্তি যোগমতি ও সর্ব্বকালীন হরিস্মৃতি সঞ্জাত হয়।১০৮।১০৯।১১০।

রাধানাম শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ ও যোগে জীবের মোহজাল পাপ, রোগ, শোক, মৃত্যু ও কাল সমস্ত কম্পিত হয় সন্দেহ নাই ॥ ১১১ ॥

ব্রজরাজ! রাধামাধবের স্তবাখ্যান যেরূপ আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল যথাজ্ঞান যৎকিঞ্চিৎ তাহা কথিত হইল। সাকল্যে তাহা বর্ণন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে ॥ ১১২ ॥

বৃন্দাবন সমীপে অগ্নি সাক্ষী করিয়া পরমানন্দে রাধামাধবের বিবাহ সম্পাদিত হইবে। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা সেই বিবাহে পৌরহিত্য করিবেন।১১৩।

তোমার এই কৃষ্ণ কুবের পুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীবকে মুক্ত করিবেন এবং গব্য অর্থাৎ, নবনীত প্রভৃতি অপহরণ করিয়া ভোজন করিবেন এবং ইন্দ্র যাগের বিঘ্ন করিয়া ইন্দ্র হইতে গোকুল রক্ষা, ধেনুকাসুর বিনাশ, কাননে তাল ভক্ষণ ও অবলীলাক্রমে বক, কেশী ও প্রলম্বাসুরের হিংসা করিবেন।

তাভ্যঃ পুনর্ব্বস্ত্রদানং বরদানং যথেপ্সিতং।
চেতসাং হরণং তাসা ময়ং বংশ্যো করিষ্যতি। ১১৭॥
রাসোৎসবং মহদ্রম্যং সর্ব্বেষাং হর্ষ বর্দ্ধনং।
পূর্ণচন্দ্রোদয়ে নক্তং বসন্তে রাসমণ্ডলে। ১১৮॥
গোপীনাং নব সংভোগাৎ কৃত্বা পূর্ণং মনোরথং।
তাভিঃ সহ জল ক্রীড়াং করিষ্যতি কুতূহলাৎ। ১১৯॥
বিচ্ছেদোঽস্য বর্ষ শতং শ্রীদাম শাপ হেতুকং।
গোপালৈ র্গোপিকাভ্যশ্চ ভবিতা রাধয়া সহ। ১২০॥
মথুরাগমনে তত্র গোপীনাং শোক বর্দ্ধনং।
পুনঃ প্রবোধনং তাসাং দ্বারামাধ্যাত্মিকস্যচ। ১২১॥
স্যন্দনা ক্রূরয়ো রক্ষাং সদ্যঃ স্তাভ্যঃ করিষ্যতি।
রথ মারোহণং কৃত্বা পুনরাগমনং হরিঃ। ১২২॥

আর ইনি দ্বিজ পত্নীগণের নিকট হইতে মিষ্টান্ন ভোজন ও পানীয় পান করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিবেন। এবং গোপিকাগণের বস্ত্র হরণ ও ব্রত সম্পাদন করিয়া ইনিই পুনর্ব্বার তাহাদিগকে বস্ত্র প্রদান ও যথেপ্সিত বরদান পূর্ব্বক যথোচিত রূপে তাহাদিগের মনোহরণ করিবেন। ১১৪।১১৫।১১৬।১১৭॥

তৎপরে বসন্তকালীন রজনীতে রাসমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে এই কৃষ্ণ সেই গোপিকাগণের সহিত সকলের প্রীতিবর্দ্ধন অতি রমণীয় রাসোৎসব করিবেন। ১১৮।

সেই রাসক্রীড়া কালে ইনি নবসম্ভোগে গোপিকাগণের মনোরথ পূর্ণ করিয়া কুতূহলে তাহাদিগের সহিত জলক্রীড়া করিবেন। ১১৯।

অতঃপর শ্রীদামের অভিশাপ প্রযুক্ত শ্রীমতী রাধিকা ও গোপ গোপী-গণের সহিত ইহাঁর শতবর্ষ বিচ্ছেদ হইবে। ১২০।

ইহাঁর মথুরাগমন কালে গোপিকাগণ শোক সাগরে নিমগ্না হইবেন কিন্তু ইনি পুনরায় আমি আগমন করিব এইরূপ কহিয়া তাহাদিগকে

পিতৃ ভ্রাতৃ ব্রজৈঃ সার্দ্ধং বিলঙ্ঘ্য যমুনাং ব্রজ ।
অক্রূরায় জ্ঞান দানং দর্শয়িত্বাত্মকং জলে । ১২৩ ॥
কৌতুকে নচ সায়াহ্নে নগরোৎসব দর্শনং ।
মালাকার তন্ত্রবায় কুব্জানাং বন্ধ মোক্ষণং । ১২৪ ॥
ধনুর্ভঙ্গং শঙ্করস্য যাগস্থানং প্রদর্শনং ।
হিংসনং গজ মল্লানাং দর্শনং নৃপতেঃ সভাং । ১২৫ ॥
কংসস্য হিংসনং সদ্যঃ পিত্রো র্নিগড় মোক্ষণং ।
প্রবোধনঞ্চ যুষ্মাক মুগ্রসেনাভিষেচনং । ১২৬ ॥
তস্য পুত্র বধূনাঞ্চ জ্ঞানাৎ শোকাপনোদনং ।
ভ্রাতুঃস্বস্যোপনযনং বিদ্যাদানং মুনেমুর্খাৎ । ১২৭ ॥
গুরু পুত্র প্রদানঞ্চ পুনরাগমনং গৃহং ।

সান্ত্বনা করতঃ তৎক্ষণাৎ অক্রূর ও অক্রূরের রথ রক্ষা করিবেন। পরে ইনি যমুনাজলে পরমভক্ত অক্রূরকে জ্ঞান দান ও আত্মরূপ দর্শন করাইয়া সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক পিতা ভ্রাতা ও ব্রজবালকগণের সহিত যমুনা পার হইবেন ॥ ১২১ । ১২২ । ১২৩ ।

তৎপরে সায়ংকালে এই কৃষ্ণ সকৌতুকে মথুরায় উত্তীর্ণ হইয়া নগরোৎসব দর্শন পূর্ব্বক মালাকার তন্তুবায় ও কুব্জার ভববন্ধন মোচন করিবেন । ১২৪ ।

পরে ইনি সভাদ্বারে কুবলয়াপীড় হস্তীকে বিনাশ, ভগবান্ শঙ্করের ধনুর্ভঙ্গ ও যাগস্থান দর্শন পূর্ব্বক রাজ সভায় উপনীত হইয়া মল্লগণের সংহার করিবেন । ১২৫ ।

অতঃপর ইনি কংসকে বিনাশ পূর্ব্বক পিতা মাতাকে বন্ধন হইতে বিমুক্ত ও প্রবোধিত করিয়া উগ্রসেনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন । ১২৬ ।

পরে ইহাঁর জ্ঞানোপদেশে উগ্রসেনের পুত্রবধূগণের শোক সন্তাপ অপনোদিত হইবে । এবং তৎকালে ইহাঁরা উভয় ভ্রাতা উপনীত হইয়া পরে গুরুগৃহে বিদ্যা শিক্ষা করিবেন । ১২৭ ।

ছলনং নৃপ সৈন্যানাং যবনস্য দুরাত্মনঃ। ১২৮ ॥
নির্ম্মাণং দ্বারকায়াঞ্চ মুচকুন্দস্য মোক্ষণং।
দ্বারকা গমনঞ্চৈব যাদবৈঃ সহ কৌতুকাৎ। ১২৯ ॥
স্ত্রী সংঘানাং বিহরণং তাভিঃ সার্দ্ধাঞ্চ ক্রীড়নং।
সৌভাগ্য বর্দ্ধনং তাসাং পুত্র পৌত্রাদিকস্যচ। ১৩০ ॥
মণি সম্বন্ধিনো মিথ্যা কলঙ্কস্যচ মোক্ষণং।
সাহায্যং পাণ্ডবানাঞ্চ ভারাবহরণাদিকং। ১৩১ ॥
নিষ্পন্নং রাজসূয়স্য ধর্ম্মপুত্রস্য লীলয়া।
পারিজাতস্য হরণং শক্রাহঙ্কার মর্দ্দনং। ১৩২ ॥
ব্রত পূর্ণঞ্চ সত্যায়া বাণস্য ভুজ কৃন্তনং।
দমনং শিব সৈন্যানাং হরস্য জৃম্ভণং পরং।
হরণং রাজ পুত্র্যাদ্যা রনিরুদ্ধস্য মোক্ষণং। ১৩৩ ॥

তৎপরে গুরুকে মৃত গুরুপুত্র দক্ষিণা দান করিয়া গৃহে পুনরাগমন করিবেন। সেই কালে রাজা জরাসন্ধের সৈন্যগণ দুরাত্মা যবন মথুরা অবরোধ করিবে। ১২৮।

পরে ইনি রাজর্ষি মুচুকুন্দকে মুক্ত করত দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করাইয়া সমস্ত যাদবগণের সহিত সকৌতুকে সেই দ্বারকায় উপনীত হইবেন। ১২৯।

তথায় নারীগণের সহিত বিহার ও ক্রীড়াকৌতুকে কালহরণ করিয়া তাহাদিগের ও তাহাদিগের পুত্র পৌত্রাদির সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিবেন। ১৩০।

তৎপরে ইনি মিথ্যা মণিহরণ কলঙ্কে লিপ্ত হইয়া সেই কলঙ্ক মোচন পূর্ব্বক সংগ্রামে পাণ্ডবগণের সাহায্য করত ভূভার হরণ করিবেন। ১৩১।

অতঃপর ইহা কর্ত্তৃক অবলীলাক্রমে ধর্ম্ম নন্দন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ নিষ্পাদিত হইবে পরে ইনি পারিজাত হরণ করিয়া ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ করিবেন ॥ ১৩২ ॥

তৎপরে ইহা কর্ত্তৃক সত্যভামার ব্রতপূর্ণ হইবে এবং ইনি বাণরাজার

বারাণস্যাশ্চেদহনং বিপ্র দারিদ্র্য ভঞ্জনং।
বিপ্র পুত্র প্রদানঞ্চ দুষ্টানাং দমনাদিকং। ১৩৪ ॥
তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গেন যুষ্মাভিঃ সহ দর্শনং।
কৃত্বাচ রাধয়া সার্দ্ধং ব্রজমাগমনং পুরঃ। ১৩৫ ॥
প্রস্থাপয়িত্বা দ্বারকায়াং পরং নারায়ণং সরঃ।
সর্ব্বং নিষ্পাদনং কৃত্বা গোলোকং রাধয়া সহ। ১৩৬ ॥
গমিষ্যত্যেব গোলোকনাথোঽয়ং জগতাং পতিঃ। ১৩৭ ॥
নারয়ণশ্চ বৈকুণ্ঠং গমিতা পদ্ময়া সহ।
ধর্ম্মগৃহং ঋষীদ্বৌচ বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদ মেবচ। ১৩৮ ॥
ইত্যেবং কথিতং নন্দ ভবিষ্যং বেদ নির্ণয়ং।
শ্রূয়তাং সাংপ্রতং কর্ম্ম যদর্থে গমনং মম। ১৩৯ ॥

ভুজচ্ছেদন শিবসৈন্য দমন ও হরের পরম জৃম্ভণ উৎপাদন করিয়া রাজ পুত্রাদির সহযোগে বাণরাজার গৃহ হইতে অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করিবেন ॥ ১৩৩॥

তৎপরে বারাণসীর দহন বিপ্রের দারিদ্র ভঞ্জন বিপ্রপুত্রদান ও দুষ্টদমন কার্য্য ইহা কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত হইবে। ১৩৪ ॥

এই সমস্ত কার্য্যাবসানে এই জগৎপতি গোলোকনাথ তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাধিকার সহিত প্রথমতঃ ব্রজধামে আগমন করিবেন পরে দ্বারকাধামে নারায়ণ নামক সরোবর সংস্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত লীলাবসানে সেই প্রাণাধিকা রাধিকার সহিত গোলোক-ধামে গমন করিবেন ॥ ১৩৫ ॥ ১৩৬ ॥

জগৎপতি গোলোকনাথ দয়াময় হরি গোলোকে শুভযাত্রা করিলে, পরিশেষে নারায়ণ পদ্মার সহিত বৈকুণ্ঠ ধামে যাত্রা করিবেন এবং নর নারায়ণ ঋষিদ্বয় ধর্ম্মগৃহে ও বিষ্ণু ক্ষীরোদ সাগরে গমন করিবেন। ১৩৭। ১৩৮ ॥

ব্রজরাজ! এই আমি বেদনিরূপিত ভবিষ্য বিবরণ তোমার নিকট

মাঘে শুক্ল চতুর্দ্দশ্যাং কুরু কর্ম্ম শুভক্ষণে।
গুরুবারেচ রেবত্যাং বিশুদ্ধি চন্দ্র তারকে। ১৪০ ॥
চন্দ্রস্থে মীন লগ্নেচ সম্পূর্ণং চন্দ্র দর্শনে।
বণিজে করণোৎকৃষ্ট শুভ যোগে মনোহরে। ১৪১ ॥
সুদুর্ল্লভে দিনে তত্র সর্ব্বোৎকৃষ্টোপযোগিকে।
আলোচ্য পণ্ডিতৈঃ সার্দ্ধং কুরু কর্ম্ম মুদান্বিতঃ। ১৪২ ॥
ইত্যুক্ত্বা বহিরাগত্য সমুবাস মুনীশ্বরঃ।
হৃষ্টৌ নন্দযশোদাচ কর্ম্মোদ্‌যোগং চকারহ। ১৪৩ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দ্রষ্টুং গর্গং গোপাশ্চ গোপিকাঃ।
বালকা বালিকাশ্চৈব আজগ্মু র্নন্দ মন্দিরং। ১৪৪ ॥

বর্ণন করিলাম। এক্ষণে যে কারণে আমি সমাগত হইয়াছি তাহা কহিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১৩৯ ॥

এই মাঘমাসীয় শুক্ল চতুর্দ্দশীতে গুরুবার ও রেবতী নক্ষত্রের সংযোগ হইয়াছে এই দিনে তোমার পুত্রের চন্দ্রতারাও শুদ্ধি দেখিতেছি। আরও ঐ দিবসীয় মীনলগ্নে চন্দ্র স্থিতি করাতে উহাতে চন্দ্রের সম্পূর্ণ দৃষ্টি বিদ্যমান আছে অধিকন্তু এইদিনে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বণিজ করণ ও মনোহর শুভযোগের মিলন হইয়াছে। অতএব তুমি এই শুভদিনে শুভলগ্নে শুভ কার্য্য সম্পাদন কর ॥ ১৪০। ১৪১ ॥

এই সর্ব্বতোভাবে উপযোগী সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুদুর্ল্লভ দিনে পণ্ডিতগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পরমানন্দে এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন করা তোমার নিতান্ত উচিত কর্ম্ম হইয়াছে ॥ ১৪২ ॥

মুনিবর গর্গ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া বহির্ভাগে আগমন পূর্ব্বক আসনোপবিষ্ট হইলে নন্দ যশোদা পুলকিতান্তঃকরণে এই শুভ কার্য্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৪৩ ॥

ঐ সময়ে ব্রজবাসী গোপ গোপীগণ সকলেই মহর্ষি গর্গকে দর্শন করিবার জন্য বালক বালিকা সমভিব্যাহারে নন্দমন্দিরে উপনীত হইয়া

দদৃশুস্তে মুনি শ্রেষ্ঠং গ্রীষ্ম মধ্যাহ্ন ভাস্করং।
শিষ্য সংঘৈঃ পরিবৃতং জ্বলন্তং ব্রহ্ম তেজসা।
গূঢ়যোগং প্রবোচন্তং সিদ্ধয়ে প্রচ্ছতে মুদা। ১৪৫ ॥
পশ্যন্তং সস্মিতং নন্দ ভবনানাং পরিচ্ছদং।
স্বর্ণ সিংহাসনস্থঞ্চ যোগ মুদ্রাধরং বরং। ১৪৬ ॥
ভূত ভব্য ভবিষ্যাংশ্চপশ্যন্তং জ্ঞান চক্ষুষা। ১৪৭ ॥
হৃদীশ্বরং প্রপশ্যন্তং সিদ্ধি মন্ত্র প্রভাবতঃ।
বহির্যশোদা ক্রোড়েচ তাদৃশং সস্মিতং শিশুং। ১৪৮ ॥
মহেশ দত্ত ধ্যানেন যদ্রূপঞ্চ নিরূপিতং।
তদ্দৃষ্টা পরম প্রীত্যা ভূত পূর্ণ মনোরথং। ১৪৯ ॥
সাশ্রুনেত্রং পুলকিতং নিমগ্নং ভক্তি সাগরে।
হৃদি পূজাং প্রণামঞ্চ কুর্ব্বন্তং যোগমর্চ্চয়া। ১৫০ ॥

দেখিলেন, মহর্ষি গর্গ গ্রীষ্মকালীন মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং শিষ্যগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়া সিদ্ধিলাভার্থ সানন্দে তাঁহার নিকট সিদ্ধিপ্রদ গূঢ়যোগ জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ ১৪৪ ॥ ১৪৫ ॥

সেই মুনিবর রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সহাস্য বদনে নন্দভবনের পরিচ্ছদ দর্শন এবং যোগমুদ্রা ধারণ করিয়া জ্ঞান চক্ষুদ্বারা ভূতভব্য ও ভবিষ্য বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করিতেছেন ॥ ১৪৬। ১৪৭ ॥

তিনি সিদ্ধিমন্ত্র প্রভাবে হৃদয়ে পরাৎপর পরম পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন আবার বহির্ভাগে যশোদাক্রোড়ে সহাস্য বদনে অবস্থিত সেই বালক রূপী হরিকে দর্শন করিতেছেন ॥ ১৪৮ ॥

ভগবান্ শঙ্করের প্রদত্ত ধ্যান যোগে তৎ কর্ত্তৃক যেরূপে নিরূপিত আছে তিনি যশোদাক্রোড়ে সেইরূপ দর্শন পূর্ব্বক পূর্ণমনোরথ হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন আর ভক্তিসাগরে নিমগ্ন হওয়াতে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে এবং তাঁহার নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু

মূর্দ্ধ্না প্রণেমুস্তে তঞ্চ সচতানাশিষং দদৌ।
আসনস্থো মুনিস্তস্থৌ তে জগ্মুঃ স্বালয়ং মুদা। ১৫১ ॥
নন্দঃ সানন্দ যুক্তশ্চ বহু মঙ্গল পত্রিকান্।
প্রস্থাপয়ামাস শীঘ্র মারাদ্দূরস্থিতা মুদা। ১৫২ ॥
দধিকুল্যাং দুগ্ধকুল্যাং ঘৃতকুল্যাং প্রপূরিতাং।
গুড়কুল্যাং তৈলকুল্যাং মধুকুল্যাঞ্চ বিস্তৃতাং। ১৫৩ ॥
নবনীত কুল্যাং পূর্ণাঞ্চ তক্রকুল্যাং যদৃচ্ছয়া।
শর্করোদক কুল্যাঞ্চ পরিপূর্ণাঞ্চ লীলয়া। ১৫৪ ॥
তণ্ডুলানাঞ্চ শালীনামুচ্চৈশ্চ শত পর্ব্বতং।
পৃথুকানাং শৈল শতং লবণানাঞ্চ সপ্তচ। ১৫৫ ॥
পরিপক্ক ফলানাঞ্চ তত্র ষোড়শ পর্ব্বতান্।
যব গোধূম পূর্ণানাং পক্ক লড্ডুক পিষ্টকৈঃ। ১৫৬ ॥

বিগলিত হইতেছে এই অবস্থায় তিনি যোগাবলম্বনে হৃদয়ে সেই পরমাত্মার পূজা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন ॥ ১৪৯ ॥ ১৫০ ॥

গোপ গোপীগণ এইরূপে অবস্থিত মুনিবর গর্গকে দর্শন করিয়া বালক বালিকাগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলে মহর্ষি আসনস্থ হইয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে তাহারাও পরমানন্দে স্ব স্ব ভবনে প্রতিগমন করিলেন ॥ ১৫১ ॥

অতঃপর ব্রজরাজ নন্দ পরমানন্দিত হইয়া সত্বর দূরস্থ আত্মীয় বর্গের নিকট এই মঙ্গলোৎসব কারণে অসংখ্য প্রকার মঙ্গল পত্রিকা প্রেরণ করিলেন ॥ ১৫২ ॥

তৎপরে পুত্রের শুভান্নপ্রাশনার্থ ব্রজরাজ নন্দ কর্ত্তৃক বিস্তীর্ণা দধিকুল্যা, দুগ্ধকুল্যা, ঘৃতকুল্যা, গুড়কুল্যা, তৈল্যকুল্যা, মধুকুল্যা, পরিপূর্ণা নবনীতকুল্যা তক্রকুল্যা ও শর্করোদককুল্যা অবলীলাক্রমে সংস্থাপিত হইল এবং তিনি সকৌতুকে শালী পৃথুক ও তণ্ডুলের অত্যুচ্চ শত পর্ব্বত, সপ্তলবণ পর্ব্বত, পরিপক্ক ফলের ষোড়শ পর্ব্বত, স্তূপাকার

মোদকানাঞ্চ শৈলঞ্চ স্বস্তিকানাঞ্চ পর্ব্বতান্।
কবর্দ্ধকানামত্যুচ্চৈঃ শৈলান্ সপ্তচ নারদ। ১৫৭॥
কর্পূরাদিক যুক্তানাং তাম্বূলানাঞ্চ মন্দিরং।
বিস্তৃতং দ্বার হীনঞ্চ বাসিতোদক সংযুতং। ১৫৮॥
চন্দনাগুরুকস্তূরী কুঙ্কুমেন সমন্বিতং।
নানা বিধানি রত্নানি স্বর্ণানি বিবিধানিচ। ১৫৯॥
মুক্তাফলানি রম্যাণি প্রবালানি মুদান্বিতঃ।
নানাবিধানি চারুণি বাসাংসি ভূষণানি চ। ১৬০॥
পুত্রান্নপ্রাশনে নন্দঃ কারয়ামাস কৌতুকাৎ।
প্রাঙ্গনং কদলী স্তম্ভৈ রসাল নব পল্লবৈঃ। ১৬১॥
গ্রথিতৈঃ সূক্ষ্ম সূত্রেণ বেষ্টয়ামাস কৌতুকাৎ।
সংস্কার যুক্তং রুচিরং চন্দনদ্রব চর্চ্চিতং।
যুক্তং মঙ্গল কুম্ভৈশ্চ ফল পল্লব সংযুতৈঃ। ১৬২॥
চন্দনাগুরুকস্তূরী পুষ্পমাল্য বিরাজিতৈঃ।
মাল্যানাং বর বস্ত্রাণাং রাশিভিশ্চ সুশোভিতং। ১৬৩॥

নব গোধূম পূর্ণ পক্ক লড্ডুক পিষ্টক, মোদক ও স্বস্তিক পর্ব্বত, অত্যুচ্চ সপ্ত কবর্দ্ধক অর্থাৎ অন্নদ্রব্যের পর্ব্বত, কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল পূর্ণ গৃহ, সুবাসিত জলপূর্ণ পাত্র এবং অগুরুচন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুম সমন্বিত দ্বারহীন বিস্তীর্ণ গৃহ, প্রস্তুত করিলেন। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ রত্ন ও সুবর্ণ, রম্য মুক্তাফল ও প্রবাল এবং বহু প্রকার মনোজ্ঞ সুচারু বসন ভূষণ তৎকর্তৃক সমাহৃত হইল॥ ১৫৩।১৫৪। ১৫৫।১৫৬। ১৫৭ ১৫৮। ১৫৯। ১৬০॥

তৎপরে গোপরাজ নন্দ সকৌতুকে প্রাঙ্গন, কদলীস্তম্ভে ও সূক্ষ্মসূত্র গ্রথিত রসাল নবপল্লবে বেষ্টন করিলেন এবং উহা সুসংস্কৃত রুচির চন্দন-দ্রবে চর্চ্চিত ও ফলপল্লব সমন্বিত মঙ্গল কুম্ভে পরিমণ্ডিত হইল। ১৬১।১৬২।

সেই প্রাঙ্গন অগুরুচন্দন কস্তূরী ও পুষ্পমাল্যে বিরাজিত ও রাশি

গবাঞ্চ মধুপর্কাণামাসনানাঞ্চ নারদ।
ফলানাং জল জানাঞ্চ সমূহৈশ্চ সমন্বিতং। ১৬৪॥
নানাপ্রকারৈর্ব্বাদ্যৈশ্চ দুন্দুভিভির্ম্মনোহরৈঃ। ১৬৫॥
ঢক্কানাং দুন্দুভীনাঞ্চ পটহানাং তথৈবচ।
মৃদঙ্গ মুরজাদীনা মালকানাং সমূহকৈঃ। ১৬৬॥
বংশী সন্নহনী কাংশ্যং সর যন্ত্রৈশ্চ শব্দিতং।
বিদ্যাধরীণাং নৃত্যেন ভঙ্গিমা ভ্রমণেনচ। ১৬৭॥
গন্ধর্ব্ব নায়কানাঞ্চ সংগীতৈর্মূর্চ্ছনী কৃতং।
স্বর্ণ সিংহাসনানাঞ্চ রথানাং নিকরৈর্ব্বৃতং। ১৬৮॥
এতস্মিন্নন্তরে নন্দ মুবাচ বাচিকো মুদা।
আজগ্মু র্গিরিভানুশ্চ স্বস্ত্রীক সহ কিঙ্করঃ। ১৬৯॥
রথানাঞ্চ চতুর্লক্ষং গজানাঞ্চ তথৈবচ।
তুরঙ্গাণাঞ্চ কোটিশ্চ শিবিকানাং তথৈবচ। ১৭০॥
ঋষীন্দ্রাণাং মুনীন্দ্রানাং বিপ্রাণাঞ্চ বিপশ্চিতাং।

রাশি বস্ত্র ও মাল্যে পরিশোভিত হইল এবং উহার স্থানে স্থানে গো মধুপর্ক আসন ও জলজ ফল সমূহ নিবেশিত হইল॥ ১৬৩॥ ১৬৪॥

তথায় মনোহর দুন্দুভি ঢক্কা পটহ মৃদঙ্গ মুরজ মালক বংশী সন্নহনী কাংশ্য ও সরযন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ ভঙ্গিমাসহকারে ভ্রমণ করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্ব নায়কগণ মূর্চ্ছনালাপ পূর্ব্বক তানলয় সহকারে বিশুদ্ধ সঙ্গীত করিতে লাগিল। আর সেই শোভাময় প্রাঙ্গনের স্থানে স্থানে রথ ও স্বর্ণসিংহাসন সকল সংস্থাপিত হইল॥ ১৬৫। ১৬৬। ১৬৭। ১৬৮॥

ঐ সময়ে এক প্রতিহারী পরমানন্দে নন্দ সমীপে উপনীত হইয়া কহিল, ব্রজরাজ! সস্ত্রীক গিরিভানু কিঙ্করগণের সহিত সমাগত হইয়াছেন। চতুর্লক্ষ রথ ও চতুর্লক্ষ গজ, কোটি অশ্ব ও কোটি শিবিকা তাঁহার

বন্দীনাং ভিক্ষুকানাঞ্চ সমূহশ্চ সমীপতঃ। ১৭১ ॥
গোপালাং গোপিকানাঞ্চ সংখ্যা কর্ত্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ।
পশ্যাগত্য বহির্ভূয়েত্যুবাচ প্রাঙ্গনে স্থিতঃ। ১৭২ ॥
শ্রুত্বৈবং তাননুব্রজ্য সমানীয় ব্রজেশ্বরঃ।
প্রাঙ্গনে বাসয়ামাস পূজয়ামাস সত্বরং। ১৭৩ ॥
ঋষ্যাদিক সমূহঞ্চ প্রণম্য শিরসা ভুবি।
পাদ্যাদিকন্তুতেভ্যশ্চ প্রদদৌ সুসমাহিতঃ। ১৭৪ ॥
বস্তুভির্ব্বন্ধুভিঃ পূর্ণং বভূব নন্দ মন্দিরং।
ন কোপি কস্য শব্দঞ্চ শ্রোতুং শক্তশ্চ তত্রবৈ। ১৭৫ ॥
ত্রিমুহূর্ত্তং কুবেরশ্চ শ্রীকৃষ্ণ প্রীতয়ে মুদা।
চকারস্বর্ণ বৃষ্ট্যাচ পরিপূর্ণঞ্চ গোকুলং। ১৭৬ ॥

সমভিব্যাহারে রহিয়াছে এবং কত ঋষীন্দ্র মুনীন্দ্র বিপ্র পণ্ডিত বন্দী ভিক্ষুক ও গোপ গোপী যে তাঁহার সমীপে অবস্থান করিতেছে কেহই তাহার সংখ্যা করিতে সক্ষম নহে। অতএব আপনি বহির্ভাগে আগমন করিয়া এই সমস্ত দর্শন করুন ॥ ১৬৯ ॥ ১৭০। ১৭১। ১৭২ ॥

ব্রজেশ্বর দূতমুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণে বহির্ভাগে আগমন পূর্ব্বক সত্বর সেই সর্ব্বজন সমন্বিত গিরিভানুকে প্রাঙ্গনে সমাসীন করিলেন এবং তথায় তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া যথাবিধি তাঁহার সৎকার করিলেন ॥ ১৭৩ ॥

তৎপরে তিনি সুসমাহিত হইয়া সেই ঋষীন্দ্র ও মুনীন্দ্রাদির চরণে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পাদ্যাদি প্রদান করিলেন। ১৭৪ ॥

তৎকালে নন্দমন্দির দ্রব্যরাশি ও বন্ধুবর্গে পরিপূর্ণ হইল। তথায় সর্ব্বজন এরূপ সুস্থির ভাবে অবস্থিত রহিল যে কাহার কোন শব্দমাত্র শ্রুতিগোচর হইল না ॥ ১৭৫ ॥

কুবের সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি কামনায় ত্রিমুহূর্ত্তকাল স্বর্ণবৃষ্টি করিয়া শ্রীগোকুল সুবর্ণে পরিপূর্ণ করিলেন ॥ ১৭৬ ॥

যৌতুকাদি ধনং চক্রু র্ব্বন্ধুর্ব্বর্গাশ্চ ব্রীড়য়া।
আনম্রকন্ধরাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা নন্দস্য সম্পদং। ১৭৭ ॥
নন্দঃ কৃতাহ্নিকঃ পূতো ধৃত্বা ধৌতেয় বাসসী।
চন্দনাগুরুকস্তুরী কুঙ্কুমেনৈব ভূষিতঃ।
উবাস পাদৌ প্রক্ষাল্য স্বর্ণ পীঠে মনোহরে। ১৭৮ ॥
গর্গস্যৈব মুনীন্দ্রাণাং গৃহীত্বাজ্ঞাং ব্রজেশ্বরঃ। ১৭৯ ॥
সংস্মৃত্য বিষ্ণুমাচান্তঃ স্বস্তিবাচন পূর্ব্বকং।
কৃত্বা কর্ম্মচ বেদোক্তং ভোজয়ামাস বালকং। ১৮০ ॥
গর্গ বাক্যানুসারেণ বালকস্য মুদান্বিতঃ।
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম ররক্ষচ শুভক্ষণে।
সঘৃতং ভোজয়িত্বাচ কৃত্বা নাম জগৎপতেঃ। ১৮১ ॥
বাদ্যাদীন্ বাদয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলং। ১৮২ ॥
নানাবিধানি রত্নানি স্বর্ণানি ভূষণানিচ।

বন্ধুবর্গ নন্দের সম্পত্তি দর্শনে লজ্জায় নতশিরা হইয়া যৌতুকাদি ধন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭৭ ॥

তখন ব্রজেশ্বর কৃতাহ্নিক ও পবিত্র হইয়া ধৌত বস্ত্রযুগ্ম পরিধান করিলেন এবং অগুরুচন্দন কস্তুরী ও কুঙ্কুমে বিভূষিত হইয়া পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক মনোহর স্বর্ণপীঠে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৭৮।

তৎপরে তিনি মহর্ষিগর্গ ও অন্যান্য মুনীন্দ্রগণের আজ্ঞাক্রমে বিষ্ণু-স্মরণান্তে আচমন ও স্বস্তিবাচন করিলেন এবং মুনিবর গর্গের উপদেশানুসারে পরমানন্দে সেই শুভ কর্ম্ম বেদ বিধিক্রমে সম্পাদন করিয়া স্বীয় পুত্রকে ভোজন করাইলেন। ১৭৯। ১৮০।

এইরূপে ব্রজরাজ সেই জগৎপতি বালকরূপী হরিকে সর্ব্বোতোভাবে ঘৃতান্ন ভোজন করাইয়া গর্গের বাক্যানুসারে সেই শুভক্ষণে তাঁহার কৃষ্ণ এই মঙ্গলময় নাম রক্ষা করিলেন। ১৮১।

তৎকালে নন্দের আজ্ঞানুসারে তথায় বাদিত্র সকল বাদিত

ভক্ষ দ্রব্যানিবাসাংসি ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা। ১৮৩ ॥
বন্দিভ্যো ভিক্ষুকেভ্যশ্চ সুবর্ণং বিপুলং দদৌ।
ভারাক্রান্তাশ্চ তে সর্ব্বে ন শক্তা গন্তু মেবচ। ১৮৪ ॥
ব্রাহ্মণান্ বন্ধুবর্গাংশ্চ ভিক্ষুকাংশ্চ বিশেষতঃ।
মিষ্টান্নং ভোজয়ামাস পরিপূর্ণ মনোহরং। ১৮৫।
দীয়তাং দীয়তাং পূর্ণং খাদ্যতাং খাদ্যতামিতি।
বভূব শব্দোঽত্যুচ্চৈশ্চ সন্ততং নন্দ গোকুলে। ১৮৬ ॥
রত্নানি পরিপূর্ণানি বাসাংসি ভূষণানিচ।
প্রবালানি সুবর্ণানি মণি সারাণি যানিচ। ১৮৭ ॥
চারুণি স্বর্ণ পাত্রাণি কৃতানি বিশ্বকর্ম্মণা।
দত্ত্বা গর্গায় বিনয়ং চকার ব্রজ পুঙ্গবঃ। ১৮৮ ॥
শিষ্যেভ্যঃ স্বর্ণ ভারাণি প্রদদৌ বিনয়ান্বিতঃ।
দ্বিজেভ্যোপ্যবশিষ্টেভ্যঃ পরিপূর্ণানি নারদ। ১৮৯ ॥

ও জনগণের মঙ্গলধ্বনি হইতে লাগিল এবং তিনি পুলকিতচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন স্বর্ণ ভূষণ বস্ত্র ও ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিতে লাগিলেন।১৮২। ১৮৩।

তখন স্তুতি পাঠক ও ভিক্ষুকগণকে তিনি এরূপ বিপুল সুবর্ণ দান করিলেন যে তাহারা তাহাতে ভারাক্রান্ত হইয়া কোন রূপেই গমন করিতে সমর্থ হইল না। ১৮৪।

বিশেষতঃ তৎকালে তিনি অসংখ্য ব্রাহ্মণ বন্ধুবর্গ ও ভিক্ষুকগণকে পরিপূর্ণরূপে মনোহর মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। ১৮৫।

সেই কালে নন্দ গোকুলে অবিরত উচ্চৈঃস্বরে কেবল প্রদান কর প্রদান কর ভোজন কর ভোজন কর এই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ১৮৬।

পরে ব্রজরাজ পরিপূর্ণ রত্নরাজি বহুবিধ বসন ভূষণ অসংখ্য প্রবাল স্বর্ণ ও মণিসার এবং বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত সুচারু স্বর্ণপাত্র সমূহ মহর্ষি

নারায়ণউবাচ।

গৃহীত্বা শ্রীহরিং গর্গো জগাম নিভৃতং মুদা।
তুষ্টাব পরয়াভক্ত্যা প্রণম্যচ তমীশ্বরং। ১৯০ ॥
সাশ্রুনেত্রঃ সপুলকো ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরঃ।
পুটাঞ্জলি যুতো ভূত্বা হরেশ্চরণ পঙ্কজে। ১৯১ ॥

গর্গ উবাচ।

হে কৃষ্ণ জগতাং নাথ ভক্তানাং ভয় ভঞ্জন।
প্রসন্নো ভব মামীশ দেহি দাস্যং পদাম্বুজে। ১৯২ ॥
ত্বং পিত্রা মে ধনং দত্তং তেন কিং মে প্রয়োজনং।
দেহিমে নিশ্চলাং ভক্তিং ভক্তানামভয় প্রদাং। ১৯৩ ॥
অণিমাদিষু সিদ্ধেষু যোগেষু মুক্তিষু প্রভো।

গর্গকে প্রদান করিয়া বিস্তর বিনয় করিলেন। তৎপরে তিনি বিনীতভাবে তাঁহার শিষ্যগণকে অসংখ্য স্বর্ণ ভার প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে পরিপূর্ণ ধন রত্ন বিতরণ করিলেন ॥ ১৮৭। ১৮৮ ॥ ১৮৯ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হে দেবঋষি! অতঃপর মহর্ষি গর্গ প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে সেই সর্ব্বেশ্বর দয়াময় শ্রীহরিকে নিভৃত স্থানে লইযাগিয়া পরম ভক্তিযোগে তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৯০ ॥

স্তুতিবাদ কালে গর্গ, ভক্তিযোগে সেই দয়াময় শ্রীহরির চরণপঙ্কজে নতকন্ধর হইলেন তখন তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং তাঁহার নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল ॥ ১৯১ ॥

এইরূপে তিনি সেই পরাৎপর দয়াময় শ্রীহরিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কৃষ্ণ হে ভক্তভয়ভঞ্জন জগৎপতে! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে প্রভো! আমাকে তোমার চরণ কমলে দাস্য প্রদান কর ॥ ১৯২ ॥

নাথ! তোমার পিতা আমাকে সমূহ ধন প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ভক্তগণের অভয় প্রদনিশ্চলা ভক্তি প্রদান কর ॥ ১৯৩ ॥

জ্ঞানতত্ত্বেহ তত্ত্বেবা কিঞ্চিন্নাস্তি স্পৃহা মম। ১৯৪॥
ইন্দ্রত্বে বা মনুত্বে বা স্বর্গ ভোগং ফলং চিরং।
নাস্তি মে মনসো বাঞ্ছা ত্বৎপাদ সেবনং বিনা। ১৯৫॥
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈক ত্বমীপ্সিতং।
নাহং গৃহ্লামি তে ব্রহ্মং স্বৎ পাদ সেবনং বিনা। ১৯৬॥
গোলোকে বাপি পাতালে বাসে তুল্যং মনোরথং।
কিন্তু তে চরণাম্ভোজে সন্ততং স্মৃতিরস্তুমে। ১৯৭॥
বেদাঙ্গং শঙ্করাৎ প্রাপ্য কতি জন্ম ফলোদয়াৎ।
সর্ব্বজ্ঞোহহং সর্ব্বদর্শী সর্ব্বত্র গতিরস্তি মে। ১৯৮।
কৃপাং কুরু কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো পদাম্বুজে।
রক্ষ মামভয়ং দত্বা মৃত্যুর্ম্মে কিং করিষ্যতি। ১৯৯॥

প্রভো! অণিমাদি সিদ্ধি যোগ মুক্তিজ্ঞান তত্ত্ব ও তত্ত্বজ্ঞান লাভে আমার কিঁছুমাত্র স্পৃহা নাই॥ ১৯৪॥

ইন্দ্রত্ব বা মনুত্বলাভ হইলে দীর্ঘকাল স্বর্গসুখ লাভ হয়। আমি সে সুখের অভিলাষী নহি। আমার মন তোমার চরণ সেবা ভিন্ন আর কিছুই বাঞ্ছা করে না॥ ১৯৫।

হে বিভো! সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য ও একত্বরূপ সারূপ্য এই অভীষ্ট মুক্তি চতুষ্টয়ও আমার বাঞ্ছনীয় নহে। আমি তোমার চরণসেবা ভিন্ন আর কিছুই চাহি না। ১৯৬।

হে নাথ! আমি গোলোকে থাকি বা পাতালে থাকি তাহাতে আমার মনোরথের কোন ব্যতিক্রম নাই কিন্তু সর্ব্বদা যেন তোমার চরণ সরোজে আমার স্মৃতি বিদ্যমান থাকে। ১৯৭।

কতিজন্মের ফলোদয়ে আমি ভগবান্ শঙ্করের নিকট বেদাঙ্গ জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বত্র গমনে সক্ষম হইয়াছি। ১৯৮।

হে কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো! তুমি কৃপা বিতরণে অভয় প্রদান করিয়া স্বীয় চরণ সরোজে স্থানদান পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা কর। তুমি রক্ষা কর্ত্তা

সর্ব্বেষামীশ্বরঃ শর্ব্ব স্ত্বং পাদাম্ভোজ সেবয়া।
মৃত্যুঞ্জয়োহন্তকারশ্চ বভূব যোগিনাং গুরুঃ। ২০০ ॥
ব্রহ্মা বিধাতা জগতাং ত্বৎ পদাম্ভোজ সেবয়া।
যস্যৈক দিবসে ব্রহ্মন্ পতন্তীন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ। ২০১ ॥
যৎ পাদ সেবয়া ধর্ম্মঃ সাক্ষীচ সর্ব্ব কর্ম্মণাং।
পাতাচ ফল দাতাচ জিত্বা কালং সুদুর্জ্জয়ং। ২০২ ॥
সহস্র বদনঃ শেষো যৎ পাদপদ্ম সেবয়া।
ধত্তে সিদ্ধার্থবদ্বিশ্বং শিরসাচৈব মেদিনীং। ২০৩ ॥
সর্ব্ব সম্পদ্বিধাত্রীচ যা দেবী যৎ পরাৎপরা।
করোতি সততং লক্ষ্মীঃ কেশৈ স্ত্বং পাদমার্জ্জনং।২০৪ ॥
প্রকৃতি বীজরূপ সা সর্ব্বেষাং শক্তি রূপিণী।
স্মারং স্মারং ত্বৎ পদাব্জং বভূব ত্বৎ পরাৎপরা। ২০৫ ॥

হইলে মৃত্যু আমাকে কি কখন আক্রমণ করিতে পারিবে ?। ১৯৯।

তোমার চরণ কমল সেবার গুণে ভগবান্ শঙ্কর মৃত্যুঞ্জয় নামে বিখ্যাত, সকলের সংহার কর্ত্তা ও যোগিগণের গুরু হইয়াছেন। ২০০।

তোমার পাদপদ্ম সেবার প্রভাবে ব্রহ্মা সমস্ত জগতের বিধাতা হইয়া এতদূর আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তাঁহার একদিনে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতন হইয়া থাকে। ২০১।

তোমার চরণ কমল সেবার গুণে ধর্ম্ম সকলকর্ম্মের সাক্ষী, সকলের রক্ষক ও সুদুর্জ্জয় কালজয় করিয়া সর্ব্বকর্ম্মের ফল দাতা হইয়াছেন। ২০২।

তোমার পাদপদ্ম সেবারগুণে অনন্তদেব সহস্রশীর্ষাঃ হইয়া শ্বেত সর্ষপের ন্যায় বিশ্বধারণে সক্ষম হওয়াতে স্বীয় মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। ২০৩।

কমলা কেশজালে তোমার চরণ যুগল মার্জ্জন করাতে তোমার প্রসাদে সেই পরাৎপরা দেবী প্রধানা হইয়া অনায়াসে নিখিল জীবের সর্ব্বসম্পৎ প্রদায়িনী হইয়া সর্ব্ব পূজ্যা হইয়াছেন। ২০৪।

পার্ব্বতী সর্ব্বদেবী সা সর্ব্বেষাং বুদ্ধি রূপিণী।
ত্বৎপাদ সেবয়া কান্তং ললাভ শিব মীশ্বরং। ২০৬॥
বিদ্যাধিষ্ঠাতৃ দেবী যা জ্ঞান মাতা সরস্বতী।
পূজ্যা বভূব সর্ব্বেষাং তৎপাদাম্ভোজ সেবয়া। ২০৭॥
সাবিত্রী বেদ মাতাচ পুনাতি ভুবন ত্রয়ং।
ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ গতি স্তৎ পাদ সেবয়া। ২০৮॥
ক্ষমা জগদ্বিধর্ত্তুঞ্চ রত্নগর্ভা বসুন্ধরা।
প্রসূতা সর্ব্ব শস্যানাং ত্বৎপাদপদ্ম সেবয়া। ২০৯॥
রাধা বামাংশ সম্ভূতা তবতুল্যাচ তেজসা।
স্থিত্বা বক্ষসি তে পাদং সেবতেঽন্যস্য কা কথা। ২১০॥
যথা সর্ব্বাদয়ো দেবাঃ দেব্যঃ পদ্মাদয়ো যথা।

প্রকৃতি দেবী বারংবার তোমার চরণ কমল স্মরণ করাতে সকলের বীজরূপা শক্তিরূপিণী ও তোমাতে আসক্ত চিত্তা হইয়াছেন। ২০৫।

পার্ব্বতীদেবী তোমার চরণ কমল সেবার গুণে দেবী প্রধানা ও সকলের বুদ্ধিরূপিণী হইয়া ভগবান্‌ মহেশ্বর আশুতোষকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২০৬।

সরস্বতী দেবী তোমার পাদপদ্ম সেবার গুণে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্ঞানমাতা ও সকলের পূজ্যা হইয়াছেন। ২০৭।

সাবিত্রী তোমার চরণ কমল সেবার গুণে ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণগণের গতি-রূপা ও বেদমাতা হইয়া ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছেন। ২০৮।

বসুন্ধরা তোমার পাদপদ্ম সেবার গুণে জগদ্বিধারণে সক্ষম ও রত্ন-গর্ভা হইয়াছেন এবং জীবগণের রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত শস্য প্রসব করিতেছেন। ২০৯।

আর অন্যের কথা কি বলিব, তোমার বামাঙ্গ সম্ভূতা তত্তুল্য তেজ-স্বিনী শ্রীমতী রাধিকা ত্বদীয় বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠিতা হইয়া তোমার পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন। ২১০।

তৎ সমং নাথ কুরুমামীশ্বরস্য সমা কৃপা। ২১১ ॥
ন যাস্যামি গৃহং নাথ ন গৃহ্ণামি ধনং তব।
কৃত্বা মাং রক্ষ পাদাব্জে সেবায়াং সেবকং রতং। ২১২ ॥
ইত্যুক্বাচ সাশ্রুনেত্রঃ পপাত চরণং হরেঃ।
রুরোদচ ভৃশং ভক্ত্যা পুলকাঙ্কিত বিগ্রহঃ। ২১৩ ॥
গর্গস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস ভক্ত বৎসলঃ।
উবাচ তং স্বয়ং কৃষ্ণো ময়ি তে ভক্তি রস্ত্বিতি। ২১৪ ॥
ইদং গর্গ কৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
দৃঢ়া ভক্তিং হরের্দাস্যং স্মৃতিঞ্চ লভতে ধ্রুবং। ২১৫ ॥
জন্ম মৃত্যু জরারোগ শোক মোহাতি শঙ্কটাৎ।
তীর্ণো ভবতি শ্রীকৃষ্ণ দাসঃ সেবন তৎপরঃ। ২১৬ ॥

হে বিভো! যেমন শিব প্রভৃতি দেবগণ তোমার কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন তদ্রূপ আমি তোমার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। তুমি ঈশ্বর সর্ব্বত্র তোমার সমান করুণা বিদ্যমান আছে। ২১১।

নাথ! আমার ধনে প্রয়োজন নাই, আমি গৃহে গমন করিব না। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার চরণ কমলের সেবক করিয়া রাখ। ২১২।

মহর্ষি গর্গ পরম ভক্তি যোগে পরমাত্মা কৃষ্ণের এইরূপ স্তুতিবাদ পূর্ব্বক পুলকাঞ্চিত কলেবর ও বাষ্পপূরিত লোচনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া বিস্তর রোদন করিলেন। ২১৩।

তখন সেই সর্ব্বভূতাত্মা ভক্তবৎসল সনাতন কৃষ্ণ মুনিবর গর্গের এই রূপ স্তুতিবাদ শ্রবণে হাস্য করিয়া তাঁহাকে আমার প্রতি তোমার ভক্তি হউক বলিয়া বর প্রদান করিলেন। ২১৪।

যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা কালে এই গর্গ কৃত স্তোত্র পাঠ করেন তিনি নিশ্চয় দৃঢ়া ভক্তি শ্রীহরির দাস্য ও হরিস্মৃতি লাভ করিতে সমর্থ হন। ২১৫।

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের দাস হইয়া তাঁহার চরণ সেবায় তৎপর থাকেন, তিনি জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক, মোহ ও অতি শঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন ॥ ২১৬ ॥

কৃষ্ণস্য ভবনং কালে কৃষ্ণ সার্দ্ধং প্রমোদতে।
কদাপি ন ভবেত্তস্য বিচ্ছেদো হরিণা সহ। ২১৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গর্গ কৃত স্তোত্রং।

নারায়ণ উবাচ।

হরিং মুনি স্তবং কৃত্বা নন্দায় তং দদৌ মুদা।
উবাচ তং গৃহং যামি কুর্ব্বাজ্ঞামিতি বল্লভ। ২১৮ ॥
অহো বিচিত্রং সংসারং মোহজালেন বেষ্টিতং।
সংমীলনঞ্চ বিরহো নরাণাং সিন্ধু ফেন বৎ। ২১৯ ॥
গর্গস্য বচনং শ্রুত্বা রুরোদ নন্দ এবচ।
সদ্বিচ্ছেদোহি সাধূনাং মরণাদতি রিচ্যতে। ২২০ ॥
সর্ব্ব শিষ্যৈঃ পরিবৃতং মুনীন্দ্রং গন্তু মুদ্যতং।
সর্ব্বে নন্দাদয়ো গোপা রুদন্তো গোপিকা স্তথা।
প্রণেমুঃ পরয়া প্রীত্যাচক্রু স্তং বিনয়ং মুনে। ২২১ ॥

আর কালে তিনি হরিমন্দিরে গমন করিয়া হরির সহিত পরমানন্দ সম্ভোগে সমর্থ হন কখন দয়াময় হরির সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সংঘটন হয় না॥ ২১৭ ॥

হে নারদ! মুনিবর গর্গ সেই বালকরূপী দয়াময় হরিকে এইরূপ স্তব করিয়া সানন্দে নন্দ নিকটে তাঁহাকে অর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রজেশ্বর! এক্ষণে তুমি অনুমতি কর। আমি নিজ গৃহে গমন করি॥ ২১৮ ॥

হে গোপরাজ! এই সংসার কি বিচিত্র, সর্ব্বদা মোহজালে ইহা বেষ্টিত রহিয়াছে। ইহলোকে নরগণের সম্মিলন ও বিরহ সিন্ধুফেনবৎ ক্ষণ স্থায়ী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ২১৯ ॥

ব্রজরাজ নন্দ মহর্ষি গর্গের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কারণ সাধুদিগের সহিত বিচ্ছেদ হওয়া মরণ অপেক্ষাও অতিশয় কষ্টকর হয়॥ ২২০ ॥

সেই কালে মুনীন্দ্র গর্গ শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে গমনোদ্যত হইলে

দত্ত্বাশিষং মুনি শ্রেষ্ঠো জগাম মথুরাং মুদা। ২২২ ॥
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব বন্ধুবর্গাশ্চ বল্লবাঃ।
সর্ব্বে জগ্মুর্ধনৈঃ পূর্ণাঃ স্বালয়ং হৃষ্ট মানসাঃ। ২২৩ ॥
প্রজগ্মুর্ব্বন্দিনঃ সর্ব্বে পরিপূর্ণ মনোরথাঃ।
মিষ্ট দ্রব্যাংশুকোৎকৃষ্ট তুরগ স্বর্ণ ভূষণৈঃ। ২২৪ ॥
আকণ্ঠ পূর্ণ ভক্ষাশ্চ ভিক্ষুকা গন্তু মক্ষমাঃ।
সর্ব্ব বস্তু ভরাদেব পরিশ্রান্তা মুদান্বিতাঃ। ২২৫ ॥
সুমন্দ গামিনঃ কেচিৎ কেচিদ্ভূমৌচ শেরতে।
কেচিদ্বর্ত্মনি তিষ্ঠন্তশ্চোত্তিষ্ঠন্তশ্চ কেচনঃ। ২২৬ ॥
কেচিৎ নৃত্যং প্রকুর্ব্বন্তো গায়ন্ত স্তত্র কেচনঃ।
কেচিদ্বহুবিধা গাথাঃ কথয়ন্তঃ পুরাতনাঃ। ২২৭ ॥

নন্দ প্রভৃতি গোপ ও গোপিক গণ রোদন করিতে করিতে পরম প্রীতি সহকারে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া বিস্তর বিনয় করিলেন ॥ ২২১ ॥

তৎপরে গর্গ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সানন্দে মথুরায় যাত্রা করিলেন এবং ঋষি ও মুনিগণ আর গোপরাজের আত্মীয় গোপগন সকলে ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া প্রীতমনে স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। ২২২। ২২৩ ॥

বন্দিগণ পূর্ণ মনোরথ হইয়া প্রভূত মিষ্ট দ্রব্য বসন ও উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং প্রচুর স্বর্ণ ভূষণ লইয়া যথাস্থানে গমন করিতে লাগিলেন। ২২৪।

আর তৎকালে ভিক্ষুক সকল আকণ্ঠ পূর্ণ উপাদেয় বস্তু ভোজন ও সর্ব্ব প্রকার দ্রব্য লাভ করাতে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইল বটে কিন্তু তাহারা নিতান্ত ভারাক্রান্ত হওয়াতে কোন রূপে গমন করিতে পারিল না। ২২৫।

ভিক্ষুকগণের মধ্যে কেহ কেহ অতি মন্দভাবে গমন, কেহ কেহ ভূমিতে শয়ন, কেহ কেহ পথিমধ্যে অবস্থান ও কেহ কেহ বা বিশ্রামানন্তর গাত্রো খান করিতে লাগিল। ২২৬ ॥

গমন কালে কেহ কেহ নৃত্য, কেহ কেহ গান ও কেহ কেহ বা বহুবিধ পুরাতন গাথা পাঠ করিতে লাগিল ॥ ২২৭ ॥

মরুত্ত শ্বেত সগর মান্ধাতৄণাঞ্চ ভূ ভৃতাং।
উত্তানপাদ নহুশ নলাদীনাঞ্চ যা কথা।
শ্রীরামাশ্বমেধস্যচ রন্তি দেবস্য কর্ম্মণাং। ২২৮॥
যেষাং যেষাং নৃপাণাঞ্চ শ্রুত্বা বৃদ্ধমুখাৎ কথাঃ।
কথয়ন্তশ্চ তাঃ কেচিৎ শ্রুতবন্তশ্চ কেচনঃ। ২২৯॥
স্থায়ং স্থায়ং গতাঃ কেচিৎ স্বাপং স্বাপঞ্চ কেচনঃ।
এবং সর্ব্বে প্রমুদিতাঃ প্রজগ্মুঃ স্বালয়ং ব্রজাৎ। ২৩০॥
হৃষ্টোনন্দো যশোদাচ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
তস্থৌ স্বমন্দিরে রম্যে কুবের ভবনোপমে। ২৩১॥
এবং প্রবর্দ্ধ তৌ রামৌ শুক্লচন্দ্র কলোপমৌ।
গবাং পুচ্ছঞ্চ ভিত্তিঞ্চ ধৃত্বাচোত্তস্থতুর্ম্মুদা। ২৩২॥

আর মরুত্ত, শ্বেত, সগর, মান্ধাতা, উত্তানপাদ, নহুশ ও পুণ্যশ্লোক নল প্রভৃতি রাজর্ষিগণের চরিত্র শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ এবং রন্তিদেবের কার্য্য সমুদায় বৃদ্ধগণের মুখে যেরূপ শ্রুত হইয়াছিল গমন কালে কতিপয় ভিক্ষুক যথাক্রমে তৎসমুদায় বর্ণন ও কতিপয় ভিক্ষুক তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল॥ ২২৮ ২২৯॥

কেহ কেহ পথি মধ্যে এক এক বার বিশ্রাম ও এক এক বার গমন করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা পথি মধ্যে এক এক বার শয়ন ও এক একবার গমন করিতে লাগিল। এইরূপে সকলে সানন্দমনে ব্রজধাম হইতে স্ব স্ব আলয়ে যাত্রা করিল॥ ২৩০॥

এদিকে নন্দ যশোদা পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া কুবের ভবনতুল্য স্বীয় সুরম্য গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২৩১॥

এইরূপে শুক্লপক্ষে যেমন চন্দ্রকলার বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ নন্দালয়ে সেই, রাম কৃষ্ণ উভয়ে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা কখন গোপুচ্ছ ধারণ ও কখন বা ভিত্তি ধারণ পূর্ব্বক সানন্দে দণ্ডায়মান হইতে আরম্ভ করিলেন॥ ২৩২॥

সর্ব্বাঙ্গং বা তদর্দ্ধংবা ক্ষমৌ বক্তুং দিনে দিনে।
পিত্রোর্হর্ষঞ্চ বর্দ্ধন্তৌ গচ্ছন্তৌ প্রাঙ্গনে মুনে। ২৩৩॥
বালোদ্বিপাদং পাদম্বা গন্তুং শক্তো বভূবহ।
গন্তুং শক্তোহি জানুভ্যাং প্রাঙ্গনে বা গৃহে হরিঃ। ২৩৪॥
বর্ষাধিকোহি বয়সা কৃষ্ণাৎ সঙ্কর্ষণঃ স্বয়ং।
তয়োর্ম্মুদং বর্দ্ধয়ন্তৌ জানুভ্যাং তৌ দিনে দিনে। ২৩৫॥
ব্রজন্তৌ গোকুলে বালৌ প্রহৃষ্ট গমনোক্ষমৌ।
স্ফুটবাক্য মুক্তবন্তৌ মায়া বিগ্রহ বালকৌ। ২৩৬॥
গর্গো জগাম মথুরাং বসুদেবাশ্রমং মুনে।
স তং ননাম ভক্ত্যাচ পপ্রচ্ছ কুশলং তয়োঃ। ২৩৭॥
মুনি স্তং কথয়ামাস কুশলং সুমহোৎসবং।
আনন্দাশ্রু নিমগ্নাশ্চ শ্রুত মাত্রাদ্বভূবহ। ২৩৮॥

দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহারা প্রাঙ্গনে বিচরণ পূর্ব্বক অর্দ্ধ বিনির্গত বা সম্পূর্ণ নির্গত বাক্য উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলে নন্দ যশোদার আর আনন্দের সীমা রহিল না॥ ২৩৩॥

দয়াময় হরি ক্রমে ক্রমে প্রাঙ্গনে কখন জানুযুগলে বিচরণ এবং কখন বা একপাদ ও কখন বা দ্বিপাদ গমন করিতে শিখিলেন। সেই কৃষ্ণ অপেক্ষা বলদেবের বয়ঃক্রম একবর্ষ অধিক। তাঁহারও ঐ রূপ গতি লক্ষিত হইতে লাগিল এই ভাবে মায়াক্রমে বালকরূপী সেই রামকৃষ্ণ উভয়ে দিনে দিনে শ্রীগোকুলে কখন জানুযুগলে গমন, কখন প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে বিচরণ ও কখন বা স্ফুটবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নন্দ যশোদার আনন্দের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ২৩৪ ২৩৫।২৩৬॥

এদিকে মহর্ষি গর্গ মথুরায় বসুদেবাশ্রমে উপনীত হইলে বসুদেব ভক্তি ভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট রামকৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২৩৭॥

তখন মুনিবর গর্গ নন্দালয়ে যেরূপ মহোৎসব দর্শন করিয়াছিলেন

দৈবকী পরম প্রীত্যা পপ্রচ্ছচ পুনঃ পুনঃ।
আনন্দাশ্রু নিমগ্না সা রুরোদচ মুহুর্মুহুঃ। ২৩৯॥
গর্গস্তাবাশিষং কৃত্বা জগাম স্বালয়ং মুদা।
স্বগৃহে তস্থতুস্তৌচ কুবের ভবনোপমে। ২৪০॥
যত্র কল্পে যথাচেয়ং তত্র ত্বমুপ বর্হণঃ।
পঞ্চাশৎ কামিনীনাঞ্চ পতি গন্ধর্ব্ব পুঙ্গবঃ। ২৪১॥
তাসাং প্রাণাধিকস্ত্বঞ্চ শৃঙ্গার নিপুণো যুবা।
ততোঽভূ র্ব্রহ্মণঃ শাপাৎ দাসী পুত্রো দ্বিজস্যচ। ২৪২॥
ততোঽধুনা ব্রহ্ম পুত্রো বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনাৎ।
সর্ব্বদর্শীচ সর্ব্বজ্ঞঃ স্মারকো হরি সেবয়া। ২৪৩॥

সেই কুশল সংবাদ কীর্ত্তন করিলেন। শ্রুতমাত্রে বসুদেবের নয়ন যুগলে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল এবং দেবকীও পরম প্রীতি সহকারে বারংবার রামকৃষ্ণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত আনন্দে নিমগ্না হইয়া মুহুর্মুহু রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩৮ ॥ ২৩৯ ॥

তৎপরে মহর্ষি গর্গ সেই বসুদেব দেবকী আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সানন্দে স্বধামে গমন করিলেন। এদিকে তাঁহারাও উভয়ে কুবের ভবনতুল্য স্বীয় গৃহে অবস্থিত হইলেন ॥ ২৪০ ॥

হে নারদ! যে কল্পে আমি ভগবান দয়াময় হরির নিকট বরপ্রার্থী হইয়াছিলাম, সেই কল্পে তুমি পঞ্চাশৎ কামিনীর পতি উপবর্হণ নামক গন্ধর্ব্ব প্রধান ছিলে। তৎকালে তুমি শৃঙ্গার নিপুন যুবা পুরুষ থাকাতে সেই কামিনীগন তোমাকে প্রাণাধিক জ্ঞান করিত, অতঃপর ব্রহ্মশাপে দ্বিজের দাসীপুত্র রূপে তোমাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। তৎপরে তুমি বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজনের ফলে ব্রহ্মার মানস পুত্র-রূপে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক হরিসেবার গুণে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হইয়াছ এবং ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান সমস্ত বিষয় তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতেছে। ২৪১। ২৪২। ২৪৩।

কথিতং কৃষ্ণ চরিতং নামান্নপ্রাশনান্বিতং।
জন্ম মৃত্যু জরানিঘ্ন পরমং কথয়ামি তে। ২৪৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণান্নপ্রাশনং নামকরণ প্রস্তাব-স্ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

এই আমি তোমার নিকট পরাৎপর দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ ও অন্নপ্রাশনরূপ বিবরণ বর্ণন করিলাম। এক্ষণে জন্ম মৃত্যু জরা নাশক তদীয় অন্যলীলা কীর্ত্তন করিতেছি। তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ২৪৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণান্নপ্রাশনং নামকরণ প্রস্তাব ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

একদা নন্দপত্নী সা স্নানার্থং যমুনাং যযৌ।
গব্যং পূর্ণং গৃহং দৃষ্ট্বা জহাস মধুসূদনঃ। ১ ॥
দধি দুগ্ধাজ্য তক্রঞ্চ নবনীতং মনোরমং।
গৃহস্থিতঞ্চ যৎকিঞ্চিচ্চখাদ মধুসূদনঃ। ২ ॥
মধু হৈয়ঙ্গবীনং যৎ স্বস্তিকং শকট স্থিতং।
ভুক্ত্বা পীতাংশুকৈর্ব্বক্ত্রং সংস্কারং কর্ত্তু মুদ্যতং।
দদর্শ বালকং গোপী স্নাত্বাগত্য সুমন্দিরং। ৩ ॥
গব্য শূন্যং ভগ্ন ভাণ্ডং মধ্বাদি রিক্ত ভাজনং। ৪ ॥
দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ বালাশ্চ অহোকর্ম্মেদমদ্ভুতং।
যূয়ং বদন্তু সত্যঞ্চ হৃতং কেন সুদারুণং। ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! একদা নন্দ গেহিনী যশোদা যমুনায় স্নানার্থ গমন করিলে মধুসূদন দয়াময় হরি মনোহর দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তক্র ও নবনীত প্রভৃতি গৃহ পরিপূর্ণ দেখিয়া সহাস্য বদনে সেই গৃহস্থিত যৎকিঞ্চিৎ গব্যভোজন করিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥

তৎপরে গৃহমধ্যগত শকটে যে মধু স্বস্তিক ও সদ্যোজাত ঘৃত সজ্জিত ছিল তাহা ভোজন করিয়া দয়াময় হরি পীতবসনে মুখসংস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে যশোদা স্নানান্তে স্বীয় ভবনে আগমন করিলেন। গৃহে উপনীতা হইবামাত্র সেই বালক রূপী কৃষ্ণ তাঁহার নয়ন গোচর হইল ॥ ৩ ॥

তৎপরে তিনি গৃহ গব্য শূন্য মধুপাত্র মধু শূন্য ও দধিভাণ্ডাদি ভগ্ন দেখিয়া তত্রত্য গোপ বালকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বালকগণ! এই অদ্ভুত কার্য্য কে করিয়াছে? কে এই সমস্ত বস্তু হরণ করিয়া দারুণ অপকার করিয়াছে তোমরা সত্যরূপে তাহা বর্ণন কর ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

যশোদা বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বেতূ্যচুশ্চ বালকাঃ।
চখাদ সত্যং বালস্তে নাস্মভ্যং দত্ত মেবচ। ৬ ॥
বালানাং বচনং শ্রুত্বা চুকোপ নন্দ গেহিনী।
বেত্রং গৃহীত্বা দুদ্রাব রক্ত পঙ্কজ লোচনা। ৭ ॥
পলায়মানং গোবিন্দং গৃহীতুং ন শশাক সা।
ধ্যানাসাধ্যং শিবাদীনাং দুরাপ মপি যোগিনাং। ৮ ॥
যশোদা ভ্রমণং কৃত্বা বিশ্রান্তা ঘর্ম্ম সংযুতা।
তস্থৌ কোপবতী সাচ শুষ্ক কণ্ঠৌষ্ঠতালুকা। ৯ ॥
বিশ্রান্তাং মাতরং দৃষ্ট্বা কৃপালুঃ পুরুষোত্তমঃ।
সং তস্থৌ পুরতো মাতুঃ সস্মিতো জগদীশ্বরঃ। ১০ ॥
করে ধৃত্বাচ তং গোপী সমানীয় স্বমালয়ং।
বদ্ধ্বা বস্ত্রেণ বৃক্ষেচ তাড় মধুসূদনং। ১১ ॥

সমস্ত গোপ বালক যশোদার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এক বাক্যে কহিল, আমরা নিশ্চয় বলিতেছি তোমার এই শিশু সন্তান কৃষ্ণ ভোজন করিয়াছে, আমাদিগকে প্রদান করে নাই ॥ ৬ ॥

নন্দ গেহিনী যশোদা বালকগণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কোপপূর্ণ হইয়া রক্তপঙ্কজ লোচনে বেত্রহস্তে ধাবমানা হইলেন ॥ ৭ ॥

তদ্দর্শনে সেই যোগিগণের দুষ্প্রাপ্য শিবাদির ধ্যানের অসাধ্য বাল-করূপী কৃষ্ণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। যশোদা কোন রূপে তাঁহাকে ধারণ করিতে পারিলেন না। ৮ ॥

তৎপরে যশোদা বহুভ্রমণে পরিশ্রান্তা ও ঘর্ম্মাক্তকলেবরা হইয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে উপবিষ্টা হইলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল ॥ ৯ ॥

ঐ সময়ে জননীকে পরিশ্রান্তা দেখিয়া সেই পুরুষোত্তম জগদীশ্বর দয়াময় কৃষ্ণের দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি সহাস্যবদনে জননীর পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। ১০ ॥

বদ্ধ্বা কৃষ্ণং যশোদা সা জগাম স্বালয়ং প্রতি।
হরি স্তস্থৌ বৃক্ষ মূলে জগতাং পতিরীশ্বরঃ। ১২॥
শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শ মাত্রেণ সহসা তত্র নারদ।
পপাত বৃক্ষঃ শৈলাভঃ শব্দং কৃত্বা সুদারুণং। ১৩॥
সুবেশঃ পুরুষো দিব্য বৃক্ষাদাবির্ব্বভূবহ।
দিব্যং স্যন্দন মারুহ্য জগাম স্বালয়ং সুরঃ। ১৪॥
প্রণম্য জগতীনাথ শাত কুম্ভ পরিচ্ছদঃ।
কিশোরঃ সস্মিতো গৌরো রত্নালঙ্কার ভূষিতঃ। ১৫॥
সাবৃক্ষ পতনং দৃষ্ট্বা ভয় ত্রস্তা ব্রজেশ্বরী।
ক্রোড়েচকার বালং তং রুদন্তং শ্যামসুন্দরং। ১৬॥
আজগ্মু র্গোকুলস্থাশ্চ গোপা গোপ্যশ্চতদ্গৃহং।

তৎকালে গোপী যশোদা সেই মধুসূদনের কর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় ভবনে সমানীত করিলেন। পরে বস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে বৃক্ষে বন্ধন করিয়া তাড়ন করিলেন॥ ১১॥

যশোদা এইরূপে কৃষ্ণকে বন্ধন করিয়া গৃহমধ্যে গমন করিলে সেই জগৎপাতা জগদীশ্বর পরাৎপর দয়াময় হরি বৃক্ষমূলে সেই ভাবে অবস্থিত রহিলেন " কি লীলার অদ্ভুত ব্যাপার! যাঁহাকে একবার চিন্তা করিলে ভববন্ধন পর্য্যন্ত দূরীভূত হয়, তিনি স্বয়ং আজি যশোদার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সামান্য বালকের ন্যায় রহিলেন ' ॥ ১২॥

তখন পরমাত্মা দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শমাত্রে সেই শৈলাভ বৃক্ষ সহসা সুদারুণ শব্দ সহকারে নিপতিত হইল॥ ১৩॥

বৃক্ষের পতন মাত্র এক গৌরবর্ণ সুবর্ণ পরিচ্ছদ ধারী রত্নালঙ্কার বিভূষিত কিশোর দিব্য পুরুষ সেই বৃক্ষ হইতে আবির্ভূত হইয়া জগৎপতি কৃষ্ণকে প্রণাম পূর্ব্বক দিব্য রথারোহণে স্বধামে গমন করিলেন॥১৪॥১৫॥

এদিকে বৃক্ষপতন দর্শনে যশোদা ভয়ত্রস্তা হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক রোরুদ্যমান শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন॥ ১৬॥

যশোদাং ভৎর্সয়ামাস শান্তিং চক্রুঃ শিশুং তদা। ১৭ ॥
আশিষং যুযুজু র্ব্বিপ্রা বন্দিভ্যশ্চ ধনং দদৌ।
দ্বিজেন কারয়ামাস নাম সঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ। ১৮ ॥
সুমতি র্নাস্তি তে সত্যং জ্ঞাতং নন্দ ব্রজেশ্বরি।
অত্যন্ত স্থবিরে কালে তনয়োঽয়ং বভূবহ। ১৯ ॥
ধনং ধান্যঞ্চ রত্নং বা তৎ সর্ব্বং পুত্র হেতুকং।
ন ভক্ষিতং যৎ পুত্রেণ তদ্দ্রব্যং নিষ্ফলং ভবেৎ। ২০ ॥
পুত্রং বদ্ধ্বা গব্য হেতো বৃক্ষ মূলেচ নিষ্ঠুরে।
গৃহ কর্ম্মণি সুব্যগ্রা দৈবাৎ বৃক্ষঃ পপাতহ। ২১ ॥
বৃক্ষস্য পতনাদ্গোপী ভাগ্যাদ্বালোঽপি জীবিতঃ।
প্রণষ্টে বালকে মূঢ়ে বস্তুনাং কিং প্রয়োজনং। ২২ ॥
ইত্যুক্ত্বা তাং জনাঃ সর্ব্বে প্রযযু র্নিজ মন্দিরং।
উবাচ পত্নীং নন্দশ্চ রক্ত পঙ্কজ লোচনঃ। ২৩ ॥

ঐ সময়ে শ্রীগোকুল বাসী গোপ গোপীগণ তথায় আগমন করিলেন তখন ব্রজরাজ যশোদাকে ভৎর্সনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কৃষ্ণের শান্তি কার্য্যে নিযুক্ত করিলে বিপ্রগণ শান্তি সম্পাদন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে গোপরাজ নন্দ বন্দিগণকে ধন প্রদান করিয়া পুত্রের মঙ্গলার্থ ব্রাহ্মণ দ্বারা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করাইলেন। ১৭। ১৮।

অতঃপর সমাগত গোপ গোপীগণ নন্দ গেহিনী যশোদাকে এইরূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন, নির্দ্দয়ে! তোমার যে সুবুদ্ধি নাই তাহা আমরা পরিজ্ঞাত হইয়াছি। তোমাদিগের অত্যন্ত স্থবির কালে এই পুত্রটি সঞ্জাত হইয়াছে, লোকে পুত্রের জন্যই ধন ধান্য রত্ন সমস্তই সঞ্চয় করিয়া রাখে, পুত্র যেবস্তু ভোগ না করে তাহা নিষ্ফল হয়। মূঢ়ে! তুমি সামান্য গব্য দধি দুগ্ধাদির জন্য পুত্রকে বৃক্ষে বন্ধন করিয়া গৃহ কার্য্যে ব্যস্তা হইয়াছিলে ইত্যবসরে দৈবক্রমে বৃক্ষ পতিত হইয়াছে এই বৃক্ষের পতনে তোমার ভাগ্যবশে তোমার কৃষ্ণের প্রাণবিয়োগ হয় নাই।

নন্দ উবাচ।

যাস্যামি তীর্থ মদ্যৈক কণ্ঠেকৃত্বা তু বালকং।
অথবা ত্বং গৃহাদ্গচ্ছ ত্বয়া মে কিং প্রয়োজনং। ২৪ ॥
শত কূপাধিকং বাপী শত বাপী সমং সরঃ।
সরঃ শতাধিকো যজ্ঞঃ পুত্রো যজ্ঞ শতাধিকঃ। ২৫ ॥
তপোদানোদ্ভবং পুণ্যং জন্মান্তর সুখপ্রদং।
সুখপ্রদোঽপিসৎ পুত্র ইহৈবচ পরত্রচ। ২৬ ॥
সর্ব্বেষাঞ্চ প্রিয়াপত্নী বাসনা বন্ধু শৃঙ্খলা।
মায়া মূর্ত্তিময়ী সাক্ষাৎ স্নেহ মোহ করান্তকা। ২৭ ॥
ততোধিক প্রিয়ঃ পুত্র প্রাণেভ্যোঽপি সুনিশ্চিতং।
পুত্রাদপি পরো বন্ধু র্নভূতো ন ভবিষ্যতি। ২৮ ॥

কৃষ্ণ বিনষ্ট হইলে তোমার দ্রব্য সকল কি প্রয়োজন হইত। এই বলিয়া তাঁহারা সকলে স্বধামে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর গোপরাজ নন্দ ক্রোধে রক্ত পঙ্কজ লোচন হইয়া যশোদাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অদ্যই আমি এই শিশু পুত্র কৃষ্ণকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া তীর্থযাত্রা করিব। অথবা তুমি গৃহ হইতে গমন কর। তোমাতে আমার প্রয়োজন কি? । ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

বিবেচনা করিয়া দেখ, শতকূপ অপেক্ষা এক বাপী, শত বাপী অপেক্ষা এক সরোবর, শত সরোবর অপেক্ষা এক যজ্ঞ ও শত যজ্ঞ অপেক্ষা এক পুত্র শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হইয়া থাকে। ২৫।

তপস্যা ও দানে যে পুণ্য জন্মে তৎফলে জন্মান্তরে সুখ লাভ হয় কিন্তু সৎ পুত্র উভয় লোকেই সুখপ্রদ হইয়া থাকে। ২৬ ॥

পত্নী বন্ধু শৃঙ্খলা বাসনা স্বরূপা সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী মায়া স্নেহ মোহ কারিণী ও অন্তকরূপা। সেই পত্নী সকলের প্রিয়া বলিয়া গণ্যা হয় কিন্তু পুত্র সেই পত্নী অপেক্ষা প্রিয় ও প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। পুত্রের তুল্য পরম বন্ধু আর কেহ হয় নাই হইবে না। ২৭। ২৮।

এব মুক্তা স্বভার্য্যঞ্চ তস্থৌ নন্দঃ স্ব মন্দিরে।
যশোদা রোহিণী চৈব নিযুক্তা গৃহ কর্ম্মণি। ২৯ ॥

নারদ উবাচ।

সুবেশঃ পুরুষঃ কো বা বৃক্ষ রূপীচ গোকুলে।
ভগবান্ হেতুনা কেন বৃক্ষত্বং সমবাপহ। ৩০ ॥

নারায়ণ উবাচ।

কুবের তনয়ঃ শ্রীমান্নাম্নাচ নলকূবরঃ।
জগাম নন্দন বনং ক্রীড়ার্থং সহ রম্ভয়া। ৩১ ॥
নির্জ্জনে সরসস্তীরে পুষ্পোদ্যানে মনোহরে।
বট বৃক্ষ সমীপেচ সৌরভে পুষ্প বায়ুনা। ৩২ ॥
বিধায় পুষ্পশয়নং রত্ন দীপৈশ্চ দীপিতঃ।
চন্দনং গুরুকস্তুরী কুঙ্কুমদ্রব চর্চ্চিতং।
পরিতঃ পুষ্পা মালৈশ্চ ক্ষৌম বস্ত্রৈশ্চ বেষ্টিতং। ৩৩ ॥

ব্রজরাজ নন্দ স্বীয় ভার্য্যা যশোদাকে এইরূপ কহিয়া নিজ ভবনে অবস্থিত হইলেন। এবং রোহিণী ও যশোদাও গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ২৯।

নারদ কহিলেন, প্রভো! যে সুবেশসম্পন্ন পুরুষ বৃক্ষ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি কে? কিজন্য সেই মহাত্মা শ্রীগোকুলে বৃক্ষরূপী হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৩০।

নারায়ণ কহিলেন, হে দেবর্ষে! পূর্ব্বে নল কূবর নামক রূপবান্ কুবের পুত্র, বিদ্যাধরী রম্ভার সহিত বিহারার্থ মনোরম নন্দনবনে গমন করিয়াছিলেন। ৩১।

সেই কুবের তনয় ক্রমে সেই নন্দনকানন মধ্যগত সরোবর তীরে বট বৃক্ষ সমীপে নির্জ্জন মনোহর পুষ্পোদ্যানে উপনীত হইলেন। তৎকালে সেই রম্য প্রদেশ কুসুমামোদি বায়ুর মন্দ মন্দ সঞ্চারে সৌরভময় হইয়া উঠিল ॥ ৩২ ॥

তত্র রম্ভাং সমানীয় বিজহার যথেচ্ছয়া।
শৃঙ্গারাষ্ট প্রকারঞ্চ বিপরীতাদিকং সুখং। ৩৪॥
চুম্বনং ষট্ প্রকারঞ্চ যথা স্থানং নিরূপিতং।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোগ ত্রিবিধা শ্লেষণং মুদা। ৩৫॥
নখ দন্ত করপীড়াং চকার রসিকেশ্বরঃ।
জলাৎ স্থলাচ্চ তোয়াচ্চ কাম শাস্ত্র বিশারদঃ। ৩৬॥
রতিভোগং প্রকুর্ব্বন্তং দদর্শ দেবলো মুনিঃ।
লগ্নাং রম্ভাং মুক্তকেশীং পীন শ্রোণি পয়োধরাং। ৩৭॥
নখদন্ত ক্ষতাঙ্গীঞ্চ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহাং।
পশ্যন্তীং প্রাণনাথঞ্চ পশ্যন্তী সস্মিতং মুদা। ৩৮॥

নলকূবর রত্নদীপে সমুজ্জ্বল হইয়া তথায় পুষ্পশয্যা প্রস্তুত করিলেন। ঐ শয়নীয় তৎ কর্ত্তৃক অগুরুচন্দন কস্তুরী ও কুঙ্কুমদ্রবে চর্চ্চিত হইল এবং পুষ্পমাল্য ও ক্ষৌমবসনে উহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত হইল॥ ৩৩॥

কুবের কুমার সেই স্থানে রম্ভাকে আনয়ন পূর্ব্বক পরম সুখে তাহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইয়া যথাক্রমে বিপরীতাদি অষ্ট প্রকার শৃঙ্গার করিলেন॥ ৩৪॥

ক্রমে ক্রমে যথাস্থান নিরূপিত ষট্ প্রকার চুম্বন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোগ ক্রমে ত্রিবিধ আলিঙ্গন তৎকর্ত্তৃক পরম কৌতুকে সম্পাদিত হইল॥ ৩৫॥

কামশাস্ত্র বিশারদ রসিকেশ্বর নল কূবর নখাঘাত দন্তাঘাত ও করাঘাত পূর্ব্বক কখন জল হইতে স্থলে ও কখন বা স্থল হইতে জলে সেই রম্ভার সহিত সুখে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ৩৬॥

এইরূপে নলকূবর রতিক্রীড়ায় আসক্ত রহিয়াছেন এমন সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি দেবল তথায় সমাগত হইলেন। সুতরাং ঐ সমস্ত ব্যাপার তাঁহার নয়ন গোচর হইল। তিনি দেখিলেন নলকূবর রতি ভোগে আসক্ত রহিয়াছেন এবং পীন শ্রোণি পয়োধরা রম্ভা নগ্না ও মুক্তকেশী হইয়া অবস্থান করিতেছে॥ ৩৭॥

বক্র ভ্রূভঙ্গ সংযুক্তাং দদর্শ তাঞ্চ কামুকীং।
রত্ন কুণ্ডল যুগ্মেন গণ্ডস্থল বিরাজিতং। ৩৯ ॥
রত্ন কেয়ূর বলয় রত্ন নূপুর ভূষিতাং। ৪০ ॥
বিচিত্র রত্ন মাল্যৈশ্চ পুষ্প মাল্যৈশ্চ ভূষিতাং।
কিঙ্কিণীজাল সংযুক্তাং সিন্দূর বিন্দু শোভিতাং। ৪১ ॥
তয়া যুক্তং পুলকিতং নোত্তিষ্ঠন্তং স্মরাতুরাং।
বৃক্ষত্বং যাহি পাপিষ্ঠেত্যুবাচ মুনি পুঙ্গবঃ। ৪২ ॥
শশাপ রম্ভাং কামার্ত্তাং মানুষী ত্বং ভবেতিচ।
জন্মেজয়স্য সুভোগ্যা ভবিতা কামিনীতি সা। ৪৩ ॥
ত্বমেব গোকুলং গচ্ছ বৃক্ষরূপী ভবেতিচ।
শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শ মাত্রেণ পুনরাযাস্যসি গৃহং।
রম্ভে ত্বমিন্দ্র সংভোগাৎ পুনরা যাস্যসি ব্রজং। ৪৪ ॥

তৎকালে রম্ভার অঙ্গ সমুদায় নখ দন্তের আঘাতে বিক্ষত ও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইযাছে, আর সে সতৃষ্ণ নয়নে প্রাণনাথ নলকূবরের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে এবং নলকূবরও সহাস্য বদনে সানন্দে প্রিয়াকে দর্শন করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

তখন সেই কামুকী রম্ভা বক্রভ্রূভঙ্গি বিস্তার পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। আর রত্ন কুণ্ডল যুগলের জ্যোতিতে তদীয় গণ্ডস্থলের অপূর্ব্ব প্রতিভা প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৩৯ ॥

তৎকালে সেই রম্ভা রত্নকেয়ূর, রত্নবলয়, রত্ননূপুর, বিচিত্র রত্ন মাল্যে পরিশোভিতা কিঙ্কিণীজাল বিমণ্ডিতা ও সিন্দূর বিন্দু ভূষিতা হইয়া গলদেশে পুষ্পমাল্য শোভিত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ৪০। ৪১ ॥

নলকূবর কামার্ত্ত হইয়া ঐ রূপে অবস্থিতা রম্ভার সহিত রতিক্রীড়ায় আসক্ত থাকাতে মুনিবর দেবলকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন না। তাহাতে সেই দেবলমুনি কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন পাপিষ্ঠ! এক্ষণে তুই শ্রীগোকুলে বৃক্ষরূপী হইয়া অব-

ইত্যেব মুক্ত্বা স মুনির্জ্জগাম নিজ মন্দিরং।
কুবের তনয়ঃ শ্রীমান্ জগাম নিজ মন্দিরং। ৪৫ ॥
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র রম্ভাখ্যানং বদামি তে। ৪৬ ॥
সুচন্দ্রস্য গৃহে রম্ভা ললাভ জন্ম ভারতে।
কন্যা লক্ষ্মী স্বরূপাচ বভূব সুন্দরী বরা। ৪৭ ॥
তাঞ্চ সালঙ্কৃতাং কৃত্বা সুচন্দ্রো নৃপতিশ্বরঃ।
নানা যৌতুক সংযুক্তাং দদৌ জন্মে জয়ায়চ। ৪৮ ॥
জন্মে জয়স্য শুভগা বভূব মহিষীশ্বরী।
স্থানে স্থানে নির্জ্জনেচ রাজা রেমে তয়া সহ। ৪৯ ॥

স্থান কর্ কালে শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে তোর মুক্তি লাভ হইবে। মহর্ষি দেবল নলকূবরকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া কামার্ত্তা রম্ভাকেও এই অভিশাপ দিলেন নির্লজ্জে! এক্ষণে তুমি মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর। মানুষী হইয়া তুমি মহারাজ জনমেজয়ের ভোগ্যা কামিনী হইবে পরে শাপ মোচনের পর তুমি ইন্দ্র ভোগ্যা হইয়া স্বর্গে পুনরাগমন করিতে পারিবে ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

মুনিবর দেবল এই বলিয়া স্বধামে গমন করিলে পরম সুন্দর কুবের পুত্রও নিজ ভবনে গমন করিলেন, হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। এক্ষণে রম্ভার উপাখ্যান কহিতেছি। তুমি অবিহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষি দেবলের অভিশাপের পর রম্ভা সুচন্দ্র নামক নরপতির লক্ষ্মী-সমা পরম রূপবতী কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

ক্রমে কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইলে রাজেন্দ্র সুচন্দ্র সেই কন্যা সালঙ্কৃতা করিয়া নানা যৌতুকের সহিত মহারাজ জনমেজয়কে সংপ্রদান করিলেন ॥ ৪৮ ॥

এইরূপে সেই কামিনী রাজা জনমেজয়ের সুভগা মহিষী হইলে তিনি স্থানে স্থানে নির্জ্জনে তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

একদা নৃপতি শ্রেষ্ঠোপ্যশ্বমেধেন দীক্ষিতঃ।
অশ্ব সংগোপনং কৃত্বা তস্থৌ শক্রশ্চ মন্দিরে। ৫০ ॥
যজ্ঞাশ্বং রুচিরং শ্রুত্বা কৌতুকে নবপুষ্টয়া।
দ্রষ্টুং জগাম সা সাধ্বী চাশ্বমেকাকিনী মুদা। ৫১ ॥
শক্রোঽশ্বান্নির্গতো ভূত্বা ধর্ষয়ামাস তাং সতীং।
তয়ানিবার্য্যমানশ্চ রেমে তত্র তয়া সহ। ৫২ ॥
মূর্চ্ছা মবাপ শক্রশ্চ বুবুধেন দিবানিশং।
সাচ সম্ভোগ মাত্রেণ দেহং তত্যাজ যোগতঃ। ৫৩ ॥
নৃপশ্চ লজ্জয়া ভীত্যা শক্রঃ স্বর্গং জগামহ।
রাজা শ্রুত্বা মৃতাং দৃষ্টা বিললাপ ভৃশং মুহুঃ। ৫৪ ॥
যজ্ঞং সমাপ্য বিপ্রেভ্যো দদৌ পূর্ণাঞ্চ দক্ষিণাং।
রম্ভাচ মানবং দেহং ত্যক্ত্বা স্বর্গং জগামহ। ৫৫ ॥

একদা সেই নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে। দেবরাজ গৃহমধ্যে সেই অশ্ব গোপন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। ৫০।

সাধ্বী রাজবনিতা মনোহর যজ্ঞাশ্বের কথা শ্রবণে সেই অশ্ব দর্শনার্থ পর মানন্দে একাকিনী গমন করিলেন ॥ ৫১ ॥

ক্রমে সেই রাজমহিষী অশ্বের নিকট বর্ত্তিনী হইলে দেবরাজ সেই অশ্ব হইতে বিনির্গত হইয়া তাঁহাকে ধর্ষণ করিলেন। তখন সতী রাজ পত্নী বিস্তর নিবারণ করিলেও দেবেন্দ্র তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫২ ॥

বিহার কালে দেবরাজ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহার দিবা-রাত্রি কিছুই উদ্বোধমাত্র থাকিল না। ঐ সময়ে সম্ভোগ কালে সেই রাজ বনিতা যোগবলে দেহত্যাগ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

ঐ সময়ে দেবরাজ সুরপুরে প্রস্থান করিলেন। পরে নরপতি জনমে-জয়ও ঐ ব্যাপার শ্রবণ ও প্রিয়ার মৃত্যু দর্শন পূর্ব্বক লজ্জাভয়ে জড়ীভূত হইয়া বারংবার বিস্তর বিলাপ করিলেন ॥ ৫৪ ॥

ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং বৃক্ষার্জ্জুন বিভঞ্জনং।
নলকুবর মোক্ষঞ্চ রম্ভায়াশ্চ মহামুনে। ৫৬॥
পুণ্যদং কৃষ্ণ চরিতং জন্ম মৃত্যু জরাপহং।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্ব মপরং কথয়ামি তে। ৫৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বৃক্ষার্জ্জুন ভঞ্জনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

তৎপরে নরপতি যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণকে পূর্ণ দক্ষিণা প্রদান করিলেন। এদিকে রম্ভাও মানব দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গগামিনী হইলেন॥ ৫৫॥

এই তোমার নিকট অর্জ্জুনবৃক্ষ ভঞ্জন এবং নলকূবর ও রম্ভার মুক্তির বিষয় বর্ণিত হইল॥ ৫৬॥

তুমি আমার নিকট এই জন্ম মৃত্যু জরা নাশক পবিত্র শ্রীকৃষ্ণচরিত শ্রবণ করিলে এক্ষণে তাঁহার অপর চরিত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৫৭॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বৃক্ষার্জ্জুন ভঞ্জনং নাম চতুর্দ্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

একদা কৃষ্ণ সহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গোকুলং। ১ ॥
সরঃ সুস্বাদু তোয়ঞ্চ পায়য়ামাস তং পপৌ।
উবাস বট মূলেচ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি। ২ ॥
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো মায়া বালক বিগ্রহঃ।
চকার মায়য়া কস্মান্মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে। ৩ ॥
মেঘাবৃতং নভোদৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তকং।
ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দঞ্চ দারুণং। ৪ ॥
বৃষ্টিধারা মতিস্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্।
দৃষ্ট্বৈবং পতিতস্কন্ধান্নন্দো ভয় মবাপহ। ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! একদা ব্রজরাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া ভাণ্ডীরোপবনে গোচারণে প্রবৃত্ত হন। তৎপরে তিনি গো সমুদায়কে তত্রত্য রম্যসরোবরের সুস্বাদুজল পান করাইয়া স্বয়ং জলপান পূর্ব্বক বালক কৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করত তৎপ্রদেশবর্ত্তী বটবৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট রহিলেন। ১ ॥ ২ ॥

এই অবসরে মায়াক্রমে বালকরূপী পরমাত্মা দয়াময় কৃষ্ণের মায়ায় নভোমণ্ডল মেঘজালে সমাচ্ছন্ন হইল। ৩।

তৎকালে সেই নিবিড়ঘনঘটায় আচ্ছন্ন আকাশ মণ্ডল শ্যাম বর্ণ দৃষ্ট হইল কাননের উন্মূলনে সক্ষম ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইতে লাগিল, মেঘ নির্ঘোষ ও বহুবিধ সুদারুণ শব্দ শ্রুতিগোচর ও বিলক্ষণ বর্ষণ হইতে লাগিল এবং বৃক্ষ সমুদায় কম্পিত হইতে আরম্ভ হইল। এই সমস্ত ভীষণ ব্যাপার দর্শনে ব্রজরাজ নন্দ সেই বৃক্ষ স্কন্ধ হইতে পতিত হইয়া ভয় প্রাপ্ত হইলেন। ৪। ৫।

কথং যাস্যামি গোবৎসং বিহায় স্বাশ্রমং প্রতি।
গৃহং যদি ন যাস্যামি ভবিতা বালকস্য কিং। ৬ ॥
এবং নন্দ প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরি স্তদা।
মায়া ভিয়াভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠে দধারসঃ। ৭ ॥
এতস্মিন্নন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণ সন্নিধিং।
গমনং কুর্ব্বতী রাজ হংস খঞ্জন গঞ্জনং। ৮ ॥
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাভ চারুবক্ত্রা মনোহরা।
শরন্মধ্যাহ্ন পদ্মানাং শোভামোচন লোচনা। ৯ ॥
পরিতো নেত্র পক্ষ্ম্য শ্রী বিচিত্র কজ্জলোজ্জ্বলা।
খগেন্দ্র চঞ্চু চারুশ্রী সংঘানা সাচনাসিকা। ১০ ॥
তন্মধ্যস্থল শোভার্হ স্থূল মুক্তাফলোজ্জ্বলা।
কবরী বেশ সংযুক্তা মালতীমাল্য বেষ্টিতা। ১১ ॥

এই অবস্থায় ব্রজরাজ সভয় চিত্তে কহিতে লাগিলেন এক্ষণে আমি কি করি, এই সমুদায় গো বৎস পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গৃহে গমন করিব? যদি গৃহে গমন না করি তাহাহইলে এই বালকের দশাই বা কি হইবে?। ৬।

ব্রজরাজ এইরূপ কহিতেছেন এমন সময়ে দয়াময় হরি মায়াক্রমে আপনাকে ভীত দর্শন করাইয়া পিতার কণ্ঠদেশ ধারণ করিলেন। ৭।

ঐ সময়ে শ্রীমতী রাধিকা রাজহংস ও খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় মৃদুমন্দ গমনে কৃষ্ণ নিকটে সমাগতা হইলেন। ৮।

তৎকালে তাঁহার মনোহর সুচারু মুখমণ্ডলে শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে এবং তাঁহার লোচন যুগলে শারদীয় মাধ্যাহ্নিক পদ্মের শোভাকে তিরস্কৃত করিতেছে। ৯।

তাঁহার নেত্রপক্ষ্মের সমস্ত অংশ বিচিত্র কজ্জলরেখায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে এবং তাঁহার নাসিকাদণ্ড খগেন্দ্র চঞ্চুর যে সুচারু শোভা ধারণ করিতেছে তাহাতে সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই। ১০।

গ্রীষ্ম মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড প্রভা যুক্তক কুণ্ডলা ।
পক্ক বিম্ব ফলানাং শ্রী যুষ্টাধরৌষ্ঠযুগ্মকা । ১২ ।
মুক্তাপংক্তি প্রভানৈক দন্ত পংক্তি সমুজ্জ্বলা ।
ঈষৎ প্রফুল্ল পদ্মানাং সুপ্রভানাশিত স্মিতা । ১৩ ॥
কস্তূর বিন্দু সংযুক্তা সিন্দূর বিন্দু সংযুতা ।
কপোল মলকা যুক্তং বিভ্রতী শ্রীযুতং সতী । ১৪ ॥
সুচারু শ্রীফলাদ্বন্দ্বাৎ কঠিন স্তন সংগতা ।
পত্রাবলীশ্রিয়া যুক্তা দীপ্তা সদ্রত্ন তেজসা । ১৫ ॥
সুচারু বর্তুলাকারং বদনং সুমনোহরং ।
বিচিত্র ত্রিবলী যুক্ত নিম্ন নাভিঞ্চ বিভ্রতী । ১৬ ॥

আর তাঁহার সেই নাসিকার মধ্যস্থলে শোভার্হ স্থূল মুক্তাফলে লম্বিত থাকাতে তাঁহার সমুজ্জ্বল প্রভা প্রকাশিত হইতেছে আর তাঁহার মস্তকে কবরীভার বিন্যস্ত এবং তাহাতে মালতীমালা বেষ্টিত রহিয়াছে । ১১ ।

তাঁহার শ্রুতি যুগলে লম্বিত কুণ্ডলদ্বয় গ্রীষ্ম কালীন মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যের প্রভা এবং তাঁহার অধর ও ওষ্ঠ সুপক্ক বিম্বফলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে । ১২ ।

তাঁহার সমুজ্জ্বল দশনপংক্তির মুক্তা শ্রেণীর প্রভাকে তিরস্কার আর তাঁহার সেই সুচারু মুখমণ্ডলে মধুর হাস্য বিকাসিত হইয়া ঈষৎ প্রফুল্ল কমলের প্রভাকে নিন্দা করিতেছে । ১৩ ।

তাঁহার ললাটে কস্তূরী বিন্দু যুক্ত সিন্দূর বিন্দু এবং কপোল দেশে অলকা বিন্যস্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ১৪ ॥

তাঁহার স্তন যুগল সুচারু শ্রীফলদ্বয়ের ন্যায় কঠিনতা ধারণ করিয়াছে আর তিনি পত্রাবলীর শোভায় সুশোভিতা ও উৎকৃষ্ট রত্নতেজে প্রদীপ্তা হইতেছেন ॥ ১৫ ॥

তাঁহার মুখমণ্ডল সুচারু সুমনোহর বর্তুলাকার আর তাঁহার নিম্ন-নাভি বিচিত্র ত্রিবলীযুক্ত রহিয়াছে ॥ ১৬ ॥

সদ্রত্ন সার রচিত মেখলা জাল ভূষিতা।
কামাস্ত্র সার ভ্রূভঙ্গ যোগীন্দ্র চিত্ত মোহিনী। ১৭ ॥
কঠিন শ্রোণি যুগলং করিণী কর নিন্দিতং।
স্থলপদ্ম প্রভাযুক্ত চরণং দধতী মুদা। ১৮ ॥
রত্ন পাষক সংযুক্তং যাবকদ্রব ভূষিতং।
মণীন্দ্র শোভা সংযুক্ত মালক্তক পুনর্ভবং।
সদ্রত্নসার রচিত ক্কণ মুঞ্জীর রঞ্জিতং। ১৯ ॥
রত্ন কঙ্কণ কেয়ূর চারু শঙ্খ বিভূষিতা।
রত্নাঙ্গুরীয় নিকর বহ্নিশুদ্ধাংশুকোজ্জ্বলা। ২০ ॥
চারু চম্পক পুষ্পানাং প্রভাযুক্ত কলেবরা।
সহস্রদল সংযুক্ত ক্রীড়া কমল মুজ্জ্বলাং।
সুমুখং দর্শনার্থঞ্চ বিভ্রতী রত্ন দর্পণং। ২১ ॥
দৃষ্টাতাং নির্জ্জনে নন্দো বিস্ময়ং পরমং যযৌ।
চন্দ্র কোটি প্রভাযুক্তাং ভাসয়ন্তীং দিশোদশ। ২২ ॥

তিনি উৎকৃষ্ট রত্নসার রচিত মেখলা জালে বিভূষিতা এবং কামদেবের অস্ত্র স্বরূপ ভ্রূভঙ্গ বিস্তারে যোগীন্দ্রগণের মনোহারিণী হইয়াছেন। ১৭।

তিনি করিণী কর বিনিন্দিত শ্রোণিযুগল ধারণ করিতেছেন আর তাঁহার স্থলপদ্ম প্রভা বিনিন্দিত চরণ যুগল রত্নপাষক যাবকদ্রব ও মণীন্দ্ররত্নে বিমণ্ডিত উৎকৃষ্ট রত্নসার রচিত শব্দায়মান মঞ্জীরে বিরাজিত এবং অলক্তক রাগে যেন পুনর্ব্বার রঞ্জিত রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

তিনি বহ্নি শুদ্ধ সমুজ্জ্বল বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক রত্ন কঙ্কণ রত্নকেয়ূর ও সুচারু শঙ্খে বিভূষিতা রহিয়াছেন এবং তাঁহার অঙ্গুলি সমুদায়ে রত্নাঙ্গুরীয় সকল শোভা পাইতেছে ॥ ২০ ॥

তাঁহার কলেবর চারুচম্পক কুসুমের ন্যায় সমুজ্জ্বল। তাঁহার করে সহস্রদল সংযুক্ত উজ্জ্বল ক্রীড়া কমল শোভা পাইতেছে এবং তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল দর্শনার্থ রত্নদর্পণ ধারণ করিতেছেন ॥ ২১ ॥

উবাচ তাং সাশ্রু নেত্রো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ।
জানামি ত্বাং গর্গ মুখাৎ পদ্মাধিক প্রিয়াং হরেঃ। ২৩ ॥
জানামি বিষ্ণোরংশাত্বং পরাং নির্গুণ মচ্যুতাং।
তথাপি মোহিতোঽহঞ্চ মানবো বিষ্ণু মায়য়া। ২৪ ॥
গৃহাণ প্রাণনাথঞ্চ গচ্ছ ভদ্রে যথাসুখং।
পশ্চাদাস্যসি মৎপুত্রং কৃত্বা পূর্ণং মনোরথং। ২৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা স দদৌ তস্যৈ রুদন্তং বালকং ভিয়া।
জগ্রাহ বালকং রাধা জহাস মধুরং সুখাৎ। ২৬ ॥
উবাচ নন্দং সা যত্নাৎ মপ্রকাশ্যং রহস্যকং।
অহং দৃষ্টা ত্বয়ানেন কতি জন্ম ফলোদয়াৎ। ২৭ ॥

এইরূপে সেই কোটিচন্দ্র প্রভাযুক্তা রাধিকা স্বীয় জ্যোতিতে দশদিক্ আলোকময় করত তথায় উপনীতা হইলে ব্রজরাজ নন্দ তাঁহাকে সেই বিজন স্থানে দর্শন পূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ২২ ॥

তৎপরে তিনি ভক্তি বিনম্রকন্ধরে সজল নয়নে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি মুনিবর গর্গের মুখে তোমার প্রভাব পরিজ্ঞাত হইয়াছি। তুমি যে কমলা অপেক্ষাও হরির প্রিয়া তাহা আমার অবিদিত নাই ॥ ২৩ ॥

হে দেবি! আমি যদিও তোমাকে বিষ্ণুর অংশজাতা অচ্যুতা নির্গুণা পরা প্রকৃতি বলিয়া জানিয়াছি তথাপি আমি মানব, সুতরাং আমার চিত্ত বিষ্ণুমায়ায় মোহিত রহিয়াছে ॥ ২৪ ॥

ভদ্রে! এক্ষণে তুমি স্বীয় প্রাণনাথকে লইয়া যথাসুখে গমন কর। পরে তুমি আত্মমনোরথ পূর্ণ করিয়া আমার পুত্রকে প্রদান করিও ॥ ২৫ ॥

এই বলিয়া নন্দ, মায়াবলে সভয়ে রোরুদ্যমান কৃষ্ণকে সেই রাধিকার করে অর্পন করিলে শ্রীমতী সেই বালকরূপী হরিকে গ্রহণ পূর্ব্বক সানন্দে মধুর হাস্য করিলেন ॥ ২৬ ॥

তৎপরে তিনি সযত্নে নন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রজরাজ!

প্রাজ্ঞস্ত্বং গর্গ বচনাৎ সর্ব্বং জানাসি কারণং ।
অকথ্য মাবয়ো র্গোপ্যং চরিত্রং গোকুলে ব্রজ । ২৮ ॥
বরং বৃণু ব্রজেশ ত্বং যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং ।
দদামি লীলয়া তুভ্যং দেবানামপি দুর্ল্লভং । ২৯ ॥
রাধিকা বচনং শ্রুত্বা তামুবাচ ব্রজেশ্বরঃ ।
যুবয়োশ্চরণে ভক্তিং দেহি নান্যত্র মে স্পৃহা । ৩০ ॥
যুবয়োঃ সন্নিধৌ বাসং দাস্যসি ত্বং সুদুর্ল্লভং ।
আবাভ্যাং দেহি জগতা মম্বিকে পরমেশ্বরি । ৩১ ॥
শ্রুত্বা নন্দস্য বচন মুবাচ পরমেশ্বরী ।
দাস্যামি দাস্য মতুল মিদানীং ভক্তি রস্তু তে । ৩২ ॥

তুমি কতিজন্মের ফলোদয়ে আমার সাক্ষাৎকার লাভে সক্ষম হইয়াছ। এ রহস্য বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না ॥ ২৭ ॥

গোপরাজ! গর্গমুখে সমস্ত কারণ পরিজ্ঞাত হইয়া তোমার অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। আমাদিগের গোপনীয় চরিত্র অকথ্য। এক্ষণে তুমি শ্রীগোকুলে গমন কর ॥ ২৮ ॥

ব্রজেশ্বর! তোমার যেবর গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা হয় এক্ষণে তুমি আমার নিকট সেই বর প্রার্থনা কর। আমি অবলীলাক্রমে দেবগণেরও দুর্ল্লভ বর তোমাকে প্রদান করিব। ২৯।

ব্রজেশ্বর নন্দ, রাধিকার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! আমার অন্য বরের স্পৃহা নাই। তোমাদিগের চরণে আমার ভক্তি থাকে ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনীয়। ৩০।

জননি! জীব অতুল সৌভাগ্য ভিন্ন তোমাদিগের নিকটে বাস করিতে পারে না। অতএব হে পরমেশ্বরি! যাহাতে আমরা উভয়ে তোমাদিগের সুদুর্ল্লভ সামীপ্য বাস লাভ করিতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই বর প্রদান কর। ৩১।

পরমেশ্বরী রাধিকা নন্দের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ব্রজ-

আবয়োশ্চরণাম্ভোজে যুবয়োশ্চ দিবা নিশং।
প্রফুল্ল হৃদয়ে শশ্বৎ স্মৃতি রস্তু সুদুর্ল্লভা। ৩৩ ॥
মায়া যুবাং চপ্রচ্ছন্নৌ ন করিষ্যতি মদ্বরাৎ।
গোলোকে যাস্যথান্তে চ বিহায় মানবীং তনুং। ৩৪ ॥
এব মুক্ত্বা তু সানন্দং কৃত্বা কৃষ্ণং স্ববক্ষসি।
গত্বা দূরে তং নিনায় বাহুভ্যাং চ যথেপ্সিতং। ৩৫ ॥
কৃত্বা বক্ষসি তং কামাৎ শ্লেষং শ্লেষং চুচুম্বহ।
পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গী সস্মার রাসমণ্ডলং। ৩৬ ॥
এতস্মিন্নন্তরে রাধা মায়া সদ্রত্ন মণ্ডপং।
দদর্শ রত্ন কলস শতকেন সমন্বিতং। ৩৭ ॥
নানা চিত্র বিচিত্রাঢ্যং চিত্রকানন শোভিতং।
সিন্দূরাকার মণিভি স্তম্ভ সংঘৈর্ব্বিরাজিতং। ৩৮ ॥

রাজ! তুমি আমাদিগের দাস্য লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে আমাদিগের প্রতি তোমার ভক্তি সঞ্চারিত হউক। ৩২।

ব্রজেশ্বর! তুমি ও যশোদা উভয়ে দিবা নিশি আমাদিগের চরণ কমল চিন্তা করিতে পারিবে। তোমাদিগের প্রফুল্ল হৃদয়ে নিরন্তর আমাদিগের চরণ পদ্মের স্মৃতি উদিত হউক। ৩৩।

আমার বরে তোমরা এক্ষণে মায়ায় প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে। অন্তে তোমরা এই মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া গোলোকধামে গমন করিবে।৩৪।

শ্রীমতী নন্দকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া কৃষ্ণকে সানন্দে বাহুযুগলে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে যথেপ্সিত দূর প্রদেশে নীত করিলেন।৩৫।

তৎপরে তিনি প্রাণনাথ কৃষ্ণকে কামবশে বক্ষঃস্থলে ধারণ এবং বার বার আলিঙ্গন সহকারে তাঁহার বদন কমল চুম্বন পূর্ব্বক পুলকিতাঙ্গী হইয়া রাসমণ্ডল স্মরণ করিতে লাগিলেন। ৩৬।

ঐ সময়ে দয়াময় হরির মায়ারচিত শত রত্ন কলসে সুশোভিত উৎকৃষ্ট রত্নমণ্ডপ শ্রীমতী রাধিকার নয়ন গোচর হইল। ৩৭।

চন্দনাগুরুকস্তূরী কুঙ্কুম দ্রব যুক্তয়া।
সংযুক্তং মণি মালানাং সমূহ পুষ্প শোভয়া। ৩৯॥
নানা ভোগ সমাকীর্ণং দিব্য দর্পণ সংযুতং।
মণীন্দ্র মুক্তা মাণিক্য মালা জালৈ র্ব্বিভূষিতং। ৪০॥
মণীন্দ্রসার রচিত কবাটেন বিরাজিতং।
ভূষিতং ভূষণৈ র্ব্বস্ত্রৈঃ পতাকা নিকরৈ র্ব্বরৈঃ। ৪১॥
কুঙ্কুমাকার মণিভিঃ সপ্ত সোপান সংযুতং।
যুক্তং ষট্পদ সন্দোহৈঃ পুষ্পোদ্যানঞ্চ পুষ্পিতৈঃ। ৪২॥
সা দেবী মণ্ডপং দৃষ্টা জগামাভ্যন্তরং মুদা।
দদর্শ তত্র তাম্বূলং কর্পূরাদি সুবাসিতং। ৪৩॥

ঐ রত্নমণ্ডপ বিচিত্র কাননে শোভিত নানাচিত্র বিচিত্রীকৃত এবং সিন্দূরাকার মণি ও স্তম্ভ সমূহে বিরাজিত রহিয়াছে। ৩৮।

উহা অগুরুচন্দন কস্তূরী কুঙ্কুমদ্রব ও মুক্তাদামে সুশোভিত এবং মণিমালা ও কুসুম সমূহে বিমণ্ডিত হইতেছে। ৩৯।

উহার স্থানে স্থানে নানা ভোগ্য বস্তু ও দিব্য দর্পণ সজ্জিত আছে এবং কোন কোন স্থান মণীন্দ্রমুক্তা ও মাণিক্য মালাজালে উৎকৃষ্ট রূপে বিভূষিত রহিয়াছে। ৪০।

উহার দ্বারদেশ মণীন্দ্রসার রচিত কবাট শোভা পাইতেছে এবং উহার যথা যোগ্য স্থানে দিব্য বসন ভূষণ সজ্জিত ও উৎকৃষ্ট পতাকা সকল প্রোড্ডীয়মান হইতেছে। ৪১।

ঐ রত্নমণ্ডপ মধ্যে কুঙ্কুমাকার মণিমণ্ডলে খচিত সপ্ত সোপান শ্রেণী বিদ্যমান আছে এবং উহার মধ্যগত পুষ্পোদ্যানে কুসুম সকল বিকসিত হওয়াতে মধুকরগণ গুন গুন স্বরে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ পূর্ব্বক মধুপান করিতেছে। ৪২।

রাধিকা দেবি এইরূপ শোভাময় অতি অপূর্ব্ব রত্নমণ্ডপ দর্শন করিয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন তথায় স্বর্ণ পাত্রস্থ কর্পূরাদি সুবাসিত

জলঞ্চ রত্ন কুম্ভস্থং শীতং স্বচ্ছং সুধোপমং ।
সমধুভ্যাঞ্চ পূর্ণানি রত্ন কুম্ভানি নারদ । ৪৪ ॥
পুরুষং কমনীয়ঞ্চ কিশোরং শ্যামসুন্দরং ।
কোটি কন্দর্প লীলাভং চন্দনেন বিভূষিতং । ৪৫ ॥
শয়ানং পুষ্প শয্যায়াং সস্মিতং সুমনোহরং ।
পীতবস্ত্র পরীধানং প্রসন্ন বদনে ক্ষণং । ৪৬ ॥
মণীন্দ্রসার নির্ম্মাণ ক্বণন্মঞ্জীর রঞ্জিতং ।
সদ্রত্ন সার নির্ম্মাণ কেয়ুর বলয়ান্বিতং । ৪৭ ॥
মণীন্দ্র কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ গণ্ডস্থল বিরাজিতং ।
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ বক্ষঃস্থল সমুজ্জ্বলং । ৪৮ ॥
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাস্য প্রভা যুষ্ট মুখোজ্জ্বলং ।
শরৎ প্রফুল্ল কমল প্রভা মোচন লোচনং । ৪৯ ॥

তাম্বূল, রত্নকুম্ভস্থ সুধাতুল্য স্বচ্ছ সুশীতল জল এবং উভয় বিধ মধু পরিপূর্ণ রত্নকুম্ভ সকল সজ্জিত রহিয়াছে । ৪৩ । ৪৪ ॥

এই সমস্ত দর্শনের পর তথায় কোটি কন্দর্পলীলাভ চন্দন দিগ্ধাঙ্গ কমনীয় কিশোর পুরুষ শ্যাম সুন্দর তাঁহার নয়ন গোচর হইলেন ॥ ৪৫ ॥

তখন তিনি দেখিলেন সেই শ্যামসুন্দর পীতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক প্রসন্ন বদনে ও প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে মনোহর বেশে পুষ্প শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন আর তাঁহার মুখমণ্ডলে মধুর হাস্য বিকাসিত হইতেছে । ৪৬ ।

তিনি মণীন্দ্রসার নির্ম্মিত শব্দায়মান মঞ্জীর ভূষণে রঞ্জিত এবং উৎকৃষ্ট রত্নসার রচিত কেয়ূর ও বলয়ে বিভূষিত রহিয়াছেন ॥ ৪৭ ।

তাঁহার শ্রুতি যুগলে মণীন্দ্র কুণ্ডলদ্বয় লম্বিত থাকাতে তদীয় গণ্ডস্থলের অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মণি বিরাজমান হইতেছে ॥ ৪৮ ॥

তাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের জ্যোতিকে এবং তাঁহার লোচন যুগল শারদীয় প্রফুল্ল কমলের প্রভাকে তিরস্কার করিতেছে ।৪৯।

মালতী মাল্য সংশ্লিষ্ট শিখিপুচ্ছ সুশোভিতং।
ত্রিভঙ্গ চূড়া বিভ্রন্তং পশ্যন্তং রত্ন মন্দিরং। ৫০ ॥
ক্রোড়ং বালক শূন্যঞ্চ দৃষ্ট্বা তং নব যৌবনং।
সর্ব্ব স্মৃতি স্বরূপা সা তথাপি বিস্ময়ং যযৌ। ৫১ ॥
রূপং রাসেশ্বরী দৃষ্ট্বা মুমোহ সুমনোহরং।
কামাচ্চক্ষু চকোরাভ্যাং মুখচন্দ্রং পপৌ মুদা। ৫২ ॥
নিমেষ রহিতা রাধা নব সঙ্গম লালসা।
পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গী সস্মিতা মদনাতুরা। ৫৩॥
তামুবাচ হরি স্তত্র স্মেরানন সরোরুহাং।
নব সঙ্গম যোগ্যাঞ্চ পশ্যন্তীং বক্র চক্ষুষা। ৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

রাধে স্মরসি গোলোক বৃত্তান্তং স্মরণং যদি।
অদ্য পূর্ণং করিষ্যামি স্বীকৃতং যৎ পুরা প্রিয়ে। ৫৫ ॥

আর তাঁহার ত্রিভঙ্গ চূড়ায় মালতীমালা জড়িত এবং শিখিপুচ্ছ সুশোভিত হইতেছে। এই ভাবে তিনি অবস্থিত হইয়া রত্নমন্দিরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন ॥ ৫০ ॥

তৎকালে রাধিকা সর্ব্বস্মৃতি স্বরূপা হইয়াও স্বীয় ক্রোড় বালকশূন্য দর্শন পূর্ব্বক সেই নবযৌবন সম্পন্ন শ্যামসুন্দরকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্না হইলেন ॥ ৫১ ॥

তখন রাসেশ্বরী রাধিকা প্রাণনাথ কৃষ্ণের সেই মনোহর রূপ দর্শনে কাম মোহিতা হইয়া সানন্দে চক্ষুচকোর যুগলে যেন তাঁহার বদন সুধাকরের সুধাপান করিতে লাগিলেন। ৫২।

ঐ সময়ে মদনাতুরা নব সঙ্গম লালসা রাধিকা সহাস্য বদনে নির্নিমেষ লোচনে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। ৫৩।

তখন দয়াময় হরি সেই প্রফুল্ল কমলবৎ সহাস্য বদনা নবসঙ্গম যোগ্যা

ত্বং মে প্রাণাধিকা রাধা প্রেয়সী শ্রেয়সী পরা।
যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদোহি নাবয়ো ধ্রুবং। ৫৬ ॥
যথা ক্ষীরেচ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি।
যথা পৃথ্ব্যাং গন্ধ রস স্তথাহং ত্বয়ি সন্ততং। ৫৭ ॥
বিনা মৃদা ঘটং কর্ত্তুং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলং।
কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ নহি শক্তঃ কদাচন।
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং নচ কর্ত্তু মহং ক্ষমঃ। ৫৮ ॥
সৃষ্টে রাধারভূতা ত্বং বীজ রূপোহ মচ্যুতঃ।
আগচ্ছ শয়নং সাধ্বি কুরু বক্ষঃস্থলোজ্জ্বলং। ৫৯ ॥
ত্বং মে শোভা স্বরূপাসি দেহস্থ ভূষণং যথা। ৬০ ॥
কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকা স্ত্বয়ৈব রহিতং যদা।
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তেহি ত্বয়ৈব সহিতং পরং। ৬১ ॥

রাধিকাকে বঙ্কিম নয়নে কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, শ্রীমতি! গোলোক বৃত্তান্ত যদি তুমি বিস্মৃত হইয়া না থাক তাহা হইলে তাহা স্মরণ কর, প্রিয়ে! পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যাহা স্বীকার করিয়াছিলাম আজি তাহা পূর্ণ করিব। ৫৪। ৫৫।

হে প্রিয়ে! তুমি আমার প্রাণাধিকা পরমা প্রেয়সী ও মঙ্গল বিধায়িনী, যে আমি সেই তুমি আমাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই। ৫৬।

সতি! যেমন ক্ষীরে ধবলতা, অনলে দাহিকাশক্তি ও পৃথিবীতে গন্ধ-রস বিদ্যমান আছে তদ্রূপ সর্ব্বদা আমি তোমাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছি। ৫৭।

যেমন কুলাল মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট ও স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণ ভিন্ন কখন কুণ্ডল প্রস্তুত করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার আশ্রয় ভিন্ন আমি কোনরূপে সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহি। ৫৮ ॥

তুমি সৃষ্টির আধার ভুতা এবং আমি সৃষ্টির বীজ স্বরূপ। সাধ্বি! এক্ষণে তুমি এই শয়নীয় শয্যায় আগমন করিয়া আমার বক্ষঃস্থল সর্ব্বতোভাবে সমুজ্জ্বল কর। ৫৯ ॥

ত্বঞ্চ শ্রী স্ত্বঞ্চ সম্পত্তি স্ত্বমাধার স্বরূপিণী।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপাসি সর্ব্বেষাঞ্চ মমাপিচ। ৬২ ॥
ত্বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ।
ত্বঞ্চ সর্ব্ব স্বরূপাসি সর্ব্ব রূপোঽহ মক্ষরে। ৬৩ ॥
যদা তেজঃ স্বরূপোঽহং তেজো রূপাসি ত্বং তদা।
ন শরীরী যদাহঞ্চ তদাত্ব মশরীরিণী। ৬৪ ॥
সর্ব্ববীজ স্বরূপোহং যদা যোগেন সুন্দরি।
ত্বঞ্চ শক্তি স্বরূপাসি সর্ব্ব স্ত্রী রূপ ধারিণী। ৬৫ ॥
মামর্দ্ধাংশ স্বরূপাত্বং মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।
শক্ত্যা বুদ্ধ্যাচ জ্ঞানেন মম তুল্যাচ তেজসা। ৬৬ ॥
আবয়ো র্ভেদ বুদ্ধিঞ্চ যঃ করোতি নরাধমঃ।

.. ভূষণ দ্বারা যেমন দেহের শোভা হয় তদ্রূপ তুমি আমার শোভা স্বরূপা হইয়াছ। যখন আমি তোমা কর্ত্তৃক বিরহিত থাকি' তৎকালেই লোকে আমাকে কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করে, কিন্তু যখন আমি তোমার সহিত মিলিত থাকি তখন তাহারা আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে ॥ ৬০ । ৬১ ॥

হে রাধে! তুমি লক্ষ্মী, তুমিই সম্পত্তিরূপা এবং সকলের ও আমারও আধাররূপিণী ও সর্ব্ব শক্তিস্বরূপিণী বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়া থাক ॥ ৬২ ॥

নিত্যে! তুমি স্ত্রী আমি পুরুষ বেদে ইহাই নির্ণীত আছে এইজন্য তুমি সর্ব্বস্বরূপা হইয়াছ এবং আমিও সর্ব্বস্বরূপ হইয়াছি ॥ ৬৩ ॥

প্রিয়ে! যখন আমি তেজঃস্বরূপ হই, তখন তুমি তেজোরূপা হও এবং যখন আমি শরীরী হই, তখন তুমিও দেহ বিশিষ্টা হইয়া থাক ॥ ৬৪ ॥

সুন্দরি! যখন আমি যোগবলে সর্ব্ববীজ স্বরূপ হই, তখন তুমি শক্তি-রূপা ও সর্ব্ব স্ত্রীরূপ ধারিণী হইয়া থাক ॥ ৬৫ ॥

দেবি! তুমি আমার অর্দ্ধাংশ স্বরূপা মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী। সুতরাং শক্তি বুদ্ধি জ্ঞান তেজ সর্ব্ব বিষয়ে তুমি আমার তুল্যা হইয়াছ ॥ ৬৬ ॥

তস্য বাসঃ কাল সূত্রে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ। ৬৭ ॥
পূর্ব্বান্ সপ্ত পরান্ সপ্ত পুরুষান্ পাতয়ত্যধঃ।
কোটি জর্ম্মার্জ্জিতং পুণ্যং তস্য নশ্যন্তি নিশ্চিতং। ৬৮ ॥
অজ্ঞানাদাবয়ো র্নিন্দাং যে কুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ।
পচ্যন্তে নরকে তাবদ্‌যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতং। ৬৯ ॥
রা শব্দং কুর্ব্বতো যস্তাং দদামি ভক্তি মুত্তমাং।
ধা শব্দং কুর্ব্বতঃ পশ্চাদ্যামি শ্রবণ লোভতঃ। ৭০ ॥
যে সেবন্তে চ দত্বা মামুপ চারেণ ষোড়শং।
যাবজ্জীবন পর্য্যন্তং নিত্যং ভক্ত্যা সুসংযুতাঃ। ৭১ ॥
যা প্রীতির্জ্জায়তে তত্র রাধা শব্দাত্ততোঽধিকঃ।
তে প্রিয়া মে যথা রাধে রাধা বক্তা ততোধিকঃ। ৭২ ॥
ব্রহ্মানন্তঃ শিবো ধর্ম্মো নর নারয়ণাবৃষী।

যে নরাধম আমাদিগের উভয়ের প্রতি ভেদ বুদ্ধি করে, চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত তাহাকে কালসূত্র নামক নরকে বাস করিতে হয়। ৬৭।

আর অধিক কি সেই নরাধম স্বীয় ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ ও অধস্তন সপ্ত পিতৃ পুরুষকে অধঃপতিত করে এবং তাহার কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৬৮ ॥

যে নরাধমগণ অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আমাদিগের উভয়ের নিন্দা করে, তাহারা এক শত ব্রহ্মার অধিকার কাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ করে ॥ ৬৯ ॥

যে ব্যক্তি রাধা নামের রাশব্দমাত্র উচ্চারণ করে আমি তাহাকে উত্তমা ভক্তি প্রদান করি, আর পশ্চাৎ ধাশব্দের উচ্চারণ মাত্র আমি রাধা নাম শ্রবণ লোভে তাহার নিকটে গমন করিয়া থাকি ॥ ৭০ ॥

. রাধে! যাহারা নিত্য সুসংযত হইয়া পরম ভক্তি যোগে যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত ষোড়শোপচারে আমার অর্চ্চনা করে তাহারা আমার যেমন প্রীতি ভাজন হয় রাধা নাম কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত ব্যক্তি তাহাদিগের অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥

কপিলশ্চ গণেশশ্চ কার্ত্তিকেয়শ্চ মৎ প্রিয়ঃ। ৭৩ ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী প্রকৃতি স্তথা।
মম প্রিয়াশ্চ দেব্যশ্চ তা স্তথাপি ন তে সমাঃ। ৭৪ ॥
তে সর্ব্বে প্রাণ তুল্যা মে ত্বং মে প্রাণাধিকা সতি।
ভিন্ন স্থান স্থিতা স্তেচ তঞ্চ বক্ষঃস্থলস্থিতা। ৭৫ ॥
যে মে চতুর্ভুজো মূর্ত্তি র্ব্বিভর্ত্তি বক্ষসি শ্রিয়ং।
যোঽহং কৃষ্ণ স্বরূপস্ত্বাং বিভর্ম্মি হৃদয়ং সদা।
ইত্যেব মুক্বা' শ্রীকৃষ্ণ স্তস্থৌ তল্পে মনোহরে। ৭৬ ॥
উবাচ রাধিকানাথং ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরা। ৭৭ ॥

রাধিকা উবাচ।

স্মরামি সর্ব্বং জানামি বিস্মরামি কথং প্রভো।
যত্ত্বং বদসি সর্ব্বাহং ত্বৎপাদাব্জ প্রসাদতঃ। ৭৮ ॥

সতি! ব্রহ্মা, অনন্ত, শিব, ধর্ম্ম, নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়, কপিল, গণেশ ও কার্ত্তিকেয় আমার প্রিয়রূপে গণ্য। আর লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও প্রকৃতি আমার প্রিয়ারূপে গণ্যা আছেন, কিন্তু তোমার তুল্য প্রিয় নহেন কারণ উহারা সকলে আমার প্রাণ তুল্য কিন্তু তুমি আমার প্রাণাধিকা হইয়াছ। আরও দেখ তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিতেছে এবং তুমি আমার বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠিতা হইয়া রহিয়াছ ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ । ৭৫ ॥

আমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিরাজিত আছে তিনি লক্ষ্মী দেবীকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছেন আর কৃষ্ণস্বরূপ আমি স্বয়ং সর্ব্বদা তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। এই বলিয়া পরমাত্মা কৃষ্ণ সেই মনোহর পুষ্পশয্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭৬।

তখন রাধিকা ভক্তি বিনম্র কন্ধরে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আপনি যেরূপ কহিলেন আমি আপনার চরণ কমল প্রসাদে তদ্রূপ সর্ব্বস্বরূপা হইয়াছি। কিছুই আমার অবিদিত নাই। নাথ! পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যে আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতেছে কিরূপে তাহা বিস্মৃতা হইব। ৭৭। ৭৮।

মায়াং করোষি মায়েশ মাং ভক্তাং কথমীদৃশীং।
ত্বন্মায়য়া ভ্রমন্ত্যেব মদ্বিধাঃ কতিধাজনাঃ। ৭৯ ॥
ভক্তস্যৈকস্যশাপেন গোপিকাহং মহীতলে।
শতবর্ষঞ্চ বিচ্ছেদো ভবিতা মে ত্বয়া সহ। ৮০ ॥
ঈশ্বরস্যা প্রিয়াঃ কেচিৎ প্রিয়াশ্চ কুত্র কেচন।
যে যথা তং নিসেবন্তে তেষু তস্য তথা কৃপা। ৮১ ॥
তৃণঞ্চ পর্ব্বতং কর্ত্তুং সক্ষমঃ পর্ব্বতং তৃণং।
তথাপি যোগ্যাযোগ্যেষু সম্পত্তৌচ সমা কৃপা। ৮২ ॥
তিষ্ঠত্বহং শয়ান স্ত্বং কথাভির্যদ্গতং বিভো।
তৎক্ষণঞ্চ যুগ শতং মন্যে প্রাপয়িতুং ক্ষমা। ৮৩ ॥
বক্ষঃস্থলেচ শিরসি দেহি তে চরণাম্বুজং।

হে মায়েশ! আপনি মায়া বিস্তার করিয়া সকলকে বিমোহিত করিতেছেন, আমি আপনার ভক্তা হইয়াও ভবদীয় মায়ায় ঈদৃশ দশা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার ন্যায় কতজনই আপনার মায়াচক্রে ভ্রমণ করিতেছে। ৭৯।

নাথ! একজন ভক্তের অভিশাপে আমি গোপিকারূপে এই মহীতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং সেই কারণেই শতবর্ষ আপনার সহিত আমার বিচ্ছেদ হইবে। ৮০।

কোন স্থানে কোন কারণে কেহ কেহ ঈশ্বরের অপ্রিয় ও কেহ কেহ ঈশ্বরের প্রিয় হইয়া থাকে। যাহারা যেরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করে তাহাদিগের প্রতি তাঁহার তদনুরূপ কৃপা হয়। ৮১।

নাথ! আপনি ঈশ্বর সুতরাং আপনি তৃণকেও পর্ব্বত ও পর্ব্বতকেও তৃণ করিতে পারেন, তথাপি যোগ্যাযোগ্য বিষয়ে ও সম্পত্তিতে আপনার সমান দয়া বিদ্যমান আছে ॥ ৮২ ॥

বিভো! আপনি শয়ান রহিয়াছেন আর আমি দণ্ডায়মানা রহিয়াছি। এই অবস্থায় বাক্য প্রয়োগে যে ক্ষণ গত হইল তাহা আমার যুগশত জ্ঞান হইতেছে। এক্ষণে আমি আপনাতে আত্মসমর্পণে সক্ষম হইয়াছি। ৮৩।

দুনোতি মন্মনঃ সত্য ত্বদীয় বিরহানলাৎ। ৮৪॥
পুরঃ পপাত মে দৃষ্টি স্ত্বদীয় চরণাম্বুজে।
নীতা.ময়া সাতি ক্লেশাৎ দৃষ্টু মন্যং কলেবরং। ৮৫॥
প্রত্যেক মঙ্গং দৃষ্টৈব দত্তা সা তে মুখাম্বুজে।
দৃষ্ট্বা মুখারবিন্দঞ্চ নান্যং গন্তুং ন চাক্ষমা ৮৬॥
রাধিকা বচনং শ্রুত্বা জহাস পুরুষোত্তমঃ।
তামুবাচ হিতং তথ্যং শ্রুতি স্মৃতি নিরূপিতং। ৮৭॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

যদেবা চরণং যত্র দেশে জন্মনি বা প্রিয়ে।
ন খণ্ডনীয়ং তত্তত্র ময়া পূর্ব্বং নিরূপিতং। ৮৮॥
তিষ্ঠ ভদ্রে ক্ষণং ভদ্রং করিষ্যামি তব প্রিয়ে।
ত্বন্মনোরথ পূর্ণস্থ স্বয়ং কালঃ সমাগতঃ। ৮৯॥

নাথ! এখন আপনি আমার বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে চরণ পদ্ম প্রদান করুন। আপনার বিরহানলে সত্যই আমার মন নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়াছে॥ ৮৪॥

আপনার চরণ কমলে আমার দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল পরে অতি ক্লেশে মৎকর্ত্তৃক সেই দৃষ্টি প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া ভবদীয় অন্য কলেবর দর্শনে সক্ষম হইয়াছে॥ ৮৫॥

এইরূপে মদীয় সেই দৃষ্টি আপনার প্রত্যেক অঙ্গ দর্শন করিয়াই ভবদীয় মুখাম্বুজে নিবিষ্টা রহিয়াছে। মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া তাহার কোন রূপে আর অন্যত্র গমনের ক্ষমতা নাই॥ ৮৬॥

পুরুষোত্তম ভগবান্ দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রুতি স্মৃতিনিরূপিত হিতজনক সার বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন," প্রিয়ে! যে দেশে বা যে জন্মে লোকের যেরূপ আচরণ দৃষ্ট হয় তাহা পূর্ব্বেই মৎকর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে সুতরাং তাহা কোনরূপে খণ্ডনীয় হয় না"। ৮৭। ৮৮।

যস্য যল্লিখনং পূর্ব্বং যত্র কালে নিরূপিতং।
তদেব খণ্ডিতং রাধে ক্ষমো নাহঞ্চ কো বিধিঃ। ৯০ ॥
বিধাতুশ্চ বিধাতাহং যেষাং যল্লিখনং কৃতং।
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ ক্ষুদ্রাণাং ন তৎখণ্ড্যং কদাচন। ৯১ ॥
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা জগাম পুরতো হরেঃ।
মালা কমণ্ডলু কর ঈষৎ স্মের চতুর্ম্মুখঃ। ৯২ ॥
গত্বা ননাম তং কৃষ্ণং প্রতুষ্টাব যথাগমং।
সাশ্রু নেত্রঃ পুলকিতো ভক্তি নম্রাত্মকন্ধরঃ। ৯৩ ॥
স্তুত্বা নত্বা জগদ্ধাতা জগাম হরি সন্নিধিং।
পুন র্নত্বা হরিং ভক্ত্যা জগাম রাধিকান্তিকং। ৯৪ ॥
মূর্দ্ধাননাম ভক্ত্যাচ মাতু স্তচ্চরণাম্বুজং।

প্রিয়ে! কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষাকর আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। ভদ্রে! এক্ষণে তোমার মনোরথ সিদ্ধির কাল স্বয়ং সমাগত হইয়াছে। ৮৯।

রাধে! পূর্ব্বে যে কালে যাহার ভাগ্যে যেরূপ লিখন নিরূপিত হইয়াছে বিধাতার কথা দূরে থাকুক, আমিও তাহার খণ্ডন করিতে কোন ক্রমে সক্ষম নহি। ৯০।

প্রিয়ে! আমি বিধাতারও বিধাতা। পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি যে সমস্ত ক্ষুদ্র জীবের ভাগ্যে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। ৯১।

পরমাত্মা দয়াময় হরি এইরূপ কহিতেছেন এমন্ সময়ে মালা কমণ্ডলু ধারী চতুরানন ব্রহ্মা সহাস্য বদনে তাঁহার পুরোভাগে উপনীত হইলেন, এবং ভক্তিযোগে নতকন্ধর ও পুলকিতাঙ্গ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক বেদোক্ত বিধানে তাঁহাকে স্তব করিলেন। ৯২। ৯৩।

এইরূপে সেই জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা ভক্তিযোগে ভগবান্ হরির সমীপে উপনীত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্তব ও প্রণাম পূর্ব্বক রাধিকার নিকট আগমন করিলেন। ৯৪।

চকার সংভ্রমে নৈব জটা জালেন বেষ্টিতং। ৯৫ ॥
কমণ্ডলু জলে নৈব শীঘ্রং প্রক্ষালিতং মুদা।
যথাগমং প্রতুষ্টাব পুটাঞ্জলি যুতঃ পুনঃ। ৯৬ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
হে মাত স্ত্বং পদাম্ভোজং দৃষ্টং কেন প্রসাদতঃ।
সুদুর্ল্লভঞ্চ সর্ব্বেষাং ভারতেচ বিশেষতঃ। ৯৭ ॥
ষষ্টিং বর্ষ সহস্রাণি তপ স্তপ্তং পুরা ময়া।
ভারতে পুষ্করে তীর্থে কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। ৯৮ ॥
আজগাম বরং দাতুং বরদাতা হরিঃ স্বয়ং।
বরং বৃণীম্বে ত্যুক্তেস্মিন্ স্বাভীষ্টশ্চ বৃতো মুদা। ৯৯ ॥
রাধিকা চরণাম্ভোজং সর্ব্বেষা মপি দুর্ল্লভং।
হে গুণাতীত মে শীঘ্র মধুনৈব প্রদর্শয়। ১০০ ॥

তথায় উপনীত হইয়া তিনি ভক্তিসহকারে সসম্ভ্রমে প্রণাম পূর্ব্বক রাধিকার চরণ কমল জটাজালে বেষ্টিত করিলেন। ৯৫।

তৎপরে তিনি পরমানন্দে কমণ্ডলুজলে তাঁহার পাদপদ্ম প্রক্ষালিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বেদবিধিক্রমে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন, হে মাতঃ! কোন্ ব্যক্তি তোমার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তোমার চরণ সরোজ দর্শনে সক্ষম হইয়াছে? বিশেষতঃ ভারতে তোমার পাদপদ্ম দর্শন সকলের পক্ষেই অতিশয় সুদুর্লভ। ৯৬। ৯৭।

জননি! পূর্ব্বে আমি ভারতে পুষ্করতীর্থে পরাৎপর পরমাত্মা দয়াময় কৃষ্ণের প্রীতিকামনায় ষষ্টি সহস্রবর্ষ তপস্যা করিয়াছিলাম। তাহাতে হরি প্রসন্ন হইয়া বরদানার্থ আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। তৎকালে আমি তাঁহার নিকট এই অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম, হে গুণাতীত!' রাধিকার চরণ কমল দর্শন সকলের পক্ষেই সুদুর্লভ, অতএব এক্ষণে আমি যাহাতে শীঘ্র সেই আদ্যা প্রকৃতি শ্রীমতীর দেব দুর্ল্লভ পাদপদ্ম অনায়াসে দর্শন

মায়াং ত্যক্ত্বা হরি রয়ং উবাচ মাং তপস্বিনং।
দর্শয়িষ্যামি কালেন বৎসে দানীং ক্ষমেতি চ। ১০১ ॥
নহীশ্বরাজ্ঞা বিফলা তেন দৃষ্টং পদাম্বুজং।
সর্ব্বেষাং বাঞ্ছিতং মাত র্গোলোকে ভারতেঽধুনা। ১০২ ॥
সর্ব্বাদেব্যঃ প্রকৃত্যংশা জন্যা প্রাকৃতিকা ধ্রুবং।
ত্বং কৃষ্ণার্দ্ধাঙ্গ সংভূতা তুল্যা কৃষ্ণেন সর্ব্বতঃ। ১০৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণ স্ত্বময়ং রাধা ত্বং রাধা বা হরিঃ স্বয়ং।
নহি বেদেষু মে দৃষ্ট ইতি কেন নিরূপিতঃ। ১০৪ ॥
ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরূর্দ্ধেচ গোলোকেঽস্তি যথাম্বিকে।
বৈকুণ্ঠশ্চাপ্য জন্যশ্চ ত্বমজন্যা তথাম্বিকে। ১০৫ ॥

করিতে পারি আপনি সেই বর প্রদান করুন। ৯৮। ৯৯। ১০০।

তখন পরমাত্মা দয়াময় হরি আমাকে নিতান্ত দুঃখার্ত্ত দর্শনে মায়া পরিত্যাগ পুর্ব্বক কহিয়াছিলেন, ব্রহ্মন্! এক্ষণে তুমি আমাকে ক্ষমা কর কালে তোমাকে রাধিকার চরণ কমল দর্শন করাইব ॥ ১০১ ॥

মাতঃ! ঈশ্বরাজ্ঞা কখন বিফল হইবার নহে এক্ষণে সেই কারণে গোলোকে ও ভারতে সকলেরই বাঞ্ছনীয় তোমার চরণ কমল আমার দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ১০২ ॥

জননি! সমস্ত দেবী প্রকৃতির অংশজাতা সুতরাং তাঁহারা নিশ্চয় প্রাকৃতিক জন্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন কিন্তু তুমি পরমাত্মা দয়াময় কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গ সম্ভূতা সুতরাং সর্ব্বতোভাবে তুমি কৃষ্ণতুল্যা তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ১০৩ ॥

তুমি শ্রীকৃষ্ণ ইনি রাধা অথবা তুমি রাধা ইনি শ্রীকৃষ্ণ ইহা কে নিরূপণ করিয়াছেন? বেদে আমি ইহার প্রমাণ কিছুই দেখিতে পাই না। ১০৪।

মাতঃ! ব্রহ্মাণ্ডের বহিরংশে ঊর্দ্ধভাগে গোলোকধাম বিদ্যমান আছে, তুমি সেই গোলোক বাসিনী। যেমন সেই গোলোকধাম ও বৈকুণ্ঠধামও অজন্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে তদ্রূপ তুমি অজন্যা রূপে কথিতা হইয়া থাক ॥ ১০৫ ॥

যথা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণাংশাংশ জীবনঃ।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপা ত্বং তথা তেষু স্থিতা তদা। ১০৬ ॥
পুরুষাশ্চ হরেরংশা স্তদংশা নিখিলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
আত্মায়ং দেহ রূপ স্ত্বং যস্যাধার ত্বমেবচ। ১০৭ ॥
অস্য প্রমাণৈ স্ত্বং মাত স্ত্বৎ প্রাণৈ রয়মীশ্বরঃ।
কিমহো নির্ম্মিতঃ কেন কারুণা শিল্পকারিণা। ১০৮ ॥
নিত্যোহঞ্চ যথা কৃষ্ণ স্ত্বঞ্চ নিত্যা তথাম্বিকে।
অস্যাংশা ত্বং ত্বদংশো বাপ্যয়ং কেন নিরূপিতঃ। ১০৯ ॥
অহং বিধাতা জগতাং বেদানাং জনকঃ স্বয়ং।
তং পঠিত্বা গুরু মুখাৎ ভবন্ত্যেব বুধা জনাঃ।
গুণানাং বা স্তবানাং তে শতাংশ বক্তু মক্ষমঃ। ১১০ ॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল জীব শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশক্রমে সঞ্জাত হইয়া অবস্থান করিতেছে তুমি সেই সমস্ত জীবে সর্ব্বশক্তি স্বরূপা হইয়া অধিষ্ঠান করিতেছ ॥ ১০৬ ॥

পুরুষ সকল, পরাৎপর দয়াময় হরির অংশজাত এবং নারী সমুদায় তোমার অংশজাতা। আর এই দয়াময় হরি আত্মাস্বরূপ এবং তুমি দেহ স্বরূপা। বিশেষতঃ তুমি সকলের আধারভূতা হইয়াছ ॥ ১০৭ ॥

মাতঃ! তুমি এই দয়াময় হরির প্রাণ বিশিষ্টা হইয়া সর্ব্বেশ্বরী এবং এই হরিও তোমার প্রাণ বিশিস্ট হইয়া সর্ব্বেশ্বর হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! কোন্ করুণাময় শিল্পকারী যে এরূপ নির্ম্মাণ কর্ত্তা তাহা কোন রূপে বলিতে পারি না। ১০৮ ॥

মাতঃ! এই পরমাত্মা দয়াময় কৃষ্ণ যেমন নিত্য বস্তু আমিও তদ্রূপ। আর আপনিও নিত্যারূপে নির্দ্দিষ্টা আছেন। জননি! আপনি এই কৃষ্ণের অংশজাতা অথবা এই পরমাত্মা দয়াময় কৃষ্ণ আপনার অংশজাত ইহা কে নিরূপণ করিতে পারে? ॥ ১০৯ ॥

আমি সমস্ত জগতের বিধাতা ও স্বয়ং বেদ সমুদায়ের জনক। জনগণ

বেদো বা পণ্ডিতোবান্য কে বা ত্বং স্তোতুমীশ্বরঃ।
স্তবানাং জনকা জ্ঞানং বুদ্ধিমানাম্বিকা স্মৃতা। ১১১ ॥
ত্বং বুদ্ধের্জ্জননী মাতঃ কো বা ত্বাং স্তোতুমীশ্বরঃ।
যদ্বস্তু দৃষ্টং সর্ব্বেষাং তন্নির্ব্বক্তুং বুধোক্ষমঃ। ১১২ ॥
অদৃষ্টা শ্রুত যদ্বস্তু তন্নির্ব্বক্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ।
অহং মহেশোহনন্তশ্চ স্তোতুং ত্বাং কোপিনক্ষমঃ। ১১৩ ॥
সরস্বতী ন বেদশ্চ ক্ষমামঃ স্তোতু মীশ্বরি।
যথাগমং তথোক্তঞ্চ ন মাং নিন্দিতু মর্হসি। ১১৪ ॥
ঈশ্বরাণা মীশ্বরীণাং যোগ্যাযোগ্যে সমা কৃপা। ১১৫ ॥
জনস্য প্রতিপাল্যস্য ক্ষণে দোষঃ ক্ষণে গুণঃ।
জননী জনকো যো বা সর্ব্বং ক্ষমতি স্নেহতঃ। ১১৬ ॥

গুরুমুখ হইতে সেই বেদপাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করে কিন্তু তোমার বাস্তবগুণের বা স্তবের শতাংশ বর্ণন করিবারও আমার ক্ষমতা নাই ॥ ১১০ ॥

বেদ, পণ্ডিত বা অন্যজন কেহই তোমার স্তুতিবাদে সক্ষম নহে। অধিক কি বলিব তুমি স্তবের সৃষ্টিকারিণী জ্ঞানবুদ্ধিমালা ও সর্ব্বজননী রূপে নির্দ্দিষ্টা হইয়া থাক ॥ ১১১ ॥

মাতঃ! তুমি বুদ্ধির জননী, অতএব কোন্ ব্যক্তি তোমার স্তুতিবাদে সক্ষম হইবে? যে বস্তু সকলের দৃষ্ট জ্ঞান্বান্ ব্যক্তি তাহারই বর্ণন করিতে সমর্থ হয় ॥ ১১২ ॥

যে বস্তু অদৃষ্ট ও অশ্রুত, কেহ তাহা বর্ণন করিতে পারে না সুতরাং আমি মহেশ্বর ও অনন্ত আমরা কেহই আপনার গুণ বর্ণনে কোন ক্রমে সক্ষম নহি। ১১৩ ॥

আর স্বয়ং বাগ্দেবী ও বেদও আপনার স্তুতিবাদে সমর্থ নহে। মাতঃ! আমি আগমবিধান ক্রমে এই যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিলাম, তজ্জন্য আমাকে নিন্দা করা উচিত হয় না ॥ ১১৪ ॥

জননি! ঈশ্বর ও ঈশ্বরীগণের যোগ্যাযোগ্য বিষয়ে সমান করুণা

ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা তস্থৌচ পুরত স্তয়োঃ।
প্রণম্য চরণাম্ভোজং সর্ব্বেষাং বন্দ্য মীপ্সিতং। ১১৭ ॥
ব্রহ্মণাচ কৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
রাধামাধবয়োঃ পাদে ভক্তিং দাস্যং লভেৎ ধ্রুবং। ১১৮ ॥
কর্ম্ম নির্ম্মূলনং কৃত্বা জিত্বা মৃত্যুং সুদুর্জ্জয়ং।
বিলঙ্ঘ্য সর্ব্ব লোকাংশ্চ যাতি গোলোক মুত্তমং। ১১৯ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মণা কৃতং শ্রীরাধা
স্তোত্রং সমাপ্তং।

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মণঃ স্তবনং শ্রুত্বা তমুবাচহ রাধিকা।
বরং বৃণু বিধাত স্ত্বং যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং। ১২০ ॥

বিদ্যমান আছে। প্রতিপাল্য জনের ক্ষণে ক্ষণেই দোষ গুণ ঘটিতে পারে; সুতরাং প্রভু কর্ত্তৃক তাহা মার্জ্জনীয়। বিশেষতঃ জনক জননী স্নেহবশে সন্তানের সমস্ত দোষই ক্ষমা করিয়া থাকেন ॥ ১১৫। ১১৬ ॥

জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা এই বলিয়া সকলের বন্দনীয় অভীষ্ট রাধিকার চরণ কমলে প্রণাম করিয়া সেই রাধা কৃষ্ণের পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ১১৭ ॥

যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যাকালে ব্রহ্মারকৃত এই রাধা স্তোত্র পাঠ করেন রাধামাধবের চরণে নিশ্চয়ই তাঁহার ভক্তি ও দাস্য লাভ হয় ॥ ১১৮ ॥

আর সেই ব্যক্তি কর্ম্মবন্ধন চ্ছেদন ও সুদুর্জয় মৃত্যুজয় পূর্ব্বক পরিণামে সমস্ত লোক লঙ্ঘন করিয়া সর্ব্বোত্তম নিরাময় নিত্যানন্দ গোলোক-ধামে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ১১৯ ॥

ব্রহ্মাকৃত রাধা স্তোত্র সম্পূর্ণ।

হে নারদ! পরমেশ্বরী রাধিকা ব্রহ্মার স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বিধাতঃ! যে বর গ্রহণ করিতে তোমার বাঞ্ছা থাকে তুমি আমার নিকট সেই বর প্রার্থনা কর ॥ ১২০ ॥

রাধিকা বচনং শ্রুত্বা তামুবাচ জগদ্বিধিঃ।
বরঞ্চ যুবয়োঃ পাদপদ্মে ভক্তিঞ্চ দেহি মে। ১২১॥
ইত্যুক্তেচ বিধৌ রাধা তূর্ণং তা মিত্যুবাচ হ।
পুনর্ন্ননাম তাং ভক্ত্যা বিধাতা জগতাং পতিঃ। ১২২॥
তদা ব্রহ্মা তয়োর্ম্মধ্যে প্রজ্বাল্যচ হুতাশনং।
হরিঃ সংস্মৃত্য হবনং চকার বিধিনা বিধিঃ। ১২৩॥
উত্থায় শয়নাৎ কৃষ্ণ উবাস বহ্নি সন্নিধৌ।
ব্রহ্মণোক্তেন বিধিনা চকার হবনং স্বয়ং। ১২৪॥
প্রণম্য চ হরিং রাধাং বেদানাং জনকঃ স্বয়ং।
তাঞ্চ তং কারয়ামাস সপ্তধা চ প্রদক্ষিণং। ১২৫॥
পুনঃ প্রদক্ষিণং রাধাং কারয়িত্বা হুতাশনং।
প্রণম্যচ পুনঃ কৃষ্ণং বাসয়ামাস তাং বিধিঃ। ১২৬॥

জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা রাধিকার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! আপনাদিগের পাদপদ্মে আমার ভক্তি জন্মে আমাকে এই বর প্রদান করুন॥ ১২১॥

রাধিকা ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই অভিলষিত বর প্রদান করিলে সেই জগৎপতি বিধাতা পুনর্ব্বার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন॥ ১২২॥

তৎপরে তিনি হরি স্মরণ পূর্ব্বক সেই রাধা কৃষ্ণের মধ্যভাগে বহ্নি স্থাপন করিয়া হোম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১২৩॥

তৎপরে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেই বহ্নি সমীপে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মার উক্ত বিধানানুসারে স্বয়ং হোম করিতে লাগিলেন॥ ১২৪॥

ঐ সময়ে বেদ জনক ব্রহ্মা স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ চরণে প্রণাম করিয়া রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে সপ্তধা প্রদক্ষিণ করাইলেন॥ ১২৫॥

অতঃপর তিনি রাধিকাকে পুনর্ব্বার অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া প্রণাম

তস্যা হস্তঞ্চ শ্রীকৃষ্ণং গ্রাহয়ামাস তদ্বিধিঃ।
বেদোক্ত সপ্ত মন্ত্রাংশ্চ পাঠয়ামাস মাধবং। ১২৭॥
সংস্থাপ্য রাধিকা হস্তং হরের্ব্বক্ষসি বেদবিৎ।
শ্রীকৃষ্ণ হস্তং রাধায়াঃ পৃষ্ঠদেশে প্রজাপতিঃ।
স্নাপয়িত্বাচ মন্ত্রাংশ্চ পাঠয়ামাস রাধিকাং। ১২৮॥
পারিজাত প্রসূনানাং মালামাজানু লম্বিতাং।
শ্রীকৃষ্ণস্য গলে ব্রহ্মা রাধা দ্বারা দদৌ মুদা। ১২৯॥
প্রণময্য পুনঃ কৃষ্ণং রাধাঞ্চ কমলোদ্ভবঃ।
রাধা গলে হরি দ্বারা দদৌ মালাং মনোরমাং। ১৩০॥
পুনশ্চ বাসয়ামাস শ্রীকৃষ্ণং কমলোদ্ভবঃ।
তদ্বাম পার্শ্বে রাধাঞ্চ সস্মিতাং কৃষ্ণ চেতসাং।১৩১॥
পুটাঞ্জলিং কারয়িত্বা মাধবং রাধিকা বিধিঃ।
পাঠয়ামাস বেদোক্তান্ পঞ্চমন্ত্রাংশ্চ নারদ। ১৩২॥

পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে কৃষ্ণ সমীপে উপবেশন করাইলেন। ১২৬॥

তৎপরে বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে রাধিকার পাণিগ্রহণ করাইয়া তাঁহাকে বেদোক্ত সপ্ত মন্ত্র পাঠ করাইলেন। ১২৭॥

পরে সেই বেদবিদ্ প্রজাপতি রাধিকার হস্ত দয়াময় হরির বক্ষঃস্থলে ও শ্রীকৃষ্ণের হস্ত রাধিকার পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন করাইলেন এবং রাধিকাকে স্নান করাইয়া তাঁহাকে মন্ত্র পাঠ করাইলেন। ১২৮॥

এই সমস্ত কার্য্যাবসানে কমলযোনি সানন্দে রাধিকা দ্বারা আজানু লম্বিতা পারিজাত কুসুমমালা কৃষ্ণের গলদেশে ও কৃষ্ণ দ্বারা মনোরম মালা রাধিকার গলদেশে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার রাধাকৃষ্ণ চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন॥ ১২৯। ১৩০॥

পরে তিনি পুনর্ব্বার কৃষ্ণকে উপবেশন করাইয়া তাঁহার বাম পার্শ্বে কৃষ্ণগতচিত্তা সহাস্য বদনা রাধিকাকে উপবেশন করাইলেন॥ ১৩১॥

অতঃপর তিনি রাধাকৃষ্ণকে পুটাঞ্জলি করাইয়া তাঁহাদিগকে পঞ্চ বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করাইলেন। ১৩২॥

প্রণময্য পুনঃ কৃষ্ণং সমর্প্য রাধিকাং বিধিঃ ।
কন্যকাঞ্চ যথা তাতো ভক্ত্যা তস্থৌ হরেঃ পুরঃ । ১৩৩ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ সানন্দ পুলকোদ্গমাঃ ।
দুন্দুভিং বাদয়ামাসু রানকং মুরজাদিকং । ১৩৪ ॥
পারিজাত প্রসূনানাং পুষ্পবৃষ্টিং চকারহ ।
জগুর্গন্ধর্ব্ব প্রবরাননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ । ১৩৫ ॥
তুষ্টাব শ্রীহরিং ব্রহ্মা তমুবাচহ সস্মিতঃ ।
যুবয়োশ্চরণাম্ভোজে ভক্তিং মে দেহি দক্ষিণাং । ১৩৬ ॥
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ হরিঃ স্বয়ং ।
মদীয় চরণাম্ভোজে সুদৃঢ়া ভক্তিরস্তু তে । ১৩৭ ॥
স্বস্থানং গচ্ছ ভদ্রং তে ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ।
ময়া নিযোজিতং কর্ম্ম কুরু বৎস মমাজ্ঞয়া । ১৩৮ ॥

পিতা যেমন কন্যা সংপ্রদান করে তদ্রূপ তিনি দয়াময় শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে রাধিকা সমর্পণ করিয়া পরম ভক্তিযোগে সেই হরির পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১৩৩ ॥

এই সময়ে দেবগণ রাধা কৃষ্ণের বিবাহ দর্শনে আনন্দে পুলকিতাঙ্গ হইয়া দুন্দুভি, আনক ও মুরজাদি বাদ্য বাদন করাইতে লাগিলেন ।১৩৪।

তৎকালে বিমান হইতে পারিজাত পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৩৫ ॥

তখন ব্রহ্মা সহাস্য বদনে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া কহিলেন, প্রভো ! আপনাদিগের উভয়ের চরণ কমলে আমার ভক্তি জন্মে আপনি আমাকে ইহাই দক্ষিণা প্রদান করুন ॥ ১৩৬ ।

ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণে দয়াময় হরি স্বয়ং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিধে ! আমাদিগের চরণ কমলে তোমার অতিশয় সুদৃঢ়া ভক্তি সঞ্চারিত হউক । বৎস ! এক্ষণে তুমি স্বস্থানে গমন করিয়া আমার আজ্ঞা-ক্রমে মন্নিযোজিত কর্ম্ম সম্পাদন কর । তোমার মঙ্গল হইবে তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ১৩৭ ॥ ১৩৮ ॥

ঈশ্বরস্য বচঃ শ্রুত্বা বিধাতা জগতাং মুনে।
প্রণম্য রাধাং কৃষ্ণঞ্চ জগাম স্বালয়ং মুদা। ১৩৯ ॥
গতে ব্রহ্মণি সা দেবী সস্মিতা বক্র চক্ষুষা।
দর্শং দর্শং হরের্ব্বক্ত্রং চচ্ছাদ ক্রীড়য়া সুখং। ১৪০ ॥
পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গী কামবান প্রপীড়িতা।
প্রণম্য শ্রীহরিং ভক্ত্যা জগাম শয়নং হরেঃ। ১৪১ ॥
চন্দনাগুরু পঙ্কঞ্চ কস্তূরী কুঙ্কুমান্বিতং।
ললাটে তিলকং দত্বা দদৌ কৃষ্ণস্য বক্ষসি। ১৪২ ॥
সুধা পূর্ণং রত্নপাত্রং মধুপূর্ণং মনোহরং।
প্রদদৌ হরয়ে ভক্ত্যা বুভুজে জগতাং পতিঃ। ১৪৩ ॥
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদি সুবাসিতং।
দদৌ কৃষ্ণায় সা রাধা সাদরং বুভুজে হরিঃ। ১৪৪ ॥

জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা পরাৎপর পরমেশ্বর দয়াময় কৃষ্ণের এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া পুলকিতান্তঃকরণে সেই রাধা কৃষ্ণ চরণে প্রণাম পূর্ব্বক স্বীয় আলয়ে গমন করিলেন ॥ ১৩৯ ॥

ব্রহ্মা স্বধামে গমন করিলে সেই রাধিকা দেবী সহাস্য বদনে বঙ্কিম নয়নে বারংবার দয়াময় হরির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কৌতুকবশে স্বীয় মুখকমণ্ডল বসনে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ১৪০।

তৎকালে কামবাণে প্রপীড়িতা হওয়াতে রাধিকার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল। তখন তিনি ভক্তিযোগে দয়াময় হরিকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার শয়নীয় শয্যায় গমন করিলেন ॥ ১৪১ ॥

তৎপরে তিনি প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের ললাটে তিলকদান পূর্ব্বক তাঁহার বক্ষঃস্থলে অগুরুচন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুম বিলেপন করিলেন ॥ ১৪২ ॥

অতঃপর রাধা ভক্তিযোগে সুধাপূর্ণ রত্নপাত্র ও মধুপূর্ণ মনোহর পাত্র প্রদান করিলে সেই জগৎপতি দয়াময় কৃষ্ণ সানন্দে তাহা উপভোগ করিলেন ॥ ১৪৩ ॥

চখাদ সস্মিতা রাধা হরি দত্তং সুধারসং।
তাম্বূলং তেন দত্তঞ্চ বুভুজে পুরতো হরেঃ। ১৪৫ ॥
কৃষ্ণশ্চর্ব্বিত তাম্বূলং রাধিকায়ৈ দদৌ মুদা।
চখাদ পরয়া ভক্ত্যা পপৌ তন্মুখ পঙ্কজং। ১৪৬ ॥
রাধা চর্ব্বিত তাম্বূলং যযাচেন্মধুসূদনঃ।
জহাস ন দদৌ রাধা ক্ষমেত্যুক্তং তয়া মুদা। ১৪৭ ॥
চন্দনাগুরুকস্তূরী কুঙ্কুম দ্রব মুত্তমং।
রাধিকায়াশ্চ সর্ব্বাঙ্গে প্রদদৌ মাধবঃ স্বয়ং। ১৪৮ ॥
যঃ কামো ধ্যায়তে নিত্যং যস্যৈব চরণাম্বুজং।
বভূব স তস্য বশো রাধা সন্তোষ কারণাৎ। ১৪৯ ॥
যদ্ভৃত্য ভৃত্যো মদনো জিতঃ সর্ব্বক্ষণং মুনে।

পরে সেই রাধিকা কৃষ্ণকে কর্পূরাদি সুবাসিত সুরম্য উৎকৃষ্ট তাম্বূল প্রদান করিলে তিনি সাদরে তাহা গ্রহণ ও ভোগ করিলেন ॥ ১৪৪ ॥

অনন্তর শ্রীমতী হরির পুরোভাগে অবস্থিতা হইয়া তৎপ্রদত্ত সুধারস পান ও তদ্দত্ত তাম্বূল চর্ব্বন করিতে লাগিলেন। ১৪৫।

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদান করিলে তিনি পরম ভক্তি সহকারে তাহা স্বাদগ্রহ করত তদীয় মুখ পঙ্কজের মধুপান করিতে লাগিলেন। ১৪৬।

তখন মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ রাধার চর্ব্বিত তাম্বূল প্রার্থনা করাতে তিনি প্রীতমনে, নাথ! ক্ষমা কর এই বলিয়া তাঁহাকে উহা প্রদান না করিয়া হাস্য করিলেন। ১৪৭।

পরে মাধব স্বয়ং রাধিকার সর্ব্বাঙ্গ অগুরু চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রব অক্ষণ করাইলেন। ১৪৮।

কামদেব সর্ব্বদা যে দয়াময় হরির চরণ কমল চিন্তা করেন, সেই ভগবান্ দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সন্তোষ কারণে সেই মদনের বশবর্ত্তী হইলেন। ১৪৯।

স্বেচ্ছাময়ো হি ভগবান্ জিত স্তেন কুতূহলাৎ। ১৫০ ॥
করে ধৃত্বাচ তাং কৃষ্ণঃ স্থাপয়ামাস বক্ষসি।
চকার শিথিলং বস্ত্রং চুম্বনঞ্চ চতুর্ব্বিধং। ১৫১ ॥
বভূব রতি যুদ্ধেন বিচ্ছিন্না ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা।
চুম্বনেনৌষ্ঠ রাগঞ্চ আশ্লেষেণচ পত্রকং। ১৫২ ॥
শৃঙ্গারে নৈব কবরী সিন্দূর তিলকং মুনে।
জগামালঙ্কাঙ্কুরশ্চ বিপরীতাদিকে নচ। ১৫৩ ॥
পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গী বভূব নব সঙ্গমাৎ।
মূর্চ্ছা মবাপ সা রাধা বুবুধেন দিবানিশং। ১৫৪ ॥
প্রত্যঙ্গে নৈব প্রত্যঙ্গ মঙ্গেনাঙ্গ সমাশ্লিষৎ।
শৃঙ্গারাষ্টবিধং কৃষ্ণ শ্চকার কাম শাস্ত্রবিৎ। ১৫৫ ॥
পুনস্তাঞ্চ সমাকৃষ্য সস্মিতাং বক্র লোচনাং।
ক্ষত বিক্ষত সর্ব্বাঙ্গং নখ দন্তৈ শ্চকারহ। ১৫৬ ॥

হে নারদ! যে হরির ভৃত্যেরও ভৃত্য কর্ত্তৃক সর্ব্বক্ষণ কামদেব বিজিত হন, সেই স্বেচ্ছাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুতূহলে তৎকর্ত্তৃক জিত হইলেন। ১৫০।

তৎকালে সেই শ্রীকৃষ্ণ কামবশে রাধিকাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক বসন শিথিল করিয়া চতুর্ব্বিধ চুম্বন করিলেন। ১৫১।

তখন রতি যুদ্ধে রাধিকার ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং চুম্বনে ওষ্ঠরাগ, আলিঙ্গনে চিত্র পত্রক, শৃঙ্গারে কবরী সিন্দূরতিলক আর বিপরীত বিহারাদি যোগে অলঙ্কাঙ্কুর অপনীত হইল। ১৫২। ১৫৩।

ঐ সময়ে রাধিকা নবসঙ্গমে পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গী হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহার দিবারাত্রি উদ্বোধ মাত্র থাকিল না। ১৫৪।

কাম শাস্ত্রবিদ্ কৃষ্ণ অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রমে সুখে অষ্টবিধ শৃঙ্গার করিলেন। ১৫৫।

এইরূপ শৃঙ্গারাবসানে তিনি সেই বঙ্কিম নয়না সহাস্য বদনা রাধিকাকে আকর্ষণ করিয়া নখ দন্তের আঘাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিলেন। ১৫৬।

কঙ্কণানাং কিঙ্কিণীনাং মঞ্জিরাণাং মনোহরঃ।
বভূব শব্দ স্তত্রৈব শৃঙ্গার সমরোদ্ভবঃ। ১৫৭ ॥
চকার রহিতাং রাধা কবরী বেশ বাসসা।
নির্জ্জনে কৌতুকাৎ কৃষ্ণঃ কামশাস্ত্র বিশারদঃ। ১৫৮ ॥
চূড়াবেশাংশুকৈর্হীনং চকার তঞ্চ রাধিকা।
ন কস্য কস্মাদ্ধানিশ্চ তৌ দ্বৌ কার্য্য বিশারদৌ। ১৫৯ ॥
জগ্রাহ রাধা হস্তা তু মাধবো রত্ন দর্পণং।
মুরলীং মাধব করাৎ জগ্রাহ রাধিকা বলাৎ। ১৬০ ॥
চিত্তাপহারং রাধায়াশ্চকার মাধবো রসাৎ।
জহার রাধিকা রসান্মাধবস্যাপি মানসং। ১৬১ ॥
নিবৃত্তে কামযুদ্ধেচ সস্মিতা বক্র লোচনা।
প্রদদৌ মুরলীং প্রীত্যা শ্রীকৃষ্ণায় মহামুনে। ১৬২ ॥
প্রদদৌ দর্পণং কৃষ্ণঃ ক্রীড়া কমলমুজ্জ্বলং।

তৎকালে সেই রতি যুদ্ধ হইতে কঙ্কণ, কিঙ্কিণী ও মঞ্জিরের মনোহর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ১৫৭।

ঐ সময়ে কামশাস্ত্র বিশারদ কৃষ্ণ কৌতুকবশে রাধিকাকে সেই বিজন প্রদেশে স্খলিত কবরী বেশ বর্জ্জিতা ও বস্ত্রহীনা করিলেন, এবং রাধিকাও কৃষ্ণকে চূড়াবিহীন বেশবর্জ্জিত ও বসন শূন্য করিলেন। তাঁহারা উভয়েই কার্য্য বিশারদ সুতরাং তাহাতে তাঁহাদিগের উভয়ের কোন প্রকার হানি হইল না। ১৫৮। ১৫৯।

তখন মাধব রাধিকার কর হইতে রত্ন দর্পন এবং রাধিকাও বল পূর্ব্বক মাধবের কর হইতে মুরলী গ্রহণ করিলেন। ১৬০।

মাধব রস প্রসঙ্গে রাধিকার মনোহরণ এবং রাধিকাও মাধবের মনোহরণ করিলেন। ১৬১।

এই কাম যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে শ্রীমতী প্রীতি পূর্ব্বক বঙ্কিম নয়নে সহাস্য বদনে পরমাত্মা দয়াময় শ্রীকৃষ্ণকে তদীয় মুরলী প্রদান করিলেন। ১৬২।

চকার কবরীং রম্যাং সিন্দূর তিলকং দদৌ। ১৬৩॥
বিচিত্র পত্রকং দেহং চকারৈবং বিধং হরিঃ।
বিশ্বকর্ম্মা ন জানাতি সখীনা মপি কা কথা। ১৬৪॥
বেশং বিধাতুং কৃষ্ণস্য যদা রাধা সমুদ্যতা।
বভূব শিশুরূপং স কৈশোরং ত্যক্ত বিগ্রহং। ১৬৫॥
দদর্শ বালকং রাধা রুদন্তং পীড়িতং ক্ষুধা।
যাদৃশং প্রদদৌ নন্দো ভীরুং তাদৃশমচ্যুতং। ১৬৬॥
নিশশ্বাসচ সা রাধা হৃদয়েন বিদূয়তা।
ইতস্ততস্তং পশ্যন্তী শোকার্ত্তা বিরহাতুরা। ১৬৭॥
উবাচ কৃষ্ণ মুদ্দিশ্য কাকুক্তি মিতি কাতরা।
মায়াং করোষি মায়েশ কিঙ্করীং কথ মীদৃশীং। ১৬৮॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে রত্নদর্পণ ও উজ্জ্বল ক্রীড়া কমল প্রদান করিয়া তাঁহার সুরম্য কবরীবন্ধন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার ললাটে সিন্দূরতিলক প্রদান করিয়া তদ্দেহ বিচিত্র চিত্র পত্রকে সুশোভিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধিকার এরূপ বেশ ভূষা সম্পাদিত হইল যে রাধিকার সখীগণের কথা দূরে থাকুক, বিশ্বকর্ম্মাও তাহা পরিজ্ঞাত নহেন ॥ ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥

তৎপরে রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের বেশবিধানে সমুদ্যতা হইলেন অমনি তিনি কৈশোর রূপ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ শিশুরূপে প্রকাশমান হইলেন। ১৬৫।

তখন শ্রীমতী দেখিলেন ব্রজরাজ নন্দ যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন হরি তদবস্থাপন্ন হইয়াছেন, পূর্ব্ববৎ বালকরূপে তিনি ভীত ও ক্ষুৎপীড়িত হইয়া রোদন করিতেছেন। ১৬৬।

এই ব্যাপার দর্শনে শ্রীমতী রাধিকা শোকার্ত্তা ও বিরহাতুরা হইয়া দুঃখিত হৃদয়ে ইতস্ততঃ অবলোকন ও নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণনাথ কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া কাকুক্তি প্রয়োগ সহকারে কহিতে লাগিলেন, হে মায়েশ! আমি তোমার দাসী, দাসীর প্রতি এরূপ মায়া বিস্তার করা কোনমতে কর্ত্তব্য নহে। ১৬৭। ১৬৮।

ইত্যেব মুক্ত্বা সা রাধা পপাতচ রুরোদচ।
রুরোদ কৃষ্ণ স্তত্রৈব বাগ্বভূবা শরীরিণী। ১৬৯॥
কথং রোদিষি রাধে ত্বং স্মর কৃষ্ণ পদাম্বুজং।
আরাসমণ্ডলং যাবন্নক্ত মত্রাগমিষ্যসি। ১৭০॥
করিষ্যসি রতিং নিত্যং হরিণা সার্দ্ধমীপ্সিতং।
ছায়াং বিধায় স্বগৃহে স্বয়মাগত্য মারুদ। ১৭১॥
কৃত্বা ক্রোড়ে চ মায়েশং প্রাণেশং বাল রূপিণং।
ত্যজ শোকং গৃহং গচ্ছ সুন্দরীতি প্রবোধিনী। ১৭২॥
শ্রুত্বৈবং বচনং রাধা কৃত্বা ক্রোড়েচ বালকং।
দদর্শ পুষ্পোদ্যানঞ্চ বনং সদ্রত্ন মণ্ডপং। ১৭৩॥
তূর্ণং বৃন্দাবনাদ্রাধা জগাম নন্দ মন্দিরং।
সা মনোযায়িনী দেবী নিমেষার্দ্ধেন নারদ। ১৭৪॥
সংসিক্ত স্নিগ্ধ মুন্মুক্ত বসনারক্ত লোচনা।

রাধিকা এইরূপ কহিয়া রোদন করিতে করিতে তথায় নিপতিতা হইলেন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণেরও নয়ন যুগল হইতে অশ্রু বিগলিত হইল। তৎপরে তথায় এইরূপ দৈববাণী হইল রাধে! তুমি কেন রোদন করিতেছ? শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল স্মরণ কর। যাবৎ এস্থানে রাসমণ্ডল বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ তুমি নিত্য রাত্রি যোগে স্বীয় গৃহে ছায়ামাত্র সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং এই রাসমণ্ডলে আগমন পূর্ব্বক দয়াময় হরির সহিত অভীষ্ট রতি বিহার করিতে পারিবে, আর রোদন করিওনা। সুন্দরি! এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া মায়াময় বালকরূপী প্রাণ নাথ কৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক গৃহে গমন কর। ১৬৯। ১৭০। ১৭১। ১৭২।

রাধিকা এইরূপ দৈববাণী শ্রবণে সমাশ্বাসিতা হইয়া সেই বালক ক্রোড়ে করিয়া বৃন্দাবনে অপূর্ব্ব পুষ্পোদ্যান ও রত্নমণ্ডপ দর্শন করিলেন ॥ ১৭৩॥

তৎপরে সেই মনোবেগ গামিনী রাধিকা দেবী সত্বর বৃন্দাবন হইতে বহির্গতা হইয়া নিমেষার্দ্ধে নন্দালয়ে উপনীতা হইলেন॥ ১৭৪॥

যশোদায়ৈ শিশুং দত্তে মুদ্যতা সেত্যুবাচহ। ১৭৫ ॥
গৃহীত্বেমং শিশুং স্থূলং রুদন্তঞ্চ ক্ষুধাতুরং।
গোষ্ঠে ত্বৎ স্বামিনা দত্তং প্রাপ্তাতি যাতনা পথি। ১৭৬ ॥
সংসিক্ত বসনা বৃষ্টে র্মেঘচ্ছন্নেতি দুর্দ্দিনং।
পিচ্ছিলে দুর্গমোদ্রেকে যশোদা বোঢ়ু মক্ষমা। ১৭৭ ॥
গৃহাণ বালকং ভদ্রে স্তনং দত্ত্বা প্রবোধয়।
গৃহং চির পরিত্যক্তং যামি তিষ্ঠ স্বয়ং সতি। ১৭৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা বালকং দত্ত্বা জগাম স্বালয়ং সতী।
যশোদা বালকং নীত্বা চুচুম্বচ স্তনং দদৌ। ১৭৯ ॥

আগমন কালে রক্ত লোচনা রাধিকার বসন আর্দ্র ও বালকরূপী হরির অঙ্গ সলিল সেকে স্নিগ্ধ হইয়াছিল। তদবস্থায় তিনি সেই শিশুরূপী হরিকে যশোদার নিকট অর্পণ করিতে উদ্যতা হইয়া কহিলেন, সতি! যখন গোষ্ঠ মধ্যে তোমার এই শিশু সন্তান ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করে তখন তোমার স্বামী আমার নিকট ইহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তোমার এই স্থূলাঙ্গ শিশু সন্তানকে আনয়ন করিতে পথিমধ্যে আমার বিস্তর ক্লেশ হইয়াছে ॥ ১৭৫ ॥ ১৭৬ ॥

যশোদে! মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডল হইতে অবিরল বারিধারা বর্ষণ নিবন্ধন দুর্দ্দিন উপস্থিত হওয়াতে পথ নিতান্ত পিচ্ছিল হইয়াছে। এই পিচ্ছিল পথে আমি আর্দ্রবস্ত্রে তোমার এই সন্তানকে অতি ক্লেশে বহন করিয়াছি ॥ ১৭৭ ॥

ভদ্রে! এক্ষণে তুমি স্বীয় পুত্রকে গ্রহণ করিয়াই ইহাকে স্তন প্রদান পূর্ব্বক সান্ত্বনা কর। আমি অনেকক্ষণ গৃহ হইতে আসিয়াছি সুতরাং আর বিলম্ব করিতে পারি না। এক্ষণে আমি চলিলাম। তুমি স্বীয় ভবনে অবস্থান কর ॥ ১৭৮ ॥

রাধিকা দেবী এই বলিয়া যশোদার নিকট সেই বালকরূপী হরিকে প্রদান করিয়া স্বধামে গমন করিলেন। তখন যশোদাও কৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক মুখ চুম্বন করিয়া তাঁহাকে স্তন প্রদান করিলেন ॥ ১৭৯ ॥

বহির্নিবিষ্টা সা রাধা স্বগৃহে গৃহ কর্ম্মণি।
নিত্যং নক্তং রতিং তত্র চকার হরিণা সহ। ১৮০ ॥
ইত্যেবং কথিতং বৎস শ্রীকৃষ্ণ চরিতং শুভং।
সুখদং মোক্ষদং পুণ্যং পরমং কথয়ামি তে। ১৮১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে রাধা কৃষ্ণ বিবাহ নব সঙ্গম প্রস্তাবঃ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অতঃপর রাধিকা স্বীয় গৃহে গৃহ কর্ম্মে বাহ্যিক নিবিষ্টা রহিলেন, কিন্তু প্রতিদিন রজনীযোগে তিনি স্বয়ং বৃন্দাবনে উপনীতা হইয়া দয়াময় হরির সহিত সুখে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৮০ ॥

বৎস! এই আমি মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ চরিত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আরও তাঁহার সুখমোক্ষপ্রদ পরম পবিত্র চরিত কহিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১৮১ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে রাধা কৃষ্ণ বিবাহ নব সঙ্গম প্রস্তাব পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

—o—

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

মাধবো বালকৈঃ সার্দ্ধ মেকদা গোধনৈঃ সহ।
ভুক্ত্বা পীত্বাচ ক্রীড়ার্থং জগাম শ্রীবনং মুনে। ১॥
তত্র নানাবিধাং ক্রীড়াং চকার মধুসূদনঃ।
কৃত্বা তাং শিশুভিঃ সার্দ্ধং চালয়ামাস গোধনং। ২॥
যযৌ মধুবনং তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণো গোধনৈঃ সহ।
তত্র স্বাদু জলং পীত্বা বলেন সহ বালকঃ। ৩॥
তত্রৈক দৈত্যো বলবান্ শ্বেতবর্ণো ভয়ঙ্করঃ।
বিকৃতাকার বদনো বকাসুরশ্চ শৈলবৎ। ৪॥
দৃষ্টাচ গোকুলং গোষ্ঠে শিশুভির্ব্বল কেশবৌ।
যথা গস্ত্যশ্চ বাতাপীং সর্ব্বং জগ্রাহ লীলয়া। ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! একদা শ্রীকৃষ্ণ পান [illegible] নের পর ব্রজ বালক ও গোধন সমভিব্যাহারে ক্রীড়া[illegible] গমন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

সেই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে তথায় উপনীত হইয়া বালকগণের সহিত বিবিধ ক্রীড়া সম্পাদন পূর্ব্বক গোচারণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

তৎপরে তিনি বলদেবের সহিত সুস্বাদু জল পান করিয়া গোধন সকল সমভিব্যাহারে মধুবনে গমন করিলেন ॥ ৩ ॥

তখন সেই মধুবনে শ্বেতবর্ণ পর্ব্বত প্রমাণ বিকৃত বদন ভয়ঙ্কর পরাক্রান্ত বকাসুর উপনীত হইল ॥ ৪ ॥

ঐ সময়ে রাম কৃষ্ণ উভয়ে গোষ্ঠ মধ্যে গোপবালকগণ সমন্বিত গোধন সকল দর্শন করিয়া অগস্ত্য দেব যেমন অবলীলাক্রমে বাতাপিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই কৃষ্ণ বকাসুরকে আক্রমণ করিতে তাহার সমীপস্থ হইলেন ॥ ৫ ॥

বক গ্রস্তং হরিং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে দেবা ভয়ান্বিতাঃ।
চক্রুর্হাহেতিশব্দং ত্রস্তা ধাবন্তঃ শস্ত্র পানয়ঃ। ৬॥
শক্রশ্চিক্ষেপ বজ্রশ্চ মুনেরস্থি বিনির্ম্মিতং।
ন মমার বক স্তস্মাৎ পক্ষমেকং দদাহ হ। ৭॥
নীহারাস্ত্রং শশধরঃ শীতার্ত্ত স্তেন নারদ।
যমদণ্ডং সূর্য্যপুত্র স্তেন কুণ্ঠো বভূব হ। ৮॥
বায়ব্যাস্ত্রঞ্চ বায়ুশ্চ তেন স্থানান্তরং যযৌ।
বরুণশ্চ শিলাবৃষ্টিং চকার তেন পীড়িতঃ। ৯॥
হুতাশনশ্চ বহ্নিঞ্চ পক্ষান্ তেন দদাহচ।
কুবেরস্থার্দ্ধ চন্দ্রেণ ছিন্ন পাদৌ বভূবহ। ১০॥
ঈশানস্থচ শূলেন বভূব মূর্চ্ছিতোঽসুরঃ।
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব কৃষ্ণং চক্রু র্ভিয়াশিষং। ১১॥

তৎপরে সেই বকাসুর শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিলে সকল দেবগণ এই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া হাহাকার রবে শস্ত্র হস্তে সত্বর ধাবমান হইলেন॥ ৬॥

প্রথমে দেবরাজ দধীচিমুনির অস্থি নির্ম্মিত বজ্র বকাসুরের প্রতি ক্ষেপণ করিলেন; কিন্তু তাহাতে সে প্রাণত্যাগ করিল না। সেই বজ্র প্রহারে কেবল তাহার একটি পক্ষ দগ্ধ হইয়া গেল॥ ৭॥

তখন চন্দ্রদেব তাহার প্রতি নীহারাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে সেই বকাসুর শীতার্ত্ত এবং সূর্য্য পুত্র যম যমদণ্ড প্রহার করিলে সে ব্যথিত হইল॥৮॥

পরে পবনদেব বায়ব্যাস্ত্রে তাহাকে স্থানান্তরে নীত এবং বরুণ তাহাকে শিলাবৃষ্টি দ্বারা প্রপীড়িত করিলেন॥ ৯॥

তৎপরে অগ্নিদেব আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগে তাহার পক্ষ সমুদায় দগ্ধ করিলেন এবং কুবেরের অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহার চরণ যুগল ছিন্ন হইল।১০।

অতঃপর ভগবান্ ঈশানের শূল প্রহারে সেই বকাসুর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তখন মুনি ও ঋষিগণ কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।১১।

এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণঃ প্রজ্বলন্ ব্রহ্ম তেজসা।
দদাহ দৈত্যং সর্ব্বাঙ্গং বাহ্যাভ্যন্তর মীশ্বরঃ। ১২ ॥
তৎসর্ব্বং বমনং কৃত্বা প্রাণাং স্তত্যাজ দানবঃ।
বকং নিহত্য বলবান্ শিশুভি র্গোধনৈঃ সহঃ।
যযৌ কেলি কদম্বানাং কাননং সুমনোহরং। ১৩ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র ষণ্ড রূপধরো সুরঃ।
নাম্না প্রলম্বো ভগবান্মহাধূর্ত্তশ্চ শৈলবৎ। ১৪ ॥
শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ হরিং কৃত্বা ভ্রাময়ামাস তত্রবৈ।
দুদ্রুবুর্ব্বালকাঃ সর্ব্বে রুরুদুশ্চ ভয়াতুরাঃ। ১৫ ॥
বলো জহাস বলবান্ জ্ঞাত্বা ভ্রাতরমীশ্বরং।
বালকান্ বোধয়ামাস নভয় মিত্যুবাচ হ। ১৬ ॥
তদ্বিষাণং গৃহীত্বাচ স্বয়ং শ্রীমধুসূদনঃ।
ভ্রাময়িত্বাচ গগনে পাতয়ামাস ভূতলে। ১৭ ॥

ঐ সময়ে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান সর্ব্ব নিয়ন্তা পরাৎপর পরমেশ্বর দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ তেজোরাশি দ্বারা সেই দৈত্যের বাহ্যাভ্যন্তর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে লাগিল। ১২।

পরে সেই দানব বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরাক্রান্ত দয়াময় হরি এইরূপে সেই বকাসুরকে বিনাশ করিয়া সমস্ত গোপবালক ও গোধন সমভিব্যাহারে অতি মনোহর কেলিকদম্ব কাননে প্রবেশ করিলেন।১৩।

এই অবসরে প্রলম্ব নামক এক মহাধূর্ত্ত অসুর পর্ব্বত প্রমাণ ষণ্ডরূপে তথায় আগমন করিয়া শৃঙ্গদ্বয়ে হরিকে ধারণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে গোপবালকগণ ভয় ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে করিতে ধাবমান হইল ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

মহাবল বলদেব ভ্রাতা কৃষ্ণকে ঈশ্বররূপে জ্ঞাত ছিলেন সুতরাং তিনি তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া ভয়ার্ত্ত বালকগণকে তোমাদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

প্রাণাং স্তত্যাজ দৈত্যেন্দ্রো নিপত্য চ মহীতলে।
জহাসুর্ব্বালকাঃ সর্ব্বে ননৃতুশ্চ জগুর্ম্মুদা। ১৮ ॥
হত্বা প্রলম্বং শ্রীকৃষ্ণো বলেন সহ সত্বরঃ।
গোধনং চালয়ামাস যযৌ ভাণ্ডীর মীশ্বরঃ। ১৯ ॥
গচ্ছন্তং মাধবং দৃষ্ট্বা কেশী দৈত্যেশ্বরো বলী।
বেষ্টয়াযাস তং শীঘ্রং খুরেণ বিখুরন্মহীং। ২০ ॥
মুর্দ্ধ্নি কৃত্বা হরিং দুষ্টো গগনং শত যোজনং।
উৎপত্য ভ্রাময়ামাস পপাত চ মহীতলে। ২১ ॥
জগ্রাহ স হরিং পাপী চর্ব্বয়ামাস কোপতঃ।
স ভগ্ন দন্তো দৈত্যশ্চ বজ্রাদি চর্ব্বণাদহো। ২২ ॥

তৎপরে সেই মধুসূদন স্বয়ং বণ্ডরূপী দৈত্যের বিষাণ অর্থাৎ শৃঙ্গদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে গগনমার্গে ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ১৭ ॥

প্রলম্বাসুর এইরূপে ভূমিতলে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে গোপ বালকগণ পরমানন্দিত হইয়া হাস্য নৃত্য ও নানাবিধ রূপে গান করিতে লাগিল। ১৮ ॥

পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে প্রলম্বাসুরকে বিনাশ করিয়া সত্বর তথা হইতে বলদেবের সহিত ভাণ্ডীরবনে গমন পূর্ব্বক গোচারণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥

তথায় কেশী নামক মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বরূপী দৈত্যেশ্বর সেই ভাণ্ডীরবনে দয়াময় হরিকে বিচরণ করিতে দেখিয়া খুর দ্বারা ভূমি খনন করিতে করিতে সত্বর তাঁহাকে বেষ্টন করিল ॥ ২০ ॥

তৎপরে সেই দুষ্ট দৈত্য, দয়াময় হরিকে মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বিমানে শত যোজন ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইল এবং তথায় তাঁহাকে ভ্রমণ করাইয়া স্বয়ং পুনর্ব্বার মহীতলে নিপতিত হইল ॥ ২১।

ঐ সময়েও সেই পাপাশয় দৈত্য দয়াময় হরিকে আক্রমণ পূর্ব্বক

শ্রীকৃষ্ণ তেজসা দগ্ধঃ প্রাণাং স্তত্যাজ ভূতলে।
স্বর্গে দুন্দুভয়োনেদুঃ পুষ্প বৃষ্টি র্ব্বভূবহ। ২৩॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র পার্ষদো দিব্য রূপিণঃ।
তত্রাজগ্মুঃস্যন্দনস্থা দ্বিভুজাঃ পীতবাসসঃ। ২৪॥
কিরীটিনঃ কুণ্ডলীনো বনমালা বিভূষিতাঃ।
বিনোদমুরলী হস্তাঃ ক্বণন্মঞ্জীর রঞ্জিতাঃ। ২৫॥
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গাঃ কমনীয়া মনোহরাঃ।
কুঙ্কুম দ্রব সংযুক্তা গোপ বেশ ধরা বরাঃ। ২৬॥
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্য ভক্তানুগ্রহ কাতরাঃ।
প্রদীপ্তং রথমাদায় রত্নসার বিনির্ম্মিতং। ২৭॥

ক্রোধে তাঁহাকে চর্ব্বণ করিতে লাগিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বজ্রাদি চর্ব্বণের ন্যায় তাহাতে তাহার দন্তগুলি ভগ্ন হইয়া গেল। ২২।

অতঃপর সেই দৈত্য শ্রীকৃষ্ণ তেজে দগ্ধ হইয়া ভূমিতলে পতিত ও হতজীবিত হইল। এইরূপে কেশী দৈত্য বিনষ্ট হইলে স্বর্গে দুন্দুভি-ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ২৩।

এই সময়ে পীতবস্ত্রধারী দিব্যরূপ সম্পন্ন দ্বিভুজ হরির পার্ষদগণ দিব্য রথারোহণে তথায় উপনীত হইলেন। ২৪।

তৎকালে দৃষ্ট হইল, তাঁহাদিগের মস্তকে কিরীট কর্ণে কুণ্ডল ও গল-দেশে বনমালা শোভা পাইতেছে, মনোহর মঞ্জীর ভূষণ তাঁহাদিগের চরণে শব্দায়মান হইতেছে এবং তাঁহারা স্বীয় স্বীয় করে বিনোদ মুরলী ধারণ করিয়াছেন। ২৫।

তাঁহারা সকলেই কমনীয় মূর্ত্তি মনোহর বেশসম্পন্ন ও দিব্য গোপ রূপধারী। তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ চন্দন চর্চ্চিত ও কুঙ্কুমদ্রবে সংসিক্ত হইয়া রহিয়াছে। ২৬।

তাঁহারা দিব্য বস্ত্রধারী ও রত্নালঙ্কার বিভূষিত। তাঁহাদিগের সুপ্র-সন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য বিকাসিত হইতেছে, আর তাঁহারা ভক্তজনের

ভাণ্ডীর বনমাজগ্মু র্যত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
দিব্যবস্ত্র পরীধানা রত্নালঙ্কার ভূষিতাঃ। ২৮ ॥
প্রণম্যায্য হরিং নীত্বা জগ্মু র্গোলোক মুত্তমং। ২৯ ॥
মুক্তং দেহং পরিত্যজ্য বৈষ্ণবাঃ পুরুষা স্তদা।
সংপ্রাপ্য দানবীং যোনিং বভূবুঃ কৃষ্ণ পার্ষদাঃ। ৩০ ॥

নারদ উবাচ।

কে তেচ দিব্য পুরুষা বৈষ্ণবা দৈত্য রূপিণঃ।
কথয়স্ব মহাভাগ শ্রুতং কিং পরমাদ্ভুতং। ৩১ ॥

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যেহ মিতিহাসং পুরাতনং।
শ্রুতং মহেশ বদনাৎ সূর্য্য পর্ব্বণি পুষ্করে। ৩২ ॥

প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে ব্যগ্র রহিয়াছেন। এইরূপে সেই কৃষ্ণ পার্ষদগণ রত্নসার বিনির্ম্মিত দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক যে ভাণ্ডীর বনে হরি অবস্থান করিতেছিলেন তথায় উপনীত হইলেন। ২৭। ২৮।

তৎপরে তাঁহারা দয়াময় হরির চরণে প্রণাম পূর্ব্বক দৈত্য দেহ হইতে বিমুক্ত সেই পুরুষকে গ্রহণ পূর্ব্বক অনুত্তম গোলোকধামে যাত্রা করিলেন। এইরূপে যাহারা দৈত্য যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারা সকলেই মুক্তি লাভ পূর্ব্বক কৃষ্ণ পার্ষদ বৈষ্ণব পুরুষ হইয়া নিত্যানন্দ গোলোকধামে গমন করিল। ২৯। ৩০।

নারদ কহিলেন, মহাভাগ! সেই বৈষ্ণব পুরুষগণ দৈত্যরূপী হইয়াছিলেন এই অতি অদ্ভুত বিষয় আমার শ্রুতিগোচর হইল। অতএব সেই মহাত্মারা পূর্ব্বে কিরূপ ছিলেন, আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৩১।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, দেবর্ষে! পূর্ব্বে আমি পুষ্কর তীর্থে সূর্য্যপর্ব্বকালে মহেশ্বর মুখে এতদুপলক্ষীয় যে পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। শ্রবণ কর। ৩২।

হরে গুর্ণ প্রসঙ্গেন কথয়ামাস শঙ্করঃ।
সংপুষ্টো মুনি সংঘৈশ্চ ময়া ধর্ম্মেণ ব্রহ্মণা। ৩৩ ॥
ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ কথাং ভুবন পাবনীং।
কথয়ামি সুবিস্তার্য্য সাবধানং নিশাময়। ৩৪ ॥
গন্ধর্ব্বেশো গন্ধবাহঃ পর্ব্বতো গন্ধমাদনে।
মহাং স্তপস্বি প্রবরো হরি সেবন তৎপরঃ। ৩৫ ॥
বভূবুশ্চতুরঃ পুত্রা গন্ধর্ব্ব প্রবরামুনে।
সংস্মরন্ কৃষ্ণ পাদাব্জং স্বপ্নে জ্ঞানে দিবানিশং। ৩৬ ॥
তেচ দুর্ব্বাসসঃ শিষ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন তৎপরাঃ।
নিত্যং দত্ত্বা চ কমলং সংপূজ্য ন পপুর্জ্জলং। ৩৭ ॥
বসুদেবঃ সুহোত্রশ্চ সুপার্শ্বশ্চ সুদর্শকঃ।
চত্বারো বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ স্তেপুস্তে পুষ্করে তপঃ।

পূর্ব্বে সেই পুষ্কর তীর্থে ব্রহ্মা ধর্ম্ম মুনিমণ্ডল ও আমি আমরা সকলে ভগবান্ শঙ্করের নিকট পরমাত্মা দয়াময় হরির মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হরিগুণ প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগের নিকট সেই পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিয়াছিলেন। ৩৩।

হে মহাভাগ ব্রহ্মপুত্র! এক্ষণে আমি সেই ভুবনপাবনী কথা সবিস্তারে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। তুমি সাবধানে শ্রবণ কর। ৩৪।

পূর্ব্বে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গন্ধবাহ নামক এক হরিসেবা নিরত তপস্বি-প্রবর মহাত্মা গন্ধর্ব্বরাজ বাস করিতেন। ৩৫।

তিনি দিবারাত্রি স্বপ্নে জ্ঞানে পরমাত্মা দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল চিন্তা করিতেন। তৎপরে কালে তাঁহার চারিটি গন্ধর্ব্ব প্রবর সুন্দর পুত্র সমুৎপন্ন হইল। ৩৬।

সেই গন্ধর্ব্ব পুত্রগণ, মুনিবর দুর্ব্বাসার শিষ্য হইয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের পূজার তৎপর হইলেন। প্রতিদিন তাহারা হরিকে কমল প্রদানে পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ৩৭।

চিরকালং তপ স্তপ্ত্বা বভূবুঃ সিদ্ধ সঙ্গিনঃ। ৩৮ ॥
শ্রেষ্ঠো দুর্ব্বাসসো যোগং সংপ্রাপ্য যোগিনাং বরঃ।
সিদ্ধশ্চাহৃত দারশ্চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্ম তেজসা। ৩৯ ॥
সদ্যো দেহং পরিত্যজ্য বভূব কৃষ্ণ পার্ষদঃ।
একদা ভ্রাতুরন্তেচ জগ্মু শ্চিত্র সরোবরং। ৪০ ॥
পদ্মানি কৃষ্ণ পূজার্থ মাহর্ত্তু মুদয়ে রবেঃ। ৪১ ॥
পদ্মানাং চয়নং কৃত্বা গচ্ছতো বৈষ্ণবান্মুনে।
দৃষ্ট্বা নিবদ্ধা সংজগ্মুঃ সর্ব্বে শঙ্কর কিঙ্করাঃ। ৪২ ॥
বলিষ্ঠো দুর্ব্বলা নীত্বা জগ্মুঃ শঙ্কর সন্নিধিং।
তে সর্ব্বে শঙ্করং দৃষ্ট্বা প্রণেমুঃ শিরসা ভুবি। ৪৩ ॥

তাঁহারা জ্যেষ্ঠানিক্রমে বসুদেব সুভোত্র সুপার্শ্ব ও সুদর্শক এই নাম চতুষ্টয়ে বিখ্যাত। সেই বৈষ্ণব প্রধান চারি ভ্রাতা পুষ্করতীর্থে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। বহুকাল তথায় তপস্যা করিয়া তাহারা সিদ্ধ পুরুষগণের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারপরিগ্রহ না করিয়া গুরুদেব দুর্ব্বাসার নিকটে যোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই যোগবলে যোগিগণের প্রধান সিদ্ধ ও ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান হইয়াছিলেন। এইরূপ সাধনে তিনি সদ্য দেহত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ হইলেন ॥ ৩৯ ॥

জ্যেষ্ঠের অবসানে একদা দিনমণি গগনমণ্ডলে উদিত হইলে অন্যান্য ভ্রাতৃগণ পরমাত্মা দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের পূজার জন্য পদ্ম আহরণ করিতে চিত্র সরোবরে গমন করিলেন ॥ ৪০ ॥

সেই হরিপরায়ণ গন্ধর্ব্বগণ তথায় উপনীত হইয়া কমল চয়ন করিতে-ছেন এমন সময়ে চিত্রসরোবর রক্ষক শিবকিঙ্করগণ তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিলেন ॥ ৪১। ৪২ ॥

তৎপরে বলিষ্ঠ শিবকিঙ্করগণ, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল গন্ধর্ব্বগণকে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লইয়া শঙ্কর সমীপে সমাগত হইলে তাঁহারা দেবা-

তানুবাচ শিবঃ শীঘ্রং প্রযুজ্যাশিষ মুত্তমং।
ঈশদ্ধাস্য প্রসন্নাস্য ভক্তানুগ্রহ কাতরঃ। ৪৪॥

শিব উবাচ।

কেয়ূযং পদ্ম হর্ত্তার পার্ব্বত্যাশ্চ সরোবরে।
লক্ষ যক্ষে রক্ষণীয়ে পার্ব্বতী ব্রত হেতবে। ৪৫॥
নিত্যং সহস্র কমলং দদাতি হরয়ে সতী।
ব্রতে ত্রৈমাসিকে ভক্ত্যা পতি সৌভাগ্য বর্দ্ধনে। ৪৬॥
শিবস্য বচনং শ্রুত্বা তমূচু র্বৈষ্ণবা ভিয়া।
পুটাঞ্জলি যুতাঃ সর্ব্বে ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরাঃ। ৪৭॥

গন্ধর্ব্বাঊচুঃ।

বয়ং গন্ধর্ব্ব প্রবরা গন্ধবাহ সুতাঃ প্রভো।
হরয়ে কমলং দত্বা পিবামো জলমীশ্বরঃ। ৪৮॥
বয়ং ন জ্ঞামহে নাথ পার্ব্বত্যা রক্ষিতং সরঃ।
গৃহাণ কমলং সর্ব্ব মস্মাকঞ্চ ফলং কুরু। ৪৯॥

দিদেবকে দর্শন পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন॥ ৪৩॥

তখন ভক্তানুগ্রহ কাতর ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন মনে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা কে? পার্ব্বতীর ব্রত কারণে লক্ষ যক্ষ কর্ত্তৃক যে চিত্রসরোবর রক্ষিত হইতেছে, তোমরা কিজন্য সেই সরোবরের কমল হরণ করিয়াছ॥ ৪৪॥ ৪৫॥

সতী পার্ব্বতী, পতি সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য ত্রৈমাসিক ব্রতে দীক্ষিতা হইয়া নিত্য ভক্তিযোগে হরিকে সহস্র কমল প্রদান করিয়া থাকেন।৪৬।

বৈষ্ণব গন্ধর্ব্বগন ভগবান্ শঙ্করের এই বাক্য শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া ভক্তি বিনম্র কন্ধরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আমরা গন্ধর্ব্বরাজ গন্ধবাহের পুত্র আমরা পরাৎপর পরমাত্মা দয়াময় হরিকে কমল প্রদান না করিয়া জলমাত্র পান করি না॥ ৪৭॥ ৪৮॥

ন দাস্যা মোঽদ্য কমলং পাস্যামোঽদ্য জলং হর।
কিম্বা কথং ন পাস্যাম তুভ্যং দত্তানি তানিচ ৫০ ॥
নিত্যং ধ্যাত্বা যৎপদাব্জং পদ্মেন পূজয়ামহে।
সাক্ষাত্তস্মৈ প্রদত্বা চ পদ্ম পূতা বয়ং বিভো। ৫১ ॥
একং ব্রহ্ম ক্ব দ্বিতীয়ং ক্ব দেহে যশ্চ রূপবান।
ভক্তানুগ্রহতো দেহো রূপ ভেদশ্চ মায়য়া। ৫২ ॥
কিন্তু গৃহাণ পদ্মানি ত্বমেব মৎ প্রভুঃ প্রভো।
যতো ন মানসং পূর্ণং তদ্রূপং দর্শয়াচ্যুত। ৫৩ ॥
দ্বিভুজং কমনীয়ঞ্চ কিশোরং শ্যামসুন্দরং।

হে নাথ! এই সরোবর জননী পার্ব্বতী কর্ত্তৃক রক্ষিত তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। এক্ষণে আপনি এই সমস্ত কমল গ্রহণ করিয়া আমাদিগের মানস পূর্ণ করুন। ৪৯॥

বিভো! আজি আমাদিগের হরিকে কমল প্রদান করা হইবে না সুতরাং আজি আমরা জলপানও করিব না অথবা আপনাকে কমল প্রদান করিলেই যখন দয়াময় হরিকে তাহা প্রদান করা সিদ্ধ হইবে, তখন আর জলপানের বাধা কি আছে? । ৫০ ॥

ভগবন্! আমরা নিত্য যাঁহার চরণ কমল ধ্যান করিয়া কমল দ্বারা যাঁহার পূজা করি, আপনিই আমাদিগের সেই অভীষ্টদেব দয়াময় হরি প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন, আজি আমরা আপনাকে এই কমল প্রদান করিয়া পবিত্র হইব॥ ৫১।

প্রভো! পরব্রহ্ম একমাত্র, তাঁহার দ্বিতীয় কেহই নাই। কেবল ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ দেহভেদে তাঁহারি রূপভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে, ফলতঃ তিনি মায়াক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন দেহাবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশমান হন॥ ৫২॥

হে অচ্যুত! আপনিই আমাদিগের প্রভু দয়াময় হরি। এক্ষণে আপনি এই পদ্ম সকল গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার সেই শ্যামসুন্দররূপ দর্শন করাইয়া আমাদিগের মানস পূর্ণ করুন। ৫৩॥

বিনোদ মুরলীহস্তং পীতাম্বর ধরং পরং। ৫৪ ॥
এক বক্ত্রং দ্বিনয়নং চন্দনাগুরু চর্চ্চিতং।
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যং রত্নালঙ্কার ভূষিতং। ৫৫ ॥
কোটি কন্দর্প লাবণ্য লীলাধাম মনোহরং।
গোপী সংঘৈ দৃশ্যমানং সস্মিতৈর্ব্বক্র লোচনৈঃ। ৫৬ ॥
নব যৌবন সম্পন্নং রাধা বক্ষঃস্থলস্থিতং।
ব্রহ্মাদিভি স্তূয়মানং বন্দ্যং ধেয় মভীপ্সিতং।
আত্মারামং পূর্ণকামং ভক্তানুগ্রহ কাতরং। ৫৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা পুরতঃ শম্ভো স্তস্থু র্গন্ধর্ব্ব পুঙ্গবাঃ।
শ্রীকৃষ্ণ রূপ স্মরণাৎ পুলকাঙ্কিত বিগ্রহাঃ। ৫৮ ॥
গন্ধর্ব্বাণাং বচঃ শ্রুত্বা শিব স্তানিত্যুবাচহ।

প্রভো! অমরা সেই দয়াময় হরির যেরূপ দর্শনের অভিলাষী তাহা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি দ্বিভুজ, কমনীয়মূর্ত্তি, কিশোর শ্যাম সুন্দর, তাঁহার পরিধেয় পীতবস্ত্র ও করে বিনোদমুরলী বিদ্যমান আছে॥ ৫৪ ॥

তিনি একবক্ত্র ও দ্বিনয়ন, তিনি রত্নালঙ্কারে বিভূষিত ও অগুরু-চন্দনে চর্চ্চিত আছেন এবং তাঁহার সুপ্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎহাস্য বিকাশিত রহিয়াছে॥ ৫৫ ॥

তিনি কোটি কন্দর্পের লীলার আধার স্বরূপ। গোপিকাগণ সহাস্য বদনে ও বঙ্কিম নয়নে তাঁহার সেই মনোহর রূপ দর্শন করিতেছেন ৫৬।

তিনি নব যৌবন সম্পন্ন হইয়া পরমা প্রকৃতি শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি আত্মারাম পূর্ণকাম ও ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে কাতর, সুতরাং তিনি সকলের বন্দ্যনীয়, ধ্যেয় ও অভীষ্ট বস্তু, ব্রহ্মাদি দেবগণ সতত তাঁহার স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন ॥৫৭॥

গন্ধর্ব্ব প্রবরগণ এই প্রকার বাঞ্ছিত রূপ বর্ণন করিয়া কৃষ্ণরূপ স্মরণে পুলকাঞ্চিত কলেবরে সেই দেবাদিদেব মহাদেবের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রূপ স্মরণাৎ সাশ্রুপূর্ণ ত্রিলোচনঃ। ৫৯ ॥
মমৈব য়ূয়ং বিজ্ঞাতা বৈষ্ণব প্রবরা মহীং।
পূতাং কর্ত্তুঞ্চ ভ্রমথ চরণাম্ভোজ রেণুনা। ৬০ ॥
অহং বাঞ্ছা করোম্যেব শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত দর্শনং।
সমাগমোহি সাধূনাং ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভঃ। ৬১ ॥
পার্ব্বত্যাশ্চ সুরাণাঞ্চ সদা য়ূয়ং মম প্রিয়াঃ।
আত্মনশ্চাত্ম ভক্তেভ্যো বৈষ্ণবাশ্চ প্রিয়াশ্চনঃ। ৬২ ॥
কিন্তু মোঘঞ্চ ন ভবেৎ ময়া যৎ স্বীকৃতং পুরা।
তৎ শ্রূয়তাং মহাভাগাঃ পার্ব্বতী ব্রত কর্ম্মণি। ৬৩ ॥
সত্যা সত্রৈব পদ্মানি যৈর্হৃতানি ব্রতান্তরে।
তে তূর্ণ মাসুরীং যোনিং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ। ৬৪ ॥

তখন ভগবান্ শঙ্কর গন্ধর্ব্বত্রয়ের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণরূপ স্মরণে পুলকিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন, মহাভাগগণ! তোমরা যে বৈষ্ণব প্রবর, তাহা আমার বিদিত হইয়াছে। বুঝিলাম তোমরা চরণ কমলের রেণুযোগে বসুন্ধরাকে পবিত্র করিবার জন্য মহীমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাক। ৫৯। ৬০।

আমি পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত দর্শনেই বাঞ্ছা করিয়া থাকি, ত্রিলোক মধ্যে সাধুসমাগম সুদুর্ল্লভ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৬১।

তোমরা দেবগণের, পার্ব্বতীর ও আমার প্রিয়। আমরা স্বীয় স্বীয় আত্মা ও আত্মভক্তগণ অপেক্ষাও হরি পরায়ণ মহাত্মাদিগকে অধিক প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি। ৬২।

হে মহাভাগগণ! তোমরা আমার আত্মা অপেক্ষা প্রিয় কিন্তু পূর্ব্বে পার্ব্বতীর ব্রতকর্ম্মে আমি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। এক্ষণে তোমরা আমার সেই পূর্ব্বকৃত নিয়ম শ্রবণ কর। ৬৩।

পার্ব্বতীর ব্রত মধ্যে যাহারা এই সরোবর হইতে পদ্ম সকল হরণ করিবে, তাহারা তৎক্ষণাৎ আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। ৬৪।

নহি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
সংপ্রাপ্য মানবীং যোনিং গোলোকং যাস্যথ ধ্রুবং।৬৫॥
যূয়ং শ্রীকৃষ্ণ রূপঞ্চ প্রত্যক্ষং দৃষ্টুমুৎসুকাঃ।
ধ্রুবং দ্রক্ষ্যথ হে বৎসা বৃন্দারণ্যেচ ভারতে।৬৬॥
দৃষ্টা কৃষ্ণং ততো মৃত্যুং সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবোত্তমাঃ।
দিব্যং স্যন্দন মারুহ্য গমিষ্যথ হরে র্গৃহং।৬৭॥
অধুনা বাঞ্ছনীয়ঞ্চ রূপং দৃষ্টু মিহোৎসুকাঃ।
তৎসর্ব্বং পশ্যথেত্যুক্ত্বা দর্শয়ামাস তৎ শিবঃ।৬৮॥
রূপং দৃষ্টা সাশ্রু নেত্রাঃ প্রণম্য সর্ব্বরূপিণং।
আজগ্মু র্দ্দানবীং যোনিমিমেতে দানবেশ্বরাঃ।৬৯॥
বসুদেবঃ পুরা মুক্তঃ সুহোত্রশ্চ বকাসুরঃ।
সুদর্শনঃ প্রলম্বোঽয়ং স্বয়ং কেশী সুপার্শ্বকঃ।৭০॥

বৎসগণ! শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের কখন অশুভ সংঘটন হয় না, অতএব তোমরা দানব যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই সেই নিত্যানন্দ গোলোকধামে গমন করিবে।৬৫।

আর তোমরা শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনে সমুৎসুক হইয়াছ অতএব ভারতে বৃন্দাবনে তোমরা সেই কৃষ্ণরূপ প্রত্যক্ষ করিবে সন্দেহ নাই।৬৬।

তথায় তোমরা সেই কৃষ্ণরূপ দর্শনে দেহত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণবোত্তম হইয়া দিব্যরথারোহণে হরির পরম ধাম গোলোকে গমন করিবে।৬৭।

এক্ষণে তোমরা যে বাঞ্ছনীয় রূপ দর্শনে সমুৎসুক হইয়াছ, আমি তাহা দেখাইয়া তোমাদিগের মানস পূর্ণ করিতেছি। এই বলিয়া সেই দেবাদিদেব তাঁহাদিগকে অভীষ্ট কৃষ্ণরূপ দর্শন করাইলেন।৬৮।

তখন সেই গন্ধর্ব্বত্রয় বাঞ্ছিত কৃষ্ণরূপ দর্শনে সজল নয়ন হইয়া সেই সর্ব্বরূপী ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন তৎপরে শঙ্করের আজ্ঞানুসারে দানব যোনিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দানবেশ্বর রূপে তাঁহাদিগকে অবস্থান করিতে হইল।৬৯।

হরস্তু বরদানেন দৃষ্ট্বা রূপ মনুত্তমং।
মৃত্যুং সংপ্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণাৎ জগ্মুস্তে কৃষ্ণ মন্দিরং। ৭১॥
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র হরেশ্চরিত মদ্ভুতং।
বক কেশী প্রলম্বানাং মোক্ষণং মোক্ষ কারকং। ৭২॥

নারদ উবাচ।

শ্রুতং সর্ব্বং মহাভাগ তৎপ্রসাদাদ্য মদ্ভুতং।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি পার্ব্বত্যা কিং ব্রতং কৃতং। ৭৩॥
কে বা রাধ্যো ব্রতস্যাস্য কিং কৃতং নিয়মঞ্চ কিং।
কানি দ্রব্যানি ভগবন্ ব্রতোপযোগিকানিচ। ৭৪॥
কতি কালং ব্রতং কিম্বা প্রতিষ্ঠায়াং নিরূপণং।
সুবিচার্য্য বদ বিভো শ্রোতুং কৌতূহলং মম। ৭৫॥

গন্ধবাহ নামক গন্ধর্ব্বরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র বসুদেব প্রথমে মুক্ত হন। তৎপরে সুহোত্র বকাসুররূপে, সুদর্শন প্রলম্বাসুর রূপে ও সুপার্শ্ব কেশী-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭০।

পরে তাঁহারা দেবাদিদেবের সেই বরে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া তদীয় পরমধাম নিরাময় গোলোকে সানন্দ মনে গমন করিলেন। ৭১।

হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট বক, কেশী ও প্রলম্বাসুরের মুক্তিজনক সর্ব্বজীবের মোক্ষপ্রদ দয়াময় হরির অদ্ভুত চরিত বিস্তার-রূপে বর্ণন করিলাম। ৭২।

নারদ কহিলেন, মহাভাগ! আপনার প্রসাদে পরমাত্মা দয়াময় হরির অদ্ভুত চরিত আমার শ্রুতিগোচর হইল। এক্ষণে পার্ব্বতী দেবী কি ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে। সেই ব্রতের আরাধ্য দেব কে? তাহার নিয়ম কি? সেই ব্রতে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন? কতকাল সেই ব্রতাচরণ করিতে হয় এবং তাহার প্রতিষ্ঠারই বা নিয়ম কি? এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত

নারায়ণ উবাচ।

ব্রতং ত্রৈমাসিকং নাম পতি সৌভাগ্য বর্দ্ধনং।
আরাধ্যো ভগবান্ কৃষ্ণো রাধয়া সহিতো মুনে। ৭৬ ॥
বিষুবে চ সমারম্ভঃ সমাপ্তির্দ্দক্ষিণায়নে।
সংযম্য পূর্ব্ব দিবসে কৃত্বা রম্যং হবিষ্যকং। ৭৭ ॥
স্নাত্বা বৈশাখ সংক্রান্ত্যাং সংকল্প জাহ্নবী তটে।
ঘটে মণৌ শালগ্রামে জলে বা পূজয়েদ্ব্রতী। ৭৮ ॥
ধ্যায়েদ্ভক্ত্যাচ রাধেশং সংপূজ্য পঞ্চ দেবতাঃ।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং নিবোধ কথয়ামিতে। ৭৯ ॥
নবীন নীরদ শ্যামং পীত কৌষেয় বাসসং।
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাস্য মীষদ্ধাস্য সমন্বিতং। ৮০ ॥

কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি কৃপা করিয়া বিচার পূর্ব্বক তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৭৩। ৭৪। ৭৫।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! এই ব্রত মাসত্রয় নিষ্পাদ্য। নারী এই ব্রতাচরণে পতির সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতে পারে। এই ব্রতে রাধা কৃষ্ণের আরাধনা করিবার বিধি নিরূপিত আছে। ৭৬।

বিষুব সংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া দক্ষিণায়নে সমাপন করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে। ব্রতী ব্রতারম্ভের পূর্ব্বদিনে সংযত ও হবিষ্যাশী হইবে পরে বৈশাখী সংক্রান্তিতে স্নানাবসানে জাহ্নবীতটে সংকল্প পূর্ব্বক ঘটে মণিতে শালগ্রামে বা জলে রাধাকৃষ্ণের আবাহন করিয়া গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজার পর পরম ভক্তি যোগে রাধাকৃষ্ণের ধ্যান করিবে, সামবেদে পরাৎপর কৃষ্ণের ধ্যান যেরূপ নিরূপিত আছে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭৭। ৭৮॥৭৯॥

পরমাত্মা দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, ও কৌষেয় বস্ত্রধারী। তাঁহার শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডলে ঈষৎহাস্য বিকাশিত হইতেছে। ৮০।

শরৎ প্রফুল্ল পদ্মাক্ষ মঞ্জুলাঞ্জন রঞ্জিতং।
মানসং গোপিকানাঞ্চ মোহয়ন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ। ৮১॥
রাধয়া দৃশ্যমানঞ্চ রাধা বক্ষঃস্থল স্থিতং।
ব্রহ্মানন্তেশ ব্রহ্মাদ্যৈঃ স্তূয়মানং পরং ভজে। ৮২॥
ধ্যাত্বা কৃষ্ণঞ্চ ধ্যানেন ত্বমারাধ্য ব্রতী মুদা।
ধ্যায়েত্তথা রাধিকাঞ্চ ধ্যানং মধ্যং দিনেরিতং। ৮৩॥
রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং রাসোল্লাস রসোৎসুকাং।
রাস মণ্ডল মধ্যস্থাং রাসাধিষ্ঠাতৃ দেবতাং। ৮৪॥
রাসেশ বক্ষঃস্থলস্থাং রসিকাং রসিক প্রিয়াং।
রসিকা প্রবরাং রামাং রম্যাং চারু মনোরমাং। ৮৫॥
শরদ্রাজীব রাজীনাং প্রভা মোচন লোচনাং।

শারদীয় প্রফুল্ল কমলের ন্যায় তাঁহার নয়ন যুগল তাহা আবার মঞ্জুল অঞ্জনে রঞ্জিত রহিয়াছে এবং তিনি মনোহর বেশে মহুর্মুহুঃ গোপিকাগণের মন মোহিত করিতেছেন॥ ৮১॥

আর তিনি রাধিকার বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠিত হইয়া রাধিকা কর্ত্তৃক দৃশ্যমান হইতেছেন এবং ব্রহ্ম স্বরূপ অনন্ত মহেশ্বর ও ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন। এবম্ভূত কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া ব্রতী পরমানন্দে তাঁহার অর্চ্চনা পূর্ব্বক রাধিকার ধ্যান পূজা করিবে। রাধিকার মধ্যান্দিনোক্ত ধ্যান যেরূপ নিরূপিত আছে তাহা তোমার নিকট কহিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর॥ ৮২॥ ৮৩॥

শ্রীমতী রাধিকা রাসেশ্বরী রমণীয়া ও রাসোল্লাস রসে সমুৎসুকা। তিনি রাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে রাসমণ্ডল মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন॥ ৮৪॥

তিনি রাসেশ্বর দয়াময় হরির বক্ষঃস্থলাধিরূঢ়া, রসিকা, রসিকপ্রিয়া, রসিকা প্রবরা, রমণীয়রূপিণী ও কৃষ্ণমনোমোহিনীরূপে নির্দ্দিষ্টা হইয়া সেই রাসমণ্ডলে বিরাজমান আছেন॥ ৮৫॥

বক্র ভ্রূভঙ্গ সংযুক্তা মঞ্জুনী বর রঞ্জিতাং। ৮৬ ॥
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাস্যা মীষদ্ধাস্য মনোহরাং।
চারু চম্পক বর্ণাভাং চন্দনেন বিভূষিতাং। ৮৭ ॥
কস্তূরী বিন্দুনাসার্দ্ধং সিন্দূর বিন্দু শোভিতাং।
চারু পত্রাবলী যুক্তাং বহ্নি শুদ্ধাং সুকোজ্জ্বলাং। ৮৮ ॥
সদ্রত্ন কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ সুকপোলোস্থলোজ্জ্বলাং।
রত্নেন্দ্রসার হারেণ বক্ষঃস্থল বিরাজিতাং। ৮৯ ॥
রত্ন কঙ্কণ কেয়ূর কিঙ্কিণী রত্ন রঞ্জিতাং।
সদ্রত্নসার রুচিরক্বণন্মঞ্জীর রঞ্জিতাং। ৯০ ॥
ব্রহ্মাদিভিশ্চ সেব্যেন শ্রীকৃষ্ণেনৈব সেবিতাং।
সর্ব্বেশেন স্তূয়মানাং সর্ব্ববীজাং ভজাম্যহং। ৯১ ॥

তাঁহার শারদীয় কমল রাজীর প্রভাবিনিন্দিত লোচনযুগল অঞ্জনে রঞ্জিত রহিয়াছে এবং তিনি বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গবিস্তারে অতীব রমণীয়তা ধারণ করিয়াছেন ॥ ৮৬ ॥

সুচারু চম্পকের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, তিনি চন্দনাঙ্কিতা রহিয়াছেন এবং তাঁহার শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডলে মনোহর মৃদু মৃদু হাস্য বিকাশিত হইতেছে ॥ ৮৭ ॥

তিনি বহ্নিশুদ্ধ মনোহর বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, আর তাঁহার ললাটে কস্তূরী বিন্দুর সহিত সিন্দূর বিন্দু শোভা পাইতেছে এবং তদীয় অঙ্গ সমুদায় সুচারু পত্রাবলীতে রঞ্জিত রহিয়াছে। ৮৮।

উৎকৃষ্ট রত্ন কুণ্ডল দ্বয় তাঁহার শ্রুতিযুগলে লম্বিত থাকাতে তদীয় সুন্দর কপোল দেশ সমুজ্জ্বল হইতেছে এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল রত্নেন্দ্রসার হারে বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৮৯ ॥

তিনি রত্ন কঙ্কণ রত্ন কেয়ূর ও রত্ন কিঙ্কিণী ভূষণে বিভূষিতা রহিয়াছেন এবং তাঁহার চরণযুগল উৎকৃষ্ট রত্নসার নির্ম্মিত রুচির শব্দায়মান মঞ্জীর ভূষণে রঞ্জিত হইতেছে ॥ ৯০ ॥

ইতি ধ্যাত্বা তু কৃষ্ণেন সহিতাং তাঞ্চ পূজয়েৎ।
ভক্ত্যা দত্বা প্রতিদিন মুপচারাণি ষোড়শ। ৯২ ॥
প্রত্যেকঞ্চ পৃথক্ কৃত্বা সর্ব্বং দদ্যাৎ ব্রতী মুদা।
সহস্র কমলং দিব্যং ফল মষ্টোত্তরং মুনে। ৯৩ ॥
রাধিকা সহ কৃষ্ণায় দদ্যাদ্ভক্ত্যাক্ষতং ফলং।
নিত্যঞ্চ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা ব্রাহ্মণানাং শতং মুনে। ৯৪ ॥
হোমং কুর্য্যাদ্ব্রতী নিত্য মষ্টোত্তর শতাহুতিং।
দদ্যাদ্ভক্ত্যাচ কৃষ্ণায় রাধিকা সহিতায়চ। ৯৫ ॥
তিলেন হবনং কুর্য্যা দাজ্য মিশ্রেণ নারদ।
বাদ্যঞ্চ বাদয়ে ন্নিত্যং কারয়েদ্ধরি কীর্ত্তনং। ৯৬ ॥
এবং মাসত্রয়ং কৃত্বা প্রতিষ্ঠা তদনন্তরং।
প্রতিষ্ঠা দিবসে তত্র বিধানং শৃণু নারদ। ৯৭ ॥

আর তিনি ব্রহ্মাদিদেবগণের সেব্য সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেবিতা ও স্তূয়মানা হইতেছেন। এবম্ভূতা রাধিকাকে আমি ভজনা করি। ৯১।

ব্রতি প্রতিদিন এইরূপে কৃষ্ণ সহিতা রাধিকাকে ধ্যান করিয়া ভক্তি যোগে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিবে ॥ ৯২ ॥

ব্রতী এই প্রকারে প্রত্যেককে পৃথক্‌রূপে সমস্ত উপচার যথাক্রমে নিবেদন করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র কমল প্রদান করিবে ॥ ৯৩ ॥

তৎপরে ব্রতী ভক্তি সমন্বিত হইয়া অক্ষত ও ফল রাধাকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া নিত্য শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন ॥ ৯৪ ॥

পরে ভক্তি পূর্ণহৃদয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রীতির জন্য বিধিবিধানে বহ্নি স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের উদ্দেশে অষ্টোত্তর শত আহুতি প্রদান করা ব্রতীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ৯৫ ॥

ব্রতী আজ্য মিশ্রিত তিল দ্বারা এই হোম কার্য্য সম্পাদন করিয়া নিত্য বাদিত্র বাদন ও সুমধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করাইবে ॥ ৯৬ ॥

মাসত্রয় এইরূপ নিয়মানুসারে ব্রতী রাধাকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া

কমলানাঞ্চ নবতি সহস্রাণ্যক্ষতানিচ।
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি নব বিপ্রেন্দ্র যত্নতঃ।
ভোজয়েৎ পরমান্নানি স্বাদূনি পিষ্টকানিচ। ৯৮ ॥
ফলং দশাধিকং সপ্ত শতং নব সহস্রকং।
দদ্যান্নানাবিধং দ্রব্যং নৈবেদ্যং সুমনোহরং। ৯৯ ॥
সংস্কৃতাগ্নিঞ্চ সংস্থাপ্য হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
নবতিং সহস্রাহুতিং সঘৃতেন তিলেনচ। ১০০ ॥
সবস্ত্রঞ্চ সভোজ্যঞ্চ যজ্ঞসূত্র ফলান্বিতং।
গন্ধপুষ্পোর্চ্চিতো ভক্ত্যা দদ্যান্নবতি তল্লকং। ১০১ ॥
দদ্যান্নবতি কুম্ভাংশ্চ শীত তোয় প্রপুরিতান্।
এবং বিধং ব্রতং কৃত্বা দদ্যাদ্বিপ্রায় দক্ষিণাং। ১০২ ॥

উক্ত ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিষ্ঠাদিনে যে যে কার্য্যের বিধি আছে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।৯৭।

ব্রতী প্রতিষ্ঠাদিনে নবসহস্র কমল অক্ষত রাশি রাধাকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া যত্নসহকারে নবসহস্র ব্রাহ্মণকে পরমান্ন ও স্বাদু পিষ্টক সমুদায় ভোজন করাইবে॥ ৯৮ ॥

ঐ দিনে রাধাকৃষ্ণের প্রীতির জন্য নবসহস্র দশাধিক সপ্তশত ফল মনোহর নৈবেদ্য ও নানাবিধ উত্তম খাদ্য বস্তু সকল রাধাকৃষ্ণকে নিবেদন করা, ব্রতীর কর্ত্তব্য ॥ ৯৯ ॥

তৎপরে বিচক্ষণ ব্রতী সংস্কৃতাগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক সঘৃত তিল দ্বারা নবতি সহস্র আহুতি প্রদান করিয়া সেই রাধাকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ যথাবিধানে হোম করিবে ॥ ১০০ ॥

অতঃপর ব্রতী গন্ধ পুষ্প দ্বারা রাধাকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়া ভক্তি যোগে তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থ সবস্ত্র সভোজ্য যজ্ঞসূত্র ও ফল সমন্বিত নবতি তল্লক উৎসর্গ করিবে ॥ ১০১ ॥

তৎপরে ব্রতী শীতল জলপূরিত নবতি কুম্ভ প্রদান করিবে। এইরূপে

দক্ষিণায়াঃ পরিমিতং বেদেষু যন্নিরূপিতং।
বৃষেন্দ্রাণাং সহস্রঞ্চ স্বর্ণ শৃঙ্গ সমন্বিতং। ১০৩ ॥
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র ব্রতং ত্রৈমাসিকং পরং।
শিষ্টঞ্চ সন্ততি করং পতি সৌভাগ্য বর্দ্ধনং। ১০৪ ॥
ব্রতস্যাস্য প্রভাবেন সৌভাগ্যা শত জন্মনি।
সৎপুত্র জননী সাচ ভবেজ্জন্ম শতং ধ্রুবং। ১০৫ ॥
কদাপি ন ভবেত্তস্যা ভেদশ্চ পতি পুত্রয়োঃ। ১০৬ ॥
দাস তুল্যো ভবেৎ পুত্রো ভর্ত্তাচ সুবচস্করঃ।
অনুক্ষণং ভবেদ্রাধা কৃষ্ণ ভক্তিযুতা সতী।
ভবেদ্ব্রত প্রভাবেন স্বপ্নে জ্ঞানে হরিস্মৃতিঃ। ১০৭ ॥
ব্রতঞ্চ সামবেদোক্তং কৃতং পূর্ব্বং ময়াবয়োঃ।
সর্ব্বেষাঞ্চব্রতানাঞ্চ শ্রেষ্ঠং শৃণু বদামি তে। ১০৮ ॥

ব্রত সম্পাদনের পর ব্রতীর ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে।১০২।

বেদে স্বর্ণ শৃঙ্গ সমন্বিত সহস্র বৃষেন্দ্র এই ব্রতের দক্ষিণার পরিমাণ নিরূপিত আছে ॥ ১০৩ ॥

হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট উক্ত মাসত্রয় নিষ্পাদ্য ব্রতবিধান বর্ণন করিলাম। এই ব্রত বিশিষ্ট সন্তান প্রদ ও পতির সৌভাগ্য বর্দ্ধক বলিয়া নিরূপিত আছে ॥ ১০৪ ॥

নারী এই ব্রতের প্রভাবে নিশ্চয় শত জন্ম সৌভাগ্যশালিনী ও সৎপুত্র জননী হয়। কদাপি তাহাকে পতি পুত্রের বিয়োগ যাতনা সহ্য করিতে হয় না। ১০৫। ১০৬ ॥

আর ব্রত প্রভাবে তাহার পুত্র দাস তুল্য এবং পতি মধুরভাষী হয়। আর সেই নারী নিরন্তর রাধাকৃষ্ণে ভক্তিমতী হইয়া স্বপ্নে জ্ঞানে সর্ব্বদা দয়াময় হরিস্মরণে কাল যাপন করেন। ১০৭।

এই ব্রতের বিধি সামবেদে নিরূপিত আছে। পূর্ব্বে আমরা উভয়ে এই ব্রত করিয়াছিলাম। ইহা সমস্ত ব্রতের প্রধান, এক্ষণে তোমার নিকট এই ব্রতের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি তুমি শ্রবণ কর। ১০৮।

স্বায়ম্ভুবস্য মনুনোঃ শতরূপাভিধা সতী।
তয়াকৃতং প্রথমতঃ কৃত্বাগস্ত্য পুরোহিতং। ১০৯॥
তদাকৃতং দেবহূত্যা চারুহূত্যা তদাকৃতং।
পুরোহিতং পুলস্ত্যঞ্চ কৃত্বাশ্রুত্যুক্তয়া মুনে। ১১০॥
চকার রোহিণী তত্তু ক্রতুং কৃত্বা পুরোহিতং।
রতিশ্চকার তদ্ভক্ত্যা গৌতম স্তং পুরোহিতং। ১১১॥
চকার তদ্ব্রতং ভক্ত্যা তারয়া গুরু কান্তয়া।
মহৎ সংভৃত সংভারো বশিষ্ঠ স্তং পুরোহিতং। ১১২॥
তদ্দৃষ্টা গুরু পত্ন্যাচ মুদাশচ্যা কৃতং ব্রতং।
মহৎ সংভৃত সংভার স্তং পুরোধা বৃহস্পতিঃ।১১৩॥
ব্রতং চকার স্বাহাচ সর্ব্বতোপি বিলক্ষণং।
অতি সংভৃত সংভারো মরীচি স্তং পুরোহিতং। ১১৪॥
তদ্দৃষ্টা পার্ব্বতী ব্রহ্মন্নুবাচ শঙ্করং মুদা।
পুটাঞ্জলি যুতা দেবী ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরা। ১১৫॥

পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী সাধ্বী শতরূপা, মহর্ষি অগস্ত্যকে পুরোহিত করিয়া এই ব্রত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তৎপরে দেবহূতি এবং তৎপরে চারুহূতি পুলস্ত্যকে পুরোহিত করিয়া শ্রুতি প্রমাণানুসারে যত্ন পূর্ব্বক উক্ত ব্রত সাধন করেন। ১০৯ ১১০।

অতঃপর রোহিণী দেবী মহর্ষি ক্রতুকে এবং রতি গৌতমকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া ঐ ব্রত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১১১।

পরে গুরুপত্নী তারা ভক্তিমতী হইয়া মহৎ সম্ভৃত সম্ভারে পুরোহিত বশিষ্ঠ দ্বারা ঐ ব্রত সাধন করিলেন॥ ১১২॥

গুরুপত্নীর ব্রত দর্শনে শচী দেবীও মহাসমারোহে পুরোহিত বৃহস্পতি দ্বারা উক্ত ব্রত সমাধান করিলেন॥ ১১৩॥

তৎপরে অনলপত্নী স্বাহা মহাত্মা মরীচিকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া অতি সম্ভৃত সম্ভারে উক্ত ব্রত সম্পন্ন করিলেন॥ ১১৪॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

আজ্ঞাং কুরু জগন্নাথ করোমি ব্রত মুত্তমং।
আবয়ো রিষ্টদেবস্য ব্রতানাঞ্চ পরং ব্রতং। ১১৬ ॥
হরে রারাধনং নাথ সর্ব্ব মঙ্গল কারণং।
ইষ্টং দত্তং শ্রুতেঃ পাঠং তীর্থং পৃথ্ব্যাঃ প্রদক্ষিণং।
হরে রারাধনস্যাপি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। ১১৭ ॥
বহিরভ্যন্তরে যস্য হরি স্মৃতি রণুক্ষণং।
জীবন্মুক্তস্য তস্যৈব মুক্তি র্ভবতি দর্শনাৎ। ১১৮ ॥
তস্য পাদাব্জ রজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
তস্য দর্শন মাত্রেণ পুনাতি ভুবন ত্রয়ং। ১১৯ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ধর্ম্মশ্চ শেষ স্ত্বঞ্চ গণেশ্বরঃ।
ধ্যায়ং ধ্যায়ং যৎপদাব্জং তেজসা ত্বৎ সমো মহান্। ১২০ ॥

ঐ সমস্ত নারীগণ যথাক্রমে ঐ ব্রত সাধন করিলে পার্ব্বতী দেবী প্রীতি পূর্ব্বক ভক্তি বিনম্র কন্ধরে ও কৃতাঞ্জলি পুটে ভগবান্ শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আমি আমাদিগের উভয়ের ইষ্টদেব পরমাত্মা দয়াময় কৃষ্ণের অনুত্তম ব্রত সম্পন্ন করিব, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে আজ্ঞা প্রদান করুন ॥ ১১৫ ॥ ১১৬ ॥

হে নাথ! পরাৎপর পরমাত্মা দয়াময় হরির আরাধনা সর্ব্বমঙ্গলের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইষ্টমন্ত্রজপ বেদপাঠ তীর্থ পর্য্যটন ও পৃথিবী প্রদক্ষিণ এই সমুদায় কার্য্য দয়াময় হরির আরাধনার ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য ফলপ্রদ নহে ॥ ১১৭।

অনুক্ষণ যাঁহার অন্তরে ও বহির্ভাগে সনাতন দয়াময় হরি বিরাজিত থাকেন সেই জীবন্মুক্ত মহাত্মার দর্শনে জীবের মুক্তি লাভ হয়। ১১৮।

এবং সেই হরি পরায়ণ মহাত্মার পাদপদ্মের চরণ রেণু স্পর্শে বসুন্ধরা সদ্যঃপূতা হন এবং তাঁহার দর্শন মাত্র ত্রিলোকের পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১১৯ ॥

যশ্চায়ং শতকং ধ্যায়েৎ স তদাপ্নোতি নিশ্চিতং।
গুণেন তেজসা বুদ্ধ্যা জ্ঞানেন তৎসমো ভবেৎ। ১২১ ॥
কৃষ্ণস্য স্মরণাৎ ধ্যানাত্তপসা তস্য সেবয়া।
প্রাপ্ত স্তং সদৃশঃ স্বামী সদৃশো হরি লক্ষণঃ। ১২২ ॥
ময়া প্রাপ্তোহি গুণবান স্বামী বা পুত্র এবচ।
স লব্ধো লীলয়া সর্ব্বঃ পূর্ণং তন্মানসং মুদা। ১২৩ ॥
স্বামী ত্বৎ সদৃশঃ পুত্রৌ কার্ত্তিকেয় গণেশ্বরৌ।
পিতা হিমাদ্রিঃ কৃষ্ণাংশো মম কিং দুর্ল্লভং প্রভোঃ।১২৪॥
ভর্ত্তুঃ পুত্রস্য তাতস্য গর্ব্বং কুর্ব্বন্তি যোষিতঃ।
অতি যোগ্যাস্ত্রয়ো যাসাং তাসাং কিং দুর্ল্লভঃ কুতঃ।১২৫॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ধর্ম্ম, অনন্ত ও গণপতি ইহাঁরা সেই পরাৎপর দয়াময় হরির চরণ কমল ধ্যান করিয়া সেই হরির তুল্য তেজঃপুঞ্জ হইয়াছেন।১২০।

প্রভো! যে যে ব্যক্তি নিরন্তর সেই পরমাত্মা দয়াময় হরির ধ্যান করেন তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার চরণ কমল প্রাপ্ত হন এবং গুণ তেজ বুদ্ধি ও জ্ঞান সর্ব্ববিষয়ে তিনি তত্তুল্য হইতে পারেন। ১২১।

নারী সেই শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ ধ্যান তপস্যা ও সেবা করিলে, তাঁহার তুল্য লক্ষণাক্রান্ত সদৃশ পতি লাভ করিতে সমর্থা হয়। ১২২।

প্রভো! আমি সেই পরমাত্মা দয়াময় হরির প্রসাদে অবলীলাক্রমে সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমার বাঞ্ছানুরূপ পুত্র লাভও হইয়াছে। আমাদিগের সেই ইষ্টদেব দয়াময় হরি আমার মানস পূর্ণ করিয়াছেন। ১২৩।

নাথ! পরাৎপর দয়াময় হরির প্রসাদে যখন আমি তত্তুল্য আপনাকে স্বামীরূপে এবং গণপতি ও কার্ত্তিকেয়কে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছি আর যখন সেই দয়াময় হরির অংশজাত হিমালয় আমার জনক, তখন আমার আর দুর্ল্লভ কি আছে?। ১২৪।

নারীগণ পতি, পুত্র ও পিতার সর্ব্বদা গর্ব্ব করিয়া থাকে, অতএব

পার্ব্বতী বচনং শ্রুত্বা সুপ্রীতঃ শঙ্করঃ স্বয়ং।
প্রহস্যোবাচ মধুরং পুলকাঙ্কিত বিগ্রহঃ। ১২৬ ॥

শঙ্কর উবাচ।

মহালক্ষ্মী স্বরূপাসি কিমসাধ্যং তবেশ্বরী।
সর্ব্ব সম্পৎ স্বরূপাত্ব মনন্ত শক্তি রূপিণী। ১২৭ ॥
ত্বঞ্চ যস্য গৃহে দেবী স সর্ব্বৈশ্বর্য্য ভাজনং।
ন লক্ষ্মী র্যদ্গৃহে তস্য জীবনান্মরণং বরং। ১২৮ ॥
অহং ব্রহ্মাচ বিষ্ণুশ্চ ত্বয়া শক্ত্যা শুভপ্রদে।
সংহার সৃষ্টি রক্ষাণাং ত্বৎ প্রসাদাৎ স্বয়ং ক্ষমাঃ। ১২৯ ॥
কো বা হিমালয়ঃ কোহং কৌ কার্ত্তিক গণেশ্বরৌ।
শ্রী শ্রীহীনা অশক্তাশ্চ ত্বয়াচ বয় মীশ্বরাঃ। ১৩০ ॥

যে রমণীগণের পতি পুত্র ও পিতা তিনই অতি যোগ্য, তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ নাই ॥ ১২৫ ॥

ভগবান্ শঙ্কর পার্ব্বতীর এই বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীত ও পুলকাঙ্কিত কলেবর হইয়া স্বয়ং সহাস্য বদনে মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ঈশ্বরি! তুমি মহালক্ষ্মী স্বরূপা, অনন্তশক্তিরূপিণী ও সর্ব্ব সম্পত্তিরূপা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা রহিয়াছ। অতএব ত্রিলোকে তোমার অসাধ্য কি আছে? ॥ ১২৬ ॥ ১২৭ ॥

দেবি! তুমি যাহার গৃহে অধিষ্ঠিতা হও সেই ব্যক্তি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয় আর যাহার গৃহে লক্ষ্মীরূপা তোমার অধিষ্ঠান না থাকে তাহার জীবিত থাকা বিড়ম্বনামাত্র। তাহার পক্ষে জীবনাপেক্ষাও মরণই শ্রেয়স্কর ॥ ১২৮ ॥

হে শুভপ্রদে! আমি, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আমরা স্বয়ং তোমার শক্তি সংযোগে ও তোমারই প্রসাদে যথাক্রমে এই নিখিল জগতের সংহার সৃষ্টি ও রক্ষায় সমর্থ হইয়াছি ॥ ১২৯ ॥

কি হিমালয়, কি আমি, কি কার্ত্তিকেয়, কি গণপতি আমরা লক্ষ্মীরূপা

যুক্তা পতিব্রতায়াশ্চ ভর্ত্তুরাজ্ঞা শ্রুতৌ শ্রুতা।
গৃহীত্বাজ্ঞা মীশ্বরস্য ব্রতং কুরু পতিব্রতে।
ব্রত মেতৎ কৃতং যাভিস্তাভ্যঃ কুরু বিলক্ষণং। ১৩১ ॥
সনৎকুমারো ভগবান্ ব্রতে তেঽস্তু পুরোহিতঃ।
কমলানাং ব্রাহ্মণানাং দ্রব্যানাং দায়কোপ্যহং। ১৩২ ॥
কুবেরঃ দ্রব্যকোষেচ রক্ষকং কুরু সুন্দরি।
ব্রতেচ দানাধ্যক্ষোঽহং ধনদাত্রীচ শ্রীঃ স্বয়ং। ১৩৩ ॥
পাঠকো বহ্নিদেবশ্চ বরুণো জল দায়কঃ।
বস্তুনাং বাহকাঃ পক্ষা স্তদধ্যক্ষঃ ষড়াননঃ। ১৩৪ ॥
স্নানং সংস্কার কর্ত্তাচ ব্রতেঽত্র পবনঃ স্বয়ং।
পরিবেষ্টা স্বয়ং শক্র শ্চন্দ্রোধিষ্ঠায় কোব্রতে। ১৩৫ ॥

তোমা কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইলে শ্রীহীন হইয়া সমস্ত কার্য্যে অক্ষম হই কিন্তু তোমায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে সমস্ত কার্য্যে প্রভু হইয়া থাকি॥ ১৩০ ॥

পতিব্রতে! শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, পতিব্রতানারী সমস্ত কার্য্যে স্বামীর আজ্ঞা গ্রহণ করিবে, এইজন্য তুমি আমার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছ, এক্ষণে আমি তোমাকে এই ব্রতানুষ্ঠানে আজ্ঞা করিলাম তুমি আমার অনুমতিক্রমে স্বয়ং ব্রতাচরণে প্রবৃত্তা হও, যে সমস্ত নারী এই ব্রতাচরণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের অপেক্ষা বিশিষ্টরূপে তোমার ব্রত নিষ্পাদিত হউক॥ ১৩১ ॥

দেবি! ভগবান্ দয়াময় সনৎকুমার তোমার এই ব্রতের পৌরহিত্যে রত হউন। আমি এই ব্রতোপযোগী দ্রব্য ব্রাহ্মণ ও কমল সমুদায় আহরণ করিব॥ ১৩২ ॥

সুন্দরি! তুমি কুবেরকে দ্রব্য কোষের রক্ষক নিযুক্ত কর। কমলা স্বয়ং ধনদাত্রী হইবেন এবং আমি দান কার্য্যের অধ্যক্ষ হইব॥ ১৩৩ ॥

দেবি! অগ্নিদেব তোমার এই ব্রতে পাঠক, বরুণ জলদাতা, পক্ষ সমুদায় বস্তুবাহক ও কার্ত্তিকেয় সেই বস্তু সমুদায়ের অধ্যক্ষ হইবেন॥ ১৩৪ ॥

পবনদেব তোমার উক্ত ব্রতে স্নানসংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত হউন্ স্বয়ং

সূর্য্যশ্চ দাতুং নির্ব্বক্তা যোগ্যাযোগ্য যথোচিতং। ১৩৬ ॥
ব্রতোপযুক্তং যৎ দ্রব্যং দত্বা নিয়মিতং প্রিয়ে।
ততোধিকং ফলং পুষ্পং হরয়ে দেহি সুন্দরি।
ব্রতে নিয়মিতান্ বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা ততোঽধিকান্।১৩৭॥
অসংখ্যান্ ব্রাহ্মণান্ দেবি ভক্ত্যা কুরু নিমন্ত্রণং। ১৩৮ ॥
সমাপ্তি দিবসে স্বর্ণং দেয়ং রত্ন প্রবালকং।
ব্রতোক্তাং দক্ষিণাং দত্বা সর্ব্বং দেহি দ্বিজাতয়ে। ১৩৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা শঙ্কর স্তাঞ্চ কারয়ামাস তদ্ব্রতং।
ব্রতং চকার সা দুর্গা সর্ব্বাভ্যশ্চ বিলক্ষণং। ১৪০ ॥
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র পার্ব্বত্যা যদ্ব্রতং কৃতং।
রত্ন বোঢ়ু মশক্তাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ পার্ব্বতী ব্রতে। ১৪১ ॥

দেবরাজ পরিবেস্টা ও চন্দ্র এই কার্য্যের অধিষ্ঠায়ক হইবেন এবং সূর্য্যদেব যোগ্যাযোগ্য পাত্র নির্ব্বাচণ পূর্ব্বক যথোপযুক্ত রূপে দান কার্য্য সম্পাদন করিবেন ॥ ১৩৫। ১৩৬ ॥

প্রিয়ে! এই ব্রতোপযুক্ত যে সমস্ত দ্রব্য নিয়মিত আছে তুমি তাহার অধিক ফলপুষ্প দয়াময় হরিকে নিবেদন করিবে এবং এই ব্রতে নিয়মিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ॥ ১৩৭ ॥

দেবি! তুমি ভক্তিযোগে অসংখ্য ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে, আর কার্য্য সমাপনদিনে তুমি বিপ্রগণকে ব্রতোক্ত দক্ষিণা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে স্বর্ণ, রত্ন ও প্রবাল সমুদায় প্রদান করিবে ॥ ১৩৮। ১৩৯ ॥

ভগবান্ শঙ্কর এই বলিয়া পার্ব্বতীর ব্রত উক্ত নিয়মানুসারে সম্পন্ন করাইলেন তাহাতে যে সমস্ত নারী উক্ত ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা দুর্গাদেবী কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে ঐ ব্রত যথাবিধানে সম্পাদিত হইল ॥ ১৪০ ॥

হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট পার্ব্বতী দেবীর ব্রতের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। পার্ব্বতী দেবী এই ব্রতে ব্রাহ্মণগণকে এত বস্তুরাশি দান করিয়াছিলেন যে তাহারা তৎ সমুদায় বহন করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ১৪১।

ইতিহাসঃ শ্রুতঃ সর্ব্বঃ প্রকৃতং শৃণু নারদ ।
শ্রীকৃষ্ণ বাল চরিতং নূতনং নূতনং পদে পদে । ১৪২ ॥
হত্বা তান্ দানবেন্দ্রাংশ্চ শিশুভি র্গোকুলৈঃ সহ ।
জগাম স্বগৃহং কৃষ্ণঃ কুবের ভবনোপমং । ১৪৩ ॥
সর্ব্বেভ্যো বলবার্ত্তাচ প্রদত্তা শিশুভির্ম্মুদা ।
শ্রুত্বৈবং বিস্মিতাঃ সর্ব্বে নন্দোভয় মবাপহ ! ১৪৪ ॥
আনীয় বৃদ্ধান্ গোপাংশ্চ স্থবিরান্ গোপিকা স্তথা ।
যুক্তিং চকারতৈঃসার্দ্ধমালোচ্য সময়োচিতাং । ১৪৫ ॥
কৃত্বা যুক্তিঞ্চ গোপেশ স্তৎস্থানং ত্যক্তু মুদ্যত ।
গন্তুং বৃন্দাবনং গোপাঃ শকটং রচিতং তদা । ১৪৬ ॥

দেবর্ষে ! এই ইতিহাস তোমার শ্রুতি গোচর হইল, এক্ষণে প্রকৃত বিষয় শ্রীকৃষ্ণ চরিত কহিতেছি শ্রবণ কর। পরাৎপর দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার প্রতিপদেই নব নব ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ১৪২ ॥

অনন্তর পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত দানবেন্দ্রগণকে বিনাশ করিয়া গোবৎস ও গোপবালকগণ সমভিব্যাহারে কুবের ভবন তুল্য স্বভবনে সমাগত হইলেন ॥ ১৪৩ ॥

তখন গোপবালকগণ সানন্দমনে সর্ব্ব সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের উক্ত পরাক্রমের বিষয় ব্যক্ত করিলে গোপগণের বিস্ময় উপস্থিত হইল এবং গোপরাজ নন্দ তাহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন ॥ ১৪৪ ॥

তৎকালে গোপরাজ স্থবির ও বৃদ্ধ গোপ ও গোপিকাগণকে সমানীত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত তদ্বিষয় সমালোচন পূর্ব্বক সময়োচিত যুক্তি করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৫ ॥

গোপরাজ কিয়ৎক্ষণ ঐ বিষয়ের আন্দোলন পূর্ব্বক এই যুক্তি স্থির করিলেন, যে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করা কর্ত্তব্য। এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে নন্দ মহারাজ বৃন্দাবনে গমনোদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার শকট সমুদায় সজ্জীকৃত হইল । ১৪৬ ।

নন্দাজ্ঞাঞ্চ সমাকর্ণ্য তে সর্ব্বে গন্তু মুদ্যতাঃ।
গোপাশ্চ গোপিকাশ্চৈব বালকা বালিকা স্তদা। ১৪৭ ॥
কৃষ্ণেন বলিনা সার্দ্ধং প্রযযু স্তদ্বনং মুদা।
কৃষ্ণগুণঞ্চ গায়ন্তো নানা বেশ সমন্বিতাঃ। ১৪৮ ॥
কক্ষ প্রবাদিকা কেচিৎ কেচিৎ শৃঙ্গাঃ প্রবাদিনঃ।
করতাল করাঃ কেচিদ্বীণা হস্তাশ্চ কেচন। ১৪৯ ॥
শরযন্ত্র করাঃ কেচিৎ শৃঙ্গ হস্তাশ্চকেচন।
নব পল্লব কর্ণাশ্চ কেচিদ্গোপাল বালকাঃ। ১৫০ ॥
কেচিন্মুকুল কর্ণাশ্চ পুষ্প কর্ণাশ্চ কেচিনঃ।
কেচিৎ পল্লব চূড়াশ্চ পুষ্প চূড়াশ্চ কেচিনঃ। ১৫১॥
বন পুষ্পৈ মাল্যকরাঃ কেচিদাজানু মালিনঃ।
গোপাল বালকাঃ সর্ব্বে বিপ্রেন্দ্র নব কোটয়ঃ। ১৫২ ॥

ঐ সময়ে গোপ গোপী এবং গোপ বালক ও গোপ বালিকাগণ সকলে ব্রজরাজের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সেই গোকুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে গমনোদ্যত হইল। ১৪৭।

তৎপরে গোপ বালকগণ নানাবেশ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের সহিত কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে পরমানন্দে সেই বৃন্দাবনে গমন করিতে লাগিলেন। ১৪৮।

গমন কালে কেহ কেহ কক্ষ বাদন ও কেহ কেহ শৃঙ্গ বাদন করিতে লাগিল, ঐ সময়ে কেহ কেহ করতাল হস্তে কেহ কেহ বীণা হস্তে কেহ শরযন্ত্র হস্তে ও কেহ কেহ শৃঙ্গ হস্তে গমন করিতে লাগিল। আর গমন কালে কোন কোন গোপবালকের কর্ণে নব পল্লব, কোন কোন গোপ বালকের কর্ণে মুকুল ও কোন কোন গোপবালকের কর্ণে কুসুম শোভা পাইতে লাগিল। তখন কোন কোন গোপবালক চূড়ায় পল্লব ও কোন কোন গোপবালক চূড়ায় পুষ্প বিনাস্ত করিয়া গমন করিতে লাগিল। ১৪৯। ১৫০। ১৫১।

জগ্মু র্গোপ্যো বয়স্থাশ্চ কোটিশঃ কোটিশো মুদা।
বৃদ্ধাশ্চ কোটিশ স্তত্র বৃহৎ শ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ। ১৫৩ ॥
রাধিকা সহচারিণ্যো বালা গোপালিকা মুনে।
তাঃ সুশীলা দয়ো ভব্যা নানালঙ্কার ভূষিতাঃ।
দিব্য বস্ত্র পরিধানাঃ সস্মিতা স্তা যযুর্মুদা। ১৫৪ ॥
কশ্চিৎ শিবিকা মারুহ্য রথ মারুহ্য কশ্চনঃ।
রাধাস্যন্দন মারুহ্য শাত কুম্ভ পরিচ্ছদং। ১৫৫ ॥
নন্দঃ সুনন্দঃ শ্রীদামা গিরিভানু বিভাকরঃ।
বীরভানু শ্চন্দ্রভানো গজস্থাঃ প্রযযুর্মুদা। ১৫৬ ॥
তাভির্যুক্তা যযৌ দেবী রত্নালঙ্কার ভূষিতা।
যশোদা রোহিণী চৈব নানালঙ্কার ভূষিতা। ১৫৭ ॥

আর কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় করে পুষ্প মাল্য গ্রহণ এবং কেহ কেহ গলদেশে আজানুলম্বিত মালা ধারণ করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিল। এইরূপে নব কোটি গোপবালক গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ১৫২।

তৎকালে কোটি কোটি বৃহৎ শ্রোণি ভারাক্রান্তা বয়স্থা গোপিকাগণ গমন করাতে তাঁহাদিগের পয়োধর বিচলিত হইতে লাগিল এবং কোটি বৃদ্ধা গোপিকাগণও সানন্দ মনে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৫৩ ॥

তখন সুশীলা প্রভৃতি রাধিকার সহচারিণী ভব্যা গোপদারিকাগণ দিব্য বস্ত্র পরীধানা ও নানালঙ্কার বিভূষিতা হইয়া সহাস্য বদনে পরমানন্দে গমন করিতে লাগিলেন। ১৫৪ ॥

প্রধান গোপগণ মধ্যে কেহ শিবিকারোহণে ও কেহ বা রথারোহণে যাত্রা করিলেন আর রাধিকা দেবী সুবর্ণ মণ্ডিত পরিচ্ছদবিশিষ্ট রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ১৫৫ ॥

ঐ সময়ে নন্দ, সুনন্দ, শ্রীদাম, গিরিভানু, বিভাকর, বীরভানু ও চন্দ্রভানু ইহাঁরা সকলে পুলকিত চিত্তে গজারোহণে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৫৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলদেবৌ তৌ রত্নালঙ্কার ভূষিতৌ।
স্বর্ণস্যন্দনমাস্থায় জগ্মতুঃ পরয়া মুদা। ১৫৮ ॥
কোটিশঃ কোটিশো গোপা বৃদ্ধশ্চ যৌবনান্বিতাঃ।
অশ্বস্থাশ্চ গজস্থাশ্চ রথস্থাশ্চৈব কেচনঃ। ১৫৯ ॥
গোপা যযুর্ম্মুদা যুক্তাশ্চোদ্ধতা নন্দ কিঙ্করাঃ।
বৃষস্থা গর্দ্দভস্থাশ্চ সঙ্গীত তাল তৎপরাঃ। ১৬০ ॥
অপরা রাধিকা দাস্য স্ত্রি সপ্ত শত কোটিকাঃ।
মুদান্বিতা সস্মিতাশ্চ স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতাঃ। ১৬১ ॥
কাশ্চিৎ সিন্দূর হস্তাশ্চ কাশ্চিৎ কজ্জল বাহিকাঃ। ১৬২ ॥
বহ্নি শুদ্ধাংশুকানাঞ্চ বাহিকাশ্চৈব কাশ্চনঃ।
চন্দনাগুরু কস্তূরী কুঙ্কুমদ্রব বাহিকাঃ। ১৬৩ ॥
স্বর্ণ পাত্র করাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ দর্পণ বাহিকাঃ।
শ্বেত চামর হস্তাশ্চ কাশ্চিত্তাম্বূল বাহিকাঃ। ১৬৪ ॥

যশোদা ও রোহিণী দেবী নানালঙ্কারে ও বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া প্রসিদ্ধা গোপীগণ সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। ১৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিমণ্ডিত হইয়া স্বর্ণ বিমণ্ডিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুলকিতান্তঃকরণে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৫৮॥

কোটি কোটি যুবক ও বৃদ্ধগণের মধ্যে কেহ কেহ অশ্বে কেহ কেহ গজে ও কেহ কেহ রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ১৫৯ ॥

ব্রজরাজ নন্দের উদ্ধত কিঙ্করগণের মধ্যে কেহ কেহ বৃষে ও কেহ কেহ গর্দ্দভে আরূঢ় হইয়া তাল সংযোগে সঙ্গীত করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। ১৬০ ॥

রাধিকার ত্রিসপ্ত শত কোটি অপরা দাসী সমুদায় স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া সহাস্য বদনে পরমানন্দে গমন করিতে আরম্ভ করিল। ১৬১ ॥

শ্রীমতীর পরিচারিকা গোপিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ সিন্দুর কেহ

কাশ্চিদ্গেণ্ডুক হস্তাশ্চ কাশ্চিৎ পুত্তলিকাকরাঃ।
ভোগ দ্রব্য করাঃ কাশ্চিৎ ক্রীড়া দ্রব্য করা ধরাঃ। ১৬৫ ॥
বেশ দ্রব্য করাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিন্মালা করা বরাঃ।
কাশ্চিদ্যাবক হস্তাশ্চ প্রযযু র্গোপিকা মুদা। ১৬৬ ॥
কাশ্চিৎ সঙ্গীত নিরতাঃ কাশ্চিচ্চিত্রকরান্বিতাঃ।
কোটিশঃ কোটিশো রম্যাঃ প্রযযুঃ শিবিকাং মুনে। ১৬৭ ॥
কোটিশঃ কোটিশ শ্চাশ্বাঃ কোটিশঃ কোটিশো রথাঃ।
কোটিশঃ কোটিশশ্চৈব শকটাদ্রব্য পূরিতাঃ। ১৬৮ ॥
কোটিশঃ কোটিশশ্চৈব বৃষেন্দ্রা দ্রব্য বাহকাঃ।
কোটিশোষ্ট্রাশ্ব বয়সাং দশ লক্ষাণি হস্তিনাং।
কুথাঙ্কুশ প্রযুক্তানিযয়ু র্বৃন্দাবনং বনং। ১৬৯ ॥
সর্ব্বে বৃন্দাবনং গত্বা দৃষ্টা শূন্যং গৃহং মুনে।
বৃক্ষ মূলে যথা স্থানে তস্থু রুষু র্যথোচিতে। ১৭০ ॥

কেহ কজ্জল, কেহ কেহ বহ্নিশুদ্ধ বসন, কেহ কেহ অগুরুচন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুম দ্রব, কেহ কেহ স্বর্ণপাত্র, কেহ কেহ দর্পণ, কেহ কেহ শ্বেত চামর, কেহ কেহ তাম্বূল, কেহ কেহ গেণ্ডুক, কেহ কেহ পুত্তলিকা, কেহ কেহ বিবিধ ভোগ্য দ্রব্য, কেহ কেহ ক্রীড়ার সামগ্রী, কেহ কেহ বেশ দ্রব্য, কেহ কেহ মাল্য ও কেহ কেহ যাবক গ্রহণ করিয়া সানন্দে গমন করিতে লাগিল। ১৬২। ১৬৩। ১৬৪। ১৬৫। ১৬৬॥

কোটি কোটি রমণীয়া গোপিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ চিত্রপট হস্তে ও কেহ কেহ মধুর সঙ্গীত করিতে করিতে রাধিকার শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে ধাবমানা হইল। ১৬৭ ॥

কোটি কোটি অশ্ব, কোটি কোটি রথ ও কোটি কোটি নানা দ্রব্য পূরিত শকট যথাক্রমে চালিত হইতে লাগিল। ১৬৮ ॥

আর কোটি কোটি দ্রব্য বাহক বৃষেন্দ্র কোটি কোটি উষ্ট্র, অশ্ব, পক্ষী এবং দশলক্ষ কুথযুক্ত হস্তী অঙ্কুশাঘাতে প্রেরিত হইয়া বৃন্দাবনের বনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ১৬৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

উবাচ গোপা শ্রীকৃষ্ণো গৃহাংশ্চেষ্টতমা ব্রজাঃ।
অস্য সংতিষ্ঠতে ত্যেবং নিবোধত বচো মম। ১৭১ ॥
অত্র স্থানে গৃহাঃ সন্তি প্রচ্ছন্না দেব নির্ম্মিতাঃ।
দেব প্রীতিং বিনা শক্তান্ নহি দৃষ্টুঞ্চ কেচনঃ। ১৭২ ॥
অদ্য তিষ্ঠত গোপালাঃ সংপূজ্য বন দেবতাং।
প্রাত র্যূয়ং গৃহান্ রম্যান্ দ্রক্ষ্যেথাতু ধ্রুবং মুদা। ১৭৩ ॥
ধূপ দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ব্বহুভিঃ পুষ্প চন্দনৈঃ।
দেবীঞ্চ বট মূলস্থাং পূজাং কুরুত চণ্ডিকাং। ১৭৪ ॥
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা গোপাঃ সংপূজ্য দেবতাং।
ভুক্ত্বা ভোগং দিনে রাত্রৌ তত্রৈব সুস্থুপুর্ম্মুদা। ১৭৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বক কেশী প্রলম্ব বধ বৃন্দাবন গমন প্রস্তাবঃ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

এই রূপে বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া তৎ প্রদেশ শূন্য ময় দর্শন করাতে গোপ গোপিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ বৃক্ষ মূলে ও কেহ কেহ বা অন্যান্য স্থানে স্বেচ্ছানুসারে অবস্থিত ও উপবিষ্ট হইল। ১৭০ ॥

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয় ব্রজবাসিগণ! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া এই স্থানে অবস্থান কর; এই স্থানে দেব নির্ম্মিত গৃহ সমুদায় প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান আছে, দেব প্রীতি ভিন্ন কেহই তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন না। ১৭১। ১৭২ ॥

গোপগণ! অদ্য তোমরা বন দেবতার পূজা করিয়া এই স্থানে অবস্থান কর, প্রাতঃকালে নিশ্চয় সুরম্য গৃহ সকল দর্শন করিয়া তোমাদিগের তৃপ্তি লাভ হইবে। ১৭৩ ॥

আর তোমরা এখন গন্ধ পুষ্প ধূপদীপ ও নৈবেদ্য এই সমস্ত উপচারে এই বটবৃক্ষমূলে অধিষ্ঠিতা চণ্ডিকা দেবীর পূজা কর, তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। ১৭৪ ॥

পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে গোপগণ সেই বনদেবতার অর্চ্চনা করিয়া বিবিধ ভোগে দিবাভাগ যাপন পূর্ব্বক রজনীতে প্রীত মনে সেই স্থানে শয়ন করিলেন। ১৭৫ ॥ ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ।

সুপ্তেষু ব্রজ বৃন্দেষু নক্তং বৃন্দাবনে বনে ।
সুনিদ্রতেচ নিদ্রেশ মাতৃ বক্ষঃস্থল স্থিতে। ১ ।
নিদ্রিতাসুচ গোপীষু রম্য তল্পস্থিতা সুচ।
যুনীশ্চ সুখ সংভোগোন্মত্তমান হতা সুচ। ২ ॥
কাসুচিৎ শিশু যুক্তাসু কাসুচিৎ ভর্ত্তৃ সন্নিধৌ ।
কাসুচিৎ শকটস্থাসু কাসুচিৎ স্যন্দনেষুচ। ৩ ॥
পূর্ণেন্দু কৌমুদী যুক্তেঃ স্বর্গাদপি মনোহরে।
নানা প্রকার কুসুম বায়ুনা সুরভীকৃতে। ৪ ॥
সর্ব্ব প্রাণিনি নিশ্চেষ্ট মুহূর্ত্তে পঞ্চমে গতে।
তত্রা জগাম ভবনে শিল্পিনাঞ্চ গুরোগুরুঃ। ৫ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, হে নারদ! যামিনীযোগে ব্রজবাসিগণ সেই বৃন্দাবনের বন মধ্যে শয়ান হইয়া নিদ্রিত হইলে নিদ্রার সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মা হরি যশোদার বক্ষঃস্থলে শয়ন পূর্ব্বক মায়া ক্রমে নিদ্রাচ্ছন্ন হইলেন। ১।

ঐ সময়ে তরুণী গোপিকাগণ যুবক পতির সঙ্গলাভে মনে শান্তি হওয়াতে সুরম্য শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক কামোন্মত্তা হইয়া স্ব স্ব প্রিয়জন সমভিব্যাহারে সুখ সম্ভোগ করত নিদ্রাভিভূতা হইল। ২।

কোন কোন গোপিকা শিশু সন্তান ক্রোড়ে লইয়া ও কোন কোন গোপিকা স্বামী নিকটে শয়ান হইয়া নিদ্রিতা হইল, আর কেহ কেহ শকটে ও কেহ সেহ বা রথোপরি শয়ন করিয়া নিদ্রায় বিচেতন হইল। ৩।

ঐ সময়ে সেই প্রদেশ পূর্ণচন্দ্রের কিরণে আলোকময় এবং নানা প্রকার কুসুম গন্ধযুক্ত সমীরণ সঞ্চালনে সৌরভময় হওয়াতে স্বর্গ তুল্য মনোহর রূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ৪।

বিভ্রদ্দিব্যাং শুকং সূক্ষ্মং রত্নমালাং মনোহরাং।
রত্নালঙ্কার মতুলং শ্রীমন্মকর কুণ্ডলং ।৬॥
জ্ঞানেন বয়সা বৃদ্ধো দর্শনীয় কিশোর বৎ।
অতীব সুন্দর শ্রীমান্ কামদেব সমপ্রভঃ।৭॥
বিশিষ্ট শিল্প নিপুনৈঃ সার্দ্ধং শিল্পৈ স্ত্রিকোটিভিঃ।
মণিসার হেম রত্নৈ লৌহাস্ত্রাণি সহস্তকৈঃ।৮॥
আজগ্মু র্যক্ষ নিকরাঃ কুবের বর কিঙ্করাঃ।
শৈলজ প্রস্তর করা অঞ্জনাকার মূর্ত্তয়ঃ।৯॥
বিকৃতাকার বদনাঃ পিঙ্গলাক্ষা মহোদরাঃ।
স্ফাটিকারক্ত বেশাশ্চ দীর্ঘস্কন্ধাশ্চ কেচনঃ।১০॥
পদ্মরাগ করাঃ কেচিদিন্দ্রনীল করা বরা।
কেচিৎ স্যমন্তক করাশ্চন্দ্রকান্ত করা স্তথা।
সূর্য্যকান্ত করাশ্চান্যে প্রভাকর করা বরাঃ।১১॥

ক্রমে যামিনীর পঞ্চম মুহূর্ত্ত অতীত হইলে তত্রত্য সমস্ত প্রাণী গাঢ় নিদ্রায় এককালে নিশ্চেষ্ট হইল। তখন শিল্পীদিগের গুরুর গুরু বিশ্বকর্ম্মা দিব্য সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অতুল রত্নালঙ্কারে ও শোভাময় মকর কুণ্ডলে সমলঙ্কৃত হইয়া তথায় উপনীত হইলেন।৫।৬।

তিনি কামদেবের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন শ্রীযুক্ত অতীব সুন্দর ও কিশোর বৎ দর্শনীয় অথচ তিনি জ্ঞান বৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন।৭।

যখন সেই শিল্পি প্রবর তথায় উপনীত হইলেন তখন ত্রিকোটি শিল্প নিপুণ শিল্পী বিবিধ মণিসার হেম রত্ন ও লৌহাস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে সমাগত হইল।৮।

তৎকালে কুবেরের প্রধান কিঙ্কর যক্ষগণ পর্ব্বতজ প্রস্তর হস্তে তথায় সমাগত হইল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অঞ্জনাকার মূর্ত্তি, কেহ কেহ বিকৃত বদন, কেহ কেহ পিঙ্গলাক্ষ কেহ কেহ মহোদর, কেহ কেহ স্ফাটিক বৎ আরক্ত কেশ ও কেহ কেহ দীর্ঘস্কন্ধ দৃষ্ট হইয়াছিল।৯।১০।

কেচিৎ পরশু হস্তাশ্চ লৌহসার করা বরাঃ।
কেচিচ্চ গন্ধসারাণাং মণীন্দ্রাণাঞ্চ হারকাঃ। ১২ ॥
কেচিচ্চামর হস্তাশ্চ কেচিদ্দর্পণ বাহকাঃ।
স্বর্ণ পাত্র ঘটাদীনাং বাহকাশ্চৈব কেচনঃ। ১৩ ॥
বিশ্বকর্ম্মাচ সামগ্রীং দৃষ্টাতি সুমনোহরাং।
নগরং কর্ত্তু মারেভে ধ্যাত্বা কৃষ্ণং শুভক্ষণে। ১৪ ॥
পঞ্চ যোজন পর্য্যন্তং ভারতে শ্রেষ্ঠ মুত্তমং।
পুণ্যক্ষেত্রং তীর্থ সার মতি প্রিয়তমং হরেঃ। ১৫ ॥
তত্র স্থানং মুমুক্ষূণাং পরং নির্ব্বাণ কারণং।
গোলোকস্যচ সোপানং সর্ব্বেষাং বাঞ্ছিতং পদং। ১৬ ॥

তখন শিল্পিগণের মধ্যে কেহ কেহ পদ্মরাগমণি কেহ কেহ ইন্দ্রনীল-মণি, কেহ স্যমন্তকমণি, কেহ কেহ চন্দ্রকান্তমণি কেহ কেহ সূর্য্যকান্তমণি ও কেহ কেহ বা প্রভাকর মণি গ্রহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ১১।

ঐ সময়ে কেহ কেহ পরশু হস্তে ও কেহ কেহ লৌহসার হস্তে তথায় সমাগত এবং কেহ কেহ গন্ধসার ও কেহ কেহ মণীন্দ্র সকল লইয়া উপনীত হইল। ১২ ॥

আর কেহ কেহ চামর, কেহ কেহ দর্পণ এবং কেহ কেহ বা স্বর্ণপাত্র ও ঘটাদি সকল লইয়া সেই স্থানে আগমন করিল। ১৩ ॥

তখন বিশ্বকর্ম্মা অতি মনোহর সামগ্রী সকল দর্শন করিয়া শুভক্ষণে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান পূর্ব্বক তথায় নগর প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৪ ॥

পঞ্চ যোজন পর্য্যন্ত পরিমিত স্থানে তৎ কর্ত্তৃক সেই নগর বিনির্ম্মিত হইল। উহা ভারত মধ্যে প্রধান উৎকৃষ্ট তীর্থসার পুণ্যক্ষেত্র এবং হরির প্রিয় স্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ১৫ ॥

ঐ পুণ্যক্ষেত্র নির্ব্বাণ কারণ গোলোক প্রাপ্তির সোপান ও সকলের মনোরথ সিদ্ধির হেতু ভুত বলিয়া উক্ত আছে, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ তথায়

চতুষ্কোটি চতুঃ শালং তত্রৈবাতি মনোহরং।
কবাট স্তম্ভ সোপান সহিতং প্রস্তরৈর্ব্বরৈঃ। ১৭ ॥
চিত্র পুত্তলিকা পুষ্প কজ্জলোজ্জ্বল শেখরং।
শৈলজাশ্ম বিনির্ম্মাণ বেদী প্রাঙ্গণ সংযুতং। ১৮ ॥
শিলা প্রাকার সংযুক্তং প্রচণ্ডাকার লীলয়া।
যথোচিত বৃহৎ ক্ষুদ্র দ্বারদ্বয় সমন্বিতং। ১৯ ॥
ততঃ কোটি চতুঃশাল মতীব সুমনোহরং।
স্ফাটিকাকার মণিভিঃ মুদা যুক্তো বিনির্ম্ময়ে। ২০ ॥
সোপানৈ র্গন্ধসারাণাং স্তম্ভৈঃ শঙ্কু বিনির্ম্মিতৈঃ।
কবাটে র্লৌহ সারাণাং রজতৈঃ কলসোজ্জ্বলৈঃ। ২১ ॥
বজ্র সার বিনির্ম্মাণৈঃ প্রাকারৈঃ পরিশোভিতৈঃ। ২২ ॥
কৃত্বা শ্রমং বল্লবানাং যথাস্থানে যথোচিতং।

অবস্থান করিলে মুক্তি লাভে সক্ষম হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ১৬ ॥

বিশ্বকর্ম্মা তথায় উৎকৃষ্ট উপল খণ্ডে রচিত কবাট স্তম্ভ সোপান সমন্বিত অতি মনোহর চতুষ্কোটি চতুঃশাল পুর প্রস্তুত করিলেন। ১৭ ॥

উহা চিত্র পুত্তলিকা ও কুসুমে রঞ্জিত হইলে এবং উহার শিখরদেশ উজ্জ্বল কজ্জলে সুশোভিত হইল আর তন্মধ্যে শৈলজ প্রস্তর বিনির্ম্মিত বেদী ও প্রাঙ্গন শোভা পাইতে লাগিল। ১৮ ॥

বিশ্বকর্ম্মা অবলীলাক্রমে ঐ পুর প্রচণ্ডাকার শিলাময় প্রাকারে পরিবেষ্টিত এবং যথোচিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় দ্বারে পরিশোভিত করিলেন। ১৯ ॥

সেই পুর মধ্যে তৎ কর্ত্তৃক প্রীতি পূর্ব্বক স্ফাটিকাকার মনি মণ্ডলে বিরাজিত অতি মনোহর কোটি চতুঃশাল গৃহ বিনির্ম্মিত হইল। ২০ ॥

ঐ ভবন সমুদায় গন্ধসার সোপান শঙ্কু বিনির্ম্মিত স্তম্ভ লৌহসার কবাট রজতময় উজ্জ্বল কলস ও বজ্রসার বিনির্ম্মিত প্রাকারে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। ২১। ২২ ॥

বৃষভানু গৃহং রম্যং কর্ত্তু মারব্ধবান্ পুনঃ। ২৩॥
প্রাকার পরিখা যুক্তং চতুর্দ্বারান্বিতং পরং।
চারু বিংশচ্চতুঃশালং মহা মণি বিনির্ম্মিতং। ২৪॥
রক্তভানু বিকারৈশ্চ স্তূলিকানি করৈর্ব্বরৈঃ।
সুবর্ণাকার মণিভি রারোহৈ রতি সুন্দরং। ২৫॥
লৌহসার কবাটঞ্চ সংযুক্তং চিত্র কৃত্রিমৈঃ।
মন্দিরে মন্দিরে রম্যে সুবর্ণ কলসোজ্জ্বলং। ২৬॥
তদাশ্রমৈকাদশেচ নির্জ্জনেতি মনোরমে।
চারু চম্পক বৃক্ষাণামুদ্যানাভ্যন্তরং মুনে। ২৭॥
সম্ভোগার্থং কলাবত্যাঃ স্বামিনা সহ কৌতুকাৎ।
বিশিষ্টেন মণীন্দ্রেণ চকারাট্টালিকালয়ং। ২৮॥
যুক্তং নবভিরারোহৈরিন্দ্রনীল বিনির্ম্মিতৈঃ।

এইরূপে বিশ্বকর্ম্মা যথাস্থানে যথোচিত রূপে গোপগণের আশ্রম প্রস্তুত করিয়া পুনর্ব্বার বৃষভানুর রমণীয় ভবন নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৩।

ঐ ভবন তৎ কর্ত্তৃক প্রাকার পরিখা যুক্ত চতুর্দ্বার সমন্বিত মহামণি বিনির্ম্মিত এবং সুচারু বিংশ চতুঃশাল রূপে সন্নিবেশিত হইল। ২৪॥

রক্ত ভানু মণি বিকার উৎকৃষ্ট স্তূলিকা সুবর্ণাকার মণি মণ্ডল ও বিচিত্র সোপানে ঐ ভবনের অতিশয় সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। ২৫॥

উহা লৌহসার কবাট ও কৃত্রিম চিত্রে পরিশোভিত হইল এবং সুরম্য গৃহে গৃহে সমুজ্জ্বল সুবর্ণ কলস সকল সংস্থাপিত হইল। ২৬॥

সেই আশ্রমের এক দেশবর্ত্তী অতি মনোরম বিজন প্রদেশের মধ্য ভাগে সুচারু চম্পক বৃক্ষের উদ্যান নিবেশিত হইল। ২৭॥

তৎপরে বিশ্বকর্ম্মা এই অভিপ্রায়ে তথায় এক মণীন্দ্র মণ্ডিত বিচিত্র অট্টালিকা প্রস্তুত করিলেন যে কলাবতী পতির সহিত তথায় সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিবেন। ২৮॥

স্থূলকবাটনিকরৈর্গন্ধসার বিকারজৈঃ।
অত্যুন্নত মনোরম্যং সর্ব্বতোপি বিলক্ষণং। ২৯॥

শ্রীনারদ উবাচ।

কলাবতী কা ভগবন্ কস্যপত্নী মনোরমা।
যত্নতো যদ্গৃহং রম্যং নির্ম্মায় সুরকারুণা। ৩০॥
শ্রীকৃষ্ণার্দ্ধাংশ সম্ভূতা তেন তুল্যাচ তেজসা।
যস্যাশ্চ চরণাম্ভোজ রজঃপূতা বসুন্ধরা। ৩১॥
যস্যাঞ্চ সুদৃঢ়াভক্তিং সন্তোবাঞ্ছন্তি সন্ততং।
পিতৃণাং মানসীং কন্যাং ব্রজে তিষ্ঠং কথং মুনে। ৩২॥
মানবঃ কেন পুণ্যেন কথমাপ সুদুর্লভং।
বৃষভাণুর্ব্রজপতিঃ পুরাসীৎ কোমহানহো।
তস্যবাক্যেন তপসা রাধাকন্যা বভূবহ। ৩৩॥

ঐ অট্টালিকা ইন্দ্রনীল মণি খচিত নব সোপান সুশোভিত গন্ধসার বিকারজ স্থূল কবাট সমন্বিত অত্যুন্নত ও মনোহর, সর্ব্ব দিকেই উহার বিশেষ সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইতে লাগিল। ২৯।

নারদ কহিলেন, প্রভো! সুর কারু বিশ্বকর্ম্মা যাঁহার জন্য যত্ন পূর্ব্বক ঐ সুরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত করিলেন সেই কলাবতী কে ও কাহার পত্নী তাহা বিশেষ রূপে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে। ৩০।

প্রভো! আর আপনি কহিয়াছেন রাধিকা দেবী শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গ-সম্ভূতা সুতরাং তিনি তত্তুল্য তেজস্বিনী, তাঁহার চরণপদ্মের রেণু যোগে বসুন্ধরা পবিত্রা হইয়াছেন সাধুগণ নিরন্তর তাঁহার প্রতি সুদৃঢ় ভক্তি লাভের বাঞ্ছা করেন, এবম্ভূতা হইয়া তিনি আবার কি রূপে কলাবতীর কন্যা রূপিণী হইলেন? আর শুনিয়াছি, কলাবতীও ত পিতৃগণের মানসী কন্যা তিনিই বা কি কারণে ব্রজধামে অধিষ্ঠিতা হইলেন? ব্রজপতি বৃষভানু কি পুণ্যে সেই সুদুর্ল্লভা কলাবতীকে লাভ করিলেন, পূর্ব্বজন্মে তিনি কে ছিলেন এবং তাঁহার কি পুণ্যে রাধিকা দেবী তদীয়

সূত উবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা মহর্ষির্জ্ঞানিনাম্বরঃ।
প্রহস্যোবাচ প্রীত্যা তং ইতিহাসং পুরাতনং। ৩৪ ॥

নারায়ণ উবাচ।

পিতৃণাং মানসীকন্যা কমলাংশা কলাবতী।
যস্যাংশ্চ তনয়া রাধা কৃষ্ণপ্রাণাধিকা প্রিয়া। ৩৫ ॥
বভূবুঃ কন্যকাস্তিস্রঃ পিতৃণাং মানসাৎ পুরা।
কলাবতী রত্নমালা মেনকাশ্চাতি দুর্লভাঃ। ৩৬ ॥
রত্নমালা চ জনকং বরয়ামাস কামুকী।
শৈলাধিপং হরেরংশং মেনকা সা হিমালয়ং। ৩৭ ॥
দুহিতা রত্নমালায়াং অযোনিসম্ভবা সতী।
শ্রীরামপত্নী শ্রীঃ সাক্ষাৎ সীতা সত্যপরায়ণা। ৩৮ ॥

কন্যা রূপিণী হইলেন এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার মন নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৩১। ৩২। ৩৩॥

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! জ্ঞানি প্রবর নারায়ণ ঋষি দেবর্ষির এই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া প্রীতমনে এতদুপলক্ষায় পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! কলাবতী পিতৃগণের মানসী কন্যা। তিনি কমলার অংশজাতা, কৃষ্ণ প্রাণাধিকা রাধিকা তাঁহার কন্যা রূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। ৩৪।৩৫ ॥

পূর্ব্বে পিতৃগণের মানস হইতে কলাবতী [illegible]মালা ও মেনকা এই তিন সুদুর্ল্লভা কন্যা সমুৎপন্না হন। ৩৬ ॥

তৎপরে রত্নমালা কামুকী হইয়া জনক রাজাকে ও মেনকা হরির অংশজাত হিমালয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ৩৭ ॥

পরে সত্য পরায়ণা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী রূপা অযোনি সম্ভবা শ্রীরাম পত্নী সীতা সেই রত্নমালার কন্যা রূপিণী হইলেন। ৩৮ ॥

কন্যকা মেনকায়াশ্চ পার্ব্বতী সা পুরা সতী।
অযোনিসম্ভবা সা চ হরের্ম্মায়া সনাতনী। ৩৯ ॥
সা লেভে তপসা দেবী শিবং নারায়ণাত্মকং।
কলাবতী সুচন্দ্রশ্চ মনুবংশ সমুদ্ভবং। ৪০ ॥
সচ রাজা হরেরংশঃ সংপ্রাপ তাং কলাবতীং।
মর্ত্ত্যে পুণ্যবতাং শ্রেষ্ঠমখিলঞ্চাতি সুন্দরং। ৪১ ॥
অহোরূপ মহাবেশ মহাতস্যা নবং বয়ঃ।
সুকোমলাঙ্গং ললিতং শরচ্চন্দ্রাধিকাননাং। ৪২ ॥
গমনং দুর্লভমহো গজখঞ্জন গঞ্জনং।
কটাক্ষৈ মোহিতুং সক্তা মুনীন্দ্রাণাঞ্চ মানসং। ৪৩ ॥
শ্রোণিযুগ্মং সুললিতং রম্ভাস্তম্ভ বিনিন্দিতং।
স্তনদ্বন্দ্বং সুকঠিনমতি পীনোন্নতং মুনে। ৪৪ ॥
নিতম্বযুগলং চারু রথচক্রবিনিন্দিতং।
হস্তৌ পাদৌ চ রক্তৌ চ পক্কবিম্বফলাধরং। ৪৫ ॥

পরমাত্মা হরির সনাতনী মায়া স্বরূপা অযোনি সম্ভবা সতী পার্ব্বতী মেনকার কন্যা রূপে আবির্ভূতা হইলেন। ৩৯ ॥

তৎপরে পার্ব্বতী দেবী তপস্যার ফলে নারায়ণাত্মক দেবাদিদেব মহাদেবকে পতি রূপে প্রাপ্ত হইলেন আর সেই কলাবতী মনুবংশজাত মহারাজ সুচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিলেন। ৪০ ॥

তখন হরির অংশজাত সেই রাজর্ষি সুচন্দ্র কলাবতীকে প্রাপ্ত হইলে কলাবতী সেই পুণ্যবানদিগের অগ্রগণ্য পরম সুন্দর রাজার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন ঐ সময়ে তাঁহার অলৌকিক রূপ আশ্চর্য্য মহাবেশ অভিনব বয়ঃক্রম সুললিত সুকোমল অঙ্গ, শরচ্চন্দ্র বিনিন্দিত মুখমণ্ডল ও গজ খঞ্জন বিনিন্দিত দুর্লভ গতি লক্ষিত হইতে লাগিল, প্রত্যুত তিনি এরূপ অলৌকিক রূপ লাবণ্যবতী যে তাঁহার কটাক্ষপাতে মুনিগণেরও মন বিমোহিত হয়। ৪১। ৪২। ৪৩ ॥

পক্বদাড়িম্ববীজাভং দন্তপঙ্ক্তি মনোহরং।
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং প্রভামোচন লোচনং। ৪৬ ॥
ভূষণৈর্ভূষিতং রূপং বেশং সদ্রত্ন মণ্ডলং।
ইতীবমত্ত্বা দৃষ্ট্বা চ কামবাণ প্রপীড়িতঃ। ৪৭ ॥
দিব্যস্যন্দনমারুহ্য কামুক্যাসহ কামুকঃ।
ক্রীড়াং চকার রহসি স্থানে স্থানে মনোহরে। ৪৮ ॥
সুরম্যে মলয়াদ্রৌ চ চন্দনাগুরু বায়ুনা।
চারু চম্পকপুষ্পানাং তল্পেরতি সুখাবহে। ৪৯ ॥
মালতী মল্লিকানাঞ্চ পুষ্পদ্যানেসু পুষ্পিতে।
পুষ্পভদ্রানদীতীরে নীরজেঽতি সুনির্জ্জিতে। ৫০ ॥

তাঁহার শ্রোণি যুগল সুললিত ও রম্ভাস্তম্ভ বিনিন্দিত, স্তনদ্বয় সুকঠিন, এবং অতিপীন ও উন্নত, নিতম্ব যুগল সুচারু রথচক্র বিনিন্দিত এবং কর চরণতল রক্তবর্ণ ও অধর পক্ব বিম্বের ন্যায় লোহিতবর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ৪৪। ৪৫॥

তাঁহার দশন পংক্তি পক্ব দাড়িম্ব বীজের ন্যায় মনোহর রূপে লক্ষিত হইল এবং তাঁহার লোচন যুগল শারদীয় মাধ্যাহ্নিক পদ্মের প্রভাকে তিরস্কৃত করিতে লাগিল। ৪৬॥

এই রূপে সেই কলাবতী বিবিধ ভূষণে ও উৎকৃষ্ট রত্ন কুণ্ডলে বিমণ্ডিতা হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করাতে নরপতি সুচন্দ্র তাঁহার অলৌকিক রূপের লাবণ্য অবধারণ ও দর্শন করিয়া কামবাণে নিপীড়িত হইলেন। ৪৭॥

তৎপরে সেই কামুক রাজা সেই কামুকী কলাবতী সমভিব্যাহারে দিব্য রথে আরোহণ করিয়া বিবিধ মনোহর বিজন স্থানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৮॥

তিনি কখন অগুরু চন্দনে সুরভীকৃত মলয় পর্ব্বতে রতি সুখাবহ চারু চম্পক কুসুমময় শয্যা প্রস্তুত করিয়া এবং কখন পুষ্পভদ্রা নদী তীরে

তত্র গঙ্গা সুপুলিনে গন্ধমাদন গহ্বরে।
গোদাবরীনদীতীর নির্জ্জনে কেতকীবনে। ৫১ ॥
পশ্চিমাব্ধিতটান্তস্থ কাননে জন্তুবর্জ্জিতে।
নন্দনে মলয়দ্রোণ্যাং কাবেরীতীরজে বনে। ৫২ ॥
শৈলে শৈলে সুরম্যে চ নদ্যাং নদ্যাং নদে নদে।
দ্বীপে দ্বীপে চ রহসি স রেমে রাময়াসহ। ৫৩ ॥
নবসঙ্গম সংযোগাদুদ্বুদ্ধেন দিবানিশং।
এবং বর্ষসহস্রং তদ্গতমেব মুহূর্ত্তাৎ। ৫৪ ॥
কৃত্বা বিহারং সুচিরং স বিরক্তো বভূবহ।
জগাম তপসে বিন্ধ্যশৈল তীর্থং ত্বয়াসহ। ৫৫ ॥
ভারতেঽতি প্রশংসঞ্চ পুলহাশ্রমমুত্তমং।
তপস্তেপে নৃপস্তত্র দিব্যবর্ষ সহস্রকং। ৫৬ ॥

কুসুমিত মল্লিকা মালতী পুষ্পোদ্যানে ও অতি সুনির্জ্জিত নীরজ প্রদেশে বিহার করিতে লাগিলেন। ৪৯। ৫০ ॥

তৎপরে তিনি কখন গঙ্গাপুলিনে কখন গন্ধমাদন গহ্বরে কখন গোদাবরী তীরবর্ত্তী নির্জ্জন কেতকী বনে, কখন পশ্চিম সমুদ্র তটান্তস্থ জীবশূন্য কাননে, কখন নন্দন বনে, কখন মলয় দ্রোণিতে ও কখন বা কাবেরীতীরস্থ বনে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫১। ৫২ ॥

এইরূপে তিনি সুরম্য শৈলে শৈলে নদীতে নদীতে নদে নদে ও দ্বীপে দ্বীপে বিজন স্থানে সেই প্রিয়তমার সহিত বিহার করিলেন। ৫৩ ॥

নব সঙ্গম সংযোগ বশতঃ সেই বিহার কালে তাঁহার দিবারাত্রি কিছুই উদ্বোধ মাত্র থাকিল না। এই রূপে এক সহস্রবর্ষ তাঁহার মুহূর্ত্তবৎ অতীত হইল। ৫৪ ॥

এবম্বিধ বিহারের পর রাজা সুচন্দ্র বিষয় ভোগে বিরক্ত হইয়া প্রিয়তমা কলাবতীর সহিত তপস্যার্থ বিন্ধ্য শৈল তীর্থে প্রস্থান করিলেন ৫৫॥

পরে তিনি তত্রত্য ভারত মধ্যে অতি প্রশংসনীয় পুলহাশ্রমে

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নিস্পৃহশ্চ নিরাহারঃ কৃশোদরঃ।
মূর্চ্ছামাপদ্মুনিশ্রেষ্ঠো ধ্যাত্বা কৃষ্ণপদাম্বুজং। ৫৭।
তদ্গাত্রে ব্যাপ্তবল্মীকং সাধ্বী দূরং চকার সা।
নিশ্চেষ্টিতং পতিং দৃষ্ট্বা ত্যক্ত প্রাণৈশ্চপঞ্চভিঃ।
মাংস শোণিতরিক্তংতমস্থিসংসিক্ত বিগ্রহং। ৫৮॥
উচ্চৈরুরোদ শোকার্ত্তা নির্জ্জনেঽতি কলাবতী।
হেনাথনাথেত্যুচ্চার্য্য কৃত্বা বক্ষসি মূর্চ্ছিতং। ৫৯॥
বিললাপ মহাভীতা দীনা পতিপরায়ণা।
দৃষ্ট্বা নৃপং নিরাহারং কৃশং ধমনি সংযুতং। ৬০॥
শ্রুত্বা চ রোদনং সত্যাঃ হৃপয়াচক্রপাণিধিঃ।
আবির্ব্বভূব জগতাং বিধাতা কমলোদ্ভবঃ। ৬১॥
ক্রোড়ে কৃত্বা চ তং তূর্ণং রুরোদ ভগবান্ বিভুঃ। ৬২॥

উপনীত হইয়া তথায় দেবমানে সহস্রবর্ষ তপস্যা করিলেন। ৫৬॥

এই রূপে তিনি বিষয় নিস্পৃহ ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হইয়া নিরাহারে ঐ দীর্ঘকাল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল ধ্যান করিয়া কৃশোদর ও মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। ৫৭॥

তৎকালে তাঁহার গাত্র বল্মীকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সাধ্বী কলাবতী তদীয় গাত্র হইতে সেই বল্মীক সকল বিদূরীত করিয়া দেখিলেন রাজ কলেবর মাংস শোণিত শূন্য ও অস্থি চর্ম্মাবশিষ্ট হওয়াতে তিনি পঞ্চ প্রাণ বিহীন হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ অবস্থান করিতেছেন। ৫৮॥

এই ব্যাপার দর্শনে সাধ্বী কলাবতী সেই নিশ্চেষ্ট পতিকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক কেবল হা নাথ! হা নাথ! এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ৫৯॥

তখন নিরাহারে কৃশ ও ধমনি মাত্রাবশিষ্ট পতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই মহাভীতা দীনা পতিপ্রাণা কলাবতীর নয়ন যুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। ৬০॥

ব্রহ্মাকমণ্ডলু জলেনাসিচ্য নৃপবিগ্রহং।
জীবং সঞ্চারয়ামাস ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রহ্মবিৎ। ৬৩॥
নৃপেন্দ্রশ্চেতনাং প্রাপ্য পুরোদৃষ্ট্বা প্রজাপতিং।
প্রণনাম চ তং দৃষ্ট্বা তঞ্চ কামসম প্রভঃ। ৬৪॥
তমুবাচেতি সন্তুষ্টো বরংবৃণু যথেপ্সিতং।
সবিধের্ব্বচনং শ্রুত্বা বব্রে নির্ব্বাণমীপ্সিতং। ৬৫॥
দয়ানিধি স্তাং দয়য়া বরং দাতুং সমুদ্যতঃ।
প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান্ স্মেরানন সরোরুহঃ। ৬৬॥
কৃত্বানুমানং মনসি শুষ্ককাণ্ঠৌষ্ঠ তালুকা।
তামুবাচ সতীত্রস্তা বরদাতুং সমুদ্যতং। ৬৭॥

কলাবত্যুবাচ।

যদিযুক্তং নৃপেন্দ্রায় দদাসি কমলোদ্ভব।
অহোঽবলায়া মে ব্রহ্মন্ কাগতির্ভবিতা বদ। ৬৮॥

ঐ সময়ে কৃপানিধি কমলযোনি জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা সেই সতীর রোদন দর্শনে সানুগ্রহে তথায় আবির্ভূত হইলেন। ৬১॥

তৎপরে ভগবান্ ব্রহ্মা সেই স্থানে সত্বর মৃত রাজাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রোদন করিলেন এবং সেই রাজ কলেবর কমণ্ডলু জলে অভিষিক্ত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান বলে তাহাতে জীব সঞ্চার করাইলেন। ৬২। ৬৩॥

নরপতি সুচন্দ্র এই রূপে সচেতন ও কন্দর্প তুল্য রূপবান্ হইয়া পুরোভাগে প্রজাপতিকে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন।৬৪॥

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রীতি হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। নরপতি ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট নির্ব্বাণ মোক্ষ বর প্রার্থনা কহিলেন। ৬৫॥

পরম শোভাময় দয়ানিধি ব্রহ্মা রাজার এই প্রার্থনায় প্রীত হইয়া প্রফুল্ল মুখ পঙ্কজে তাঁহাকে সেই বর দানে উদ্যত হইলেন। ৬৬॥

বিনা কান্তেন কান্তায়াঃ কা শোভা চতুরানন।
ব্রতং পতিব্রতায়াশ্চ পতিরেব শ্রুতৌ শ্রুতং। ৬৯॥
গুরুশ্চাভীষ্টদেবশ্চ তপোধর্ম্মময়ঃ পতিঃ।
সর্ব্বেষাঞ্চ প্রিয়তমো ন বন্ধুঃ স্বামিনঃ পরঃ। ৭০।
সর্ব্বধর্ম্মাৎ পরো ব্রহ্মন্ পতিসেবা সুদুর্ল্লভা।
স্বামিসেবা বিহীনায়া সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ। ৭১॥
ব্রতং দানং তপঃ পূজা জপহোমাদিকঞ্চ যৎ।
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু প্রথিব্যাশ্চ প্রদক্ষিণং। ৭২॥
দীক্ষা চ সর্ব্বযজ্ঞেষু মহাদানানি যানি চ।
পঠনং সর্ব্ববেদানাং সর্ব্বাণি চ তপাংসি চ। ৭৩।
বেদজ্ঞান ব্রাহ্মণানাং ভোজনং দেবসেবনং।
এতানি স্বামিসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। ৭৪।

ঐ সময়ে অনুমানে বিধাতার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হওয়াতে সতী কলাবতীর কণ্ঠ তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল, তখন তিনি সভয়ে সেই বর দানোদ্যত ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো! যদি আপনি নৃপেন্দ্রকে তদীয় প্রার্থিত বর প্রদান করেন তাহা হইলে এই অবলার পতি কি হইবে তাহা নির্দ্দেশ করুন। ৬৭ ৬৮॥

হে চতুরানন! পতি ভিন্ন নারী জাতির শোভা কি আছে? বেদে পতিব্রতা নারীর পতিই একমাত্র ব্রত রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ৬৯॥

ভগবন্! পতি একমাত্র গুরু অভীষ্টদেব এবং তপস্যা ও ধর্ম্মময়, নারীর যত প্রিয় বস্তু আছে পতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, স্বামীর পর নারীর বন্ধু আর কেহই নাই। ৭০॥

ব্রহ্মন্! সুদুর্ল্লভা পতিসেবা সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রধান, সুতরাং যে নারী পতি সেবায় পরাঙ্মুখী হয় তাহার সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম বিফল অধিক কি যে কোন কর্ম্ম করে তাহাই নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৭১॥

প্রভো! ব্রত দান তপস্যা পূজা হোমাদি সর্ব্ব তীর্থে স্নান

স্বামিসেবাবিহীনায়া বদন্তি স্বামিনে কটুং।
পচন্তি কালসূত্রে সা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। ৭৫ ॥
সর্পপ্রমাণাঃ কৃময়ো দংশন্তি চ দিবানিশং।
সন্ততং বিপরীতঞ্চ কুর্ব্বন্তি শব্দমুল্বণং। ৭৬।
মূত্রশ্লেষ্মাপুরীষঞ্চ কুর্ব্বন্তি ভক্ষণং সদা।
মুখে তাসাং দদত্যেব মুল্কাঞ্চ যমকিঙ্করাঃ। ৭৭ ॥
ভুক্ত্বা ভোগ্যঞ্চ নরকেকৃমি যোনিং প্রযান্তি তাঃ।
ভক্ষন্তি জন্মশতকং রক্তমাংসপুরীষকং। ৭৮ ॥
শ্রুত্বাহং বিদুষাং বক্তাদ্বেদবাক্যং সুনিশ্চিতং।
জানামি কিঞ্চিদবলা ত্বং বেদজনকোবিভুঃ। ৭৯ ॥

পৃথিবী প্রদক্ষিণ সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষা সর্ব্ব প্রকার মহাদান সমস্ত বেদপাঠ সর্ব্ব তপস্যা বেদ জ্ঞান ব্রাহ্মণ ভোজন ও দেব সেবা এই সমস্ত সৎ ক্রিয়া পতি সেবার ষোড়শাংশের একাংশও ফলপ্রদ নহে। ৭২। ৭৩। ৭৪ ॥

যে নারী পতি সেবায় পরাঙ্মুখী হইয়া স্বামীর প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত তাহাকে কাল সূত্র নামক নরকে বাস করিতে হয়। ৭৫ ॥

সেই নরকে সর্প প্রমাণ কৃমি সকল দিবা নিশি তাহাকে দংশন করে এবং সেই নারী তথায় অসহ্য যাতনায় সর্ব্বদা উল্বন বিপরীত চীৎকার করিয়া থাকে। ৭৬ ॥

আর সেই পাপীয়সী রমণীগণকে সেই ঘোরতর নরকে পতিতা হইয়া সদা মূত্র শ্লেষ্মা ও বিষ্ঠা ভোজন করিতে হয় এবং যমকিঙ্করগণ তাহাদিগের মুখে উল্কা প্রদান করে। ৭৭ ॥

এইরূপ নরক ভোগের পর তাহারা শত জন্ম কৃমি যোনি প্রাপ্ত হইয়া রক্ত মাংস ও পুরীষ ভোজন করিয়া থাকে। ৭৮॥

প্রভো! আমি অবলাজাতি, পণ্ডিতগণের মুখে সুনিশ্চিত বেদবাক্য শ্রবণ করিয়া এই রূপ কিঞ্চিৎ বেদ বিধি পরিজ্ঞাত হইয়াছি, আপনি

গুরোর্গুরুশ্চ বিদুষাং যোগিনাং জ্ঞানিনাং তথা।
সর্ব্বজ্ঞমেবং ভূতং ত্বাং বোধয়ামি কিমচ্যুত। ৮০॥
প্রাণাধিকোঽয়ং কান্তোমে যদি মুক্তো বভূবহ।
মম কোরক্ষিতো ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য যৌবনস্য চ। ৮১॥
কৌমারে রক্ষিতা তাতো দত্বা পাত্রায় সংস্কৃতী।
সর্ব্বদা রক্ষিতা কান্ত স্তদভাবে চ তৎসুতঃ। ৮২।
ত্রিষ্ববস্থাসু নারীণাং রক্ষিতা যস্ত্রয়ঃ সদা।
যাঃ স্বতন্ত্রাশ্চতানষ্টাঃ সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতাঃ। ৮৩॥
অসৎকুলপ্রসূতাস্তাঃ কুলটা দুষ্টমানসাঃ।
শতজন্মকৃতং পুণ্যং তাসাং নশ্যন্তি পদ্মজ। ৮৪॥
পুত্রস্নেহো যথা বাল্যে তথা ন মুনিবার্দ্ধকে।
পতিব্রতানাং কান্তে চ সর্ব্বকালে সমস্পৃহা। ৮৫॥

বেদ জনক পণ্ডিত যোগী ও জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু এবং সর্ব্বজ্ঞ, আপনাকে আর আমি অধিক কি নিবেদন করিব। ৭৯। ৮০॥

হে ব্রহ্মন্! আমার এই কান্ত মদীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, ইনি মুক্ত হইলে আমার যৌবন ও ধর্ম্ম কে রক্ষা করিবে? ৷ ৮১॥

বিভো! সংস্কৃতী পিতা কৌমারাবস্থায় কন্যাকে লালন পালন করিয়া উপযুক্ত পাত্রে সংপ্রদান করিবে, পরে ভর্ত্তা যৌবনকালে সর্ব্বতোভাবে পত্নীকে রক্ষা করিবে, তদভাবে পুত্র তাহার রক্ষক হইবে। ৮২॥

নারীজাতির ঐ তিন অবস্থাতেই পিতা পতি ও পুত্র যথাক্রমে সতত রক্ষক হয়, কিন্তু যে সমস্ত রমণী স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে, তাহারা নষ্টা ও সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ৮৩॥

হে পদ্মযোনে! সেই স্বেচ্ছাচারিণী নারীগণ অসৎকুল প্রসূতা কুলটা ও দুষ্ট চিত্তা। তাহাদিগের শত জন্মকৃত পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়। ৮৪॥

যেমন বাল্যাবস্থায় শিশু সন্তানের প্রতি নারীর পুত্রস্নেহের সঞ্চার

স্তুতেস্তনান্ধ্যো যঃ স্নেহোষাকাঙ্ক্ষম্ন্যেতি ক্ষোভিতে।
পতিস্নেহশ্চ সাধ্বীনাং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। ৮৬॥
স্তনান্ধ্যে স্তনদানান্তং মিষ্টান্নে ভোজনাবধি।
কান্তে চিত্তং সতীনাঞ্চ স্বপ্নে জ্ঞানে চ সন্ততং। ৮৭॥
দুঃখার্ত্তো বন্ধুবিচ্ছেদ পুত্রাণাঞ্চ ততোঽধিকঃ।
সুদারুণঃ স্বামিনশ্চ দুঃখং নাতঃ পরং স্ত্রিয়াঃ। ৮৮।
অবিদগ্ধা যথাদগ্ধা জ্বলদগ্নৌ বিষাদনে।
তথা বিদগ্ধাদগ্ধাস্যাদ্বিদগ্ধা বিরহানলে। ৮৯॥
নান্নং ভুক্তা জলেতৃষ্ণা সাধ্বীনাং স্বামিনা বিনা।
বিরহাগ্নৌ মনোদগ্ধং বহ্নৌ শুষ্কতৃণং যথা। ৯০॥

থাকে বার্দ্ধক্যে কখন সে রূপ স্নেহ থাকে না কিন্তু পতিব্রতা নারীগণের পতির প্রতি সকলকালে সমান অনুরাগ বিদ্যমান থাকে। ৮৫॥

স্তনান্ধ পুত্র স্তনার্থী হইয়া অতি চঞ্চল হইলে তাহার প্রতি নারীর যেরূপ স্নেহের উদয় হয়, সাধ্বী নারীগণের পতি স্নেহের ষোড়শাংশের একাংশও তাহা হইতে পারে না। ৮৬॥

স্তনান্ধ সন্তানে স্তনদান পর্য্যন্ত এবং মিষ্টান্ন ভোজন পর্য্যন্ত তৃপ্তি জন্মে, কিন্তু সতীগণের চিত্ত স্বপ্নে জ্ঞানে সর্ব্বদাই পতির প্রতি আসক্তি নিবন্ধন পরিতৃপ্ত থাকে। ৮৭॥

বন্ধু বিচ্ছেদে লোক দুঃখাত্ত হয়, পুত্র বিচ্ছেদে লোকের ততোধিক দুঃখ জন্মে, কিন্তু নারী জাতির পতি বিয়োগের তুল্য সুদারুন দুঃখ আর কিছুতেই সমুৎপন্ন হয় না। ৮৮॥

অবিদগ্ধা নারী যেমন প্রজ্বলিত অনল প্রবেশ বা বিষ ভোজনে দগ্ধ হয়, বিদগ্ধা নারীও তদ্রূপ বিদগ্ধ পতির বিরহানলে দগ্ধা হইয়া থাকে ৮৯॥

যেমন অগ্নিতে শুষ্ক তৃণ দগ্ধ হয়, তদ্রূপ স্বামী ব্যতীত সাধ্বী নারীগণের বিরহানলে মন দগ্ধ হইতে থাকে। অন্ন ভোজনে কখন জলে তৃষ্ণার শান্তি হয় না তদ্রূপ স্বামী বিনা বিরহাগ্নি শান্তি হয় না। ৯০॥

ন হি কান্তাৎ পরোবন্ধুর্ন হি কান্তাৎ পরঃ প্রিয়ঃ।
ন হি কান্তাৎ পরোদেবো ন হি কান্তাৎ পরোগুরুঃ। ৯১ ॥
ন হি কান্তাৎ পরোধর্ম্মো ন হি কান্তাৎ পরং ধনং।
ন হি কান্তাৎ পরাঃ প্রাণা ন কং কান্তাৎ পরং স্ত্রিয়াঃ।৯২॥
নিমগ্নং কৃষ্ণপাদাব্জে বৈষ্ণবানাং যথা মনঃ।
যথৈক পুত্রে মাতুশ্চ যথা স্ত্রীষু চ কামিনাং। ৯৩ ॥
ধনেষু কৃপণানাঞ্চ চিরকালার্জ্জিতেষু চ।
যথা ভয়েষু ভীতানাং শাস্ত্রেষু বিদুষাং যথা। ৯৪ ॥
স্তনান্ধানাং বুভুক্ষাসু শিল্পেষু শিল্পিনাং যথা।
যথা জারে পুংশ্চলীনাং সাধ্বীনাঞ্চ তথা প্রিয়ে। ৯৫ ॥
মরণং জীবনং তাসাং জীবনং মরণাদিকং।
সদ্ভর্ত্তুরহিতানাঞ্চ শোকেন হত চেতসাং। ৯৬ ॥

প্রভো! নারীজাতির পতির তুল্য পরম বন্ধু, পতির তুল্য পরম প্রিয়, পতির তুল্য পরম দেবতা, পতির তুল্য পরম গুরু, পতির তুল্য পরম ধর্ম্ম, পতির তুল্য পরম ধন, পতির তুল্য পরম প্রাণ ও পতির তুল্য পরম বস্তু আর কিছুই নাই। ৯১। ৯২ ॥

যেমন হরি পরায়ণ সাধুগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে, যেমন জননীর চিত্ত একমাত্র সন্তানে, যেমন কামুক পুরুষদিগের চিত্ত কামিনীগণে, যেমন কৃপণের চিত্ত চিরকালার্জ্জিত ধনে, যেমন ভীত ব্যক্তির চিত্ত ভয়ে, পণ্ডিতগণের চিত্ত শাস্ত্রে, স্তনান্ধের চিত্ত বুভুক্ষাতে, শিল্পিগণের চিত্ত শিল্প কার্য্যে, পুংশ্চলীগণের চিত্ত উপপতিতে আসক্ত থাকে, তদ্রূপ সাধ্বী নারীগণের চিত্ত পতিতে সর্ব্বদা নিবিষ্ট হইয়া থাকে। ৯৩। ৯৪। ৯৫ ॥

সৎ পতির বিয়োগে সাধ্বী রমণীগণ শোকে মূর্চ্ছিতা হইয়া যে রূপ অসহ্য যাতনা ভোগ করে তাহাতে তাহাদিগের মরণ জীবন তুল্য ও জীবন মরণাধিক বলিয়া জ্ঞান হয়। ৯৬ ॥

শোকং নিমগ্নমন্যেষাং কালেচ পানভোজনাৎ।
কান্ত শোকোবর্দ্ধতে ভক্ষণাদহো। ৯৭ ॥
কর্ম্মচ্ছায়া সতীনাঞ্চ সঙ্গিনীনাং সতীবরা।
ইতরে ভোগদেহান্তে সাধ্বী জন্মনি জন্মনি। ৯৮ ॥
করোষিচেজ্জগদ্ধাত রিমংমুক্তং ময়াবিনা।
ত্বাং শপ্ত্বাহং ত্বয়ি বিভো পশ্য দাস্যামি স্ত্রীবধং। ৯৯ ॥
শ্রুত্বা কলাবতীবাক্য মুবাচ বিস্মিতো বিধিঃ।
হিতং পীযূষ সদৃশং ভয়সংবিগ্ন মানসঃ। ১০০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বৎসে মুক্তিং ন দাস্যামি স্বামিনে তে ত্বয়াবিনা।
মুক্তং কর্ত্তুং ত্বয়া সার্দ্ধং সাংপ্রতং নাহমীশ্বরঃ। ১০১ ॥
মাতর্ম্মুক্তিং বিনা ভোগাৎ দুর্লভাং সর্ব্বসম্মতাং।
নির্ব্বাণ তাং সমাপ্নোতি ভোগী ভোগ নিকৃন্তনে। ১০২ ॥

পান ভোজন কালে অন্যান্য শোকের শান্তি হয় কিন্তু কান্ত শোক তাহার বিপরীত, ভোজনান্তে ঐ শোক পরিবর্দ্ধিত হয়। ৯৭ ॥

প্রধানা সাধ্বী নারী সতী সঙ্গিনীগণের কর্ম্ম ছায়া স্বরূপা, ভোগ দেহাবসানে প্রতি জন্মে সাধ্বী রূপে তাহার জন্ম হইয়া থাকে। ৯৮ ॥

হে জগদ্বিধাতঃ! যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার এই পতিকে মুক্ত করেন তাহা হইলে আমি শাপ প্রদান করিয়া আপনাকে স্ত্রী বধের ভাগী করিব। ৯৯ ॥

বিধাতা কলাবতীর এই বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভয়োদ্বিগ্ন-চিত্তে হিত জনক অমৃতময় বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! আমি তোমা ভিন্ন তোমার পতিকে মুক্তি প্রদান করিব না। কিন্তু এক্ষণে তোমার সহিত তোমার পতিকে মুক্ত করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। ১০০। ১০১ ॥

মাতঃ! ভোগী ব্যক্তি ভোগ ভিন্ন কখন সর্ব্ব সম্মতা সুদুর্ল্লভা

কতিবর্ষং স্বর্গভোগং কুরুষ্ব স্বামিনাসহ।
ততস্তু যুবযোর্জ্জন্ম ভারতে ভবিতা সতি। ১০৩॥
যদা ভবিষ্যতি সতীকন্যা তে রাধিকা স্বয়ং।
জীবন্মুক্তৌ তয়া সার্দ্ধং গোলোকঞ্চ গমিষ্যথঃ। ১০৪॥
কতিকালং নৃপশ্রেষ্ঠ ভুঙ্ক্ষ ভোগং স্ত্রিয়া সহ।
সাধবঃ স ত্বযুক্তাশ্চ মা মাংশপ্তুং ত্ব মর্হসি। ১০৫॥
জীবন্মুক্তাঃ সমাঃ সন্তঃ কৃষ্ণপাদাব্জ মানসাঃ।
বাঞ্ছন্তি হরিদাস্যঞ্চ দুর্লভং নচ নির্বৃতিং। ১০৬॥
ইত্যুক্ত্বা তৌ বরং দত্বা সংতস্থৌ পুরতস্তয়োঃ।
যযতুস্তৌ তং প্রণম্য জগাম স্বালয়ং বিধিঃ। ১০৭॥

মুক্তি লাভ করিতে পারে না, ভোগাবসানেই তাহার নির্ব্বাণতা প্রাপ্তি হয়। ১০২॥

সতি! এক্ষণে তুমি কতি বর্ষ স্বামীর সহিত স্বর্গ সুখ সম্ভোগ কর, পরে তোমরা উভয়ে ভারতে জন্ম গ্রহণ করিবে। ১০৩॥

যখন শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ং তোমার কন্যা রূপে অবতীর্ণা হইবেন, তখন তোমরা উভয়ে জীবন্মুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত নিত্যানন্দ গোলোকধামে গমন করিবে। ১০৪॥

বিধাতা কলাবতীকে এইরূপ কহিয়া নরবর সুচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তুমি পত্নীর সহিত সুখ ভোগে কিয়ৎকাল যাপন কর। সাধুগণ সত্ব গুণ সম্পন্ন হন, অতএব আমাকে শাপ প্রদান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ১০৫।

পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে আসক্ত চিত্ত সর্ব্বভুতে সমদর্শী জীবন্মুক্তসাধুগণ দুর্ল্লভ হরির দাস্য ইচ্ছা করিয়া থাকেন, মুক্তি তাঁহাদিগের বাঞ্ছনীয় নহে। ১০৬॥

এই বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগের উভয়ের পুরোভাগে অবস্থিত হইলেন। তৎপরে রাজা ও রাজ্ঞী সেই ব্রহ্মার চরণে প্রণাম করিয়া

আজগ্মতু স্তোকালেন ভুক্ত্বা ভোগঞ্চ ভারতে।
পদং পুণ্যপ্রদং দিব্যং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ বাঞ্ছিতং। ১০৮।
সুচন্দ্রো বৃষভাণুশ্চ ললাভ জন্ম গোকুলে।
পদ্মাবত্যাশ্চ জঠরে সুরভাণস্য তেজসা। ১০৯।
জাতিস্মরো হরেরংশঃ শুক্লপক্ষে যথা শশী।
ববর্দ্ধানুদিনং তত্র ব্রজগেহে ব্রজাধিপ। ১১০।
সর্ব্বজ্ঞশ্চ মহাযোগী হরিপাদাব্জ মানসঃ।
নন্দবন্ধুর্ব্বদান্যশ্চ রূপবান্ গুণবান্ সুধীঃ। ১১১।
কলাবতী কান্যকুব্জে বভূবাযোনিসম্ভবা।
জাতিস্মরা মহাসাধ্বী সুন্দরী কমলা কলা। ১১২।
কান্যকুব্জে নৃপশ্রেষ্ঠো ভলন্দন উরুক্রমঃ।
সতাং সংপ্রাপ যোগান্তে যজ্ঞকুণ্ড সমুত্থিতাং। ১১৩।

যথাস্থানে গমন করিলেন, এবং ভগবান ব্রহ্মাও স্বালয়ে প্রতি গমন করিলেন। ১০৭॥

অতঃপর তাঁহারা উভয়ে ভোগাবসানে ভারতে ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত পুণ্যপ্রদ দিব্য পরম ধাম গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ১০৮॥

গোকুলে পদ্মাবতীর জঠরে ও সুরভাণুর তেজে সেই নরপতি সুচন্দ্র বৃষভাণু রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। ১০৯॥

গোকুলধামে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি জাতিস্মর হইলেন, যেমন শুক্ল পক্ষে দিনে দিনে চন্দ্রের বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ সেই হরির অংশজাত সেই মহাত্মা ব্রজধামে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ১১০॥

তথায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ মহাযোগী হরির চরণ কমলে নিবিষ্টচেতাঃ রূপবান্ গুণবান সুবুদ্ধি সম্পন্ন ও বদান্য হইয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন, এবং গোপরাজ নন্দের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। ১১১॥

এদিকে কমলার অংশজাতা মহাসাধ্বী সুন্দরী কলাবতী কান্যকুব্জ দেশে অযোনি সম্ভবা ও জাতিস্মরা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। ১১২॥

নগ্নাং হসন্তীং রূপাঢ্যাং স্তনান্ধামিববালিকাং।
তেজসা প্রজ্বলন্তীঞ্চ প্রতপ্ত কাঞ্চনপ্রভাং। ১১৪।
কৃত্বা বক্ষসি রাজেন্দ্রঃ স্বকান্তায়ৈ দদৌমুদা।
মালাবতী স্তনং দত্বা তাং পুপোষ প্রহর্ষিতাঃ। ১১৫।
তদন্নপ্রাশনদিনে সতাংমধ্যে শুভক্ষণে।
নামকরণকালে চ বাগ্বভূবাশরীরিণী।
কলাবতীতি কন্যায়া নামরক্ষ নৃপেতি চ। ১১৬।
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা তচ্চকার মহীপতিঃ।
বিপ্রেভ্যো ভিক্ষুকেভ্যশ্চ বন্দিভ্যশ্চ ধনং দদৌ। ১১৭।
সর্ব্বেভ্যো ভোজয়ামাস চকার সুমহোৎসবং।
সা কালেন রূপবতী যৌবনাস্থা বভূবহ। ১১৮

কান্যকুব্জদেশে ভলন্দন নামক এক মহাপ্রভাব সম্পন্ন নৃপেন্দ্র বাস করিতেন তিনি যজ্ঞাবসানে যজ্ঞকুণ্ড সমুদ্ভবা সেই কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১৩॥

সেই তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা রূপ সম্পন্না কন্যা নগ্নাবস্থায় সহাস্য বদনে স্তনান্ধা বালিকার ন্যায় সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে সমুদ্ভূতা হইলে তাহার অঙ্গ হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১১৪॥

তখন রাজেন্দ্র সেই কন্যাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া প্রীতিপূর্ণমনে পত্নীর নিকট তাহাকে সমর্পণ করিলে. রাজ্ঞী আনন্দিতা হইয়া স্তনা প্রদানে তাহাকে পোষণ করিতে লাগিলেন। ১১৫॥

তৎপরে সেই কন্যার অন্নপ্রাশনদিনে শুভক্ষণে যখন তাহার নামকরণ হয়, তখন সাধুজনপূর্ণ সভামধ্যে এইরূপ দৈববাণী হইল, রাজন্! তোমার এই কন্যার নাম কলাবতী রক্ষা কর। ১১৬॥

মহীপতি এইরূপ দৈববাণী শ্রবণে কন্যার কলাবতী নাম রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক ও বন্দিগণকে ধনদান করিলেন। ১১৭॥

আর তিনি সেই উৎসব উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনাদি সকলকে ভোজন

অতীব সুন্দরী রম্যা মুনিমানস মোহিনী। ১১৯।
চারু চম্পকবর্ণাভা শরচ্চন্দ্রনিভাননা।
ঈশদ্ধাস্য প্রসন্নাস্য প্রফুল্ল পদ্মলোচনা। ১২০।
নিতম্ব শ্রোণি ভারার্ত্তা স্তনভারনতা সতী।
দিব্যবস্ত্রপরিধানা রত্নালঙ্কার ভূষিতা।
গচ্ছন্তী রাজমার্গেচ গজেন্দ্রমন্দগামিনী। ১২১।
দদর্শ নন্দঃ পথি তাং গচ্ছন্তীর্থং মুদান্বিতঃ।
জিতেন্দ্রিয়শ্চ জ্ঞানী চ মূর্চ্ছামাপ তথাপি চ। ১২২।
ত্রস্তোলোকান্ পথিগতান্ তূর্ণং পপ্রচ্ছসাদরং।
গচ্ছন্তী কস্য কন্যেযমিতিহোবাচ তং জনং। ১২৩।

করাইলেন, পরে সেই কলাবতী কালে রূপযৌবনসম্পন্না হইলেন। ১১৮।

ক্রমে ক্রমে তিনি অতীব সুন্দরী রমণীয়া ও মুনিজনমনোমোহিনী হইলেন, তাঁহার বর্ণ চারু চম্পকের ন্যায় মুখমণ্ডল শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় এবং নয়নযুগল প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, আর তাঁহার সুপ্রসন্ন বদন মণ্ডলে মৃদুমধুর হাস্য বিকাশিত হইতে লাগিল। ১১৯।১২০॥

সেই সতী কলাবতী নিতম্বশ্রোণি ভারে আক্রান্তা ও স্তনভারে অবনতা হইলেন। তখন তিনি দিব্যবস্ত্র পরিধানা ও নানালঙ্কার বিভূষিতা হইয়া গজেন্দ্রমন্দগমনে রাজমার্গে বিচরণ করাতে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১২১॥

একদা ব্রজরাজ নন্দ তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে পথিমধ্যে গমন করিতেছিলেন এমন সময়ে সেই রূপবতী কলাবতী তাঁহার নয়নপথে নিপতিতা হইলেন ব্রজরাজ জ্ঞানী ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও সেই কলাবতীকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছিত হইতে হইল। ১২২॥

তৎপরে তিনি ত্রস্ত হইয়া পথিকজনগণকে সত্বর সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন এটি কাহার কন্যা গমন করিতেছে, তোমরা আমার নিকট ইহা ব্যক্ত কর। ১২৩॥

ভলন্দনস্য নৃপতেঃ কন্যা নাম্না কলাবতী।
কমলা কলয়া ধন্যা সংভূতা নৃপমন্দিরে। ১২৪।
কৌতুকেন চ গচ্ছন্তী ক্রীড়ার্থং সখিমন্দিরং।
ব্রজব্রজে ব্রজশ্রেষ্ঠেত্যুক্তা লোকো জগামহ। ১২৫।
প্রহৃষ্টমানসো নন্দো জগাম রাজমন্দিরং।
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং বিবেশ নৃপতেঃ সভাং। ১২৬।
উত্থায় রাজা সংভাষ্য স্বর্ণসিংহাসনং দদৌ। ১২৭।
ইষ্টালাপং বহুবিধং চকার চ পরস্পরং।
বিনয়াবনতো নন্দঃ সম্বন্ধোক্তিং চকারহ। ১২৮।

নন্দ উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি বিশেষং বচনং শুভং।
সম্বন্ধং কুরু কন্যায়া বিশিষ্টেন চ সাংপ্রতং। ১২৯।
সুরভাণুসুত শ্রীমান্ বৃষভাণো ব্রজাধিপঃ।

পথিকজন ব্রজরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল ব্রজরাজ। ইনি ভলন্দন রাজার কন্যা, ইহাঁর নাম কলাবতী। কমলার অংশে নৃপভবনে এই ধন্যা নারীর জন্ম হইয়াছে, এক্ষণে ইনি ক্রীড়ার্থ কৌতুকে সখীভবনে গমন করিতেছেন। এই বলিয়া পথিকজন গমন করিল। ১২৪। ১২৫॥

তখন ব্রজরাজ নন্দ প্রীতমনে রাজভবনে উত্তীর্ণ হইয়া সত্বর রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক নরপতির সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১২৬॥

ব্রজরাজ সভাস্থ হইলে নরপতি ভলন্দন গাত্রোত্থান করিয়া সাদর-সম্ভাষণ পূর্ব্বক উপবেশনার্থ তাঁহাকে স্বর্ণসিংহাসন প্রদান করিলেন। ১২৭।

তৎপরে তাঁহাদিগের পরস্পরের বহুবিধ ইষ্টালাপ হইল। তখন ব্রজরাজ নন্দ বিনয়াবনত হইয়া সম্বন্ধ প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন রাজন্! এক্ষণে আমি আপনার নিকট বিশেষ শুভজনক বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি, অধুনা আপনি এই কন্যাটির বিশিষ্ট পাত্রের সহিত বিবাহ স্থিরীকৃত করুন। ১২৮। ১২৯॥

নারায়ণাংশোগুণবান্ সুন্দরশ্চ সুপণ্ডিতঃ। ১৩০।
স্থিরযৌবনযুক্তশ্চ যোগী জাতিস্মরোযুবা।
কন্যা তেঽযোনিসম্ভূতা যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা। ১৩১।
ত্রৈলোক্যমোহিনী শান্তা কমলাংশা কলাবতী।
সচ যোগ্যস্ত্বংদুহিতুস্তদ্যোগ্যাতে চ কন্যকা।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সম্বন্ধো গুণবান্নৃপঃ। ১৩২।
ইত্যেবমুক্ত্বা নন্দস্তু বিররাম চ সংসদি।
উবাচ তং নৃপশ্রেষ্ঠো বিনয়াবনতো মুনে। ১৩৩।

ভলন্দন উবাচ।

সম্বন্ধো হি বিধিবসো ন মে সাধ্যো ব্রজাধিপ।
প্রজাপতির্যোগকর্ত্তা জন্মদাতাহমেব চ। ১৩৪।
কাকস্য পত্নী কন্যা বা বরঃ কো বাত্মসাধনঃ।
ধর্ম্মানুরূপফলদঃ সর্ব্বেষাং কারণং বিধিঃ। ১৩৫।

মহারাজ সুরভাণুর পুত্র ব্রজাধিপতি বৃষভাণু পরম সুন্দর, শ্রীমান, গুণবান্, নারায়ণের অংশজাত, সুপণ্ডিত স্থিরযৌবনসম্পন্ন যোগী, জাতিস্মর, যুবাপুরুষ। আর আপনার কন্যা কলাবতীও অযোনিজাতা যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা, ত্রৈলোক্যমোহিনী, শান্তা ও কমলার অংশজাতা, অতএব সেই বৃষভাণু তোমার এই কন্যার যোগ্য পাত্র আর এই কলাবতীও সেই বৃষভাণুর যোগ্যা ভার্য্যা বলিয়া গণনা করা যায়, বিদগ্ধ পুরুষের সহিত বিদগ্ধা নারীর মিলন অবশ্য গুণসম্পন্ন হইবে সংশয় নাই।১৩০।১৩১।১৩২।

নন্দ মহারাজ সেই সভামধ্যে এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে নৃপেন্দ্র ভলন্দন বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রজরাজ! বিবাহ সম্বন্ধ বিধাতার আয়ত্ত, ইহা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে আমি জন্মদাতা মাত্র, প্রজাপতিই যোগকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ১৩৩।১৩৪॥

গোপরাজ! ইহলোকে কে কাহার পত্নী, কে কাহার কন্যা এবং কেবা কন্যার আত্মসাধন লব্ধ বর, কেহই তাহার স্থির করিতে পারে না, বিধা-

ভবিতব্যং কৃতংকর্ম্ম তদমোঘং শ্রুতৌ শ্রুতং।
অন্যথা নিষ্ফলং সর্ব্বং মস্বামিক্যাদ্যমো যথা। ১৩৬।
বৃষভানুপ্রিয়া ধাত্রা লিখিতা চেৎ সুতা মম।
পুরাভূতৈব কাবাহং কেনান্যেন নিবার্য্যতে। ১৩৭।
ইত্যেবমুক্তা রাজেন্দ্রো বিনয়াবনত কন্ধরং।
মিষ্টান্নং ভোজয়ামাস সাদরেণ চ নারদ। ১৩৮।
নৃপানুজ্ঞামুপাদায় ব্রজশ্রেষ্ঠো ব্রজং গতঃ।
গত্বা স কথয়ামাস সুরভানুস্য সংসদি। ১৩৯।
সুরভানুশ্চ যত্নেন নন্দেন চ সমাদরং।
সম্বন্ধং যোজয়ামাস গর্গদ্বারা চ সত্বরং। ১৪০।
বিবাহকালে রাজেন্দ্রো বিপুলং যৌতুকং দদৌ।

তাই ধর্ম্মানুরূপ ফলদাতা ও সমস্ত বিষয়ের একমাত্র কারণ। ১৩৫।

বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে কৃতকার্য্যের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী, কখনই তাহার অন্যথা হয় না, কিন্তু তদ্বিপরীত চেষ্টা করিলে অস্বামিক চেষ্টার ন্যায় সমস্তই বিফল হইয়া থাকে। ১৩৬॥

গোপরাজ! যদি বিধাতা আমার কন্যা কলাবতীকে বৃষভানু প্রিয়া রূপে নিরূপণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে পূর্ব্বে তাহা স্থিরতর হইয়াছে বিধির নির্বন্ধে আমার প্রভুতা কি? কেহই বিধাতার নির্ব্বন্ধ নিবারণ করিতে পারে না। ১৩৭॥

এই বলিয়া রাজেন্দ্র ভলন্দন বিনয়াবনত কন্ধরে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। ১৩৮॥

পরে ব্রজরাজ রাজাজ্ঞাক্রমে ব্রজধামে উপনীত হইয়া সুরভানুর সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন।১৩৯॥

তখন সুরভানু সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া নন্দের সহযোগে ও পরম সমাদরে তদ্বিষয় সাধনে যত্নবান্ হইলেন। পরে গর্গমুনি দ্বারা ঐ সম্বন্ধ সংযোজিত হইল। ১৪০

গজরত্নমশ্বরত্নং রত্নাদি মণিভূষণং। ১৪১।
বৃষভাণর্ম্মুদাযুক্তঃ প্রাপ্যতাঞ্চ কলাবতীং।
রেমে সুনির্জ্জনে রম্যে বুবুধে ন দিবানিশং। ১৪২।
চক্ষুর্নিমেষ বিরহাদাকুলা স্বামিনা বিনা।
ব্যাকুলো বৃষভাণুশ্চ ক্ষণেন চ তয়াবিনা। ১৪৩।
জাতিস্মরা চ সা কন্যা মায়া মানুষরূপিণী।
জাতিস্মরো হরেরংশো বৃষভাণো মুদান্বিতঃ। ১৪৪।
ববর্দ্ধ চ তয়োঃ প্রেমনিত্যং নিত্যং নবং নবং।
সদা সকামা সা প্রৌঢ়া সচ কামসমোযুবা। ১৪৫।
তয়োঃ কন্যা চ কালেন রাধিকা সা বভূবহ।
দৈবাৎ শ্রীদামসাপেন শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞয়া সতী। ১৪৬।

বিবাহকালে রাজেন্দ্র ভলন্দন জামাতা বৃষভানুকে গজরত্ন অশ্বরত্ন রত্নাদি মণি ভূষণ বিপুল যৌতুক প্রদান করিলেন। ১৪১॥

তৎপরে বৃষভানু সেই কলাবতীকে প্রাপ্ত হইয়া অতি নির্জ্জন রমণীয় প্রদেশে তৎসমভিব্যাহারে বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে তাঁহার দিবারাত্রি কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। ১৪২॥

ক্রমে তাঁহারা পরস্পর এরূপ প্রেমপাশে বদ্ধ হইলেন যে, চক্ষু নির্মেষ মাত্র কাল স্বামীকে না দেখিলে কলাবতী বিরহাতুরা হইতেন এবং ক্ষণকাল মাত্র কলাবতীর অদর্শনে বৃষভাণুরও অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত হইত।১৪৩॥

সেই কলাবতী জাতীস্মরা, তিনি মায়াক্রমে মানবী হইয়াছিলেন, বৃষভানুও হরির অংশে জাতিস্মর হইয়া জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তৎ সমভিব্যাহারে পরম প্রীতিলাভে সক্ষম হন। ১৪৪॥

ক্রমে সেই দম্পতীর নিত্য নিত্য নব নব প্রেম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, প্রৌঢ়া কলাবতী সর্ব্বদা সকামার্ত্তা ছিলেন এবং যুবক বৃষভানুও সর্ব্বদা কামবশ হইয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন। ১৪৫॥

অতঃপর কালে শ্রীদামের অভিশাপ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে

অযোনিসম্ভবা সাচ কৃষ্ণপ্রাণাধিকা সতী।
যস্য দর্শন মাত্রেণ তৌতু মুক্তৌ বভূবতুঃ। ১৪৭।
ইতিহাসশ্চ কথিতঃ প্রকৃতং শৃণু সাংপ্রতং।
পাপেন্ধনানাং দাহেচ জ্বলদগ্নিশিখোপমঃ। ১৪৮।
বৃষভাণ্বাশ্রমং কৃত্বা শিল্পিনাং প্রবরোমুদা।
স্থানান্তরং বিশ্বকর্ম্মা জগাম সগণৈঃ সহ। ১৪৯।
ক্রোশমাত্রং স্থলং চারু মনসালোচ্য তত্ত্ববিৎ।
আশ্রমং কর্ত্তুমারেভে নন্দস্য সুমহাত্মনঃ। ১৫০।
কৃত্বানুমানং বুদ্ধ্যা চ সর্ব্বতোপি বিলক্ষণং।
পরিখাভির্গভীরাভিশ্চতুর্ভিঃ সংযুতং বরং।
দুর্লঙ্ঘ্যাভির্বৈরিভিশ্চ খচিতাভিশ্চ প্রস্তরৈঃ। ১৫১।
পুষ্পোদ্যানৈঃ পুষ্পিতাভিঃ পারাবারেষু পুষ্পিতৈঃ।
চারুচম্পকবৃক্ষৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ সুমনোহরৈঃ। ১৫২।

শ্রীমতী রাধিকা সেই কলাবতীর কন্যা রূপে আবির্ভূতা হইলেন। ১৪৬॥

সেই কৃষ্ণ প্রাণাধিকা সতী রাধিকা অযোনিসম্ভবারূপে অবতীর্ণা হইলে তাঁহার দর্শনমাত্রে সেই বৃষভাণু ও কলাবতীর মুক্তিলাভ হইল।১৪৭।

হে নারদ! এই আমি জ্বলদগ্নি শিখোপম ইতিবৃত্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, পাপ রূপ কাষ্ঠ সমুদায় ইহাতে দগ্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে প্রকৃত বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। ১৪৮॥

শিল্পি প্রবর বিশ্বকর্ম্মা বৃষভানুর আশ্রম প্রস্তুত করিয়া স্বগণের সহিত স্থানান্তরে গমন করিলেন। ১৪৯॥

তৎপরে সেই তত্ত্ববিদ্ বিশ্বকর্ম্মা ক্রোশমাত্র সুচারুস্থল মনোনীত করিয়া তথায় মহাত্মা নন্দের আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।১৫০।

তিনি স্বীয় বুদ্ধিযোগে অনুমান করিয়া তথায় এরূপ প্রস্তর, খচিত পরিখাযুক্ত সর্ব্বদিকে সুদৃশ্য এরূপ রমণীয় পুর প্রস্তুত করিলেন যে বৈরিগণ কর্ত্তৃক তাহা দুর্লঙ্ঘ্য হইল। ১৫১॥

পরিতোবাসিতাভিশ্চ সুগন্ধিবায়ুনাসহ। ১৫৩।
আম্রৈগুবাকৈঃ পনসৈঃ খর্জ্জুরৈর্নারিকেলকৈঃ।
দাড়িম্বৈঃ শ্রীফলৈর্ভৃঙ্গৈর্জ্জম্বীরৈর্নাগরঙ্গকৈঃ। ১৫৪।
তুঙ্গৈরাম্রতকৈর্জ্জাম্বুসমূহৈশ্চ ফলান্বিতৈঃ।
কদলীনাং কেতকীনাং কদম্বানাং কদম্বকৈঃ। ১৫৫।
সর্ব্বতঃ শোভিতাভিশ্চ ফলিনৈঃ পুষ্পিতৈরহো।
ক্রীড়ার্হাভির্নিগূঢ়াভির্বাঞ্ছিতাভিশ্চ সর্ব্বদা। ১৫৬।
পরিখানাং রহস্থানে চকার মার্গমুত্তমং।
দুর্গমং পরবর্গানাং স্বানাঞ্চ সুগমং সদা। ১৫৭।
সঙ্কেতেন মণিস্তম্ভৈশ্ছাদিতৈঃ স্বল্পপাথ সা।
স্তম্ভসীমা কৃত মহো ন সংকীর্ণং ন বিস্তৃতং। ১৫৮।
পরিখোপ বিভাগেন প্রাকারং সুমনোহরং।

সেই পরিখা চতুষ্টয়ের উভয় পারে কুসুমিত পুষ্পোদ্যান স্থাপিত এবং তাহার স্থানে স্থানে পুষ্পিত সুমনোহর সুচারু চম্পক বৃক্ষ সকল সন্নিবেশিত হইল, আর সুগন্ধি বায়ু তথায় প্রবাহিত হইয়া চারি দিক সৌরভময় করিতে লাগিল। ১৫২। ১৫৩॥

আর তথায় ফল কুসুমে সুশোভিত আম্র, গুবাক, পনস, খর্জ্জুর নারিকেল, দাড়িম্ব, শ্রীফল, ভৃঙ্গ, জম্বীর, নাগরঙ্গ, তুঙ্গ, আম্রতক, জাম্বু, কদলী কেতকী ও কদম্ব বৃক্ষ যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। ১৫৪। ১৫৫॥

এই রূপে বিশ্বকর্ম্মা সেই পরিখা সকল সদা বাঞ্ছিত নিগূঢ় ক্রীড়া রূপে প্রস্তুত করিয়া তাহার নির্জ্জন স্থানে এরূপ উত্তম পথ নির্ম্মাণ করিলেন যে তাহাতে সর্ব্বদা নন্দের আত্মীয় ও অন্যান্য জনের গমনাগমনের সুবিধা হইতে পারে। ১৫৬। ১৫৭॥

ঐ পথের স্বল্প ভাগে তদীয় সঙ্কেত মাত্র মণিময় স্তম্ভে সমাচ্ছাদিত হইল আর তিনি অসঙ্কীর্ণ ও অবিস্তৃত রূপে ঐ স্তম্ভ সীমা প্রস্তুত করিলেন। ১৫৮।

ধনুঃ শতপ্রমাণঞ্চ চকারাতি সমুচ্ছ্রিতং । ১৫৯ ।
প্রস্তরস্য প্রমাণঞ্চ বিংশতিশত হস্তকং ।
সিন্দূরাকার মণিভির্নির্ম্মাণমতি সুন্দরং । ১৬০ ।
বাহ্যেদ্বাভ্যাঞ্চ সংযুক্তমন্তরে সপ্তভিস্তথা ।
সর্ব্বাভিঃ সংনিরুদ্ধাভির্ম্মণিসার কপাটকৈঃ । ১৬১ ।
চতুর্ব্বিংশচ্চতুঃশালং পদ্মরাগৈশ্চকারহ ।
গন্ধসারবিকারৈশ্চ স্তুলিকানিকরৈর্ব্বরৈঃ । ১৬২ ।
কঙ্কুমাকার মণিভিরারোহ নিকরৈর্যুতং ।
হরিণ্মণীনাং কলসৈশ্চিত্রযুক্তৈর্ব্বিরাজিতং । ১৬৩ ।
মণিসার বিকারৈশ্চ কপাটেভ্যঃ সুশোভিতং ।
স্বর্ণসার বিকারৈশ্চ কলসোজ্জ্বল শেখরং । ১৬৪ ।
নন্দালয়ং বিনির্ম্মায় বভ্রাম নগরং পুনঃ ।

তৎপরে সেই পরিখার উপরিভাগে তৎ কর্ত্তৃক শত ধনু প্রমাণ সমুচ্ছ্রিত অতি মনোহর প্রাচীর বিংশতি শত হস্ত পরিমিত প্রস্তর দ্বারা বিনির্ম্মিত হইল। ঐ প্রাকার সিন্দুরাকার মণি মণ্ডলে বিমণ্ডিত হওয়াতে অতি সুন্দর রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। ১৫৯। ১৬০ ॥

ঐ প্রাচীরের বহির্দ্দিকে দুইটি মণিসার কবাট এবং অন্তর্ভাগে সপ্ত মণিসার কবাট নিবেশিত হওয়াতে উক্ত পরিখার সমস্ত অংশ সংরুদ্ধ হইল। ১৬১ ॥

বিশ্বকর্ম্মা তন্মধ্যে পদ্মরাগমণি দ্বারা চতুর্ব্বিংশৎ চতুঃশাল পুর প্রস্তুত করিলেন, উহার গন্ধসার বিকার উৎকৃষ্ট স্তূলিকা নিকর ও কুঙ্কুমাকার মণিযুক্ত সোপান পরিশোভিত হইল। ১৬২ ॥

উহার স্থানে স্থানে হরিদ্বর্ণ মণিময় কলস সকল সজ্জিত এবং উহা মণিসার বিকারে সমলঙ্কৃত কবাটে বিমণ্ডিত হইল। আর উহার শিখর দেশে স্বর্ণসার বিকারে সমুজ্জ্বল কলস সমুদায় শোভা পাইতে লাগিল। ১৬৩। ১৬৪ ॥

রাজমার্গান্নবিধান্ বর চারু চকার হ। ১৬৫।
রক্তভাণু বিকারৈশ্চ বেদীভিশ্চ সুপত্তনৈঃ।
পারাবারেচ পরিতোনিবদ্ধাংশ্চ মনোহরান্। ১৬৬।
বাণিজ্যার্হৈশ্চ বণিজাং পরিতোমণিমণ্ডপৈঃ।
সর্ব্বতো দক্ষিণে বামে জ্বলদ্ভিশ্চ বিরাজিতান্। ১৬৭।
ততো বৃন্দাবনং গত্বা নির্ম্মায় রাসমণ্ডপং।
সুন্দরং বর্ত্তুলাকারং মণি প্রাকার সংযুতং। ১৬৮।
পরিতো যোজনায়াতং মণি বেদিভিরন্বিতং।
মণিসার বিকারৈশ্চ মণ্ডপৈ র্নবকোটিভিঃ।
শৃঙ্গাটৈশ্চ চিত্রাঢ্যৈশ্চ রতিতল্প সমন্বিতৈঃ। ১৬৯।
নানাজাতি প্রসূনানাং বায়ুনা সুরভিকৃতৈঃ।
রত্নপ্রদীপসংযুক্তৈঃ সুবর্ণকলসোজ্জ্বলৈঃ। ১৭০।

বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে নন্দালয় নির্ম্মাণ করিয়া পুনর্ব্বার নগর ভ্রমণ পূর্ব্বক অতি মনোরম বিবিধ সুচারু রাজমার্গ প্রস্তুত করিলেন। ১৬৫॥

ঐ রাজমার্গ সমুদায়ের উভয় পার্শ্বে সর্ব্ব স্থানে সুন্দর রক্তভাণু মণি বিকারে সুরঞ্জিত মনোহর বেদিকা সকল নিবদ্ধ হইল। ১৬৬॥

আর তিনি ঐ রাজমার্গ সমুদায়ের দক্ষিণ ও বাম ভাগে সর্ব্বত্র বণিক্-গণের বাণিজ্যার্হ মণিমণ্ডপ সকল নির্ম্মাণ করিলেন তাহাতে তৎপ্রদেশ সমুদায় মণিমণ্ডলের তেজে দীপ্যমান হইতে লাগিল। ১৬৭॥

অতঃপর তিনি বৃন্দাবনে গমন করিয়া মণিপ্রাকারে পরিবেষ্টিত বর্ত্তুলাকার সুন্দর রাসমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন। ১৬৮॥

ঐ রাসমণ্ডপের সর্ব্বদিকের আয়তন যোজন পরিমিত হইল এবং তিনি উহার স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব মণিময় বেদিকা মণিসার বিকারে বিমণ্ডিত শৃঙ্গারোপকরণ যুক্ত রতিকরী শয্যা সমন্বিত চিত্রিত নব কোটি মণ্ডপ রচনা করিলেন। ১৬৯॥

ঐ মণ্ডপ সকল সমীরণ সহযোগে নানা জাতীয় কুসুমের সৌরভে

পুষ্পোদ্যানৈঃ পুষ্পিতৈশ্চ সরোভিশ্চ সুশোভিতং।১৭১।
রাসস্থলং বিনির্ম্মায় জগামান্যস্থলং পুনঃ।
দৃষ্ট্বা বৃন্দাবনং রম্যং পরিতুষ্টো বভূবহ। ১৭২।
বৃন্দাবনাভ্যন্তরে চ স্থানে স্থানে সুনির্জ্জনে।
কৃত্বা পরিমিতং বুদ্ধ্যা মনসালোচ্য যত্নতঃ ১৭৩।
বিলক্ষণানি রম্যাণি ত্রয়স্ত্রিংশদ্বনানি চ।
রাধামাধবয়োরেব ক্রীড়ার্থঞ্চ বিনির্ম্মিতং। ১৭৪ ॥
তয়োর্ম্মধুবনাভ্যাসে নির্জ্জনেতি মনোহরে।
বটমূলেসমীপে চ সরসঃ পশ্চিমে তটে। ১৭৫ ॥
চম্পকোদ্যান পূর্ব্বে চ কেতকীবনমধ্যতঃ।
পুনস্তয়োশ্চ ক্রীড়ার্থং চকার রত্নমণ্ডপং। ১৭৬ ॥
স্বর্ণমূল্যশতৈরেব দুর্ল্লভৈর্ম্মণিভির্ম্মুদা।
চতুর্ভির্ব্বেদিকাভিশ্চ পরীতমতি সুন্দরং। ১৭৭।

সুরভীকৃত ও সুবর্ণ কলস সমূহে দীপামান হইল, তন্মধ্যে রত্ন প্রদীপ সকল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং স্থানে স্থানে কুসুমিত পুষ্পোদ্যান ও সরোবর সকল শোভা পাইতে লাগিল। ১৭০। ১৭১ ॥

এই রূপে তিনি রাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া পুনর্ব্বার অন্য স্থানে গমন করিলেন তৎকালে বৃন্দাবনের রমণীয়তা দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। ১৭২ ॥

অতঃপর তিনি স্বীয় বুদ্ধিযোগে মনে মনে সযত্নে রাধামাধবের ক্রীড়ার্থ অতি রমণীয় সুন্দর ত্রয়স্ত্রিংশৎ বন নির্ম্মাণ করিলেন। ১৭৩। ১৭৪ ॥

পুনর্ব্বার রাধামাধবের মধুবন নিকটবর্ত্তী অতিমনোহর নির্জ্জন স্থানে যে ক্রীড়া সরোবর নির্ম্মিত হইল, তাহার পশ্চিম তটস্থ বট বৃক্ষের অবিদূরে চম্পকোদ্যানের পূর্ব্বভাগে ও কেতকীবন মধ্যস্থলে তিনি তাঁহাদিগের উভয়ের ক্রীড়ার্থ পুনর্ব্বার রত্নমণ্ডপ প্রস্তুত করিলেন। ১৭৫। ১৭৬ ॥

পরে তিনি ঐ রত্ন মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে প্রীতি সহকারে শত স্বর্ণ মূল্যেও

সদ্রত্নসার রচিতৈ রাজিতং স্তূলিকাশতৈঃ।
অমূল্য রত্ন রচিতৈর্নানাচিত্রেণ চিত্রিতৈঃ।
কপাটৈর্নবভির্যুক্তং নবদ্বারে মনোহরে। ১৭৮ ॥
রত্নেন্দ্র চিত্রকলসৈঃ কৃত্রিমৈশ্চ ত্রিকোটিভিঃ।
পরিতঃ পুরতোভিত্ত্যামূর্দ্ধঞ্চ পরিশোভিতং। ১৭৯ ॥
মহামণীন্দ্র বিকৃতৈ রারোহৈর্নবভির্যুতং।
সদ্রত্নসার রচিত কলসোজ্জ্বল শেখরং। ১৮০ ॥
পতাকাতোরণৈর্যুক্তং শোভিতং শ্বেতচামরৈঃ।
সর্ব্বতঃ পুরতোদীপ্তমমূল্যরত্ন দর্পণৈঃ। ১৮১ ॥
ধনুঃপ্রমাণশতকমূর্দ্ধমগ্নিশিখোপমং।
শতহস্ত প্রমাণঞ্চ প্রস্তারং বর্ত্তুলাকৃতং। ১৮২।

সুদুর্ল্লভ মণিমণ্ডলে গঠিত বেদিকা চতুষ্টয় সংস্থাপন করাতে তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১৭৭ ॥

সেই রত্ন মণ্ডপ উৎকৃষ্ট রত্নসার রচিত শত স্তূলিকায় বিরাজিত হইল, এবং তাহার নব দ্বারে অমূল্য রত্ন বিনির্ম্মিত নানা চিত্রে চিত্রিত নব কবাট সংবদ্ধ হইল। ১৭৮ ॥

রত্নেন্দ্রসার রচিত ত্রিকোটি কৃত্রিম চিত্রিত কলস সেই রত্ন মণ্ডপের নিম্নভাগ হইতে ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত যথাক্রমে নিবেশিত হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশমান হইল। ১৭৯ ॥

উহা মহা মণীন্দ্র বিকারে গঠিত নব সোপানে সুশোভিত হইল এবং উহার শিখরদেশ উৎকৃষ্ট রত্নসার রচিত কলসে দীপ্যমান হইতে লাগিল। ১৮০ ॥

আর উহা পতাকা তোরণ ও শ্বেত চামরে সুশোভিত হইল এবং সুকৌশলে সন্নিবেশিত অমূল্য রত্ন দর্পণে উহার সর্ব্বদিক্ অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ১৮১ ॥

এইরূপে তিনি শত ধনুঃ প্রমাণ উন্নত ও শত হস্ত প্রমাণ বিস্তীর্ণ

শোভিতং রত্নতল্পৈশ্চ তদভ্যন্তরমুত্তমং।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈর্দ্দিব্যৈর্মালাজালৈর্ব্বিরাজিতং। ১৮৩ ॥
পারিজাতপ্রসূনানাং মাল্যোপাধান সংযুতৈঃ।
চন্দনাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমৈঃ সুরভীকৃতৈঃ। ১৮৪ ॥
নবশৃঙ্গারবদ্ধৈশ্চ কামবর্দ্ধনকারিভিঃ।
মালতী চম্পকানাঞ্চ পুষ্পরাজিভিরন্বিতৈঃ। ১৮৫ ॥
সকর্পূরৈশ্চ তাম্বূলৈঃ সদ্রত্নপাত্র সংস্থিতৈঃ।
বজ্রসারেণ খচিত মুক্তাজাল বিলম্বিভিঃ। ১৮৬ ॥
রত্নপাত্র ঘটাকীর্ণং রত্নাঙ্ঘ্রি পীঠসংযুতং।
রত্নসিংহাসনৈর্যুক্তং রত্নচিত্রেণ চিত্রিতৈঃ। ১৮৭।
ক্ষরিতৈশ্চন্দ্রকান্তাভিঃ শোভিতং জলবিন্দুভিঃ।
শীতরাশিত তোয়েন সংযুক্তং ভোগ্যবস্তুভিঃ। ১৮৮ ॥

বর্ত্তুলার অগ্নিশিখোপম মনোহর রত্ন মণ্ডপ প্রস্তুত করিলেন। ১৮২ ॥

সেই রত্ন মণ্ডপের অভ্যন্তর ভাগ দিব্য বহ্নি শুদ্ধ বসন ও মালাজালে পরিমণ্ডিত হইল এবং তাহার স্থানে স্থানে অতি অপূর্ব্ব রত্ন শয্যা সংস্থাপিত হইল। ১৮৩ ॥

পারিজাত কুসুমের মালা রচিত উপাধান সকল যথাস্থানে স্থাপিত হইল এবং অগুরু চন্দন কস্তুরী ও কুঙ্কুমে তৎপ্রদেশ সুরভীকৃত হইল।১৮৪॥

সেই রত্নমণ্ডপের মধ্যে স্থানে স্থানে কামবর্দ্ধনকর নবশৃঙ্গারাহ মালতী চম্পক কুসুমের গুচ্ছ সকল সজ্জিত হইল। ১৮৫ ॥

তন্মধ্যে যথোপযুক্ত স্থানে বজ্রসার খচিত মুক্তাজাল লম্বমান হইল এবং সকর্পূর তাম্বূলপূর্ণ উৎকৃষ্ট রত্নপাত্র সকল স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হইল। ১৮৬ ॥

তিনি কোন স্থানে রত্নপাত্র কোন স্থানে রত্নঘট কোন স্থানে রত্নময় পাদপীঠ কোনস্থানে রত্নচিত্রে চিত্রিত রত্নসিংহাসন স্থাপন করিলেন।১৮৭।

কোন স্থানে চন্দ্রকান্তগণ কর্ত্তৃক ক্ষরিত জলবিন্দুসমূহে সুশোভিত

পুত্রেষু রাজ্যসংন্যস্য প্রিয়া ত্রৈলোক্যমোহিনী।
জৈগীষব্যোপদেশেন জগাম তপসেবনং। ১৯৯॥
হরেরেকান্তিকং ভক্তো ধ্যায়তে সন্ততং হরিং।
শশ্বৎ সুদর্শনং চক্রমস্তি যৎ সন্নিধৌ মুনে। ২০০॥
চিরং তপ্ত্বা নৃপশ্রেষ্ঠো গোলোকঞ্চ জগাম সঃ।
কেদারনামতত্তীর্থং তন্নাম্নাচ বভূবহ।
তত্রাদ্যাপি মৃতঃপ্রাণী সদ্যোমুক্তো ভবেৎধ্রুবং। ২০১॥
কমলাংশে তস্য কন্যা নাম্না বৃন্দা তপস্বিনী।
ন বব্রে সা বরং কিঞ্চিৎ যোগশাস্ত্র বিশারদা। ২০২।
দত্তং দুর্ব্বাসসাতস্যৈ হরের্ম্মন্ত্রং সুদুর্ল্লভং। ২০৩।
সা বিরক্তা গৃহং ত্যক্ত্বা জগাম তপসেবনং।
ষষ্ঠিংবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে সুনির্জ্জনে। ২০৪॥

পরিশেষে সেই নরপতি পুত্রগণের প্রতি রাজ্য ভার এবং স্বীয় ত্রৈলোক্য মোহিনী প্রিয়ার পোষণে ভার অর্পণ করিয়া মহাত্মা জৈগীষব্যের উপদেশানুসারে তপস্যার্থ বন প্রস্থান করিলেন। ১৯৯।

তথায় পরমাত্মা হরির প্রতি একান্ত ভক্তি পরায়ণ সেই রাজা নিরন্তর হরির চরণ কমলে ধ্যান করিতে লাগিলেন, তখন হরির সুদর্শনচক্র তাঁহার সমীপস্থ থাকিয়া সতত তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। ২০০॥

এই রূপে সেই নৃপেন্দ্র দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া গোলোকধামে গমন করিলেন, তৎপরে তাঁহার নামানুসারে সেই স্থান কেদার তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইল, অদ্যাপি যে কোন প্রাণী সেই কেদার তীর্থে প্রাণত্যাগ করে তাহার নিশ্চয় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ২০১॥

সেই কেদার নৃপতির কমলার অংশজাতা একটি কন্যা সমুৎপন্না হন তাঁহার নাম বৃন্দা, সেই বৃন্দা যোগ শাস্ত্রে বিশারদা তপস্বিনী হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কোন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করেন নাই। ২০২॥

মহর্ষি দুর্ব্বাসা তাঁহাকে সুদুর্ল্লভ হরির মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন,

আবির্ব্বভূব শ্রীকৃষ্ণস্তং পুরো ভক্তবৎসলঃ।
প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান্ বরং বৃণেত্যুবাচ হ। ২০৫ ॥
দৃষ্ট্বা স রাধিকাকান্তং শান্তং সুন্দরবিগ্রহং।
মূর্চ্ছামবাপ সা সদ্যঃ কামবাণ প্রপীড়িতা। ২০৬।
সা চ শীঘ্রং বরং বব্রে পতিস্ত্বং মে ভবেতি চ।
তথাস্ত্বুক্ত্বা চ রহসি চিরং রেমে তয়াসহ। ২০৭ ॥
সা জগাম চ গোলোকং কৃষ্ণেন সহ কৌতুকাৎ।
রাধা সমা চ সৌভাগ্যাদ্গোপীশ্রেষ্ঠা বভূবহ। ২০৮ ॥
বৃন্দা যত্র তপস্তেপে তত্তু বৃন্দাবনং স্মৃতং।
বৃন্দা যত্র কৃতা ক্রীড়া তেন বা মুনিপুঙ্গব। ২০৯ ॥
অথান্যথেতি হাসঞ্চ শৃণুস্ব বৎস পুণ্যদং।

বৃন্দা সংসারে বিরক্তা হইয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গিয়া অতিবিজন স্থানে ষষ্টি সহস্রবর্ষ সেই ইষ্ট মন্ত্রে হরির আরাধনা করিলেন।২০৩। ২০৪॥

পরে ভক্ত বৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বদনে তাঁহার পুরোভাগে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন শোভনে! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর। ২০৫ ॥

রাজ কন্যা বৃন্দা সেই পরম সুন্দর শান্তমূর্ত্তি রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন মাত্র কামবাণে পীড়িতা হইয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। ২০৬ ॥

পরক্ষণেই সেই বৃন্দা সত্বর হরির নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন, প্রভো! আপনি আমার পতি হউন। সর্ব্ব বাঞ্ছা পরিপূরক হরি তাহার এই প্রার্থনা শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক তাহার সহিত দীর্ঘকাল বিহার করিলেন। ২০৭ ॥

আর বৃন্দা সেই পরম পতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সকৌতুকে গোলোকধামে গমন করিয়া রাধিকার তুল্য সৌভাগ্যবতী গোপীশ্রেষ্ঠা হইলেন।২০৮ ॥

হে নারদ! সেই বৃন্দা যে স্থানে তপস্যা বা যে স্থানে হরির সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন সেই স্থান বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত হইল। ২০৯ ॥

যেন বৃন্দাবনং নাম নিবোধ কথয়ামিতে। ২১০ ॥
কুশধ্বজস্য কন্যে দ্বে ধর্ম্মশাস্ত্র বিশারদে।
তুলসী বেদবত্যৌচ বিরক্তে ভবকর্ম্মণি। ২১১ ॥
তপস্তপ্ত্বা বেদবতী প্রাপ নারায়ণং বরং।
সীতা জনক কন্যা সা সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিতা। ২১২ ॥
তুলসী চ তপস্তপ্ত্বা বাঞ্ছা কৃত্বা পতিং হরিং।
দৈবাৎ দুর্ব্বাসসঃ শাপাৎ প্রাপ্য শঙ্খাসুরং পতিং।
পশ্চাৎ সংপ্রাপ কমলাকান্তং কান্তং মনোহরং। ২১৩ ॥
সা এব হরি শাপেন বৃক্ষ রূপা সুরেশ্বরী।
তস্যাঃ শাপেন চ হরিঃ শালগ্রামো বভূবহ। ২১৪ ॥
তথা তস্যৌ চ সততং শিলা বক্ষসি সুন্দরী। ২১৫ ॥

বৎস! অথবা অন্য যে একটি কারণে বৃন্দাবন নামের উদ্ভব হইয়াছে তদুপলক্ষে একটি পুণ্যপ্রদ ইতিহাস তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ২১০ ॥

পূর্ব্বে রাজা কুশধ্বজের তুলসী ও বেদবতী নামে ধর্ম্মশাস্ত্র বিশারদা দুই কন্যা ছিলেন, সেই কন্যাদ্বয়ের সাংসারিক কার্য্যে বিরক্তি উপস্থিত হইযাছিল। ২১১ ॥

তন্মধ্যে বেদবতী বহু তপস্যা করিয়া পরমাত্মা নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন, তিনিই জনককন্যা সীতা নামে সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিতা হইয়াছিলেন। ২১২ ॥

তুলসীও পরাৎপর হরিকে পতি বাঞ্ছা করিয়া তপস্যা করেন, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে দুর্ব্বাসার অভিশাপ বশতঃ তিনি শঙ্খাসুরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। পরিশেষে মনোহর কমলাকান্ত হরি তাহার পতি হইয়াছিলেন। ২১৩ ॥

তৎপরে সেই সুরেশ্বরী তুলসী হরির শাপে বৃক্ষ রূপিণী হন এবং তুলসীর শাপে হরিকেও শালগ্রাম শিলা রূপে অবতীর্ণ হইতে হয়।

বিস্তীর্ণং কথিতং সর্ব্বং তুলসী চরিতঞ্চ তে।
তথাপি চ প্রসঙ্গেন কিঞ্চিদুক্তং মুনেঃ পুনঃ। ২১৬ ॥
তস্যানামান্তরং বৃন্দা তদিদঞ্চ তপোবনং।
তেন বৃন্দাবনং নাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ। ২১৭ ॥
অথবা তে প্রবক্ষ্যামি পর মন্বন্তরং শৃণু।
যেন বৃন্দাবনং নাম পুণ্য ক্ষেত্রে চ ভারতে। ২১৮ ॥
রাধা ষোড়শ নাম্নাঞ্চ বৃন্দানাম শ্রুতৌ শ্রুতং।
তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতং। ২১৯ ॥
গোলোকে প্রীতয়ে যস্যাঃ কৃষ্ণেন নির্ম্মিতং পুরা।
ক্রীড়ার্থং ভুবিতন্নাম্না বনং বৃন্দাবনং স্মৃতং। ২২০ ॥

নারদ উবাচ।

কানি ষোড়শ নামানি রাধিকায়া জগদ্গুরো।

পরে সেই পরমাসুন্দরী তুলসী শিলারূপী পরমাত্মা হরির বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠান করেন। ২১৪। ২১৫ ॥

পূর্ব্বে তুলসী চরিত সবিস্তারে তোমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি এতৎ প্রসঙ্গ ক্রমে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ বিশেষ কহিতেছি শ্রবণ কর। ২১৬ ॥

সেই তুলসীর অন্য নাম বৃন্দা সুতরাং যে স্থানে তাঁহার তপোবন ছিল মনীষিগণ সেই স্থানকেই বৃন্দাবন নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ২১৭॥

অথবা পরমন্বন্তরে যে কারণে পুণ্যক্ষেত্র ভারত মধ্যে পুণ্যধাম বৃন্দাবন নামের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। ২১৮॥

শ্রীমতী রাধিকার ষোড়শ নামের মধ্যে বৃন্দা একটি নাম বেদে নির্দ্দিষ্ট এই জন্য তাঁহার রমণীয় ক্রীড়া কানন বৃন্দাবন নামে প্রথিত হইয়াছে।২১৯॥

প্রথমে গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ সেই রাধিকার প্রীতি কামনায় বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করেন, তৎপরে তিনি মহীতলে ক্রীড়ার্থ সেই রাধিকার বৃন্দানামানুসারে বৃন্দাবন নামের সৃষ্টি করিয়াছেন। ২২০ ॥

তানি মে বদ শিষ্যায় শ্রোতুং কৌতূহলং মম। ২২১ ॥
শ্রুতং নাম্নাং সহস্রঞ্চ সামবেদে নিরূপিতং।
তথাচ শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো নামানি ষোড়শ। ২২২ ॥
অভ্যন্তরাণি রাধায়া তদন্যান্যাব ধারিত।
অহো পুণ্য স্বরূপাণি ভক্তানাং বাঞ্ছিতানি চ। ২২৩ ॥
নামানি তেষাং ব্যুৎপত্তিং সর্ব্বেষাং দুর্ল্লভানি চ।
পাবনানি জগন্মাতুর্জ্জগতাং মূঢ় রূপিণাং। ২২৪ ॥

নারায়ণ উবাচ।

রাধা রাসেশ্বরী রাস বাসিনী রসিকেশ্বরী।
কৃষ্ণ প্রাণাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণ স্বরূপিণী। ২২৫ ॥
কৃষ্ণ বামাংশ সম্ভূতা পরমানন্দ রূপিণী।
কৃষ্ণা বৃন্দাবনী বৃন্দা বৃন্দাবন বিনোদিনী। ২২৬ ॥

নারদ কহিলেন হে জগদ্গুরো! রাধিকার ষোড়শ নাম কি কি? তাহা শ্রবণ করিতে আমি সমুৎসুক হইয়াছি, যদিও সামবেদে নিরূপিত সহস্র নাম আমার শ্রুতি গোচর হইয়াছে তথাচ রাধিকার ষোড়শ নাম শ্রবণে আমার বাসনা হইতেছে সেই রাধিকার ভক্তগণের বাঞ্ছিত সর্ব্বজন সুদুর্ল্লভ পুণ্য স্বরূপ ষোড়শ নামের আভ্যন্তরিক কি কি গূঢ় ভাব আছে এবং সেই নাম সমুদায়ের ব্যুৎপত্তিই বা কি তাহাও শ্রবণার্থ আমি ইচ্ছুক হইয়াছি, সেই জগজ্জননী রাধিকার ঐ সমস্ত নাম শ্রবণে জগতের মূঢজনের পবিত্রতা লাভ হয়, অতএব আমি আপনার শিষ্য আপনি কৃপা করিয়া তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ২২১। ২২২। ২২৩। ২২৪ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, বৎস! আমি তোমার বাসনানুরূপ রাধিকার ষোড়শ নাম এবং সেই নাম সমুদায়ের আভ্যন্তরিক ভাব ও ব্যুৎপত্তি কহিতেছি শ্রবণ কর। রাধা, রাসেশ্বরী, রাসবাসিনী, রসিকেশ্বরী, কৃষ্ণ প্রাণাধিকা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণ স্বরূপিণী, কৃষ্ণ বামাংশ সম্ভূতা,

চন্দ্রাবতী চন্দ্রকান্তা শত চন্দ্র নিভাননা।
নামান্যেতানি সারাণি তেষা মভ্যন্তরে পিচ। ২২৭ ॥
রাধেত্যেবঞ্চ সংসিদ্ধা রাকারো দান বাচকঃ।
স্বয়ং নির্ব্বাণ দাত্রীচ সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা। ২২৮ ॥
রাসেশ্বরস্য পত্নীয়ং তেন রাসেশ্বরী স্মৃতা।
রাসেচ বাসো যস্যাশ্চ তেন সা রাস বাসিনী। ২২৯ ॥
সর্ব্বাসাং রসিকানাঞ্চ দেবীনামীশ্বরী পরা।
প্রবদন্তি সদাসন্ত স্তেন তাং রসিকেশ্বরীং। ২৩০ ॥
প্রাণাধিকা প্রেয়সী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
কৃষ্ণ প্রাণাধিকা সা চ কৃষ্ণেন পরিকীর্ত্তিতা। ২৩১ ॥
কৃষ্ণস্যাতি প্রিয়া কান্তা কৃষ্ণোবাস্যাঃ প্রিয়ং সদা।
সর্ব্বৈর্দ্দেবগণৈ রুক্তা তেন কৃষ্ণ প্রিয়া স্মৃতা। ২৩২ ॥

পরমানন্দ রূপিণী, কৃষ্ণা, বৃন্দাবনী, বৃন্দা, বৃন্দাবন বিনোদিনী, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রকান্তা ও শতচন্দ্র নিভাননা, শ্রীমতীর এই ষোড়শ নাম নিরূপিত আছে। এক্ষণে ঐ সমস্ত নামের আভ্যন্তরিক ভাবার্থ ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। ২২৫। ২২৬। ২২৭॥

প্রথমে রাধা নাম কি রূপে সিদ্ধ হইল তাহাই নিরূপিত হইতেছে। রাকার দান বাচক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে আর ধা শব্দে তিনি স্বয়ং নির্ব্বাণ দাত্রী হন সুতরাং তিনি স্বয়ং জীবের নির্ব্বাণ মুক্তি দায়িনী বলিয়া রাধা নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। ২২৮॥

সেই রাধিকা রাসেশ্বর হরির পত্নী বলিয়া রাসেশ্বরী এবং তিনি রাসমণ্ডলে বাস করেন বলিয়া রাসবাসিনী নাম ধারণ করিয়াছেন।২২৯॥

শ্রীমতী সমস্ত রসিকা দেবীর পরমা ঈশ্বরী, এই জন্য সাধুগণ তাঁহাকে রসিকেশ্বরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ২৩০॥

রাধিকা, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা প্রেয়সী এই জন্য তিনি কৃষ্ণ কর্তৃক প্রাণাধিকা বলিয়া প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ২৩১॥

কৃষ্ণরূপং সং বিধাতুং যা শক্তা চাবলীলয়া।
সর্ব্বাংশৈঃ কৃষ্ণ সদৃশী তেন কৃষ্ণ স্বরূপিণী। ২৩৩॥
বামার্দ্ধাঙ্গেন কৃষ্ণস্য যা সংভূতা পুরা সতী।
কৃষ্ণ বামাংশ সংভূতা তেন কৃষ্ণেণ কীর্ত্তিতা। ২৩৪॥
পরমানন্দ রাশিশ্চ স্বয়ং মুর্ত্তিমতী সতী।
শ্রুতিভিঃ কীর্ত্তিতা তেন পরমানন্দ রূপিণী। ২৩৫॥
কৃষির্মোক্ষার্থ বচনো ণ কারোৎকৃষ্ট বাচকঃ।
আকারো দাতৃ বচন স্তেন কৃষ্ণাত্র কীর্ত্তিতা। ২৩৬॥
অস্তি বৃন্দাবনং যস্যা স্তেন বৃন্দাবনী স্মৃতা।
বৃন্দাবনস্যাধি দেবী তেন বাথ প্রকীর্ত্তিতা। ২৩৭॥

সেই রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়া কান্তা এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়কান্ত, এই জন্য সমস্ত দেবগণ শ্রীমতীকে কৃষ্ণ প্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২৩২॥

রাধিকা দেবী অবলীলাক্রমে কৃষ্ণ রূপ ধারণ করিতে পারেন, আর তিনি সর্ব্বাংশে কৃষ্ণ সদৃশী এই জন্য তাঁহার নাম কৃষ্ণ স্বরূপিণী বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছে। ২৩৩॥

পূর্ব্বে সতী রাধিকা পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের বাম ভাগের অর্দ্ধ অঙ্গ হইতে সমুৎপন্না হইয়াছিলেন এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তিনি কৃষ্ণ বামাংশ সম্ভূতা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ২৩৪॥

সতী রাধিকা স্বয়ং মূর্ত্তিমতী পরমানন্দ রাশি স্বরূপা বলিয়া বেদ সমুদায় তাঁহাকে পরমানন্দ রূপিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ২৩৫॥

কৃষ মোক্ষার্থ বাচক মূর্দ্ধণ্য ণকার উৎকৃষ্ট বাচক এবং আকার দাতৃ বাচক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এই জন্য রাধিকা দেবী উৎকৃষ্ট মুক্তি দায়িনী বলিয়া কৃষ্ণা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ২৩৬॥

বৃন্দাবন রাধিকার ক্রীড়াস্থান, এই জন্য তাঁহার নাম বৃন্দাবনী হইয়াছে অথবা তিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বৃন্দাবনী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ২৩৭॥

বৃন্দাঃ সংঘ বচঃ সখ্যপ্যকারোপ্যস্তি বাচকঃ।
সখিবৃন্দোঽস্তি যস্যাশ্চ সা বৃন্দা পরিকীর্ত্তিতা। ২৩৮॥
সুবাচকোবিনোদশ্চ পত্যস্যা অস্তি তত্রচ।
বেদা বদন্তি তাং তেন বৃন্দাবন বিনোদিনীং। ২৩৯॥
নখচন্দ্রাবলী যত্র ব্রজচন্দ্রোঽস্তি সন্ততং।
তেন চন্দ্রাবলী সাচ কৃষ্ণেণচ দিবানিশং। ২৪০॥
কান্তিরস্তি চন্দ্র তুল্যা যদা যস্যা দিবানিশং।
সা চন্দ্রকান্তা হর্ষেণ হরিণা পরিকীর্ত্তিতা। ২৪১॥
শতচন্দ্র প্রভা যস্যাশ্চাননেঽস্তি দিবানিশং।
মুনিনা কীর্ত্তিতা তেন শতচন্দ্রপ্রভাননা। ২৪২॥
ইতি ষোড়শ নামোক্তমর্থ ব্যাখ্যান সংযুতং।
নারায়ণেন দত্তং যং ব্রহ্মাণং নাভি পঙ্কজ। ২৪৩॥

বৃন্দা শব্দ সখী সমূহ বাচক ও অকার অস্তি বাচক, এই জন্য রাধিকার সখী সমূহ বিদ্যমান আছে বলিয়া তিনি বৃন্দা নাম ধারণ করিয়াছেন। ২৩৮

বৃন্দাবনপতি শ্রীকৃষ্ণে শ্রীমতী রাধিকার সুন্দর বিনোদ বিদ্যমান আছে, এই জন্য বেদ সমুদায় তাঁহাকে বৃন্দাবন বিনোদিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ২৩৯॥

শ্রীমতীর ব্রজচন্দ্র তুল্য নখ চন্দ্রাবলী নিরন্তর বিরাজিত আছে, এই কারণে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ দিবা নিশি তাঁহাকে চন্দ্রাবলী নামে সম্বোধন করিয়া থাকেন। ২৪০॥

রাধিকার চন্দ্র তুল্য কান্তি দিবারাত্রি দৃষ্ট হইতেছে এই জন্য পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পরমানন্দে চন্দ্রকান্তা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ২৪১॥

আর সেই রাধিকার বদন মণ্ডলে দিবারাত্রি শতচন্দ্রের প্রভা বিদ্যমান আছে, এই কারণে তিনি মুনি কর্ত্তৃক শতচন্দ্র প্রভাননা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। ২৪২॥

এই আমি তোমার নিকট অর্থ ব্যাখ্যাযুক্ত শ্রীমতীর ষোড়শ নাম কীর্ত্তন

ব্রহ্মণাচ পুরাদত্তং ধর্ম্মায় জনকায় মে।
ধর্ম্মেণ কৃপয়া দত্তং মহ্যমাদিত্য পর্ব্বণি।
পুষ্করে চ মহা তীর্থে পুণ্যাহে দেব সংসদি। ২৪৪ ॥
রাধা প্রভাব প্রস্তাবে সুপ্রসন্নেন চেতসা।
ইদং স্তোত্রং ময়া পুণ্যং তুভ্যং দত্তং মহামুনে। ২৪৫ ॥
যাবজ্জীব মিদং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
রাধামাধবয়োঃ পাদ পদ্মে ভক্তির্ভবেদি হ। ২৪৬ ॥
অন্তে লভেত্তযো র্দাস্যং শশ্বৎ সহচরো ভবেৎ।
অণিমাদিক সিদ্ধিঞ্চ সংপ্রাপ্য নিত্য বিগ্রহং। ২৪৭ ॥
ব্রতদানোপবাসৈশ্চ সর্ব্বৈ র্নিয়ম পূর্ব্বকৈঃ।
চতুর্ণাঞ্চৈব বেদানাং পাঠৈঃ সর্ব্বার্থ সংযুতৈঃ। ২৪৮ ॥
সর্ব্বেষাং যজ্ঞ তীর্থানাং করণৈ র্বিধি বোধিতৈঃ।
প্রদক্ষিণেন ভূমেশ্চ কৃৎস্নায়া এব সপ্তধা। ২৪৯ ॥

করিলাম, পূর্ব্বে ভগবান নারায়ণ স্বীয় নাভি পঙ্কজস্থিত ব্রহ্মাকে এই ষোড়শ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ২৪৩ ॥

তৎপরে ব্রহ্মা আমার জনক ধর্ম্মকে উহা প্রদান করেন পরে ধর্ম্ম দেব মহাতীর্থ পুষ্করে দেব সভা মধ্যে পুণ্যাহ আদিত্য পর্ব্ব কালে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে উহা প্রদান করিয়াছেন। ২৪৪ ॥

এক্ষণে তুমি সনাতনী রাধিকার প্রভাব বিষয় প্রস্তাব করাতে আমি প্রসন্ন মনে এই পুণ্য জনক স্তোত্র তোমাকে প্রদান করিলাম। ২৪৫ ॥

যে মানব যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যা এই স্তোত্র পাঠ করেন, রাধামাধবের পাদপদ্মে তাঁহার ভক্তি সমুৎপন্না হয় এবং তিনি অন্তে অণিমাদি সিদ্ধি লাভ পূর্ব্বক নিত্যদেহাবলম্বনে সেই রাধামাধবের দাস্য প্রাপ্ত হন, পরে তিনি নিরন্তর হরির সহচর হইয়া কাল যাপন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ২৪৬। ২৪৭ ॥

নিয়ম পূর্ব্বক সমস্ত ব্রতাচরণ দান ও উপবাস, সর্ব্বার্থযুক্ত বেদচতুষ্টয়

শরণাগত রক্ষায়া মজ্ঞানে জ্ঞান দানতঃ।
দেবানাং বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনে নাপি যৎ ফলং। ২৫০॥
তদেব স্তোত্র পাঠস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং।
স্তোত্রস্যাস্য প্রভাবেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ। ২৫১॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে রাধা স্তোত্রং সমাপ্তং।

নারদ উবাচ।

সংপ্রাপ্তং পরমাশ্চর্য্যং স্তোত্রং সর্ব্ব সুদুর্ল্লভং।
কবচ ঞ্চাপি দেব্যাশ্চ সংসার বিজয়ং বিভো। ২৫২॥
কৃতং স্তোত্রং সুযত্নেন সংপ্রাপ্তং তাপ খণ্ডনং।
শ্রুত্বা কৃষ্ণ কথাং চিত্রাং ত্বৎপাদাব্জ প্রসাদতঃ। ২৫৩॥
অধুনা শ্রোতু মিচ্ছামি যদ্রহস্যাঞ্চ তদ্বদঃ।
প্রাতশ্চ নগরং দৃষ্ট্বা কি মূচুর্বল্লু বা মুনে। ২৫৪॥

পাঠ, বিধিবিধানক্রমে সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠান ও তীর্থ পর্য্যটন সপ্তধা কৃস্টা ভূমি প্রদক্ষিণ, শরণাগত ব্যক্তির রক্ষা, অজ্ঞানকে জ্ঞান প্রদান এবং দেব ও বৈষ্ণবগণের দর্শনে মনুষ্যের যে রূপ ফল লাভ হয় তাহা রাধিকার এই স্তোত্র পাঠের ষোড়শ কলার একাংশ তুল্যও নহে॥ এই স্তোত্র পাঠে মানব জীবন্মুক্ত হয় সন্দেহ নাই। ২৪৮। ২৪৯। ২৫০। ২৫১॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহা পুরাণে রাধা স্তোত্র সম্পূর্ণ।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! আপনি যত্ন সহকারে যে তাপ খণ্ডন সর্ব্ব সুদুর্ল্লভ পরমাশ্চর্য্য রাধিকার স্তোত্র কীর্ত্তন করিলেন এবং পূর্ব্বেও সেই রাধিকাদেবীর যে সংসার বিজয় নামক কবচ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন সে সমুদায় আমার বিদিত হইল, আপনার চরণ কমল প্রসাদে আমি বিচিত্র কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে গূঢ় প্রকৃত বিষয় শ্রবণে আমার বাসনা হইতেছে, অতএব রজনী প্রভাতে গোপগণ নগর দেখিয়া পরস্পর কি বলিলেন তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ২৫২।২৫৩।২৫৪॥

নারায়ণ উবাচ।

গতায়াং তত্র যামিন্যাং গতেচ বিশ্বকর্ম্মণি।
অরুণোদয় বেলায়াং জনাঃ সর্ব্বে জজাগরুঃ। ২৫৫॥
উত্থায় দৃষ্ট্বা নগরং স্বর্গাদপি বিলক্ষণং।
কিমাশ্চর্য্যং কিমাশ্চর্য্য মিত্যূচু ব্রজবাসিনঃ। ২৫৬॥
কাশ্চিদ্ গোপালিকা উচুঃ কস্মাৎ সর্ব্বমভূদিদং।
জনেন কেন রূপেন কো ভূমৌ প্রভবেদিতি। ২৫৭॥
বুবুধে মনসা নন্দো গর্গ বাক্য মনুস্মরন্।
শ্রীহরেরিচ্ছয়া সর্ব্বং জগাদ তস্করাচরং। ২৫৮॥
ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং যস্য ভ্রূভঙ্গ লীলয়া।
আবির্ভূতং তিরোভূতং যস্যাসাধ্যঞ্চ কিং কুতঃ। ২৫৯॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন হে নারদ! বিশ্বকর্ম্মার গমনের পর সে রজনী প্রভাতা হইলে অরুণোদয় সময়ে ব্রজবাসিগণ সকলে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। ২৫৫॥

তৎপরে তাঁহারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তথায় স্বর্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট নগর দর্শন করিয়া পরস্পর কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য এই রূপ বলিতে লাগিলেন। ২৫৬॥

তৎকালে কতিপয় গোপিকা বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া এই রূপ কহিতে লাগিলেন কি রূপে এই সমস্ত অলৌকিক কাণ্ডের সংঘটন হইল, কোন ব্যক্তি কোন্ জন দ্বারা কিরূপে এই সমুদায়ের সৃষ্টি করিলেন কিছুই বুঝিতে পারি না। ২৫৭॥

তখন ব্রজরাজ নন্দ যদুকুলাচার্য্য গর্গের বাক্য স্মরণ করিয়া মনে মনে সমস্ত অবধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, পরাৎপর হরির ইচ্ছানুসারে যখন এই চরাচর সম্বলিত সমস্ত জগতের সৃষ্টি হয় তখন এবিষয়ে আর বিস্ময়ের প্রয়োজন কি? । ২৫৮॥

যে পরমাত্মার ভ্রূভঙ্গ লীলা মাত্র ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়, কোন্ স্থানে কোন্ কার্য্য তাঁহার অসাধ্য আছে? । ২৫৯

বিবরেঽপি যল্লোম্নাং ব্রহ্মাণ্ডান্যখিলানি চ।
ঈষস্য তস্যহৃদ্বিষেত্তাঃ কি মসাধ্যং হরেরহো। ২৬০ ॥
ব্রহ্মানন্তেশ ধর্ম্মশ্চ ধ্যায়ন্তে যৎ পদাম্বুজং।
কি মসাধ্যং তদংশস্য মায়া মানুষ রূপিণঃ। ২৬১ ॥
ভ্রামং ভ্রামং তন্নগরং দর্শং দর্শং গৃহং গৃহং।
পাঠং পাঠঞ্চ নামানি সর্ব্বেভ্যো লয়ং দদৌ। ২৬২ ॥
কৃত্বা শুভক্ষণং নন্দো বৃষভানুশ্চ কৌতুকী।
চকার সগণৈঃ সার্দ্ধং স্বদাশ্রম প্রবেশনং। ২৬৩ ॥
সর্ব্বে বৃন্দাবনস্থাশ্চ প্রসন্ন বদনেক্ষণাঃ।
মুদা প্রবেশনং চক্রুঃ স্বং স্বমাশ্রম মণ্ডলং। ২৬৪ ॥
সর্ব্বে মুমুদিরে গোপাঃ স্বে স্বে স্থানে মনোহরে।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং নির্ম্মাণং নগরস্য চ। ২৬৫ ॥
বালকা বালিকাশ্চৈব চিক্রীড়ুশ্চ প্রহর্ষিতাঃ।

যে ভগবান্ হরির লোম বিবর মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে তাঁহার ইচ্ছায় কি না হইতে পারে? । ২৬০ ॥

ব্রহ্মা অনন্ত মহেশ্বর ও ধর্ম্ম যাঁহার চরণ কমল ধ্যান করেন সেই মায়া মানুষ রূপী পরমেশ হরির অসাধ্য কি আছে ? । ২৬১ ॥

গোপরাজ এই রূপ চিন্তা করিয়া বারংবার সেই নগর পরিভ্রমণ, প্রতি গৃহ দর্শন এবং লিখিত নাম সমুদায় পাঠ পূর্ব্বক সকলকে যথা-ক্রমে তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট ভবন প্রদান করিলেন। ২৬২ ॥

পরে গোপরাজ নন্দ ও বৃষভানু উভয়ে শুভক্ষণ নির্ণয় করিয়া আত্মীয় বর্গের সহিত পরম কৌতুকে স্বীয় স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ২৬৩ ॥

এই রূপে বৃন্দাবনস্থ গোপগণ সকলে প্রসন্ন চিত্তে ও প্রীতি প্রফুল্ল বদনে স্বীয় স্বীয় আশ্রম মণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া মনোহর স্থান লাভে আনন্দে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। দেবর্ষে! বৃন্দাবনে যে রূপে নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল এই আমি তোমার নিকট তাহা বর্ণন করিলাম,

শ্রীকৃষ্ণো বলদেবশ্চ শিশুভিঃ সহ কৌতুকাৎ। ২৬৬ ॥
ক্রীড়াং চকার তত্রৈব স্থানে স্থানে মনোহরে।
বনে বনেচ শ্রীরাস মণ্ডলস্য চ মানতঃ। ২৬৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন নগর বর্ণন চরিত প্রস্তাবঃ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

গোপবালক ও গোপ বালিকাগণ পরমানন্দে তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। আর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব উভয়ে গোপ বালকগণ সমভিব্যাহারে সেই বৃন্দাবনের বনে বনে ও শ্রীরাসমণ্ডলের মনোহর স্থানে স্থানে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ২৬৪। ২৬৫। ২৬৬। ২৬৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন নগর বর্ণন চরিত প্রস্তাব সপ্তদশ অধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সৌনক উবাচ।

অহো কি মদ্ভুতং সূত রহস্যং সুমনোহরং।
শ্রুতং কৃষ্ণস্য চরিতং সুখদং মোক্ষদং পরং। ১॥
শ্রুত্বা নগর নির্ম্মাণং দেবর্ষি র্নারদো মুনিঃ।
কিং পপ্রচ্ছ ধর্ম্ম পুত্রং হরেশ্চরিত মঙ্গলং। ২॥

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা নগর নির্ম্মাণং নারদো মুনি সত্তমঃ।
পপ্রচ্ছ কৃষ্ণ চরিত মপরং সুমনোহরং। ৩॥

নারদ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যান চরিতং পীযূষং মুনি সত্তম।
জ্ঞান সিন্ধো নিগদমাংশিষ্যঞ্চ শরণাগতং। ৪॥
নারদস্য বচঃশ্রুত্বা মুদা নারায়ণঃ স্বয়ং।
উবাচ পুর মীশস্য চরিতং পরমাদ্ভুতং। ৫॥

কুলপতি শৌনক কহিলেন, হে সূত! কি সুমনোহর অদ্ভুত রহস্য বিষয় তুমি কীর্ত্তন করিলে, তোমার মুখ বিগলিত সুখ মোক্ষপ্রদ পরম কৃষ্ণ চরিত আমাদিগের শ্রুতি গোচর হইল, অতঃপর দেবর্ষি নারদ এই নগর নির্ম্মাণ বিষয় শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম নন্দন নারায়ণ ঋষির নিকট হরির কি মঙ্গলময় চরিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর। ১। ২॥

সূত কহিলেন, মহাশয়গণ! মুনিসত্তম নারদ নগর নির্ম্মাণ বিষয় শ্রবণের পর সেই নারায়ণ ঋষির নিকট অপর শ্রীকৃষ্ণ চরিত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি সিদ্ধ মহাত্মা, আমি আপনার শরণাগত শিষ্য, অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পীযূষ তুল্য অপর কৃষ্ণ চরিত আমার নিকট বর্ণন করুন। ৩। ৪॥

নারায়ণ উবাচ।

একদা বালকৈঃ সার্দ্ধং বলেন সহ মাধবঃ।
জগাম শ্রীমধুবনং যমুনা তীর নীরজং। ৬ ॥
বিচেরুর্গো সমূহাশ্চ চিক্রীড়ু র্ব্বালকা স্তথা।
বিশ্রান্তাস্তে পরীতাশ্চ ক্ষুধাভিঃ পরিপীড়িতাঃ। ৭ ॥
সমূচু র্গোপ শিশবঃ শ্রীকৃষ্ণং পরমেশ্বরং।
ক্ষুধা নিবাধতে কৃষ্ণ কিং কুর্ম্মো ব্রূহি কিঙ্করান্। ৮ ॥
শিশূনাং বচনং শ্রুত্বা ভানুবাচ দয়ানিধিঃ
হিতং তথ্যঞ্চ বচনং প্রসন্ন বদনেক্ষণঃ। ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

বালা গচ্ছত বিপ্রাণাং যজ্ঞস্থানং সুখাবহং।
অন্নং যাচত তং শীঘ্রং ব্রাহ্মণাশ্চক্রতূন্মুখান্। ১০ ॥

নারায়ণ ঋষি তপোধন নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ং পরমেশ শ্রীকৃষ্ণের পরমাদ্ভুত চরিত উল্লেখ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! একদা মাধব বলদেব ও গোপ বালকগণ সমভিব্যাহারে যমুনাতীর নীরজ শ্রীমধু বনে গমন করিলেন। ৫। ৬॥

তথায় উপনীত হইয়া গো সমুদায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল. এবং গোপবালকগণ ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, পরে সেই গোপবালকগণ নিতান্ত ক্ষুৎপীড়িত হইয়া একত্র বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।৭॥

অতঃপর তাঁহারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এক্ষণে আমরা নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, আমরা তোমার কিঙ্কর, অতএব এখন আমাদিগের কর্ত্তব্য কি তাহা বল। ৮॥

কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণের এই বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন বদন ও প্রীতি প্রফুল্ল নয়ন হইয়া হিত জনক যোগ্য বচনে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! এই মধুবনের অবিদূরে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিতেছেন, তোমরা সত্বর সুখাবহ যজ্ঞ স্থানে উপনীত হইয়া সেই যজ্ঞ দীক্ষিত

বিপ্রা মাঙ্গিরসাঃ সর্ব্বে স্বাশ্রমে শ্রীবনান্তিকে।
যজ্ঞং কুর্ব্বন্তি বিপ্রাশ্চ শ্রুতি স্মৃতি বিশারদাঃ। ১১॥
নিস্পৃহা বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে মাং যজন্তি মুমুক্ষবঃ।
মায়য়া মামজানন্তি মায়া মানুষ রূপিণং। ১২॥
নচেদ্দদতি যুষ্মভ্যমন্নং বিপ্রাঃ ক্রতূন্মুখাৎ।
তৎ কান্তা যাচত ক্ষিপ্রং দয়াযুক্তাঃ শিশূন্ প্রতি। ১৩॥
শ্রীকৃষ্ণ বচনং শ্রুত্বা যযু র্ব্বালক পুঙ্গবাঃ।
পুরতো ব্রাহ্মণানাঞ্চ তস্থুরানত কন্ধরাঃ। ১৪॥
ইত্যূচু র্ব্বালকাঃ শীঘ্রং মন্নং দেহি দ্বিজোত্তমাঃ।
ন শুশ্রুবুদ্দ্বিজাঃ কেচিৎ কেচিৎ শ্রুত্বা স্থিতাঃ স্মিতাঃ। ১৫॥

তাহারা বিপ্রগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা কর। ৯। ১০।

ভ্রাতৃগণ! সেই যজ্ঞ দীক্ষিত অঙ্গিরা কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণগণ শ্রুতি স্মৃতি বিশারদ. তাঁহারা শ্রীবন নিকটে স্বীয় আশ্রমে যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে নিস্পৃহ বৈষ্ণব ও মুমুক্ষু, আমারই প্রীতি কামনায় তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছে, কিন্তু আমি মায়া ক্রমে মানুষরূপী হইয়াছি, আমারই মায়াবলে তাহা তাঁহারা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, অতএব যদি তাঁহারা তোমাদিগকে অন্ন প্রদান না করেন, তাহা হইলে বিপ্রপত্নীগণের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিবে। শিশুগণের প্রতি তাঁহাদিগের দয়া বিদ্যমান আছে। ১১। ১২। ১৩।

গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই যজ্ঞ দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণের নিকট গমন পূর্ব্বক নত কন্ধরে তাঁহাদিগের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। ১৪॥

তৎপরে তাহারা বিপ্রগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা শীঘ্র অন্ন প্রদান করুন। কিন্তু ঋত্বিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না এবং কেহ কেহ বা শ্রবণ করিয়াও উপেক্ষায় সহাস্য বদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৫॥

তে যযু রন্ধনাগারং ব্রাহ্মণ্যো যত্র পাচিকাঃ।
গত্বা বালা বিপ্রভার্য্যাঃ প্রণেমু র্নত কন্ধরাঃ। ১৬॥
নত্বেত্যূচু র্ব্বালকাশ্চ বিপ্র ভার্য্যাঃ পতিব্রতাঃ।
অন্নং দেহি মাতরোঽস্মান্ ক্ষুধার্ত্তানপি বালকান্। ১৭॥
বালানাং বচনং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তাংশ্চ মনোহরান্।
পপ্রচ্ছ সাদরং সাধ্ব্যঃ স্মেরানন সরোরুহাঃ। ১৮॥

বিপ্রপত্ন্য ঊচুঃ।

কেয়ূয়ং প্রেষিতাঃ কেন কানি নামানি বো বদ।
দাস্যামোঽন্নং বহুবিধৈ র্ব্ব্যঞ্জনৈঃ সহিতং বরং। ১৯॥
ব্রাহ্মণীনাং বচঃ শ্রুত্বা তা ঊচুস্তে মুদান্বিতাঃ।
স্নিগ্ধা হসন্তঃ স্ফীতাশ্চ সর্ব্বে গোপাল বালকাঃ। ২০॥

অতঃপর গোপবালকগণ তথা হইতে, বিপ্রপত্নী সমুদায় যে রন্ধনাগারে পাক করিতে ছিলেন তথায় উপনীত হইয়া নত কন্ধরে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। ১৬॥

পরে সেই প্রণত বালকগণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পতিব্রতা বিপ্রপত্নী মা সকল! আমরা বালক, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আপনাদিগের নিকট আগমন করিয়াছি, আপনারা আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন। ১৭॥

সাধ্বী বিপ্রপত্নীগণ বালকগণের মনোহর মূর্ত্তি দর্শন এবং তাহাদিগের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল কমল বৎ সহাস্য বদনে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বালকগণ! তোমরা কে? তোমাদিগের কাহার কি নাম এবং কে তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন তৎসমুদায় ব্যক্ত কর, আমরা বহুবিধ ব্যঞ্জনের সহিত উৎকৃষ্ট অন্ন তোমাদিগকে প্রদান করিব। ১৮। ১৯॥

তখন গোপবালকগণ সকলে ব্রাহ্মণীগণের এই বাক্য শ্রবণে স্নিগ্ধ ও আনন্দে স্ফীত হইয়া সহাস্য বদনে ও প্রীতি প্রফুল্ল মনে কহিলেন,

বালা ঊচুঃ।

প্রেষিতা রাম কৃষ্ণাভ্যাং বয়ং ক্ষুৎ পীড়িতা ভৃশং।
দেহ্যন্নং মাতরোঽস্মভ্যং ক্ষিপ্রং যামস্তদন্তিকং। ২১ ॥
ইতোঽতিদূরে ভাণ্ডীর বনাভ্যন্তর এবচ।
বট মূলে মধুবনে বসন্তৌ রাম কেশবৌ। ২২ ॥
বিশ্রান্তৌ ক্ষুধিতৌ তৌ বো যাচতেন্নঞ্চ মাতরঃ।
কিমু দেয়ং নবা দেয়ং শীঘ্রং বদত নোঽধুনা। ২৩ ॥
গোপালং বচনং শ্রুত্বা হৃষ্টানন্দাশ্রু লোচনাঃ।
পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গা স্তৎ পাদাব্জ মনোরথাঃ। ২৪ ॥
নানা ব্যঞ্জন সংযুক্তং শাল্যন্নং সুমনোহরং।
পায়সং পিষ্টকং স্বাদু দধি ক্ষীরং ঘৃতং মধু। ২৫ ॥
রৌপ্যে কাংস্যে রাজতেচ পাত্রে কৃত্বা মুদান্বিতাঃ।
তাঃ সর্ব্বাবিপ্র পত্ন্যশ্চ প্রযযুঃ কৃষ্ণ সন্নিধৌ। ২৬ ॥

মাতৃগণ! রাম কৃষ্ণ উভয় ভ্রাতা আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা নিতান্ত ক্ষুৎপীড়িত হইয়াছি, আপনারা আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন, আমরা সত্বর সেই রাম কৃষ্ণ নিকটে গমন করিব। ২০। ২১ ॥

মাতৃগণ! এস্থান হইতে অবিদূরে ভাণ্ডীরবন, সেই ভাণ্ডীরবনের অভ্যন্তরস্থ মধুবনে বটবৃক্ষ মূলে ক্ষুধার্ত্ত রাম কৃষ্ণ উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিতেছেন, তাঁহারা উভয়ে আপনাদিগের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিয়াছেন, এক্ষণে আপনারা অন্ন প্রদান করিবেন কি না সত্বর আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন। ২২। ২৩ ॥

গোপবালকগণের এই বাক্য শ্রবণে বিপ্রপত্নীগণের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির উদয় হওয়াতে তাহারা পুলকাঙ্কিত কলেবরা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে স্বীয় স্বীয় মন অর্পণ করিলেন, তখন তাহাদিগের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ২৪ ॥

তৎপরে তাঁহারা কাংস্য ও রজত পাত্রে নানা ব্যঞ্জন সংযুক্ত

নানা মনোরথং কৃত্বা মনসা গমনোন্মুখাঃ।
পতিব্রতাস্তা ধন্যাশ্চ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনোৎসুকাঃ। ২৭॥
গত্বা দদৃশুঃ শ্রীকৃষ্ণং সবলং সহ বালকং।
বট মূলে বসন্তং তমুড়ু মধ্যে যথোড়ুপং। ২৮॥
শ্যামং কিশোর বয়সং পীত কৌষেয় বাসসং।
সুন্দরং সস্মিতং শান্তং রাধাকান্তং মনোহরং। ২৯॥
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাস্যং রত্নালঙ্কার ভূষিতং।
রত্ন কেয়ূর বলয় রত্ন নূপুর ভূষিতং। ৩০॥
আজানুলম্বিতাং শুভ্রাং বিভ্রতং রত্ন মালিকাং।
মালতী মালয়া কণ্ঠ বক্ষঃস্থল বিরাজিতং। ৩১॥

সুমনোহর শাল্যন্ন পায়স, পিষ্টক, সুস্বাদু দধি, ক্ষীর, ঘৃত ও মধু এই সমুদায় সংস্থাপন পূর্ব্বক পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমনার্থ যাত্রা করিলেন। ২৫। ২৬॥

গমনকালে তাঁহাদিগের অন্তরে নানা মনোরথের সঞ্চার হইতে লাগিল, এই রূপে সেই কৃষ্ণ দর্শন লালসা পতিব্রতা ধন্যা বিপ্রপত্নীগণ গমন করিতে লাগিলেন। ২৭॥

তৎপরে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন সেই বটবৃক্ষ মূলে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোপবালকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নক্ষত্র-মণ্ডলে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। ২৮॥

তৎকালে সেই কিশোর বয়স্ক শ্যামসুন্দর রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণ পীত কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রশান্ত ভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখ মণ্ডলে মধুর হাস্য বিকাশিত হইতেছে। ২৯॥

তাঁহার সেই মুখ মণ্ডল শারদীয় পর্ব্বকালীন চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং তিনি রত্ন কেয়ূর রত্ন বলয় রত্ন নূপুর এবং অন্যান্য বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত রহিয়াছেন। ৩০॥

তিনি আজানুলম্বিত শুভ্র রত্নমালা ধারণ করিয়াছেন আর তাঁহার

চন্দনাগুরু কস্তূরী কুঙ্কুমার্চ্চিত বিগ্রহং।
সুনাসাং সুকপোলঞ্চ তুষ্টুবুর্মধুসূদনং। ৩২ ॥
পক্ক দাড়িম্ব বীজাভং বিভ্রতং দন্ত মুত্তমং।
শিখিপুচ্ছ সমাযুক্ত বদ্ধচূড়ং পরাৎপরং। ৩৩ ॥
কদম্ব পুষ্প যুগ্মাভ্যাং কর্ণ মূল বিরাজিতং।
ধ্যানাসাধ্যং যোগিনাঞ্চ ভক্তানুগ্রহ কাতরং। ৩৪ ॥
ব্রহ্মেশ ধর্ম্মশেষেন্দ্রৈঃ স্তূয়মানং মুনীশ্বরৈঃ।
দৃষ্টৈব মীশ্বরং ভক্ত্যা প্রণেমু দ্বিজ যোষিতঃ।
স্বানাং জ্ঞানানুরূপঞ্চ তুষ্টু বুর্মধুসূদনং। ৩৫ ॥

বিপ্রপত্ন্য ঊচুঃ।

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ধাম নিরীহ নিরহঙ্কৃতঃ।
নির্গুণশ্চ নিরাকারঃ সগুণঃ অচ্যুতঃ স্বয়ং। ৩৬ ॥

গলদেশে মালতীমালা লম্বিত থাকাতে তদীয় কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। ৩১ ॥

তাঁহার নাসিকা ও কপোল দেশ অতি সুন্দর, সেই মধুসূদনের অঙ্গ সমুদায় অগুরু চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুমে চর্চ্চিত রহিয়াছে, বিপ্রপত্নীগণ এই রূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৩২ ॥

তখন সেই হরির মনোহর রূপ তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল, তাঁহারা আরও দেখিলেন পক্ক দাড়িম্ব বীজের ন্যায় পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের দশনশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে এবং তাঁহার মস্তকে শিখিপুচ্ছমণ্ডিত অপূর্ব্ব চূড়া শোভমান হইতেছে। ৩৩ ॥

তাঁহার যুগল শ্রুতি মূলে কদম্ব কুসুমদ্বয় শোভা পাইতেছে। তিনি যোগিগণের ধ্যানের অসাধ্য অথচ তিনি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে ব্যগ্র রহিয়াছেন। ৩৪ ॥

আর বিপ্রপত্নীগণ, ব্রহ্মা, ঈশ, ধর্ম্ম, অনন্ত, ইন্দ্র ও মুণীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান ঈদৃশ পরমেশ্বর মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ভক্তিযোগে

সাক্ষিরূপশ্চ নির্লিপ্তঃ পরমাত্মা নিরাকৃতিঃ ।
প্রকৃতিঃ পুরুষস্ত্বঞ্চ চকারঞ্চ তয়োঃ পরঃ । ৩৭ ॥
সৃষ্টি স্থিত্যন্ত বিষয়ে যেচ দেবা স্ত্রয়ঃ পরাঃ ।
তেত্বদংশাঃ সর্ব্ব বীজা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ । ৩৮ ॥
যস্য লোম্নাঞ্চ বিবরে হ্যখিলং বিশ্বমীশ্বরা ।
মহাবিরাড়্ মহাবিষ্ণু স্ত্বং তস্য জনকো বিভোঃ । ৩৯ ॥
তেজ স্ত্বঞ্চাপি তেজস্বী জ্ঞানং জ্ঞানীচ তৎপরঃ ।
বেদেঽনির্ব্বচনীয় স্ত্বং কস্ত্বাং স্তোতু মিহেশ্বরঃ । ৪০ ॥
মহত্বাদি সৃষ্টি সূত্রং পঞ্চ তন্মাত্র এবচ ।
বীজ স্ত্বং সর্ব্ব শক্তীনাং সর্ব্ব শক্তি স্বরূপকঃ । ৪১ ॥

প্রণাম পূর্ব্বক স্ব স্ব ীয় জ্ঞানানুসারে তাঁহাকে এই রূপে স্তব করিতে লাগিলেন, প্রভো! তুমি পরব্রহ্ম পরমাধার, নিরীহ নিরহঙ্কার, নিগুর্ণ নিরাকার ও অচ্যুত অথচ তুমি স্বয়ং কার্য্যানুরোধে সগুণ রূপে প্রকাশমান হও । ৩৫ । ৩৬ ॥

ভগবন! তুমি নির্লিপ্ত নিরাকার পরমাত্মা, তুমি সর্ব্বভূতে সাক্ষী রূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ, তুমি প্রকৃতি ও পুরুষ অথচ তুমি সেই প্রকৃতি পুরুষ হইতে অতীত ও প্রণব স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক । ৩৭ ॥

সর্ব্ববীজ স্বরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই দেবত্রয় যে নিখিল জগতের যথাক্রমে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন তোমারই অংশে তাঁহাদিগের উদ্ভব হইয়াছে । ৩৮ ॥

হে বিভো! যে ঈশ্বর মহাবিরাটের লোমকূপে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত অবস্থান করিতেছে, আপনি সেই মহাবিষ্ণুর জনক, অতএব আমরা তোমার কি স্তব করিব ? ৩৯ ॥

বিভো! তুমি তেজঃ স্বরূপ, তেজস্বী এবং জ্ঞান স্বরূপ ও জ্ঞানী অথচ তুমি তাহা হইতে অতীত, বেদে তুমি অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছ। অতএব কোন ব্যক্তি তোমার স্তুতিবাদ করিতে সক্ষম হইতে পারে ? । ৪০ ॥

সর্ব্ব শক্তীশ্বরঃ সর্ব্বঃ সর্ব্ব শক্ত্যাশ্রয়ঃ সদা।
ত্বমনীহঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ সর্ব্বানন্দঃ সনাতনঃ। ৪২ ॥
অহো প্যাকার হীনস্ত্বং সর্ব্ব বিগ্রহবানপি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ং জানাসি নেন্দ্রিয়ান্ ভবান্। ৪৩ ॥
সরস্বতী জড়ীভূতা যৎ স্তোত্রে যন্নিরূপণে।
জড়ীভূতো মহেশশ্চ শেষোধর্ম্মো বিধিঃ স্বয়ং। ৪৪ ॥
পার্ব্বতী কমলা রাধা সাবিত্রী বেদসূরপি।
বেদশ্চ জড়তাং যান্তি কেবা শক্তা বিপশ্চিতঃ। ৪৫ ॥
বয়ং কিং স্তবনং কুর্ম্মোঽযোগ্যাঃ প্রাজ্ঞেশ্বরেশ্বর।
প্রসন্নোভবনো দেব দীনবন্ধো কৃপাং কুরু। ৪৬ ॥

তুমি মহত্ত্বাদি সৃষ্টি সূত্র, পঞ্চ তন্মাত্র, সর্ব্বশক্তির বীজ ও সর্ব্বশক্তি স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক। ৪১ ॥

তুমি সর্ব্বময়, সদা সর্ব্বশক্তির আশ্রয়, সর্ব্বশক্তির ঈশ্বর, স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় স্বতঃ প্রকাশমান সনাতন পরম পুরুষ ও সর্ব্বানন্দময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছ। ৪২ ॥

পণ্ডিতেরা তোমাকে নিরাকার, অথচ সর্ব্ব দেহ ভাক্ বলিয়া কীর্ত্তন করেন তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় অথচ ইন্দ্রিয় সকল তোমার গোচর নহে। ৪৩ ॥

সরস্বতী দেবী তোমার স্তুতিবাদে ও নিরূপণে জড়ীভূত এবং মহেশ্বর অনন্ত ধর্ম্ম ও বিধাতা ইঁহারাও তোমার স্বরূপাবধারণে ও স্তুতিবাদে জড়ীভুত হইয়াছেন। ৪৪ ॥

আর পার্ব্বতী কমলা ও বেদপ্রসূ সাবিত্রী দেবী এবং স্বয়ং বেদও যখন তোমার স্তবনে ও স্বরূপাবধারণে অসমর্থ হইয়া জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন তখন অন্য পণ্ডিতগণ কি রূপে তোমার স্তুতিবাদে সক্ষম হইবেন ?। ৪৫ ॥

প্রভো! তুমি প্রাজ্ঞ প্রধানগণেরও প্রভু। আমরা অযোগ্যা অবলা জাতি, কি বলিয়া তোমার স্তব করিব। হে দীনবন্ধো! তুমি

ইত্যেব মুক্ত্বা তাঃ পত্ন্যঃ পেতু স্তচ্চরণাম্বুজে।
অভয়ং প্রদদৌ তাশ্চ প্রসন্ন বদনেক্ষণঃ। ৪৭ ॥
বিপ্রপত্ন্যা কৃত স্তোত্রং পূজা কালেচ যঃ পঠেৎ।
স গতিং বিপ্রপত্নীনাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ৪৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে বিপ্রপত্নী কৃতং স্তোত্রং।

নারায়ণ উবাচ।

তাঃ পদাম্ভোজ পতিতা দৃষ্ট্বা শ্রীমধুসূদনঃ।
বরং বৃণুত কল্যাণং ভবিতাচেত্যুবাচহ। ৪৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা বিপ্রপত্ন্যো মুদান্বিতাঃ।
তমূচু র্ব্বচনং ভক্ত্যা ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরাঃ। ৫০ ॥

দ্বিজপত্ন্য উবাচ।

বরং বৎস ন গৃহ্নামো নঃ স্পৃহা ত্বৎপদাম্বুজে।
দেহি স্ব দাস্য মস্মভ্যং দৃষ্ট্বা ভক্তিং সুদুর্ল্ল ভাং। ৫১ ॥

প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের প্রতি কৃপা বিতরণ কর এই অভিলাষ। ৪৬ ॥

বিপ্রপত্নীগণ এই বলিয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে নিপতিত হইলেন, তখন সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বদনে ও প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন। ৪৭ ॥

যে ব্যক্তি পূজাকালে বিপ্রপত্নীগণের কৃত এই স্তোত্র পাঠ করেন তাঁহার সেই বিপ্রপত্নীগণের তুল্য গতি লাভ হয় সন্দেহ নাই। ৪৮ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে বিপ্রপত্নী কৃত স্তোত্র সম্পূর্ণ।

হে নারদ! অতঃপর মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ সেই বিপ্রপত্নীগণকে স্বীয় পাদপদ্মে পতিতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দ্বিজপত্নীগণ! তোমরা আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। ৪৯ ॥

বিপ্রপত্নীগণ পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে পরমানন্দিতা

পশ্যামোঽনুক্ষণং বক্ত্রু সরোজং তব কেশব।
অনুগ্রহং কুরু বিভো ন যাস্যামো গৃহং পুনঃ। ৫২ ॥
দ্বিজপত্নী বচঃ শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণ করুণানিধিঃ।
ওমিত্যুক্তা ত্রিলোকেশ স্তস্থৌ বালক সংসদি। ৫৩ ॥
প্রদত্তং বিপ্রপত্নীভি র্মিষ্টমন্নং সুধোপমং।
বালকান্ ভোজয়িত্বা তু স্বয়ঞ্চ বুভুজে হরিঃ। ৫৪ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র শাত কুম্ভ রথং বরং।
দদশু র্বিপ্রপত্ন্যশ্চ পতন্তং গগনাদহো। ৫৫ ॥
রত্ন দর্পণ সংযুক্তং রত্নসার পরিচ্ছদং।
রত্ন স্তম্ভৈ র্নিরুদ্ধঞ্চ সদ্রত্ন কলসোজ্জ্বলং। ৫৬ ॥

হইয়া ভক্তি বিনম্র কন্ধরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমরা বর গ্রহণ করিব না, তোমার চরণ কমল লাভ করাই আমাদিগের একমাত্র বাঞ্ছনীয়, অতএব আমাদিগের সুদুর্ল্লভা ভক্তি দেখিয়া আমাদিগকে তোমার দাস্য প্রদান কর। ৫০। ৫১ ॥

হে কেশব! আমরা অনুক্ষণ তোমার মুখপদ্ম দর্শন করি ইহাই আমাদিগের নিতান্ত কামনা, অতএব হে বিভো! তুমি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর, আর আমরা পুনরায় গৃহে গমন করিব না। ৫২ ॥

ত্রিলোকনাথ করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ দ্বিজপত্নীগণের কামনা শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক সেই বালক সভা মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিলেন। ৫৩॥

তৎপরে হরি বিপ্রপত্নীগণের প্রদত্ত সুধা তুল্য মিষ্ট অন্ন বালকগণকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিলেন। ৫৪ ॥

ঐ সময়ে বিপ্রপত্নীগণ দেখিতে পাইলেন সুবর্ণ বিমণ্ডিত উৎকৃষ্ট রথ গগনমার্গ হইতে নিম্নে অবতীর্ণ হইতেছে। ৫৫ ॥

সেই রথ রত্নসার পরিচ্ছদে ও রত্ন দর্পণে বিভুষিত এবং রত্ন স্তম্ভে নিরুদ্ধ রহিয়াছে আর তাহাতে সন্নিবেশিত উৎকৃষ্ট রত্ন কলস সকল দীপ্যমান হইতেছে। ৫৬ ॥

শ্বেত চামর সংযুক্তং বহ্নিশুদ্ধং শুকান্বিতং।
পারিজাত প্রসূনানাং মালাজালৈ র্ব্বিরাজিতং।
শত চন্দ্র সমাযুক্তং মনোযায়ি মনোহরং। ৫৭॥
বেষ্টিতং পার্ষদৈর্দ্দিব্যৈ র্ব্বনমালা বিভূষিতৈঃ।
পীত বস্ত্র পরীধানৈ রত্নালঙ্কার ভূষিতৈঃ। ৫৮॥
নব যৌবন সম্পন্নৈঃ শ্যামলৈঃ সুমনোহরৈঃ। ৫৯॥
দ্বিভুজৈ র্ম্মুরলী হস্তৈ র্গোপ বেশ ধরৈর্ব্বরৈঃ।
শিখিপুচ্ছ গুঞ্জমালা বদ্ধ বঙ্কিম চূড়কৈঃ। ৬০॥
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং তে প্রণম্য হরেঃ পদং।
রথ মারোহণং কর্ত্তু মূচু র্ব্রাহ্মণ কামিনীঃ। ৬১॥
বিপ্রভার্য্যা হরিং নত্বা জগ্মু র্গোলক মীপ্সিতং।
বভূবু র্গোপিকাঃ সদ্যস্ত্যক্ত্বা মানুষ বিগ্রহান্। ৬২॥
হরিচ্ছায়াং বিনির্ম্মায় তাসাঞ্চ বিষ্ণু মায়য়া।

ঐ রথ বহ্নিশুদ্ধ বসনে সমাচ্ছাদিত পারিজাত কুসুম মালা সমূহে বিভূষিত, শতচন্দ্র সমন্বিত মনোহর ও মনের ন্যায় বেগবান্। উহার স্থানে স্থানে শ্বেত চামর লম্বমান রহিয়াছে। ৫৭॥

পীত বস্ত্র ধারী নানালঙ্কার সমলঙ্কৃত বনমালা বিভূষিত নব যৌবন সম্পন্ন গোপবেশধর দ্বিভুজ দিব্য কৃষ্ণ পার্ষদগণ মুরলী হস্ত ঐ রথ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মস্তকে বঙ্কিম চূড়া এবং তাহাতে গুঞ্জমালা বিন্যস্ত রহিয়াছে। ৫৮। ৫৯। ৬০॥

অতঃপর সেই কৃষ্ণ পার্ষদগন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া হরির চরণে প্রণাম পূর্ব্বক সত্বর সেই বিপ্রপত্নীগণকে রথারোহণ করিতে আদেশ করিলেন। ৬১॥

তখন বিপ্রপত্নীগণ হরিকে প্রণাম করিয়া দিব্য রথারোহণে অভীষ্ট গোলোকধামে গমন করিলেন এবং তথায় তাঁহারা সদ্য মানুষ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোপিকা রূপে অবস্থিতা হইলেন। ৬২॥

প্রস্থাপয়ামাস গৃহান্ ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং বিভুঃ। ৬৩॥
বিপ্রাশ্চ ভার্য্যা উদ্দেশ্য পরং সন্দিগ্ধ মনসাঃ।
অন্বেষণং প্রকুর্ব্বন্তো দদৃশুঃ পথি কামিনীঃ। ৬৪॥
দৃষ্ট্বৈচ ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে তা স্তেচ বিনয়ান্বিতাঃ।
পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গাঃ প্রসন্ন বদনেক্ষণাঃ। ৬৫॥

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

অহোতি ধন্যা যা যাশ্চ দৃষ্টো যুস্মাভিরীশ্বরঃ।
অস্মাকং জীবনং ব্যর্থং বেদ পাঠোঽপ্য নর্থকঃ। ৬৬॥
বেদে পুরাণে সর্ব্বত্র বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
হরে র্বিভূতয়ঃ সর্ব্বা সর্ব্বেষাং জনকো হরিঃ। ৬৭॥
তপো জপো ব্রতং দানং বেদাধ্যয়ন মর্চ্চনং।
তীর্থ স্নান মনশনং সর্ব্বেষাং ফলদো হরিঃ। ৬৮॥

এস্থানে পরাৎপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুমায়া প্রভাবে সেই বিপ্রপত্নীগণের ছায়া নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ং সেই ছায়া রূপিণী বিপ্রপত্নীগণকে ব্রাহ্মণগণ গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। ৬৩।

এদিকে ব্রাহ্মণগণও পত্নীগণের নিমিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে আগমন করিতেছিলেন ইত্যবসরে পথিমধ্যে তাঁহাদিগের স্বীয় স্বীয় ভার্য্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ৬৪॥

তখন ব্রাহ্মণগণ পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গ ও প্রসন্নবদন হইয়া প্রফুল্ল নয়নে সবিনয়ে তাহাদিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। অহো ব্রাহ্মণীগণ! তোমরা পরাৎপর হরিকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছ। অতএব তোমরা ধন্যা, আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, আমাদিগের বেদপাঠ অনর্থক ও জীবনও বৃথা। ৬৫। ৬৬॥

বেদে পুরাণে সর্ব্বত্র পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক যিনি পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন সমস্তই সেই হরির বিভূতি স্বরূপ. তিনি সকলের উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ৬৭।

শ্রীকৃষ্ণঃ সেবিতো যেন কিন্তস্য তপসাং ফলৈঃ।
প্রাপ্তঃ কল্পতরু র্যেন কিন্তস্যান্যেন শাখিনা। ৬৯॥
শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে যস্য কিন্তস্য কর্ম্মভিঃ কৃতঃ।
কিং পীত সাগরস্যৈব পৌরুষং কূপ লঙ্ঘনে। ৭০॥
ইত্যেব মুক্তা বিপ্রাশ্চ গৃহীত্বা কামিনী বরাঃ।
প্রজগ্মুঃ স্বগৃহং হৃষ্টাস্তাভিঃ সার্দ্ধঞ্চ রেমিরে। ৭১॥
তাসাং ততোঽধিকং প্রেমক্রীড়াসু সর্ব্ব কর্ম্মসু।
দাক্ষিণ্যং মায়য়া শক্ত্যা ব্রাহ্মণান বিতর্কিতং। ৭২॥
অথ নারায়ণঃ সোঽয়ং বলেন শিশুভিঃ সহ।
জগাম স্বালয়ং তূর্ণং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনং। ৭৩॥

একমাত্র হরিই তপস্যা জপ ব্রত দান বেদাধ্যয়ন দেবার্চ্চনা তীর্থস্নান ও অনশন ব্রত এই সমুদায়ের ফলদাতা বলিয়া কথিত হন। ৬৮॥

যে ব্যক্তি সেই পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন তাঁহার তপস্যার ফলে প্রয়োজন কি? কল্পতরু যাঁহার লাভ হয় তাঁহার অন্য বৃক্ষ আশ্রয় করিবার আবশ্যক নাই। ৬৯॥

যাঁহার হৃদয়ে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণসদা বিরাজমান থাকেন, তাঁহার অন্য কোন কর্ম্মাচরণে প্রয়োজন কি? যিনি সাগর পান করিতে সক্ষম হইয়াছেন কূপ লঙ্ঘনে তাঁহার পৌরুষ কি আছে? । ৭০॥

ব্রাহ্মণগণ এই বলিয়া প্রীতি মনে পত্নীগণকে গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে আগমন করিয়া তাহাদিগের সমভিব্যাহারে পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ৭১॥

বিষ্ণু মায়া প্রভাবে সেই ছায়া রূপিণী বিপ্রপত্নীগণের সমস্ত কর্ম্ম ও প্রেম ক্রীড়া বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক নৈপুণ্য লক্ষিত হইতে লাগিল কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তর্কদ্বারা তাহার কারণাবধারণে সমর্থ হইলেন না। ৭২॥

এদিকে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও গোপবালকগণ সমভিব্যাহারে সত্বর স্বীয় আলয়ে আগমন করিলেন। ৭৩॥

ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং হরে র্ম্মাহাত্ম্য মুত্তমং।
পুরাশ্রুতং ধর্ম্ম বক্ত্রাৎ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি। ৭৪॥

নারদ উবাচ।

ঋষীন্দ্র কেন পুণ্যেন বভূব বিপ্র যোষিতাং।
মুণীন্দ্রাণাঞ্চ সিদ্ধানাং দুর্ল্লভা গতি রীদৃশী। ৭৫॥
ইমাঃ কাবা পুণ্যবত্যঃ পুরাতস্থু র্ম্মহীতলং।
আজগ্মুঃ কেন দোষেণ বদ সন্দেহ ভঞ্জন। ৭৬॥

নারায়ণ উবাচ।

সপ্তর্ষীনাং রমণ্যশ্চ রূপেণা প্রতিমাঃ পরাঃ।
গুণবত্যঃ সুশীলাশ্চ স্বধর্ম্মিষ্ঠা পতিব্রতা। ৭৭॥
নবীন যৌবনাঃ সর্ব্বাপীন শ্রোণি পয়োধরাঃ।
দিব্য বস্ত্র পরিধানা রত্নালঙ্কার ভূষিতাঃ।৭৮॥
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা স্মেরানন সরোরুহাঃ।
মুনীনাং মানসং শক্ত্যা মোহিতং বক্র চক্ষুষা। ৭৯॥

হে নারদ! পূর্ব্বে আমি আমার পিতা ধর্ম্মের মুখে পরাৎপর হরির যে সমস্ত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার অন্য ভগবদ্গুণাবলী যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর। ৭৪॥

নারদ কহিলেন প্রভো! সেই বিপ্রপত্নীগণ কি পুণ্যে সেই সিদ্ধ মুনীন্দ্রগণেরও সুদুর্ল্লভা গতি প্রাপ্ত হইলেন? পূর্ব্বে সেই পুণ্যবতীগণ মহীমণ্ডলে কি ভাবে অবস্থিতা ছিলেন এবং কি দোষেই বা তাঁহাদিগকে বিপ্রপত্নী রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হইল। আপনি কৃপা করিয়া এবিষয়ে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। ৭৫। ৭৬॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন হে নারদ! সমস্ত ঋষিপত্নীগণ অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্পন্না ছিলেন, তাঁহারা যেমন রূপবতী সেই রূপ গুণবতী সুশীলা স্বধর্ম্ম নিরতা ও পতিব্রতা বলিয়া প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন। ৭৭॥

দৃষ্ট্বা তাসাং মুখং শ্রোণিং স্তনানি সুন্দরানি চ।
অনলশ্চ কামতশ্চ মদনানল পীড়িতঃ। ৮০ ॥
অগ্নিস্থানস্থিতানাঞ্চ শিখয়াসুরতোন্মুখঃ।
স্পর্শস্যাঙ্গানি তাসাঞ্চ বভূব হতচেতনঃ। ৮১ ॥
পতিব্রতা নজানন্তি পতি পাদাব্জ মানসাঃ।
অগ্নিরঙ্গানি তাসাঞ্চ দর্শং স্পর্শংমুমোহ চ। ৮২ ॥
বহ্নেশ্চ মানসং জ্ঞাত্বা ভগবানঙ্গিরাঃ স্বয়ং।
শশাপ তমিত্যুবাচ সর্ব্ব ভক্ষো বভূবহ। ৮৩ ॥
বহ্নিঃ সচেতনো ভূত্বা তুষ্টাব মুনি পুঙ্গব।
ব্রীড়য়া নম্র বদনশ্চকম্পে ব্রহ্ম তেজসা। ৮৪ ॥

সেই তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা নব যৌবন সম্পন্না রমণীগণের শ্রোণিদেশ পীন ও স্তন সমুন্নত, তাঁহারা দিব্য বস্ত্র পরীধানা ও বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া সহাস্য মুখ কমলে ও বঙ্কিম নয়নে মুনীগণের মন মোহিত করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। ৭৮। ৭৯ ॥

পূর্ব্বে অগ্নিদেব সেই ঋষিপত্নীগণের মুখ মণ্ডল শ্রোণিদেশ ও স্তন সমুদায়ের সৌন্দর্য্য দর্শনে কামবাণে পীড়িত হন। ৮০ ॥

একদা সেই মুনিপত্নীগণ অগ্নিস্থানের নিকটবর্ত্তিনী হওয়াতে অগ্নিদেব সুরত ক্রীড়ায় উন্মুখ হইয়া শিখা দ্বারা তাঁহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক বিচেতন হইলেন। ৮১ ॥

সেই পতিব্রতা মুনিপত্নীগণের চিত্ত সর্ব্বদা স্বীয় স্বীয় পতির পাদ-পদ্মে সমাসক্ত, সুতরাং তাঁহারা অগ্নির অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, ঐ সময়ে অগ্নিদেব একবার তাঁহাদিগের অঙ্গস্পর্শ ও এক এক বার তাহা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ৮২ ॥

তখন ভগবান অঙ্গিরা স্বয়ং বহ্নির অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাকে এই রূপ শাপ প্রদান করিলেন, দুষ্ট! তুমি এখন হইতে সর্ব্ব ভক্ষ হও। ৮৩ ॥

এইরূপ শাপ প্রদান করিলে অগ্নিদেব চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক লজ্জায়

ক্রুদ্ধো মুনিঃ পরস্পৃষ্টকামিনীশ্চ শশাপহ।
যাত যূয়ং পাপ যুক্তামানুষীং যোনি মেবচ। ৮৫॥
ভারতে ব্রাহ্মণানাঞ্চ গৃহেন যত জন্মবৈ।
করিষ্যন্তি বিবাহঞ্চ যুষ্মান্নঃ কুলজা দ্বিজাঃ। ৮৬॥
শ্রুত্বাবাক্যং মুনেস্তাশ্চ রুরুদুঃ প্রেম বিহ্বলাঃ।
পুটাঞ্জলি যুতাঃ সর্ব্বাইত্যূচুস্তং বিদাম্বর। ৮৭॥

মুনিপত্ন্য উচুঃ।

নত্যজাস্মান্মুনি শ্রেষ্ঠ নিষ্পাপাশ্চ পতিব্রতাঃ।
অজানন্তীঃ পরস্পৃষ্টা নচনস্ত্যক্তু মর্হসি। ৮৮॥
ভক্তানাং কিঙ্করীণাঞ্চ নদণ্ডং কর্ত্তু মর্হতি।
যুষ্মাকং চরণাম্ভোজান্ কদা দ্রক্ষ্যামহিবয়ং। ৮৯॥
খড়্গাচ্ছেদ বজ্রপাতাৎ সর্ব্ব প্রহরাণান্মুনে।

অধোবদন ও ব্রহ্মতেজে কম্পিত হইয়া সেই মুনিবর অঙ্গিরাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৮৪॥

অতঃপর মহর্ষি অঙ্গিরা ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পৃষ্টা কামিনীগণকেও এই রূপ শাপ প্রদান করিলেন, নারীগণ! তোমরা পরস্পর্শে পাপযুক্তা হইয়াছ, অতএব তোমরা ভারতে ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম গ্রহণ কর, আমার কুলজাত ব্রাহ্মণগণ তোমাদিগের পাণিগ্রহণ করিবে। ৮৫। ৮৬॥

মুনিপত্নীগণ এইরূপ অভিশাপ শ্রবণে প্রেম বিহ্বলা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তৎপরে তাহারা কৃতাঞ্জলি পুটে সেই জ্ঞানি প্রবর অঙ্গিরাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মুনিবর! আমরা পতিব্রতা ও দূত পাপা অন্যে আমাদিগকে যে স্পর্শ করিয়াছে তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, অতএব আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। ৮৭।৮৮॥

প্রভো! আমরা আপনাদিগের ভক্তা কিঙ্করী অতএব আমাদিগের দণ্ড করা কি আপনাদিগের উচিত কর্ম্ম! ভগবন্! আবার কত দিনে আমরা আপনাদিগের পাদপদ্ম দর্শন করিব?। ৮৯॥

দারুণঃ কান্ত বিচ্ছেদঃ সাধ্বীনাং দুঃসহঃ সদা। ৯০ ॥
ব্রাহ্মণানাং গুণবতাং পরান্ কান্তান্ মহামুনীন্।
এবং ভূতান্ কথং ত্যক্ত্বা যাস্যামঃ পৃথিবীতলং। ৯১ ॥
যাস্যামোযদি বিপ্রেন্দ্র কদাত্রাগমনং বদ।
অজ্ঞান স্পর্শ দোষাণাং নস্যান্নো বিধি বোধিতঃ। ৯২ ॥
অন্যথা চ পুনঃ প্রাপ্তঃ স্বামীন্দ্রস্য প্রহর্ষণাৎ।
সাসম্ভোগাৎ পুনঃ শুদ্ধাঃ স্পর্শাৎ কিং বর্জ্জিতাবয়ং।৯৩॥
বিচারকর্ত্তুং ধর্ম্মিষ্ঠ ভয় মুক্তাদ্য এবচ।
পুত্রেশিষ্যে কলত্রেচ কোদণ্ডং কর্ত্তু মক্ষমঃ। ৯৪ ॥
দুর্ব্বলঃ সবলোবাপি স্ববস্তুনামপীশ্বরঃ।

সাধ্বী নারীগণের সর্ব্বদা কান্ত বিচ্ছেদ, খড়্গাঘাত বজ্রপাত ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার প্রহার অপেক্ষাও দুঃসহ ও সুদারুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ৯০॥

আমরা সমস্ত গুণবান্ ব্রাহ্মণগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামুনিগণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে পৃথিবী তলে গমন করিব। ৯১ ॥

হে বিপ্রেন্দ্র! যদি অগত্যা আমাদিগকে মর্ত্যলোকে গমন করিতে হয় তাহা হইলে আবার কত দিনে আমরা পুনরাগমন করিব, বিধি বিধান ক্রমে আমাদিগের অজ্ঞান স্পর্শ জন্য অপরাধ হইতে পারে না। ৯২ ॥

ভগবন্! ইহার বিপরীতাচরণ করিয়াও নারী স্বামীর নিকট উপস্থিতা হইলে যদি পতি সানন্দে তাহাকে সম্ভোগ করে তাহা হইলে তাহার পুনঃ শুদ্ধি লাভ হয়, অতএব অজ্ঞান স্পর্শে আমরা কি কারণে বর্জ্জিতা হইলাম। ৯৩ ॥

হে ধর্ম্মিষ্ঠ! আজি আমরা সভয়ে যাহা কহিলাম, তাহা বিচার করা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রভো! পুত্র কলত্র ও শিষ্যকে দণ্ড করিতে কোন্ ব্যক্তি না সক্ষম হইতে পারে? । ৯৪ ॥

স্বদ্রব্যং বিক্রয়ং কর্ত্তুং নচান্যে রক্ষিতুং ক্ষমঃ। ৯৫ ॥
কামিনীনাং বচঃ শ্রুত্বা দয়ালুর্ম্মুনি পুঙ্গবঃ।
প্রেম্না রুরোদ তাসাঞ্চ নিরীক্ষ্য মুখ পঙ্কজং। ৯৬ ॥
বেদ বেদাঙ্গ পারজ্ঞো জ্ঞানিনাং যোগিনাং বরঃ।
পত্নীষু বিষয়ে মূর্চ্ছাং সংপ্রাপয় তথাপি সঃ। ৯৭ ॥
সর্ব্বে বভূবুঃ শোকার্ত্তা বিরহোদ্বিগ্ন মানসাঃ।
নিরীক্ষ্য তাসাং বক্ত্রানি তস্থৌ পুত্তলিকা যথা। ৯৮ ॥
কৃত্বা বিলাপঃ সুচিরং সর্ব্ব বেদ বিদাম্বরঃ।
ভ্রাতৃভিশ্চ সহালোচ্য তা উবাচ সুচান্তরঃ। ৯৯ ॥

অঙ্গিরা উবাচ।

যূযং শৃণুত বক্ষ্যামি বচনং সত্য মেবচ।
স্বকর্ম্ম ভোগিনাং ভোগ মাকর্ম্মাদ্যং শ্রুতৌ শ্রুতং।১০০॥

যে কোন ব্যক্তি সবল হউক বা দুর্ব্বল হউক সে স্বীয় বস্তু সমুদায়ের অধিকারী হয়। যদি কোন ব্যক্তি নিজের বস্তু বিক্রয় করে কাহারও তাহা নিবারণ করিবার অধিকার নাই। ৯৫ ॥

মহর্ষি অঙ্গিরা কামিনীগণের এইরূপ সকরুণ বাক্য শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদিগের মুখ কমল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। ৯৬ ॥

সেই মুনিবর অঙ্গিরা বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী জ্ঞানিপ্রধান ও যোগিগণের অগ্রগণ্য, তথাপি তাঁহাকে পত্নী বিষয়ে মূর্চ্ছিত হইতে হইল।৯৭॥

তখন আর সকল ঋষিগণও শোকার্ত্ত ও ভাবী বিরহে উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া সেই রমণীগণের মুখ মণ্ডল দর্শন করত চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্থির ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯৮ ॥

তৎপরে সর্ব্ববেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য মহর্ষি অঙ্গিরা শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই কামিনীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অবলাগণ! বেদে যে সার বাক্য বর্ণিত আছে তাহা

গতো ভোগশ্চ যুষ্মাক মস্মাভিঃ সহ নিশ্চিতং।
গতে ভোগে পুন র্ভোগো নহি বেদে নিরূপিতঃ। ১০১॥
শুভাশুভঞ্চ যৎ কর্ম্ম ভারতে কৃতিভিঃ কৃতং।
মাভুক্তং ক্ষীয়তে কান্তা জন্ম কোটি শতৈরপি। ১০২॥
পরভুক্তাঞ্চ কান্তাঞ্চ যোভুঙ্‌ক্তে স নরাধমঃ।
সপচ্যতে কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ। ১০৩॥
ন সা দৈবে ন সা পৈত্র্যে পাকার্হা পাপ সংযুতা।
তস্যাশ্চালিঙ্গনে ভর্ত্তা ভ্রষ্ট শ্রীস্তেজসাহতঃ। ১০৪॥
দেবতাঃ পিতর স্তস্য হব্য দানেন তর্পণে।
সুখিনো ন ভবন্ত্যেব মিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ। ১০৫॥
তস্মাৎ প্রযত্নে র্ভার্য্যাঞ্চ রক্ষণং কুরুতে সুধীঃ।

তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। জীব মাত্রেই স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করে, কর্ম্ম পর্য্যন্ত ভোগের সীমা, কর্ম্মক্ষয়ে জীবের কর্ম্মফল ভোগেরও অবসান হইয়া থাকে। ৯৯। ১০০॥

এক্ষণে আমাদিগের সহিত তোমাদিগের ভোগ নিশ্চয়ই গত হইয়াছে। ভোগাবসানে পুনর্ভোগের বিধি বেদে নিরূপিত হয় নাই।১০১॥

ভারতে কৃতিগণ যে শুভাশুভ কর্ম্মের আচরণ করে, তাহারা তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে, ফলভোগ ভিন্ন শত কোটি জন্মেও কৃতকর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। ১০২॥

যে নরাধম পর ভুক্তা কান্তাকে ভোগ করে সে দেহান্তে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকে। ১০৩॥

আর সেই পাপকারিণী পর ভুক্তা নারী দৈব পৈত্র কার্য্যে পাক করণে অযোগ্যা হয়, আর তাহার আলিঙ্গনে তাহার ভর্ত্তাকে ভ্রষ্টশ্রীক ও তেজো হীন হইতে হয়। ১০৪॥

ভগবন্ কমলযোনি কহিয়াছেন দেবগণ তাহার হব্য দানে ও পিতৃগণ তাহার তর্পণে কখনই পরিতৃপ্ত হন না। ১০৫॥

অন্যথা পাপভাগ্‌ভুত্বানিশ্চিতং নরকং ব্রজেৎ। ১০৬ ॥
পদে পদে সাবধানঃ কান্তা রক্ষতি পণ্ডিতঃ।
ন প্রতীত স্বলীর্যেষা দোষাণাঞ্চ করণ্ডিকা। ১০৭ ॥
কলত্রং পাক পাত্রঞ্চ সদা রক্ষিতু মর্হতি।
পরস্পর্শাদশুদ্ধঞ্চ শুদ্ধং স্বস্পর্শনে সদা। ১০৮ ॥
স্বকান্তং বঞ্চনং কৃত্বা পরং গচ্ছতি যাধমা।
কুম্ভীপাকং সাপ্রযাতি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ। ১০৯ ॥
তামেব যম দূতাশ্চ সংস্থাপ্য নরকান্তরে।
উত্তিষ্ঠন্তীং বিক্রবাচ্চেৎ কুর্ব্বন্তি দণ্ড তাড়নং। ১১০ ॥
সর্প প্রমাণাঃ কীটাশ্চ তীক্ষ্ণদন্তাঃ সুদারুণাঃ।
দংশন্তি পুংশ্চলীং তত্র সন্ততাং তাং দিবা নিশং। ১১১॥

এই জন্য সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রযত্ন সহকারে স্বীয় ভার্য্যাকে রক্ষা করিবে, যে ব্যক্তি তাহার অন্যথাচরণ করে নিশ্চয়ই তাহাকে পাপভাগী হইয়া নরকে গমন করিতে হয়। ১০৬ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি সাবধান হইয়া পদে পদে ভার্য্যাকে রক্ষা করিবে, কারণ নারীজাতি অবিশ্বাসিনী ও সর্ব্ব দোষের করণ্ডিকা অর্থাৎ ঝাঁপী বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ১০৭ ॥

কলত্র ও পাক পাত্র সর্ব্বদা রক্ষা করা আবশ্যক, কারণ আত্মস্পর্শে উহা শুদ্ধ থাকে কিন্তু পরস্পর্শে উহা অশুদ্ধ হয়। ১০৮ ॥

যে অধমা নারী স্বীয় পতিকে বঞ্চনা করিয়া অন্য পুরুষে সঙ্গতা হয় দেহান্তে সে যে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করে তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। ১০৯ ॥

যমদূতগণ তাহাকে সেই ঘোর নরক মধ্যে পতিত করিলে যদি সে তথা হইতে উত্থিত হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দণ্ডাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হয়। ১১০ ॥

আর সেই নরক মধ্যে তীক্ষ্ণদংষ্ট্র সর্প প্রমাণ সুদারুণ কীট সমুদায় দিবানিশি সর্ব্বক্ষণ সেই পুংশ্চলীকে দংশন করিতে থাকে। ১১১ ॥

বিকৃতাকার শব্দঞ্চ করোতি শাশ্বতং ভিয়া।
ন মমার প্রহারেণ সূক্ষ্মদেহ বিধারিণী। ১১২॥
মুহূর্ত্তার্দ্ধং সুখং ভুক্ত্বা লোকেষদযশসা হতা।
পতিতা পরলোকেচ গতির্ম্মে তাদৃশীং লভেৎ। ১১৩॥
পরস্পৃষ্টা চ যা নারী যা স্পৃহাং কুরুতে পরাং।
সাপি দুষ্টা পরিত্যজ্যা চেত্যাহ কমলোদ্ভবঃ। ১১৪॥
তস্মান্নারী পরৈর্যত্নাৎ সং দৃষ্টা কৃতিভিঃ কৃতা।
অসূর্য্যং পশ্যা যা দারা শুদ্ধান্তাচ পতিব্রতা। ১১৫॥
স্বচ্ছন্দ গামিনী যাচ স্বতন্ত্রা সুকরী সমা।
অন্তর্দ্দৃষ্টাসদা সেব নিশ্চিতং পর গামিনী। ১১৬॥
স্বামি সাধ্যাচ যা নারী কুল ধর্ম্মভিয়া স্থিতা।
কান্তেন সার্দ্ধং সা কান্তা বৈকুণ্ঠং যাতি নিশ্চিতং। ১১৭॥

তখন সে ভয়ে নিরন্তর বিকৃতাকার শব্দ করিতে আরম্ভ করে যাতনাময় সূক্ষ্মদেহ ধারণ করাতে দারুণ প্রহারেও তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় না। ১১২।

যে নারী মুহূর্ত্তার্দ্ধ সুখভোগ করিয়া ইহলোকে অযশো ভাগিনী ও পরলোকে পতিতা হয়, তাহার ঈদৃশী গতি লাভ হইয়া থাকে। ১১৩॥

কমলযোনি ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে নারী পরস্পৃষ্টা হয় এবং যে নারী পরপুরুষের সঙ্গ ইচ্ছা করে সেই দুষ্টা নারী পরিত্যজ্যা হয়। ১১৪॥

অতএব কৃতী ব্যক্তিগণ যে নারীকে সর্ব্বদা সযত্নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া রাখিতে পারেন সেই নারীর পাতিব্রত্যের হানি হয় না, সুতরাং সে পরিশুদ্ধা থাকে। ১১৫॥

যে নারী স্বতন্ত্রা ও স্বচ্ছন্দ গামিনী হইয়া শূকরীর ন্যায় অসদভিপ্রায় সিদ্ধির বাসনা করে সেই নারী নিশ্চিত পরপুরুষে উপগতা হয়। ১১৬॥

আর যে নারী কুল ধর্ম্মের ভয় করিয়া কেবল পতি সেবায় কাল যাপন করে সেই নারী পরিণামে পতির সহিত বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারে সন্দেহ নাই। ১১৭॥

যাত যূয়ঞ্চ পৃথিবীং মানুষীং যোনি মিপ্সিতাং।
কৃষ্ণ দর্শন মাত্রেণ গোলোকং যাস্যথ ধ্রুবং। ১১৮॥
হরিণা নির্ম্মিতা ছায়া যুস্মাকং যোগমায়য়া।
তা বিপ্র মন্দিরে স্থিত্বা চা গমিষ্যন্তি নো গৃহং। ১১৯॥
পুন রংশেন নঃ পত্ন্যো ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ।
যুস্মাকং সম পুত্রাশ্চ বভূবুশ্চ বরাধিকাঃ। ১২০॥
ইত্যেব মুক্ত্বা স মুনি র্বিররাম শুচান্বিতঃ।
তাং শ্চাগত্য মহীং শাপাদ্বভূবু বিপ্র যোষিতঃ। ১২১॥
দত্বান্নং হরয়ে ভক্ত্যা প্রজগ্মু র্হরিমন্দিরং।
বভূব নিশ্চিতং তাসাং শাপশ্চ সম্পদোঽধিকঃ। ১২২॥
নিন্দনীয়াশ্চ সম্পত্তি র্বিপত্তি র্মহতো বরাঃ।

রমণীগণ! এক্ষণে তোমরা মানুষী যোনিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে গমন কর, পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মাত্র তোমরা শাপমুক্তা হইয়া গোলোকধামে গমন করিবে। ১১৮॥

পরমাত্মা হরি যোগমায়া দ্বারা তোমাদিগের ছায়া নির্ম্মাণ করিবেন, তৎকালে তোমরা বিপ্রমন্দিরে নিজ নিজ ছায়া রক্ষা করিয়া গোলোক-ধামে আগমন করিবে। ১১৯॥

তখন তোমরা অংশক্রমে পুনর্ব্বার আমাদিগের পত্নী হইবে, এবং তোমাদিগের গর্ব্ভে আমাদিগের উৎকৃষ্ট সন্তান সকল জন্ম গ্রহণ করিবে সন্দেহ মাত্র নাই। ১২০॥

মহর্ষি অঙ্গিরা শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করি-লেন, তৎপরে সেই রমণীগণকে অভিশাপ বশতঃ পৃথিবীতে বিপ্রপত্নী রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হইল। ১২১॥

হে নারদ! সেই বিপ্রপত্নীগণ ভক্তিযোগে হরিতে অন্নদান করিয়া হরিমন্দিরে গমন করিলেন। অতএব তাঁহাদিগের শাপ নিশ্চয়ই সম্পা-দের অধিক শুভ ফল প্রসব করিল। ১২২॥

অহো সদ্যঃ সতাং কোপশ্চোপকারায় কল্পতে। ১২৩ ॥
বিনা বিপত্তি র্মহিমা কুতঃ কস্য ভবেদ্ভুবি।
ভূতাঃ কান্ত পরিত্যাগান্ মুক্তা ব্রাহ্মণ যোষিতঃ। ১২৪ ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং হরেশ্চরিত মুত্তমং।
অহো পুণ্যবতীনাঞ্চ মোক্ষাখ্যানং মনোহরং। ১২৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণাখ্যানং বিপ্রেন্দ্র নূতনন্তু পদে পদে।
নহি তৃপ্তিঃ শ্রুতবতাং কেনাশ্রেয়সি তৃপ্যতে। ১২৬ ॥
যাবগম্যং তৎ কথিতং যৎ শ্রুতং গুরু বক্তৃতঃ।
বদমাং বাঞ্ছিতং যত্তে কিংভূয়ঃ শ্রোতু মিচ্ছসি। ১২৭ ॥

নারদ উবাচ।

যদ্ যদ্ শ্রুতং ত্বয়া পূর্ব্বং গুরু বক্ত্রাৎ কৃপানিধে।

নিন্দনীয় মহৎ বিপত্তি হইতেও মহা সম্পত্তির সমুদ্ভব হয়। কারণ সাধুদিগের ক্রোধ সদ্যই উপকার রূপে পরিণত হইয়া থাকে। ১২৩ ॥

এই পৃথিবীতে বিপত্তি ভিন্ন কেহই প্রাধান্যলাভে সক্ষম হয় না। দেখ, পতি বিচ্ছেদ রূপ বিপদে পতিতা হইয়াও বিপ্রপত্নীগণের মুক্তিলাভ হইল। ১২৪ ॥

দেবর্ষে! এই আমি তোমার নিকট পরাৎপর পরমাত্মা হরির অনুত্তম চরিত ও পুণ্যবতী বিপ্রপত্নীগণের মুক্তি লাভ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। ১২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চরিতের এরূপ প্রভাব যে পদে পদে তাহা নূতন জ্ঞান হয়, যাঁহারা কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করেন তাঁহাদিগের তৃপ্তির শেষ হয় না, ঐ মঙ্গলজনক বিষয় যত শ্রুত হইতে থাকে ততই আনন্দের বৃদ্ধি হয়, কেহই তাহাতে সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। ১২৬ ॥

বৎস! তোমার জিজ্ঞাসা বিষয় যাহা আমার বিদিত আছে, আমি গুরু মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমার নিকট তোমার অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ব্যক্ত কর। ১২৭ ॥

মঙ্গলং কৃষ্ণ চরিতং তন্মে ব্রূহি জগদ্গুরো। ১২৮॥

স্মৃত উবাচ।

শ্রুত্বা দেবর্ষি বচন ঋষি র্নারায়ণঃ স্বয়ং।
অপরং কৃষ্ণ মাহাত্ম্যং প্রবক্তু মুপচক্রমে। ১২৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বিপ্রপত্নীনাং মোক্ষণ প্রস্তাবোঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ কহিলেন, দয়াময় জগদ্গুরো! আপনি পূর্ব্বে গুরু মুখে যেরূপ মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ চরিত শ্রবণ করিয়াছেন তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১২৮॥

স্মৃত কহিলেন, হে ঋষিগণ! নারায়ণ ঋষি দেবর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ং অপর কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণ নারদ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বিপ্রপত্নীনাং মোক্ষণ প্রস্তাব অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

—০—

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

একদা বালকৈঃ সার্দ্ধং বলদেবং বিনা হরিঃ।
জগাম যমুনা তীরং যত্র কালীয় মন্দিরং। ১ ॥
পরিপক্কফলং ভুক্ত্বা যমুনা তীরজে বনে।
স্বেচ্ছাময় স্তৃটপরীতশ্চখাদ নির্ম্মলং জলং। ২ ॥
গোকুলং চালয়ামাস শিশুভিঃ সহ কাননে।
বিজহারচ তৈঃ সার্দ্ধং স্থাপয়ামাস গোকুলং। ৩ ॥
ক্রীড়া নিমগ্ন চিত্তোয়ং বালকাশ্চ মুদান্বিতাঃ।
ভুক্ত্বা নব তৃণং গাবো বিষতোয়ং পপুর্ম্মুনে। ৪ ॥
বিষাক্তঞ্চ জলং পীত্বা দারুণান্তক চেষ্টয়া।
জ্বলাভিঃ কালকূটানাং সদ্যঃ প্রাণাংশ্চ তত্যজুঃ। ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! একদা শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ভিন্ন অন্যান্য গোপবালকগণের সহিত যমুনার যে স্থানে দুরাত্মা কালীয় বাস করিত, সেই কালিন্দীর কূলে গমন করিয়াছিলেন। ১ ॥

প্রথমে স্বেচ্ছাময় ভগবান হরি যমুনাতীরজ বনে সুপক্ক তাল ফল ভোজন ও সুশীতল জলপান করিয়া সেই কাননে গোপবালকগণের সহিত গোচারণে প্রবৃত্ত হন। তৎপরে তিনি যথা স্থানে গো সমুদায় রক্ষা করিয়া গোপবালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করেন। ২।৩॥

তৎপরে তিনি ক্রীড়ায় নিমগ্নচিত্ত রহিয়াছেন এবং বালকগণ পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছে এমন সময়ে গো সমুদায় নবতৃণ ভোজন করিয়া যমুনার সেই বিষাক্ত জল পান করিল। ৪ ॥

তখন গো সমুদায় সেই জল পানে বিষ জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া সুদারুণ মর্ম্মপীড়া বশতঃ অঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিল। ৫ ॥

দৃষ্ট্বা মৃতং গোসমূহং গোপাশ্চিন্তাকুলা ভিয়া।
বিষণ্ণ বদনাঃ সর্ব্বে তমূচুর্ম্মধুসূদনং। ৬॥
জ্ঞাত্বা সর্ব্বং জগন্নাথো জীবয়ামাস গোকুলং।
উত্তস্থুস্তৎক্ষণং গাবো দদৃশুঃ শ্রীহরের্ম্মুখং। ৭॥
কৃষ্ণঃ কদম্ব মারুহ্য যমুনা তীর নীরজং।
পপাত সর্প ভবনে নীর মধ্যে নরাকৃতিঃ। ৮॥
শতহস্ত প্রমাণঞ্চ জলোত্থানং বভূবহ।
বালা হর্ষ বিষাদঞ্চ মেনিরে তত্র নারদ। ৯॥
সর্পো নরাকৃতিং দৃষ্ট্বা কালীয়ঃ ক্রোধ বিহ্বলঃ।
জগ্রাস শ্রীহরিং তূর্ণং তপ্তং লৌহং যথা নরঃ। ১০॥
দগ্ধ কণ্ঠোদরো নাগাশ্চোদ্বিগ্নো ব্রহ্মতেজসা।
প্রাণাযান্তীত্যেব মুক্ত্বা চকারোদ্বমনং পুনঃ। ১১॥

অতঃপর গোপবালকগণ সকলে গো সমুদায়কে মৃত দর্শন পূর্ব্বক নিতান্ত বিষণ্ণবদন হইয়া সভয়ে চিন্তাকুলিতচিত্তে সেই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন করতঃ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। ৬॥

জগৎপতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বালকগণ মুখে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সেই গো সমুদায়কে পুনর্জ্জীবিত করিলেন গো সকল তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই শ্রীহরির বদন মণ্ডল দর্শন করিতে লাগিল। ৭॥

তৎপরে সেই মায়া মনুষ্য হরি যমুনা তীর নীরস্থ কদম্বরক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক সেই যমুনা জলস্থ কালীয় ভবনে নাগ মধ্যে পতিত হইলেন। ৮॥

তখন যমুনার জল শত হস্ত প্রমাণ সমুত্থিত হইল, গোপবালকগণ তদ্দর্শনে হর্ষবিষাদে সমাক্রান্ত হইলেন। ৯॥

ঐ সময়ে কালীয় নাগ হরিকে নরাকার দর্শনে ক্রোধ বিহ্বল হইয়া অজ্ঞানান্ধ মানব যেমন তপ্ত লৌহ ধারণ করে তদ্রূপ সত্বর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ১০॥

সেই দুরাত্মা নাগ পরমাত্মা হরিকে আক্রমণ পূর্ব্বক যেমন তাঁহাকে

ভগ্নদন্তোরক্তমুখঃ কৃষ্ণ বজ্রাঙ্গ চর্ব্বণাৎ।
ভগ্নবক্ত্রস্য ভগবান্মুত্তস্থৌ মস্তকোপরি। ১২ ॥
নাগো বিশ্বম্ভর ভয়া স প্রাণাং স্ত্যক্ত্‌ মুদ্যতঃ।
চকারোদ্বমনং রক্তং পপাত মূর্চ্ছিতো মুনে। ১৩ ॥
দৃষ্টা তং মূর্চ্ছিতং নাগারুরুদুঃ প্রেম বিহ্বলাঃ।
কেচিৎ পলায়িতা ভীতাঃ কেচিৎ প্রবিবিশুর্ব্বিলং। ১৪ ॥
মরণাভিমুখং কান্তং দৃষ্টা হিংসুবলা সতী।
নাগিনীভিঃ সহ প্রেম্না রুরোদ পুরতো হরেঃ। ১৫ ॥
পুটাঞ্জলি যুতা তূর্ণং প্রণম্য শ্রীহরিং ভিয়া।
ধৃত্বা পাদার বিন্দঞ্চ তমুবাচ ভয়াকুলা। ১৬ ॥

সুবলোবাচ।

হে জগৎকান্ত কান্তং মে দেহি দানঞ্চ মানদ।
পতিঃ প্রাণাধিকঃ স্ত্রীণাং নাস্তি বন্ধুশ্চ তৎপরঃ। ১৭ ॥

গ্রাস করিল অমনি তাহার কণ্ঠ ও উদর দগ্ধ হইয়া গেল। তখন সে ব্রহ্মতেজে জ্বলিত হইয়া বারংবার প্রাণ যায় প্রাণ যায় এই রূপ চীৎকার পূর্ব্বক বমন করিল। ১১ ॥

তৎকালে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বজ্রতুল্য অঙ্গের ঘর্ষণে তাহার দন্ত সকল ভগ্ন হইল এবং মুখ হইতে রুধির নির্গত হইতে লাগিল। তখন ভগবান্ হরি সেই বক্র বদন বিষধরের মস্তকোপরি আরোহণ করিলেন। ১২ ॥

তখন কালীয় সেই বিশ্বম্ভর রূপী হরির ভরে মূর্চ্ছিত ও প্রাণত্যাগে সমুদ্যত হইয়া রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল। ১৩ ॥

নাগগণ বিষধর কালীয়কে মূর্চ্ছিত দেখিয়া প্রেম বিহ্বল চিত্তে রোদন করিতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ে পলায়ন ও কেহ কেহ বা বিল মধ্যে প্রবেশ করিল। ১৪ ॥

ঐ সময়ে কালীয় পত্নী সতী সুবলা, নাগিনীগণের সহিত প্রেম বিহ্বল চিত্তে সভয়ে পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে উপনীতা হইয়া সত্বর

অয়ি সুরবরনাথ প্রাণনাথং মদীয়ং
ন কুরুবধ মনন্ত প্রেমসিন্ধো সুবন্ধো।
অখিল ভুবন বন্ধো রাধিকা প্রেম সিন্ধো
পতি মিহ কুরু দানং মে বিধাতুর্ব্বিধাতঃ। ১৮॥
ত্রিনয়ন বিধি শেষাঃ ষন্মুখশ্চাস্য সংঘৈঃ
স্তবন বিষয় জাড্যাঃ স্তোতুমীশান বাণী।
নখলুনিখিল বেদাঃ স্তোতুমীশাঃ কি মন্যে-
স্তবন বিষয় শক্তাঃ সন্তি সন্ত স্তবৈব। ১৯॥
কুমতি বিষয় বিজ্ঞা যোষিতো জ্ঞান হীনা
ত্রিভুবন গতিরীশ শ্চক্ষুষো গোচরো মে।
বিধি হরি হর শেষৈঃ স্তূয়মানশ্চ য স্তং
মনু মনুজ মুনীশৈ স্তোতুমিচ্ছামি তং ত্বাং। ২০॥

তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে রোদন করিতে লাগিল, পরে সে তাঁহার চরণ কমল ধারণ করিয়া ভয়াকুলিত চিত্তে এইরূপ স্তব করিতে লাগিল, হে জগৎকান্ত! হে ভক্ত বৎসল হরে! নারী জাতির পতির পর প্রাণাধিক প্রিয় ও বন্ধু কেহ নাই, অতএব তুমি কৃপা করিয়া আমার পতির প্রাণ ভিক্ষা প্রদান কর। ১৫। ১৬। ১৭॥

হে ভুবননাথ! তুমি অনন্ত প্রেম সিন্ধু ও সুজনগণের বন্ধু, অতএব তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রাণনাথের প্রাণবধে বিরত হও, হে রাধিকা প্রেমসিন্ধো! তুমি অখিল ভুবনের বন্ধু এবং আমার বিধাতারও বিধাতা। অতএব তুমি আমার পতিকে প্রদান কর। ১৮॥

হে ব্রহ্মাণ্ডনাথ! দেবাদিদেব মহাদেব ব্রহ্মা অনন্ত ও কার্ত্তিকেয় ইহাঁরা যখন সমস্ত মুখে তোমার স্তুতিবাদ করিতে পারেন না, সরস্বতী দেবী ও নিখিল বেদও যখন তোমার স্তুতিবাদে অসমর্থ, তখন কোন্ সাধুগণ তোমার স্তব করিতে সক্ষম হইবেন?। ১৯॥

হে প্রভো! আমি কুমতি সম্পান্না ও নারীগণের অধমা, তোমার

স্তবন বিষয় ভীতা পার্ব্বতী যস্য পদ্মা
শ্রুতিগণ জনয়িত্রী স্তোতুমীশান যং ত্বাং।
কলি কলুষ নিমগ্না বেদ বেদাঙ্গশাস্ত্র
শ্রবণ বিষয় মূঢ়া স্তোতুমিচ্ছামি নাথ। ২১॥
শয়ানো রত্নপর্য্যঙ্কে রত্নভূষণ ভূষিতঃ।
রত্নভূষণ ভূষাঙ্গী রাধা বক্ষঃস্থলস্থিতঃ। ২২॥
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গঃ স্মেরানন সরোরুহঃ।
প্রোদ্যৎ প্রেমরসাম্ভোধৌ নিমগ্নঃ সন্ততং সুখাৎ। ২৩॥
মল্লিকা মালতীমালা জালৈঃ শোভিত শেখরঃ।
পারিজাত প্রসূনানাং গন্ধামোদিত মানসঃ। ২৪॥

প্রভাব আমি কি রূপে পরিজ্ঞাত হইব? তুমি ত্রিভুবনের গতি স্বরূপ ও সর্ব্ব প্রভু হইয়া যে আমার দৃষ্টি গোচর হইয়াছ ইহা আমার সামান্য ভাগ্যের বিষয় নহে। ব্রহ্মা শঙ্কর অনন্ত কার্ত্তিকেয় মনু মনুজ ও মুনীন্দ্রগণ তোমার স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন আমি সামান্যা নারী হইয়া মায়া মনুষ্যরূপী যে তুমি তোমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ২০॥

হে নাথ! হর প্রিয়া পার্ব্বতী বিষ্ণু প্রিয়া লক্ষ্মী এবং নিখিল বেদ জননী বাগ্দেবীও যখন নিত্যস্বরূপ তোমার স্তুতিবাদে সমর্থা নহেন তখন আমি কলি কলুষ নিমগ্না এবং বেদ বেদাঙ্গ শাস্ত্র শ্রবণ বিষয়ে বিমূঢ়া হইয়া কি বলিয়া তোমার স্তুতিবাদের বাসনা করিতেছি। ২১।

হে বিভো! তুমি রত্ন ভুষণে বিভুষিত হইয়া রত্ন পর্য্যঙ্কে শয়ন পূর্ব্বক রত্ন ভুষণে ভুষিতা রাধিকার বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠিত হইয়া থাক। ২২॥

তোমার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনোক্ষিত, তোমার মুখ মণ্ডলে মধুর হাস্য বিকাশিত হইতেছে আর তুমি নিরন্তর পরম সুখে প্রেমরস সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছ। ২৩॥

মল্লিকা ও মালতী মালা সকল তোমার চূড়ায় শোভমান হইতেছে, আর তুমি পারিজাত কুসুমের সৌরভে সতত সানন্দচিত্ত রহিয়াছ। ২৪॥

পুংস্কোকিল কলধ্বানৈ ভ্রমরধ্বনি সংযুতৈঃ।
কুসুমেষু বিকারেণ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহঃ। ২৫ ॥
প্রিয়া প্রদত্ত তাম্বূলং ভুক্তবান্ যঃ সদা মুনে।
বন্দেহং তৎপদাম্ভোজং ব্রহ্মেশ শেষ বন্দিতং। ২৬ ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা জাহ্নবী পুষ্টি মাতৃভিঃ।
সেবিতং সিদ্ধ সংঘৈশ্চ মুণীন্দ্রৈর্ম্মুনিভিঃ সদা। ২৭ ॥
বেদা ন শক্তা যং স্তোতুং জড়ীভূতা বিচক্ষণাঃ।
তমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ কিং স্তৌমি নাগ বল্লভা। ২৮ ॥
নিষ্কারণায়াখিল কারণায় সর্ব্বেশ্বরায়াপি পরাৎপরায়।
স্বয়ং প্রকাশায় পরা বরায়পরাবরাণামধিপায়তে নমঃ। ২৯ ॥
হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ সুরাসুরেশ ব্রহ্মেশ শেষেশ প্রজাপতীশ।
মুনীশ মন্নীশ চরাচরেশ সিদ্ধীশ সিদ্ধেশ গুণেশ পাহি।৩০॥

পুংস্কোকিলগণের কলধ্বনি ও কুসুমদামে মধুকরগণের গুণ গুণ স্বরে মানসিক বিকার উপস্থিত হওয়াতে তুমি পুলকাঞ্চিত কলেবর হইয়া সর্ব্বদা প্রিয়ার প্রদত্ত তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া থাক। হে প্রভো! ব্রহ্মা মহেশ্বর ও অনন্ত দেব,লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, জাহ্নবী, পুষ্টি প্রভৃতি মাতৃগণ এবং সিদ্ধ মুনি ও মুনীন্দ্রগণ সর্ব্বদা তোমার যে চরণ কমল সেবা করেন আমি সেই পাদপদ্ম বন্দন করি। ২৫। ২৬। ২৭॥

নাথ! তুমি বচনাতীত, বেদ সমুদায় যখন তোমার স্তুতিবাদে অশক্ত এবং বিচক্ষণগণ যখন তোমার স্তুতিবাদে জড়ীভুত হইয়াছেন তখন আমি নাগপত্নী হইয়া কি রূপে তোমার স্তব করিব। ২৮॥

বিভো! তুমি নিষ্কারণ অথচ অখিল কারণ, সর্ব্বেশ্বর পরাৎপর স্বয়ং প্রকাশমান পরাবর ও পরাবর সমুদায়ের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছ। আমি তোমাকে নমস্কার করি। ২৯॥

হে কৃষ্ণ! তুমি পাপ কর্ষক, সুরাসুরের প্রভু, ব্রহ্মা মহেশ্বর ও অনন্তের ঈশ্বর, প্রজাপতির পতি,মনুগণের স্রষ্টা চরাচরের কর্ত্তা, সিদ্ধির ঈশ্বর

ধর্ম্মেশ ধর্ম্মাংশ শুভাশুভেশ বেদেশ বেদেষ্বনিরূপিতশ্চ।
সর্ব্বেশ সর্ব্বাত্মক সর্ব্ববন্ধো জীবীশ জীবেশ্বর পাহিমৎপ্রভুং।৩১।

ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরা।
বিধৃত্য চরণাম্ভোজং তস্থৌ নাগেশ্বরী ভিয়া। ৩২ ॥
নাগপত্নী কৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
সর্ব্ব পাপাৎ প্রমুক্তশ্চ জায়তে শ্রীহরেঃ পদং। ৩৩ ॥
ইহলোকে হরৌ ভক্তিমন্তে দাস্যং লভেৎধ্রুবং।
লভতে পার্ষদো ভূত্বা সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং। ৩৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নাগপত্নীকৃত শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রং সমাপ্তং।

নারদ উবাচ।

নাগপত্নী বচঃ শ্রুত্বা কিমুবাচহরিঃ স্বয়ং।
কথয়স্ব মহাভাগ রহস্যং পরমাদ্ভুতং। ৩৫ ॥

সিদ্ধেশ এবং গুণেশ বলিয়া কথিত হও, তোমার ঈশ্বর কেহই নাই। ৩০ ॥

হে নাথ! তুমি ধর্ম্মের ঈশ্বর ধর্ম্মাবলম্বির ঈশ্বর, শুভাশুভ ও বেদের কর্ত্তা, বেদে অনিরূপিত, সর্ব্বেশ, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্ববন্ধু, জীব ও জীবিগণের প্রভু বলিয়া অভিহিত হও, আর তুমি আমারও প্রভু রূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ। অতএব তুমি আমার পতিকে রক্ষা কর। ৩১ ॥

নাগপত্নী সুবলা ভক্তি বিনম্র কন্ধরে হরির এই রূপ স্তব করিয়া শঙ্কিতচিত্তে তাঁহার চরণ কমল ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতা হইলেন। ৩২ ॥

যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা নাগপত্নীর কৃত এই স্তোত্র পাঠ করেন তিনি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া হরির পরমপদ লাভ করিতে পারেন।৩৩॥

আর ইহলোকে তাঁহার হরিভক্তি ও অন্তে হরির দাস্য লাভ হয় এবং তিনি হরির পার্ষদ হইয়া সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় লাভ করিতে সমর্থ হন। ৩৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নাগপত্নী কৃত স্তোত্র সম্পূর্ণ।

সূত উবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ ধর্ম্মনন্দনঃ।
উবাচ পরমাখ্যানং মধুরঞ্চ পদে পদে। ৩৬॥

নারয়ণ উবাচ।

নাগপত্নী স্তবং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণ স্তামুবাচহ।
পুটাঞ্জলি যুতাং পাদে পতিতাং ভয় বিহ্বলাং। ৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ নাগেশি বরং বৃণু ভয়ং ত্যজ।
গৃহাণ কান্তং হে মাতর্ম্মদ্বরাদজরামরং। ৩৮॥
কালিন্দী হ্রদমুৎসৃজ্য স্বকীয় ভবনং ব্রজ।
ভর্ত্রা স গোষ্ঠ্যা সার্দ্ধঞ্চ গচ্ছ বৎসে ত্বমীপ্সিতং। ৩৯॥
অদ্য প্রভৃতি নাগেশি ভূতা কন্যাচ ত্বং মম।
ত্বৎ প্রাণাধিক এবায়ং জামাতা চ নসংশয়ঃ। ৪০॥

নারদ কহিলেন, মহাভাগ! ভগবান্ হরি স্বয়ং নাগপত্নীগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন, আপনি সেই পরমাদ্ভুত রহস্য বিষয় আমার নিকট বর্ণন করুন। ৩৫॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! ধর্ম্ম নন্দন নারায়ণ ঋষি দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পদে পদে মধুর যে পরমাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিতেছি। ৩৬॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নাগপত্নীর সেই স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাগবনিতে! তোমার ভয় নাই, এক্ষণে তুমি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। সুবলে! এই তুমি তোমার পতিকে গ্রহণ কর, আমার বরে তোমার পতি অজর ও অমর হইবে। বৎসে! এক্ষণে তুমি কালিন্দী পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় গোষ্ঠীবর্গ ও ভর্ত্তার সহিত নিজ অভীষ্ট ভবনে গমন কর। ৩৭। ৩৮। ৩৯॥

মৎপাদপদ্ম চিহ্নেন গরুড় স্তৃৎ পতিং শুভে।
কৃত্বা চ স্তবনং ভক্ত্যা প্রণমিষ্যতি মৎপদং। ৪১ ॥
ত্যজ ত্বং গরুড়াদ্ভীতিং শীঘ্রং রমণকং ব্রজ।
উদ্দানি গচ্ছ হে ভদ্রে বরং বৃণু যথেপ্সিতং। ৪২ ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রসন্ন বদনে ক্ষণা।
উবাচ সাশ্রুনেত্রা সা ভক্তি নম্রাত্ম কন্ধরা। ৪৩ ॥

স্নুবলোবাচ।

বরং দাস্যসি চেন্মহ্যং বরদেশ্বর হে পিতঃ।
ত্বৎপাদাব্জে দৃঢ়াং ভক্তিং নিশ্চলাং দাতু মর্হসি। ৪৪ ॥
মন্মন স্তৃৎ পদাম্ভোজে ভ্রমতু ভ্রমরো যথা।
তব স্মৃতি র্বিস্মৃতির্মে কদাপি ন ভবিষ্যতি। ৪৫ ॥

নাগেশি! অদ্য প্রভৃতি তুমি আমার কন্যা হইলে এবং এই কালীয় আমার প্রাণাধিক জামাতা হইল সন্দেহ নাই। ৪০ ॥

শোভনে! গরুড়, তোমার পতির মস্তকে আমার পাদপদ্ম চিহ্ন দর্শন করিয়া ভক্তিযোগে স্তব পূর্ব্বক মদীয় চরণ চিহ্নে প্রণত হইবে। ৪১ ॥

ভদ্রে! গরুড় হইতে তোমাদিগের ভয়ের সম্ভাবনা নাই, অতএব শীঘ্র তুমি এই হ্রদ হইতে বিনির্গত হইয়া রমণক দ্বীপে গমন কর, আর এক্ষণে আমি তোমাকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, অতএব তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর গ্রহণ কর। ৪২ ॥

পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নাগপত্নীর মুখমণ্ডল প্রসন্ন ও নয়ন যুগল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন তিনি ভক্তি বিনম্র কন্ধরে সজল নয়নে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পিতঃ! হে বরদেশ্বর! যদি আপনি আমাকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যাহাতে আপনার চরণ কমলে আমার দৃঢ়া ভক্তি সমুৎপন্না হয় সেই বর প্রদান করুন। ৪৩। ৪৪ ॥

হে পিতঃ! আমার মন মধুকরের ন্যায় যেন নিরন্তর আপনার পাদপদ্মে বিচরণ করে, কখন যেন আমি আপনাকে বিস্মৃতা না হই

স্বকান্তে মম সৌভাগ্যং কান্তোয়ং জ্ঞানিনাং বরঃ।
ইত্যেবং প্রার্থনীয়ঞ্চ পরিপূর্ণং কুরু প্রভো। ৪৬॥
ইত্যেব মুক্ত্বা সর্পস্ত্রী প্রতস্থৌ পুরতো হরেঃ।
শরৎ পার্ব্বণ চন্দ্রাস্যং দদর্শ শ্রীহরের্ম্মুখং। ৪৭॥
লোচনাভ্যাং পপৌ বক্ত্রং নিমেষ রহিতা সতী।
সর্ব্বাঙ্গ পুলকোদ্ভিন্না সানন্দাশ্রু পরিপ্লুতা। ৪৮॥
সুন্দরং বালকং দৃষ্ট্বা পরং স্নেহং প্রকুর্ব্বতী।
উবাচ পুনরেবন্তং ভক্ত্যুদ্রিক্ত পরিপ্লুতা। ৪৯॥
ন যাস্যামি রমণকং তত্র নাস্তি প্রয়োজনং।
সর্পঃ করোতু সংসারং কুরু মাং নিজ কিঙ্করীং। ৫০॥
ন বাঞ্ছা মম হে কৃষ্ণ সালোক্যাদি চতুষ্টয়ে।
ত্বৎ পদাম্বুজ সেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। ৫১॥

এবং আমার এই পতি জ্ঞানি প্রবর হন আর স্বকান্তে আমার সৌভাগ্য সঞ্চারিত হয় ইহাই একমাত্র প্রার্থনীয়। প্রভো! আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ৪৫। ৪৬॥

নাগপত্নী সুবলা এই বলিয়া হরির পুরোভাগে দণ্ডায়মানা হইলেন। তৎকালে সেই শ্রীহরির শারদীয় পর্ব্ব কালীন চন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল তাঁহার নয়ন গোচর হইল। ৪৭॥

তখন সেই সতী সুবলা নিমেষশূন্যা হইয়া পুলকাঞ্চিত কলেবরে সজল নয়নে তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৪৮॥

অতঃপর সুবলা হরিকে সুন্দর বালকরূপী দেখিয়া পরম ভক্তি যোগে পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন প্রভো! আমি রমণক দ্বীপে গমন করিব না, তথায় আমার অবস্থিতির প্রয়োজন নাই। হে দয়াময় কৃষ্ণ। আমার পতি কালীয় সংসারে লিপ্ত থাকুন, তদ্বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু আপনি আমাকে নিজ কিঙ্করী করিয়া রাখুন, আমি আপনার নিকট সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয়ও

বিনা ত্বৎ পাদ সেবাঞ্চ যো বাঞ্ছতি বরান্তরং।
ভারতে দুর্ল্লভং জন্ম লব্ধাসৌ বঞ্চিতঃ স্বয়ং। ৫২ ॥
নাগপত্নী বচঃ শ্রুত্বা স্মেরানন সরোরুহঃ।
প্রসন্ন বদনঃ শ্রীমানোমিত্যেব মুবাচহ। ৫৩ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দিব্য সদ্রত্ন সার নির্ম্মিতং।
আজগাম রথং তূর্ণং প্রদীপ্তং তেজসা মুনে। ৫৪ ॥
পার্ষদ প্রবরৈর্যুক্তং বস্ত্রমালা পরিচ্ছদং।
শত চক্রং বায়ুবেগং মনোযায়ি মনোহরং। ৫৫ ॥
অবরুহ্য রথাত্তূর্ণং শ্যামলাঃ শ্যাম কিঙ্করাঃ।
প্রণম্য কৃষ্ণং নীত্বা তাং জগ্মু র্গোলোক মুত্তমং। ৫৬ ॥
হরিচ্ছায়াং বিনির্ম্মায় দদৌ সর্পায় মায়য়া।
সচ কিঞ্চিন্নবুবুধে মোহিতো বিষ্ণু মায়য়া। ৫৭ ॥

কামনা করি না। কারণ ঐ মুক্তি চতুষ্টয় আপনার চরণ সেবার ষোড়শাংশের একাংশ তুল্যও নহে। ৪৯। ৫০। ৫১ ॥

যে ব্যক্তি আপনার চরণ সেবা ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করে, সে দুর্ল্লভ ভারত জন্ম লাভ করিয়া নিজের প্রার্থনায় নিজে বঞ্চিত হয়। ৫২॥

শ্রীমান্ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নাগপত্নীর এই প্রার্থনা শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া সহাস্য মুখ কমলে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। ৫৩ ॥

ঐ সময়ে তৎক্ষণাৎ তথায় উৎকৃষ্ট রত্নসার বিনির্ম্মিত বিচিত্র বস্ত্র মালা সমাচ্ছাদিত শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণাধিষ্ঠিত মনোযায়ী মনোহর শত চক্র রথ পবন বেগে উপস্থিত হইল। ৫৪। ৫৫ ॥

তৎপরে শ্যাম কলেবর শ্যাম কিঙ্করগণ সেই রথ হইতে সত্বর অবরূঢ় হইয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক সুবলাকে রথারোহণ করাইয়া অনুত্তম গোলোক ধামে গমন করিলেন। ৫৬ ॥

তখন হরি স্বীয় মায়া প্রভাবে ছায়া সুবলা নির্ম্মাণ করিয়া কালীয়কে প্রদান করিলেন। কালীয় সেই ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়া তাহা অব-

অবরুহ্য সর্প মূর্দ্ধঃ শ্রীকৃষ্ণঃ করুণা নিধিঃ।
দদৌ হস্তঞ্চ কৃপয়া শীঘ্রং কালীয় মস্তকে। ৫৮॥
সংপ্রাপ্য চেতনাং সদ্যো দদর্শ পুরতো হরিং।
পুটাঞ্জলি যুতাং সাশ্রু পূর্ণাঞ্চ সুবলাং সতীং। ৫৯॥
প্রণনাম হরিং সদ্যো রুরোদ প্রেম বিহ্বলঃ।
ভক্ত্যুদ্রিক্তাৎ সাশ্রুনেত্রঃ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহঃ। ৬০॥
তূষ্ণীভূতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা তমুবাচ কৃপানিধিঃ।
মদীশ্বরস্য সততং যোগ্যা যোগ্যে সমাকৃপা। ৬১॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

বরং বৃণু ত্বং কালীয় যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং।
ত্বং মে প্রাণাধিকো বৎস সুখং তিষ্ঠ ভয়ং ত্যজ। ৬২॥
তস্যাহ মনুগৃহ্ণামি যোতি ভক্তো মমাংশজঃ।

ধারণ মনো মধ্যে কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিল না। ৫৭॥

তৎপরে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ কালীয়ের মস্তক হইতে অবরূঢ় হইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। ৫৮॥

তৎকালে সেই কালীয় সচেতন হইয়া দেখিল, পুরোভাগে পরমাত্মা হরি অবস্থিত রহিয়াছেন, আর তাঁহার সমীপে সতী সুবলা সাশ্রুনয়নে অবস্থান করিতেছে। এই ব্যাপার দর্শন মাত্র সে প্রেমবিহ্বল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে হরিকে প্রণাম পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। কালীয় এই রূপ প্রগাঢ় ভক্তি নিবন্ধন পুলকাঞ্চিত কলেবর হইয়া সজল নয়নে মৌনভাবে তাঁহার নিকট অবস্থিত হইলে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন, কারণ যোগ্য অযোগ্য সকলের প্রতি তাঁহার সমান করুণা বিদ্যমান আছে, তখন করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কালীয়! তুমি আমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, বৎস! তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২॥

কিঞ্চিত্ত্বদ্দমনং কৃত্বা প্রসাদংহি করোম্যহং। ৬৩ ॥
ত্বদ্বংশজান্ সর্পাংশ্চ হন্তি যো মানবাধমঃ।
ব্রহ্মহত্যা সমং পাপং ভবিতা তস্য নিশ্চিতং। ৬৪ ॥
ধ্রুবং বর্ষশতং কালসূত্রে যাস্যতি দারুণে।
ত্বৎ প্রমাণাঃ কীট সংঘা দংশিষ্যন্তিচ সন্ততং। ৬৫ ॥
ভোগান্তে জন্ম লব্ধাচ তন্মৃত্যুস্তস্য দংশনাৎ।
তস্য বংশোদ্ভবানাঞ্চ ত্বদ্বংশাদ্ভবিতাভয়ং। ৬৬ ॥
যেচ ত্বদ্বংশজং দৃষ্ট্বা তৎপদাঙ্কং মদীয়কং।
প্রণমিষ্যন্তি ভক্ত্যা তে মুচ্যন্তে সর্ব্ব পাতকাৎ। ৬৭ ॥
গচ্ছ শীঘ্রং রমণকং ত্যজ ভীতিং খগাধিপাৎ।
মৎপদাঙ্কং মূর্দ্ধ্নি দৃষ্ট্বা ভক্ত্যাচ প্রণমিষ্যতি। ৬৮ ॥

হে কালীয়! আমার অংশজাত ভক্তের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়া থাকি, এক্ষণে তোমার কিঞ্চিৎ দমন করিয়া তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম। ৬৩ ॥

যে নরাধম তোমার বংশজাত সর্পগণকে বিনাশ করিবে, সে নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপে লিপ্ত হইবে। ৬৪ ॥

আর সেই ব্যক্তি দেহান্তে শত বর্ষ সুদারুণ কালসূত্র নামক নরকে বাস করিবে, তথায় তোমার ন্যায় আকার সম্পন্ন কীট সকল তাহাকে দংশন করিবে। ৬৫ ॥

সেই নরক ভোগাবসানে জন্ম গ্রহণের পর তৎ কর্ত্তৃক জন্মান্তর বিনষ্ট সর্পের দংশনে তাহার মৃত্যু হইবে আর তাহারই বংশীয়গণ হইতে তদ্বংশজাতদিগের ভয় উৎপন্ন হইবে। ৬৬ ॥

যাহারা তোমার বংশীয় ভুজঙ্গমের মস্তকে পদচিহ্ন দর্শন করিয়া ভক্তিযোগে প্রণাম করিবে, তাহারা সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ৬৭ ॥

বৎস! এক্ষণে তুমি শীঘ্র রমণক দ্বীপে গমন কর, খগপতি গরুড়

তব ত্বদ্বংশ জাতানাং গরুড়ান্নভয়ং ধ্রুবং।
সর্ব্বেষাং জ্ঞাতিবর্গাণাং বরোঽস্তু তব মদ্বরাৎ। ৬৯॥
বরং কি মপরং বৎসা বাঞ্ছিতং বরয়াধুনা।
ভয়ং ত্যক্ত্বা কথয় মাং ত্বদীয় ভয় ভঞ্জনং। ৭০॥
শ্রীকৃষ্ণ বচনং শ্রুত্বা কালীয়ঃ কম্পিতো ভিয়া।
পুটাঞ্জলি যুতো ভূত্বা তমুবাচ ভুজঙ্গমঃ। ৭১॥

কালীয় উবাচ।

বরেঽন্যস্মিন্মমবিভো বাঞ্ছা নাস্তি বরপ্রদ।
ভক্তিং স্মৃতিং ত্বৎপদাব্জে দেহি জন্মনি জন্মনি। ৭২॥
জন্ম ব্রহ্মকুলে বাপি তির্য্যগ্‌যোনিষু বাসসং।
তদ্ভবেৎ সফলং তচ্চেৎ স্মৃতি স্তুচ্চরণাম্বুজে। ৭৩॥

হইতে তোমার ভয় নাই। গরুড় তোমার মস্তকে আমার পদ চিহ্ন দর্শন- করিয়া ভক্তিযোগে প্রণাম করিবে। তোমার বংশজাত নাগগণের গরুড় হইতে নিশ্চয় ভয় উপস্থিত হইবে না। তোমার প্রতি বরদানে তোমার জ্ঞাতিবর্গের প্রতিও আমার এই বর প্রদত্ত হইল। ৬৮। ৬৯॥

বৎস! এক্ষণে আমার নিকট তোমার অন্য যে ভয় ভঞ্জন বর ...য বাসনা থাকে, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সন্তোষ পূর্ব্বক সেই বাঞ্ছিত ...না কর। ৭০॥

...ভুজঙ্গম কালীয় শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতা- ...সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে বিভো! হে বর প্রদ! ... লাভের বাসনা নাই, জন্মে জন্মে তোমার চরণ ...ও ...তি বিদ্যমান থাকে এই বরই আমার একমাত্র ...১। ৭২॥

ব্রহ্ম কুলে আমার জন্ম হউক অথবা তির্য্যগ্‌যোনিতেই আমি জন্ম গ্রহণ করি, তোমার চরণ কমল যেন বিস্মৃত না হই, তাহা হইলেই আমার সেই জন্ম সফল হইবে। ৭৩॥

ত্বন্নিষ্ফলঃ স্বর্গবাসো নাস্তি যস্য স্মৃতি স্তব।
তৎপদ ধ্যান যুক্তস্য যত্তৎ স্থানঞ্চ তৎপরং। ৭৪ ॥
ক্ষণং বা কোটিকল্পং বা পুরুষায়ুশ্চ যস্তথা।
যদি ত্বৎ সেবয়া যাতি সফলো নিষ্ফলোঽন্যথা। ৭৫ ॥
তেষাঞ্চায়ুঃ ক্ষয়োনাস্তি যে ত্বৎপাদাব্জ সেবকাঃ।
ন সন্তি জন্ম মরণং রোগ শোকার্ত্ত ভীতয়ঃ। ৭৬ ॥
ইন্দ্রত্বে চামরত্বে বা ব্রহ্মত্বে চাতি দুর্ল্লভে।
বাঞ্ছা নাস্ত্যেব ভক্তানাং ত্বৎপাদ সেবনং বিনা। ৭৭ ॥
সংজীর্ণ বার্দ্ধকগুস্য সত্যং তন্মূলমেব বা।
পশ্যন্তি ভক্তাঃ কিঞ্চান্যং সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং। ৭৮ ॥
সংপ্রাপ্ত স্তুশ্মনু ব্রহ্ম অনন্তাদ্যাবদেবহি।
তাবত্ত্বদ্ভাবনে নৈব তদ্বর্ণোঽহমনুগ্রহাৎ। ৭৯ ॥

তোমার পাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া জীবের স্বর্গবাসও নিষ্ফল কিন্তু তোমার ধ্যানাবলম্বী জীব যে কোন স্থানে বাস করে সেই স্থান স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়। ৭৪ ॥

ক্ষণমাত্র হউক, কোটিকল্প হউক বা নিয়মিত আয়ুষ্কাল হউক যৎ-পরিমিত কাল জীব তোমার সেবায় যাপন করে তাহাই সফল রূপে গণ্য অন্যথা নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৭৫ ॥

বিভো! যাহারা তোমার পাদপদ্মের
ক্ষয় হয় না। তাহাদিগের রোগ শোক ও
জন্ম মরণ জন্য ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করে

তোমার ভক্তগণ ইন্দ্রত্ব অমরত্ব বা দুর্ল্লভ
না, তোমার সেবাই তাহাদিগের একমাত্র বাঞ্ছ

তোমার ভক্তবৃন্দ সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয়ের পরিণাম বা তাহার সত্য স্বরূপ মূল পর্য্যন্ত দর্শন করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহারা কি জন্য ঐ মুক্তি চতুষ্টয় লাভের বাসনা করিবেন? । ৭৮ ॥

মাঞ্চ ভক্ত মপক্কং বা বিজ্ঞায় গরুড়ঃ স্বয়ং।
দেশাদ্দূরঞ্চ ন্যকারং চকার দৃঢ় ভক্তিমান্। ৮০ ॥
ভবতাচ দৃঢ়া ভক্তির্দ্দত্তা মে বরদেশ্বর।
সচ ভক্তশ্চ ভক্তোহহং ন মাং ভোক্তুং ক্ষমোহধুনা।৮১ ॥
ত্বৎ পাদপদ্ম চিহ্নাক্তং দৃষ্টা শ্রীমস্তকং মম।
সদোষং গুণ যুক্তং মাং সোধুনাত্যক্তু মর্হতি। ৮২ ॥
মমারাধ্যাশ্চ নাগেন্দ্রা ন তদ্বধ্যোহমীশ্বর।
ভয়ং নকেভ্যঃ সর্ব্বত্র তমনন্তং গুরুং বিনা। ৮৩ ॥
যং দেবেন্দ্রাশ্চ দেবাশ্চ মুনয়ো মানবো নরাঃ।
স্বপ্নে ধ্যানেন পশ্যন্তি চক্ষুষো র্গোচরঃ সমে। ৮৪ ॥

প্রভো! তুমি অনন্ত পরব্রহ্ম, তুমি আমাকে যে রূপ মন্ত্র শক্তি প্রদান করিয়াছ, আমি তোমাকে সেই রূপে ধ্যান করিয়া তোমার অনুগ্রহে তজ্জাতি প্রাপ্ত হইয়াছি। ৭৯ ॥

দৃঢ় ভক্তিমান্ খগপতি গরুড় আমাকে অসিদ্ধ ভক্ত পরিজ্ঞাত হইয়া স্বয়ং তিরস্কার পূর্ব্বক আমাকে দেশ হইতে দূরীকৃত করিয়াছেন। ৮০ ॥

হে বরদেশ্বর! তোমার প্রসাদে আমি ভক্তিলাভ করিয়াছি অতএব ... রুড ভক্ত আমিও ভক্ত, সুতরাং এক্ষণে তিনি আমাকে

... হই, এক্ষণে গরুড় আমার মস্তকে ... দেখিলে নিশ্চয় আমাকে পরিত্যাগ

... আমার নাগেন্দ্রগণকে বধ না করিয়া অভয় প্রদান করি... শক্তিমান্ গুরুরূপী তুমি ভিন্ন কোন স্থানে কাহারও হইতে আমা... ভয় নাই। ৮৩ ॥

অহো! দেবেন্দ্র দেবগণ মুনি মনু ও মানবগণ স্বপ্নে ধ্যানে যাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না, সেই পরব্রহ্ম রূপী তুমি আমার দৃষ্টি গোচর হইলে ইহা সামন্য ভাগ্যের বিষয় নহে। ৮৪ ॥

ভক্তানুরোধাৎ সাকারঃ কৃতস্তে বিগ্রহো বিভো।
সগুণ স্ত্বঞ্চ সাকারো নিরাকারশ্চ নির্গুণঃ। ৮৫ ॥
স্বেচ্ছাময়ঃ সর্ব্বধাম সর্ব্ববীজঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বেষা মীশ্বরঃ সাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্ব রূপধৃক্। ৮৬ ॥
ব্রহ্মেশ শেষ ধর্ম্মেন্দ্রা বেদ বেদাঙ্গ পারগাঃ।
স্তোতুং য মীশং তে জাড্যাঃ সর্পস্তোষ্যতি তং বিভুং।৮৭॥
হে নাথ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো ক্ষমাধমং।
খল স্বভাবাদজ্ঞানাৎ গ্রস্তু স্ত্বং চর্ব্বিতোময়া। ৮৮ ॥
নাস্ত্রস্পৃশ্যো যথা কালো নদৃশ্যশ্চাপ্য লজ্ব্যকঃ।
দুষ্প্রেক্ষোহি নচাবর্ষ্য স্তথা তেজস্ব মেবচ। ৮৯ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা নাগেন্দ্রঃ পপাত চরণাম্বুজে।

হে বিভো! তোমার মূর্ত্তি নাই. কেবল ভক্তানুরোধে তুমি সাকার হও আর তুমি স্বভাবতঃ নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম কেবল কার্য্য কারণ বশে তুমি সগুণ রূপে প্রকাশমান হইয়া থাক। ৮৫ ॥

তুমি স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বাধার, সর্ব্ববীজ সনাতন, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বরূপধারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছ। ৮৬ ॥

হে বিভো! তুমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। ব্রহ্মা মহেশ্বর অনন্ত ধর্ম্ম ইন্দ্র এবং বেদ বেদাঙ্গদর্শী জ্ঞানিগণ যখন তোমার জড়ীভুত হইয়াছেন তখন আমি সর্পজাতি হইয়া করিব?। ৮৭ ॥

হে নাথ! হে করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো ক্ষমা কর, খল স্বভাব ও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অ চর্ব্বণ করিয়া ছিলাম। ৮৮ ॥

ভগবান্! তুমি কালের ন্যায় অস্ত্রের অস্প [illegible] অদৃশ্য ও অলঙ্ঘ্য বস্তু, পণ্ডিতেরা তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও তেজোময় পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেহই তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ৮৯ ॥